ভাব কুতূহলম্

রামগোপাল রায়

সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ৺রামগোপাল রায় জ্যোতির্ব্বিনোদ তন্ত্রভূষণ মহাশয় সঙ্কলিত পুস্তকাবলী :—

উডুদায়প্রদীপম্—সটীক ও সানুবাদ—মূল্য ১।০

এখানি লঘু পারাশরী নামক বিখ্যাত জ্যোতিষগ্রন্থ, সংজ্ঞা-কারক, মারক ও অন্তর্দ্দশা এই চারি অধ্যায়ে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ। ইহাতে লগ্নানুযায়ী গ্রহগণের শুভাশুভত্ব ও চতুর্ব্বিধ সম্বন্ধ নির্ণয—সৌভাগ্য অর্থাৎ উন্নতিকাল নির্ণয নানাবিধ শুভাশুভ যোগ, রিষ্ট ও মৃত্যুকালাদি বিনির্ণয় এবং দশান্তর্দ্দশার ফল বিচার ও অন্যান্য বিবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে। বলা বাহুল্য, কলিযুগে পরাশর প্রোক্ত ফল সর্ব্বাংশে ফলে, সে হেতু ইহার সাহায্য ভিন্ন ফল বিচার নির্ভুল ও নিখুঁৎ হয় না। প্রত্যেক জ্যোতিষীর এই বইখানি সর্ব্বদা কাছে থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই একখানি মাত্র পুস্তকের সাহায্যে গণনার দ্বারা লোকের সন্তুষ্টি সাধন করা অতীব সহজ

জাতকালঙ্কারঃ—সটীক ও সানুবাদ মূল্য ৸০

এখানি গুর্জ্জররাজ-সভাপণ্ডিত কাহ্নজীর পৌত্র গণেশদৈবজ্ঞ কর্ত্তৃক বিরচিত এবং সর্ব্বত্র সমাদৃত। ইহার ছন্দ বিষয়যোজনা ও ভাববিচারাদি অতি সুন্দর। জাতকালঙ্কার না পড়িলে জ্যোতিষী হওয়া যায় না।

চমৎকার চিন্তামণিঃ—সটীক ও সানুবাদ—মূল্য ॥০

বেণীসংহার নাটক প্রণেতা আচার্য্য ভট্টনারায়ণ কর্ত্তৃক গ্রন্থখানি প্রণীত। জাতকের দ্বাদশভাব বিচারের ইহা একখানি উপাদেয় গ্রন্থ

উপদেশ সূত্রম্—সটীক ও সানুবাদ—মূল্য ১॥০

মহর্ষি জৈমিনী কৃত জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় সূত্রগ্রন্থ এবং "জৈমিনীয়সূত্র" নামে পরিচিত [যন্ত্রস্থ]

সত্যমঙ্গল—মূল্য ।০

সত্যনারায়ণ দেবের ব্রতকথা। ইহাতে গৃহস্থের আবশ্যক মত সর্ব্বদেবদেবীর পূজাপদ্ধতিসহ সত্যনারায়ণ দেবের বিশিষ্ট পূজাপদ্ধতি এবং রেবাখণ্ডীয় সংস্কৃত ব্রতকথা সন্নিবিষ্ট আছে। (পুনর্ম্মুদ্রিত)

উপরোক্ত পুস্তকগুলি প্রকাশকের নিকট এবং বাণী-পীঠ—৫১ (বি) বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা "পাল ব্রাদার্স" পাওয়া যাইবে।

রামগোপাল রায়।

ভাবকুতূহলম্

(সানুবাদম্)

মিথিলা নিবাসী শম্ভুনাথ গণকাত্মজ জ্যোতি-
র্ব্বিদাম্বর জীবনাথ বিরচিত প্রসিদ্ধ জ্যোতিষ গ্রন্থ

জ্যোতির্ব্বিনোদ তন্ত্রভূষণ
রামগোপাল রায় সঙ্কলিত

[দ্বিতীয় সংস্করণ]

১৩৪২

প্রকাশক—
শ্রীরামরঞ্জন রায়
রিটায়ার্ড পোষ্টমাষ্টার
৭২, কালীঘাট রোড
কলিকাতা।
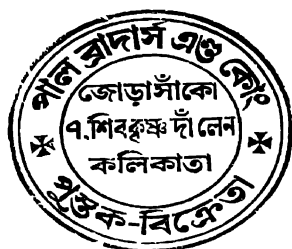
মুদ্রাকর—
শ্রীচণ্ডীচরণ সাঁতরা
ললিত প্রেস
৮১, সিমলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

ভূমিকা।

"*Truth is stranger than fiction.*"

মনুষ্যের ভবিষ্যৎ জীবন ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। লোকহিতৈষী ঈশ্বর-কল্প পূর্ব্বতন ঋষিগণ মানবগণকে সেই দুর্ভেদ্য আবরণ উন্মোচন করতঃ ভবিষ্যৎ জীবন প্রত্যক্ষীভূত করাইবার জন্য জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রচার করিয়া গিয়াছেন। জ্যোতিষ যে অব্যর্থ এবং প্রত্যক্ষফলপ্রদ শাস্ত্র তাহা প্রমাণ করিবার জন্য স্বধর্ম্মনিষ্ট আর্য্য সন্তানকে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, বশিষ্ঠ, নারদ, শক্তি, পরাশর, বাদরায়ণ, দেবল, ময়, যবন, জৈমিনী, মাণ্ডব্য, ভরদ্বাজ, গর্গ, প্রভৃতি ঋষিগণ এই শাস্ত্রের প্রণেতা। ঋষিবিদ্বেষী পাশ্চাত্য বিজ্ঞানালোকসম্পন্ন উন্নতিশীল বিদ্বজ্জনকে কেবল এইমাত্র বলিতে চাই যে, Hippocrates, Aristotle, Cicero, Socrates, Galen, Pythagoras, Ptolemy, Cæsar, Thales, Democritus, Josephus, Manilius, Justinus, Philip Melancthon, Sir Henry Cornelius Agrippa, Roger Bacon, Guido Bonatus, Cardan, Lord Bacon, Archbishop Usher. Valentine Naibod, Bishop Robert Hall, Henry Coley, George Parker, Michael Nostradamus, Sieur de Soleysell, Dr. Mead (Physician to Charles I) Dr. Ebenezer Sibley, John Worsdale, Mercator, Elias Ashmole. Sir Kenelm Digby, Nicholas Culpeper, George Digby (Earl of Bristol), John Heydon, Sir Christopher Heydon, John Dryden (Poet Laureate), Dr. John Butler, Sir George Wharton, Vincent Wing (the astronomer) George Witchel (astronomer Royal Portsmouth), Mr. Flamstead (first Astronomer, Royal) Tycho Brahe and Kepler (the great astronomers,) Lord Lytton, John of Halifax, King Richard I. Geoffry Chaucer, Duke of Gloucester, Robert Recorde (the first man who wrote Arithmetic and Geometry in English and introduced Algebra into England), Baron Napier (who invented Logarithms), William Lilly, Raphael, Pearce, W.R. Old. Virgil, Horace, Hesiod, Anaximander, Pliny, Anaxagoras, Plato, Porphyry, Herbert of Lorraine, Dr. Goad, Oliver of Malmesbury, Aratus, Ramesey, Arise Evans, Didymus, Picus Mirandola, Lucius Bellantius, Sir David Brewster, Napoleon Bonaparte, Placidus de Titus প্রভৃতি ধরাখণ্ডে

লব্ধপ্রতিষ্ঠ স্বনামধন্য জনগণ এই শাস্ত্রের পক্ষপাতী। ধরণীমণ্ডলে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানাদিতে যে সকল ব্যক্তি বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহারা সকলেই জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা বিশেষ মনোযোগসহ অন্ততঃ কিছুকাল জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা না করিয়া এতৎ শাস্ত্রকে ভ্রান্তিপূর্ণ জ্ঞানে অশ্রদ্ধা বা অবিশ্বাস করতঃ পূর্ব্বোক্ত মহামহোপাধ্যায়গণের প্রতি মিথ্যা ও প্রতারণার কলঙ্ক আরোপ করিতে অগ্রসর, তাঁহাদিগকে আমার কিছুই বক্তব্য নাই।

Presumptuous jndgment is the besetting intellectual vice of the time, we live in—*Faraday*.

যত প্রকার শাস্ত্র আছে, তন্মধ্যে আয়ুর্ব্বেদ ও জ্যোতির্ব্বেদ সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ; কিন্তু এই শাস্ত্রদ্বয় এত প্রয়োজনীয় যে সংসারে এমন ব্যক্তিই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, যিনি উক্ত শাস্ত্রদ্বয়ের কিছু-না-কিছু অবগত নহেন। কারণ এতৎ শাস্ত্রদ্বয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও মনুষ্যকে প্রায়ই তদ্বিষয়ক প্রশ্ন করিতে ও উত্তর প্রদান করিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

এতদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, চিকিৎসা ও জ্যোতিষ সম্বন্ধে সকলেরই কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। চিকিৎসা সম্বন্ধে নানাবিধ গার্হস্থ পুস্তক প্রচলিত আছে এবং তাহার শিক্ষার পথও নিষ্কণ্টক, কিন্তু উপযুক্ত পুস্তকাভাব এবং অনেক স্থলে গুরুগণের কার্পণ্য বশতঃ জ্যোতিষ শিক্ষার পথ বিশেষ সুদুর্গম। উক্ত উভয়বিধ বিঘ্ন পরিহার করতঃ সাধারণের জ্যোতিষ শিক্ষার পথের কিঞ্চিৎ সুগমতা করিবার জন্য মিথিলা নিবাসী জ্যোতির্ব্বিদাম্বর জীবনাথ বিরচিত ভাবকুতূহল নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ সানুবাদ প্রকাশিত হইল। এতৎগ্রন্থে জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি অতি সংক্ষেপে বিশদ্‌ভাবে এবং সুমধুর ছন্দে সন্নিবিষ্ট আছে। যাহাতে বিনা গুরূপদেশে গ্রন্থখানি সহজে সকলের হৃদয়ঙ্গম হয়, অনুবাদে তদ্বিষয়ে যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বিদ্বজ্জনই তাহার প্রমাণ—"হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপিবা"। ইতি

শকাব্দা ১৮১৮
অগ্রহায়ণ
কলিকাতা।

শ্রীরামগোপাল শর্ম্মা

নির্ঘণ্ট।

সংজ্ঞাধ্যায়।

মঙ্গলাচরণ—ভাবাদি সংজ্ঞা—ক্ষেত্রাদিকথন উচ্চাদি চক্র—মিত্রামিত্র কথন—ক্ষেত্রাদি দশবর্গ—হোরাচক্র,—দৃকানচক্র—সপ্তাংশচক্র, নবাংশচক্র —দশাংশ চক্র,—দ্বাদশাংশ চক্র—ষোড়শাংশ চক্র- ত্রিংশাংশ চক্র—ষষ্ট্যংশ চক্র—পারিজাতাদি সংজ্ঞা—গ্রহদৃষ্টি,—দৃষ্টিখণ্ডা—চরাদি সংজ্ঞা—সংজ্ঞা চক্র —সম্বন্ধ বিচার সমাগমাদি নির্ণয়। ১ হইতে ৩৬ পৃষ্ঠা।

লগ্নচিহ্নাধ্যায়।

শিরঃচিহ্ন—বাহুচিহ্ন—পার্শ্বচিহ্ন লিঙ্গচিহ্ন—জঠরচিহ্ন—কটীচিহ্ন—পদচিহ্ন —পায়ু চিহ্ন ইত্যাদি। ৩৬ হইতে—৩৮ পৃষ্ঠা।

বালারিষ্টাধ্যায়।

নানাবিধ বালারিষ্ট যোগ। ৩৯ হইতে—৪৪ পৃষ্ঠা।

পিত্রাদ্যরিষ্টাধ্যায়।

পিতৃরিষ্ট ভ্রাতৃরিষ্ট - পুত্ররিষ্ট—মাতুলরিষ্ট মাতৃরিষ্ট প্রভৃতি। ৪৫ হইতে —৪৭ পৃষ্ঠা।

অরিষ্টভঙ্গাধ্যায়।

রিষ্টভঙ্গ কারক বিবিধযোগ। ৪৮ হইতে- ৫ পৃষ্ঠা

পুত্রভাবাধ্যায়।

পুত্রোৎপত্তি যোগ- পুত্রাদি সংখ্যা—পুত্র যোগ—কন্যা যোগ—সুতোৎপত্তি বিলম্ব—পুত্রহানি যোগ, পুত্রাভাবযোগ—বংশনাশযোগ—পুত্রোৎপত্তির উপায় প্রভৃতি। ৫১ হইতে—৫৭ পৃষ্ঠা

রাজ যোগাধ্যায়।

সার্ব্বভৌমযোগ—সম্রাট যোগ—রাজ্যপ্রাপ্তি যোগ—সিংহাসন যোগ— চতুশ্চক্র যোগ—একাবলী যোগ—সামান্য রাজ যোগ—শ্রীচ্ছত্র যোগ— প্রকাশ যোগ—চক্র যোগ—অনফাদি যোগ—দারিদ্র্য যোগ—ফণি যোগ— কাক যোগ—হুতাশন যোগ—রাজযোগভঙ্গ প্রভৃতি। ৫৭ হইতে—৭৮ পৃষ্ঠা।

পুংসামুদ্রিকাধ্যায়।

রাজ্যলাভ লক্ষণ—ভূপতি লক্ষণ—অচলালক্ষ্মী লক্ষণ—বংশোজ্বল লক্ষণ —বাহন প্রাপ্তি লক্ষণ প্রভৃতি। ৭৬ হইতে—৭৮ পৃষ্ঠা।

স্ত্রীজাতকাধ্যায়।

ফলপ্রাপ্তি কথন -ভাবকারক কথন—সপ্তমভাবফল কথন—অনূঢ়া যোগ —সৌভাগ্য যোগ—রাজমহিষী যোগ—পতিভাবস্থ গ্রহফল—মিশ্র যোগ—

নারীগমন যোগ—সৌন্দর্য্য যোগ—বিদুষী যোগ—দুর্ভাগ্য যোগ—ব্যভিচার যোগ—কুলত্যাগ যোগ—অভিসারিকা যোগ—বৈধব্য যোগ—বৈধব্যশান্তি —ত্রিংশাংশ ফল -পুত্র যোগ—বিষকন্যা যোগ—বিষ যোগভঙ্গ প্রভৃতি। ৭৯ হইতে—৯৫ পৃষ্ঠা।

স্ত্রীসামুদ্রিকাধ্যায়।

শুভলক্ষণ—পদতল লক্ষণ—পদলক্ষণ—পদক্ষেপলক্ষণ—জঙ্ঘালক্ষণ—নিতম্ব লক্ষণ—মুখনাসাদি লক্ষণ—যোনি লক্ষণ—নাভি লক্ষণ—ত্রিবলী লক্ষণ—লোম লক্ষণ—স্কন্ধ লক্ষণ—বাহু লক্ষণ—কর লক্ষণ—কররেখা লক্ষণ—কেশ লক্ষণ—দন্ত লক্ষণ—ওষ্ঠ লক্ষণ—বৈধব্য লক্ষণ—দোষশান্তি প্রভৃতি। ৯৫ হইতে—১২৪ পৃষ্ঠা।

মারক কারকাধ্যায়।

শুভাশুভ গ্রহ—আয়ুর্দ্দায়—মারকস্থাননির্ণয় মারকেশনির্ণয়—রাজযোগ—ধনিক যোগ—দারিদ্র যোগ প্রভৃতি ১২৪ হইতে ১৩৮ পৃষ্ঠা

ভাবফলবিচারাধ্যায়।

তনু, ধন প্রভৃতি দ্বাদশ ভাব ফল বিচার। ১৩৮ হইতে ১৫৭ পৃষ্ঠা

দশাফলাধ্যায়।

দশাপতি নির্ণয়—দশা নির্ণয় চক্র—অন্তর্দ্দশাদি আনয়ন -দশাবর্ষখণ্ডা—রব্যাদিনবগ্রহদশাফল—তুঙ্গীগ্রহদশাফল—স্বক্ষেত্রী গ্রহদশাফল—মিত্র ক্ষেত্রস্থ—গ্রহদশাফল—রিপুগেহস্থ গ্রহদশাফল—অস্তগত গ্রহদশা ফল—ষষ্ঠেশ দশাফল, —সপ্তমেশ দশাফল—অষ্টমেশ দশাফল—ব্যয়েশ দশাফল— দশা সামান্য ফল। ১৫৭ হইতে—১৭৮ পৃষ্ঠা।

শয়নাদ্যবস্থা বিচারাধ্যায়।

শয়নাদি অবস্থা নির্ণয়—দৃষ্টাদি অবস্থা নির্ণয়——দৃষ্টাদি অবস্থা ফল—উদাহরণ চক্র—সর্ব্বভাব ফল। ১৭৯ হইতে—১৯০ পৃষ্ঠা।

শয়নাদ্যবস্থাফলকথনাধ্যায়।

রবি প্রভৃতি নবগ্রহের শয়নাদি প্রত্যেকাবস্থাফল। ১৯১ হইতে ২১৮ পৃষ্ঠা।

বালাদীপ্তাদ্যবস্থাধ্যায়।

বালাদি পঞ্চাবস্থা—বালাদি অবস্থা ফল—দীপ্তাদি অষ্টাবস্থা—দীপ্তাদি অবস্থা ফল। ২১৮ হইতে—২২১ পৃষ্ঠা।

গর্ব্বিতাদ্যবস্থাধ্যায়।

গর্ব্বিতাদি ষড়বস্থা—ষড়বস্থা ফল—উপসংহার।—২২২ হইতে ২২৬ পৃষ্ঠা।

ওঁ দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ।

সানুবাদং

ভাব কুতূহলম্।

ব্রহ্মা বিধত্তে পরিপাতি বিষ্ণু
 র্যদাজ্ঞয়া হন্তি হরশ্চ বিশ্বং।
প্রণম্য দুর্গাং জগদীশ্বরীং তাং
 গুণাত্মিকাঞ্চাপি গুণৈর্বিহীনাং ॥ ১ ॥
আলোচ্য শাস্ত্রাণ্যথ বাল তুষ্ট্যৈ
 শ্রীরাম গোপাল ইতি প্রসিদ্ধো
জ্যোতির্ব্বিনোদঃ প্রকরোতি ভাষাং
 সুবোধিনীং ভাব কুতূহলস্য ॥ ২ ॥

যা নির্ব্বাণ প্রদাত্রী নিখিল কৃতধিয়াং যোগমার্গং গতানাং
অজ্ঞানস্যাপি বুদ্ধিঃস্ফুরতি চ নিতরাং সুপ্রসাদাদ্ধি যস্যাঃ।
যা তুষ্টাশা যশোভিঃ কলয়তি ধবলা ভক্তবৃন্দস্য মে সা
কালী কল্যাণ বীজং ভবতুহি শরণং সন্ততং চোদ্যমেঽস্মিন্ ॥ ৩

অথ সংজ্ঞাধ্যায়ঃ প্রথমঃ।

মহঃ সেতুং হেতুং সকল জগতামঙ্কুরতয়া
সদা শম্ভো রম্ভোভব ভবভয় ত্রাণ জনকং।
অহং বন্দে তস্যাস্থর স্থর মনোমোদ নিকরং
চিদানন্দং পাদামল কমল লাবণ্যমধিকং॥ ১॥

বিঘ্নবিনাশ বাসনায় গ্রন্থ প্রারম্ভে গ্রন্থকর্ত্তা জীবনাথ নামা জ্যোতিষী, প্রথমে স্বীয় অভীষ্ট দেব, দেবাদিদেব মহাদেবের বন্দনা করিতেছেন। যিনি উৎপত্তি সম্বন্ধে সমস্ত জগৎ সংসারের একমাত্র হেতু, যিনি এই মোহময় ভব-জলধি উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র সেতু, স্বকীয় ভবরূপ জলমূর্ত্তি হইতে উৎপন্ন এই সংসার-ক্ষেত্র জনন মরণ রূপ বিভীষিকার যিনি একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা সুরাসুরগণ যে আনন্দময়ের ধ্যানে সর্ব্বদা আনন্দপূর্ণ, যিনি চিদানন্দ স্বরূপ, আমি সেই আনন্দামৃতাস্বাদ পরিপূর্ণ অনুপম কোমলতায় তেজঃ (মহঃ) কে বন্দনা করি। ১।

বিচার-সঞ্চার চমৎকৃতং যন্
মতং মুনীনাং প্রবিলোক্য সারং।
শ্রীজীব নাথেন বিদাং হিতায়
প্রকাশ্যতে ভাব কুতূহলম্ তৎ॥ ২॥

প্রাচীন মুনিগণ প্রণীত, ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশক, বহুতর জ্যোতিষ-গ্রন্থ আছে। বিশেষ রূপ বিচার ও পরিশ্রম না করিলে সেই সমস্ত গ্রন্থ হইতে চমৎকারিতা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যাহাতে সহজে সেই সমস্ত চমৎকারিতা অনুভূত হয় এই অভিপ্রায়ে, সেই সমস্ত জ্যোতিষ-গ্রন্থের সারোদ্ধার করিয়া, জ্যোতির্ব্বিদগণের হিতের নিমিত্ত শ্রীজীবনাথ জ্যোতিষী কর্ত্তৃক এই ভাব কুতূহল গ্রন্থ বিরচিত হইল॥ ২॥

ধাত্রোদিতং যবন-কর্কশ-শব্দ সঙ্গা
দাধিব্যথা-বিদলিতং পরমং ফলং যৎ।
মৎ-কোমলামলরবামৃত-রাশি ধারা
স্নানং করোতু জগতা মপিমোদ হেতোঃ ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মাদি কথিত যে সমস্ত পরম হোরাফল (ভাবী শুভাশুভ ফলজ্ঞাপক চমৎকার জ্যোতিষ গ্রন্থ) যবনদিগের কঠোর ভাষায় এবং আধিব্যথায় বিদলিত হইয়া গিয়াছিল, জগতের আনন্দের নিমিত্ত সেই সমস্ত হোরাফল আজ আমার কোমল এবং নির্ম্মল শব্দরূপ অমৃত রাশিতে (ভাব কুতুহল গ্রন্থে) স্নান করুক। ৩।

তনুকোশ সহোদর বন্ধুসুতা,
রিপু কাম বিনাশ শুভা বিবুধৈঃ।
পিতৃভং তত আপ্তি রপায় ইমে,
ক্রমতঃ কথিতা মিহির প্রমুখৈঃ ॥ ৪ ॥

বরাহ মিহির প্রমুখ বিবুধগণ কহিয়াছেন যে, (লগ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া) ক্রমশঃ ১ তনু, ২ কোশ, ৩ সহোদর, ৪ বন্ধু, ৫ সুত, ৬ রিপু, ৭ কাম, ৮ বিনাশ, ৯ শুভ, ১০ পিতা, ১১ আপ্তি এবং ১২ অপায় এই দ্বাদশটী ভাব আছে ॥ ৪ ॥

নক্ষত্র চক্র, মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর কুম্ভ এবং মীন এই দ্বাদশ রাশিতে বিভক্ত। মেষ বৃষাদি বাচক অন্যান্য শব্দ ও তত্তৎ রাশির জ্ঞাপক। যেমন অজ শব্দে মেষ রাশি, যুবতী শব্দে কন্যা রাশি, মৎস্য শব্দে মীন রাশি ইত্যাদি। জন্মকালে পূর্ব্বদিকে যে রাশির উদয় হইয়া থাকে, সেই রাশিকেই লগ্ন কহে। রাশির ন্যায় তনু কোশাদি বাচক অন্যান্য শব্দেও তত্তৎ ভাব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। তন্বাদিভাব বুঝাইবার জন্য জ্যোতিষ গ্রন্থে সাধারণতঃ যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাহা এস্থলে লিখিত হইতেছে। যথা—

১। লগ্ন, তনু, মূর্ত্তি, অঙ্গ, উদয়, বপু, আদ্য।

২। কোশ, কোষ, স্ব, অর্থ, কুটুম্ব, ধন।

৩। সহোদর, সহজ, ভ্রাতা, দুশ্চিক্য, বিক্রম।

৪। বন্ধু, অম্ব, পাতাল, মিত্র, সূর্য্য, হিবুক, গৃহ, সুহৃদ, বাহন, যান, সুখ, অম্বু, জল, নীর।

৫। সুত, তনয়, বুদ্ধি, বিদ্যা, আত্মজ, বাক্‌স্থান, মন্ত্র, ধী।

৬। রিপু, শত্রু, দ্বেষ্য, বৈরি, ক্ষত, ব্রণ, রোগ, মাতুল।

৭। জায়া, যামিত্র, অস্ত, স্মর, মদন, মদ, কাম, দ্যূন, নগ।

৮। বিনাশ, নিধন, রন্ধ্র, আয়ুঃ, ছিদ্র, যাম্য, লয়, মৃত্যু, সংগ্রাম, বিরতি।

৯। শুভ, গুরু, মার্গ, ভাগ্য, ধর্ম্ম, তপঃ।

১০। পিতৃ, রাজ্য, কর্ম্ম, আকাশ, আজ্ঞা, মান, মেষুরণ, ব্যোম, আস্পদ, গগন, নভঃ, মধ্য, ব্যাপার।

১১। আপ্তি, আয়, লাভ, ভব, আগম।

১২। অপায়, ব্যয়, রিপ্‌ফ, প্রান্ত, অন্তিম।

এস্থলে আবশ্যক বোধে আর কয়টী পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা—

১ম। কেন্দ্র—লগ্ন এবং তাহা হইতে চতুর্থ সপ্তম এবং দশম এই স্থান চতুষ্টয়কে কেন্দ্র কহে। কেন্দ্রের অপর নাম কণ্টক এবং চতুষ্টয়॥

২য়। পণফর—লগ্ন হইতে দ্বিতীয়, পঞ্চম, অষ্টম এবং একাদশ এই চারি স্থানকে পণফর কহে॥

৩য়। আপোক্লিম=লগ্ন হইতে তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম এবং দ্বাদশ এই চারিটি স্থানকে আপোক্লিম কহে॥

৪র্থ। দুঃস্থান=লগ্ন হইতে ষষ্ঠ, অষ্টম এবং দ্বাদশ স্থানকে দুঃস্থান কহে। ইহার অপর নাম ত্রিক॥

৫ম। উপচয়=লগ্ন হইতে তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও একাদশ স্থানকে উপচয় কহে। তদ্ব্যতীত স্থান অনুপচয় নামে খ্যাত॥

কুজকবী বুধচন্দ্রদিবাকরা বুধসিতা-বণিজা গুরুসূর্য্যজৌ।
শনিগুরূ চ পুরাতন পণ্ডিতৈ রজমুখাদুদিতা ভবনাধিপাঃ॥ ৫॥

পূর্ব্বে দ্বাদশটী রাশির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে কোন্ গ্রহ কোন্ রাশির অধিপতি, তাহাই কথিত হইতেছে। রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ,

বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু এবং কেতু সর্ব্বশুদ্ধ এই নয়টী মাত্র গ্রহ। যে গ্রহ যে রাশির অধিপতি সেই রাশিকে সেই গ্রহের ক্ষেত্র কহে। কুজ, শুক্র, বুধ, ইন্দু, অর্ক, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, শনি এবং বৃহস্পতি, এই দ্বাদশটী গ্রহ যথাক্রমে মেষ হইতে দ্বাদশ রাশির অধিপতি। সূর্য্য এবং চন্দ্র ভিন্ন অপর গ্রহ পঞ্চকের দুইটি করিয়া ক্ষেত্র আছে, সাধারণ মতে রাহু ও কেতুর কোন ক্ষেত্রাধিপত্য নাই। মিথুন ও কন্যারাশি রাহুর এবং ধনু ও মীনরাশি কেতুর ক্ষেত্র বলিয়া উক্ত॥ ৫ ॥

অঙ্গারকেন্দু গুরবো রবি চন্দ্র পুত্রো
বাদিত্য চন্দ্র গুরবঃ কবি চণ্ডভানূ।
ভৌমার্ক রাত্রি পতয়ো বুধ সূর্য্য পুত্রৌ
শুক্রেন্দুজৌ দিনকরাৎ সুহৃদো ভবন্তি ॥ ৬ ॥

এক্ষণে গ্রহগণের শত্রুমিত্রাদি কথিত হইতেছে। অঙ্গারক (মঙ্গল), ইন্দু ও গুরু; রবি ও চন্দ্রপুত্র (বুধ); আদিত্য, চন্দ্র ও গুরু; কবি (শুক্র) ও চণ্ডভাণু (সূর্য্য); ভৌম (মঙ্গল), অর্ক ও রাত্রিপতি; বুধ ও সূর্য্য পুত্র; এবং শুক্র ও বুধ, সূর্য্য হইতে যথাক্রমে সপ্তগ্রহের মিত্র। গ্রন্থান্তরে লিখিত আছে যে, শুক্র ও শনি রাহুর এবং রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল কেতুর মিত্র।

সৌম্যঃ সমা হি সকলাঃ কবি ভানুপুত্রৌ
মন্দেজ্য ভূমিতনয়া রবিজঃ ক্রমেণ।
ভৌমেজ্যকৌ সুরগুরু রিপবোঽবশিষ্টা
স্তাৎকালিকা ব্যয়ধনায় দশত্রিবন্ধৌ ॥ ৭ ॥

রবির সম সৌম্য (বুধ); মিত্রগ্রহ ব্যতীত অন্য সকল গ্রহ অর্থাৎ মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি চন্দ্রের সম; কবি এবং ভানুপুত্র মঙ্গলের সম; মন্দ (শনি) ইজ্য (গুরু) এবং ভূমি সুত বুধের সম, শনি বৃহস্পতির সম। মঙ্গল ও ইজ্য শুক্রের এবং সুরগুরু শনির সম। শাস্ত্রান্তরে বুধ ও বৃহস্পতি রাহুর এবং কেতুর সম বলিয়া উক্ত আছে। মিত্র গ্রহ ও সমগ্রহ ব্যতীত অবশিষ্ট গ্রহগণ শত্রু মধ্যে গণ্য। ইহাই গ্রহগণের নৈসর্গিক শত্রু মিত্রত্ব। সহজে বুঝিবার জন্য নিম্নে গ্রহগণের স্বাভাবিক মিত্রামিত্র চক্র লিখিত হইল॥

অথ গ্রহাণাং নৈসর্গিক মিত্রামিত্র চক্রং

	রবেঃ	চন্দ্রস্য	মঙ্গলস্য	বুধস্য	গুরোঃ	শুক্রস্য	শনেঃ	রাহোঃ	কেতোঃ
মিত্রবর্গাঃ	চমবৃ	রবু	রচবৃ	রশু	চরম	বুশ	বুশু	শুশ	চরম
শত্রুবর্গাঃ	শুশ	০	বু	চ	বুশু	রচ	চরম	চরম	শুশ
সমবর্গাঃ	বু	মবৃশুশ	শুশ	মবৃশ	শ	মবৃ	বৃ	বুবৃ	বুবৃ

এক্ষণে গ্রহগণের ত্তাৎকালিক মিত্রামিত্র বর্ণিত হইতেছে। জন্ম কুণ্ডলীতে যে গ্রহ যে রাশিতে অবস্থিত আছে, সেই রাশিকে লগ্ন মনে করিয়া তাহার উভয় পার্শ্বস্থ তিন তিন রাশি অর্থাৎ দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, দ্বাদশ, একাদশ এবং দশম রাশিস্থ গ্রহ তাহার তাৎকালিক মিত্র এবং তদিতর রাশিস্থ গ্রহ তাহার শত্রু। মিত্র মিত্রত্বে অধিমিত্রং, শত্রু শত্রুত্বে অধিশত্রুঃ, মিত্র শত্রুত্বে সমঃ, শত্রু সমত্বে শত্রুঃ এবং মিত্র সমত্বে মিত্রং। নৈসর্গিক মিত্র গ্রহ দ্বিতীয় দ্বাদশাদি ছয় রাশিস্থ হইলে অধিমিত্র এবং তদিতর রাশিস্থ হইলে সম হইবে। নৈসর্গিক শত্রু গ্রহ উক্ত ছয় রাশিতে অবস্থিত হইলে সম এবং অন্যত্র থাকিলে অধিশত্রু হইবে। নৈসর্গিক সমগ্রহ তাৎকালিক মিত্র হইলে মিত্র এবং শত্রু হইলে শত্রু হইবে।

উদাহরণ

শকাব্দা ১৭৯৮।৩।১৪।৮।২২।১১।০

পূর্ব্বাহ
দিবা ৩২।৫৬
৬ ১৫ ২২
৮ ৫০ ৫
৪৮ ৪০ ৪৮
৫৩ ০ ১৪
চন্দ্রস্তুলায়াং
জাতাহ
দিবা ৩২।৫৩
৭ ১৬ ২৩
৯ ৫৩ ৪
৫০ ৮ ৩৭
৩৮ ২ ১৫
চন্দ্রোবৃশ্চিকে
লং ৩৮।১৮

০ / শু ৬	০	রা ১৫ / শ ২৪
র ৮ বু ৮ ম ৯	জন্ম কুণ্ডলী	০
লং ২৯।১২ / কে ১২	চ ১৬	০ / বৃ ১৭

র—৩।১৪।৫০
চ—৬।২৩।৩৮
ম—৩।১৮।৫৩
বু—৩।১২।৫৪
বৃ—৭।৩।৫০
শ—১০।১৬।২০
শু—২।১৮।২
রা—১১।৩।১৬
কে—৫।৩।১৬
লং—৪।২৯।১২

গ্রহাণাং মিত্রামিত্র চক্রং।

	রবেঃ	চন্দ্রস্য	মঙ্গলস্য	বুধস্য	গুরোঃ	শুক্রস্য	শনেঃ	রাহোঃ	কেতোঃ
অধিমিত্রাণি	চ	রবু	চ	শু	চ	বু	০	শুশ	চরম
মিত্রাণি	০	মবৃ	শু	০	শ	ম	বৃ	০	বুবৃ
সমাঃ	মবৃশু	০	রবু	রচ	রম	শর	বুশু	০	শু
শত্রবঃ	বু	শুশ	শ	মবৃশ	০	বৃ	০	বুবৃ	০
অধিশত্রবঃ	শ	০	বু	০	বুশু	চ	চরম	চরম	শ

প্রথমতঃ উপরি লিখিত চক্রের ন্যায় একটি মিত্রামিত্র চক্র অঙ্কিত করিয়া পরে প্রত্যেক গ্রহের মিত্রামিত্র নির্ণয় করিতে হইবে। সূত্রে লিখিত আছে যে, জন্ম কুণ্ডলীতে যে গ্রহ যে রাশিতে থাকিবে, তাহার দ্বিতীয়, দ্বাদশ, তৃতীয়, একাদশ এবং চতুর্থ দশম গৃহস্থিত গ্রহ, অর্থাৎ কোন গ্রহের অধিষ্ঠিত রাশির দক্ষিণদিকস্থ তিন রাশিতে ও বামদিকস্থ তিন রাশিতে অবস্থিত গ্রহ তাহার মিত্র এবং অবশিষ্ট ছয় রাশিতে অবস্থিত গ্রহ তাহার শত্রু। উপরি লিখিত জন্মকুণ্ডলীতে রবি কর্কট রাশিতে অবস্থিত আছেন। নৈসর্গিক মিত্রামিত্র চক্রে দেখা যাইতেছে যে, চন্দ্র, মঙ্গল এবং বৃহস্পতি রবির মিত্র। জন্ম কুণ্ডলীতে কিন্তু চন্দ্রই কেবল রবির মিত্র ; সুতরাং মঙ্গল এবং বৃহস্পতি রবির শত্রু। চন্দ্র উভয়ত্র মিত্র হওয়ায় তাৎকালিক মিত্রামিত্র চক্রে রবির অধিমিত্র এবং মঙ্গল ও বৃহস্পতি, নৈসর্গিক মিত্র এবং তাৎকালিক শত্রু হওয়ায় রবির সম হইল। শুক্র এবং শনি রবির নৈসর্গিক শত্রু, কিন্তু জন্ম কুণ্ডলীতে শুক্র, মিত্র, এবং শনি শত্রু। শুক্র, মিত্র এবং শত্রু হওয়ায় সম মধ্যে গণ্য ; কিন্তু শনি উভয়ত্র শত্রু হওয়ায় অধিশত্রু হইল। নৈসর্গিক সম গ্রহ জন্ম কুণ্ডলীতে মিত্র হইলেই মিত্র এবং শত্রু হইলেই শত্রু হইবে। বুধ এস্থলে রবির নৈসর্গিক সমগ্রহ, জন্ম কুণ্ডলীতে শত্রু স্থানে অবস্থিত হইয়াছে বলিয়া রবির তাৎকালিক শত্রু হইল, মিত্র স্থানে অবস্থিত থাকিলে মিত্র হইত। অধিমিত্র গ্রহ সর্ব্বদাই মিত্রের কার্য্য করে। অধিশত্রু গ্রহের শত্রুতা কখনই দূরীভূত হয় না। নৈসর্গিক মিত্র গ্রহ তাৎকালিক সম হইলে মুখে বন্ধুতা দেখায় বটে, কিন্তু কার্য্যকালে উদাসীন থাকে। নৈসর্গিক শত্রু গ্রহ সম হইলে কার্য্যকালে

শত্রুতাচরণ করে না, উদাসীন থাকে। নৈসর্গিক সম অর্থাৎ উদাসীন গ্রহ মিত্র হইলে কার্য্যকালে উপকার এবং শত্রু হইলে অনিষ্ট সাধন করে।

পরমোচ্চ মজে দশভির্ব্বৃষভে,
শিখিভি র্মকরে গজ যুগ্মলবৈঃ।
তিথিভির্যুবতী ভবনে বিধুভে,
কিল পঞ্চভিরেব ঝষে ত্রিঘনৈঃ ॥ ৮ ॥

কৃতিভিশ্চ তুলাভবনে রবিতঃ,
কথিতং মদনে খলু নীচ মতঃ।
মিথুনেতমসঃ শিখিনো ধনুষি,
প্রথমে বুধভে গুরুভে ভবনং ॥ ৯ ॥

এক্ষণে গ্রহগণের উচ্চরাশি, নীচরাশি, উচ্চাংশ, এবং নীচাংশ কথিত হইতেছে। মেষ, বৃষ, মকর, কন্যা, কর্কট, মীন, তুলা, মিথুন এবং ধনু যথাক্রমে সূর্য্যাদি নবগ্রহের উচ্চস্থান। উচ্চ রাশির সপ্তম রাশিই গ্রহের নীচস্থান বলিয়া গণ্য। যেমন, মেষরাশি সূর্য্যের উচ্চ গৃহ, মেষ রাশির সপ্তম রাশি তুলা সূর্য্যের নীচ গৃহ। গ্রহগণের যে উচ্চ রাশি কথিত হইল তাহার সমুদায় স্থান উচ্চ বলিয়া গণ্য নহে। রাশিকে সমান ত্রিশ ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার এক এক ভাগকে অংশ কহে। রাশির প্রথম অংশ হইতে আরম্ভ করিয়া মেষের ১০ অংশ পর্য্যন্ত সূর্য্যের, বৃষের ৩ অংশ পর্য্যন্ত চন্দ্রের, মকরের ২৮ অংশ পর্য্যন্ত মঙ্গলের, কন্যার ১৫ অংশ পর্য্যন্ত বুধের, কর্কটের ৫ অংশ পর্য্যন্ত বৃহস্পতির, মীনের ২৭ অংশ পর্য্যন্ত শুক্রের, তুলার ২০ অংশ পর্য্যন্ত শনির, মিথুনের প্রথমাংশ রাহুর এবং ধনুর প্রথমাংশ কেতুর উচ্চ স্থান। যে রাশির যত অংশ যাহার উচ্চস্থান, তাহার সপ্তম রাশির তত অংশ তাহার নীচ স্থান। যেমন, মেষের ১০ অংশ সূর্য্যের উচ্চস্থান, মেষ রাশির সপ্তম তুলা রাশির ১০ অংশ তাঁহার নীচস্থান। পূর্ব্বে মূলে, রাহু এবং কেতুর ক্ষেত্রের কথা উল্লিখিত হয় নাই বলিয়া এস্থলে লিখিত হইতেছে। বুধের ক্ষেত্রদ্বয় অর্থাৎ মিথুন ও কন্যা রাশি রাহুর ক্ষেত্র এবং বৃহস্পতির ক্ষেত্রদ্বয় ধনু ও মীন রাশি কেতুর ক্ষেত্র বলিয়া উক্ত আছে।

গ্রহগণ আপন আপন উচ্চ রাশিস্থ (তুঙ্গী) হইলে পূর্ণ বল প্রাপ্ত হন। এই পূর্ণ বলের পরিমাণ ১ রূপ অর্থাৎ ৬০ কলা মাত্র। গ্রহগণ স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবস্থিত হইলে তদর্দ্ধ অর্থাৎ ৩০ কলা মাত্র বলে বলীয়ান্ হন। গ্রহগণ আপন আপন ক্ষেত্রদ্বয়ের মধ্যে কোন ক্ষেত্রে, অংশ বিশেষে বিশেষ হর্ষযুক্ত থাকেন। উক্ত স্থানকে গ্রহগণের হর্ষস্থান বা মূলত্রিকোণ কহে। গ্রহগণ মূল ত্রিকোণস্থ হইলে ত্রিপাদ অর্থাৎ ৪৫ কলা বল ধারণ করেন। "সিংহো বৃষশ্চ মেষশ্চ কন্যা ধন্বী ধটো ঘটঃ। অর্কাদীনাং ত্রিকোণানি মূলানি রাশয়ঃ ক্রমাৎ॥" রবির সিংহ, চন্দ্রের বৃষ, মঙ্গলের মেষ, বুধের কন্যা, বৃহস্পতির ধনু, শুক্রের তুলা এবং শনির কুম্ভরাশি মূল ত্রিকোণ বা হর্ষস্থান। এই অধ্যায়ের শেষোক্ত ১৫ সংখ্যক শ্লোকে গ্রহগণের মূল ত্রিকোণ স্থানের কথা ব্যক্ত আছে। গ্রহগণের মধ্যে চন্দ্রেরই কেবল হর্ষস্থান, স্বীয় ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যত্র। তুঙ্গ ক্ষেত্রের অংশ বিশেষে যেরূপ খেচরগণ বলশালী হন, মূল ত্রিকোণেও সেইরূপ সিংহের ২০ অংশ, বৃষের ২৭ অংশ, মেষের ১২ অংশ, কন্যার ২৫ অংশ, ধনুর ১০ অংশ, তুলার ১৫ অংশ এবং কুম্ভের ২০ অংশ সূর্য্যাদি গ্রহ সপ্তকের হর্ষস্থান।

কুম্ভের ৫ অংশ এবং সিংহের ৫ অংশ যথাক্রমে রাহু ও কেতুর মূল ত্রিকোণ; নিম্নস্থ চক্র দৃষ্টে গ্রহগণের উচ্চাদি সহজে উপলব্ধি হইবে।

গ্রহগণের উচ্চতাদি ক্ষেত্র।

	নীচাংশ		উচ্চাংশ		মূল ত্রিকোণ		ক্ষেত্র		ক্ষেত্র
গ্রহ	রাশি	অংশ	রাশি	অংশ	রাশি	অংশ	রাশি	অংশ	রাশি
রবি	তুলা	১-১০	মেষ	১-১০	সিংহ	১-২০	সিংহ	২১-৩০	•
চন্দ্র	বৃশ্চিক	১-৩	বৃষ	১-৩	বৃষ	৪-২৭	কর্কট	পূর্ণ	•
মঙ্গল	কর্কট	১-২৮	মকর	১-২৮	মেষ	১-১২	মেষ	১৩-৩০	বৃশ্চিক
বুধ	মীন	১-১৫	কন্যা	১-১৫	কন্যা	১৬-২৫	কন্যা	২৬-৩০	মিথুন
গুরু	মকর	১-৫	কর্কট	৫	ধনু	১-১০	ধনু	১১-৩০	মীন
শুক্র	কন্যা	১-২৭	মীন	১-২৭	তুলা	১-১৫	তুলা	১৬-৩০	বৃষ
শনি	মেষ	১-২০	তুলা	১-২০	কুম্ভ	১-২০	কুম্ভ	২১-৩০	মকর
রাহু	ধনু	১	মিথুন	১	কুম্ভ	১-৫	মিথুন	২-৩০	কন্যা
কেতু	মিথুন	১	ধনু	১	সিংহ	১-৫	ধনু	২-৩০	মীন

গ্রহগণের উচ্চাংশে ও নীচাংশে যে অংশ সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অন্তিমাংশকে স্বচ্চাংশ ও সুনীচাংশ কহে। যেমন মেষ রাশির দশমাংশ সূর্য্যের স্বচ্চাংশ, বৃশ্চিকের তৃতীয়াংশ, চন্দ্রের সুনীচাংশ ইত্যাদি। সূর্য্য মেষরাশির প্রথম হইতে ১০ অংশের মধ্যে অবস্থিত হইলে উচ্চস্থ বলিয়া গণ্য হইবেন, দশ অংশের পর রবি আর তুঙ্গী নহেন, মঙ্গলের ক্ষেত্রস্থ মাত্র। বুধ কন্যা রাশির ১৫ অংশ মধ্যে থাকিলে উচ্চস্থ, ১৫ অংশের পর হইতে ২৫ অংশের মধ্যে থাকিলে মূল ত্রিকোণস্থ এবং তৎপরে শেষ ৫ অংশের মধ্যে থাকিলে ক্ষেত্রস্থ বলিয়া গণ্য। অন্যান্য গ্রহেরও এইরূপ।

গ্রহগণের বলানুসারেই তাঁহাদিগের উচ্চাদি স্থান নির্ণীত হইয়াছে। গ্রহগণ সুনীচাংশে অবস্থিত থাকিলে বলশূন্য এবং স্বচ্চাংশে পূর্ণবলে বলীয়ান্ হন। তুঙ্গস্থানে গ্রহগণের বল ১ রূপ অর্থাৎ ৬০ কলা, মূল ত্রিকোণে ৪৫ কলা, স্বক্ষেত্রে ৩০ কলা, অধিমিত্র ক্ষেত্রে ২০ কলা, মিত্রক্ষেত্রে ১৫ কলা, সমক্ষেত্রে ৮ কলা, শত্রুক্ষেত্রে ৪ কলা, অধিশত্রুক্ষেত্রে ২ কলা এবং নীচস্থানে ০ কলা মাত্র। নিম্নে গ্রহগণের উচ্চাদি বলচক্র লিখিত হইল, তদ্দৃষ্টে কোন্ গ্রহ কোন্ স্থানে কিরূপ বলশালী হন, তাহা সহজেই অনুভূত হইবে।

ক্ষেত্রাদি বলচক্র

উচ্চ	মূল ত্রিকোণ	স্বক্ষেত্র	অধিমিত্র-ক্ষেত্র	মিত্রক্ষেত্র	সমক্ষেত্র	শত্রু-ক্ষেত্র	অধিশত্রু-ক্ষেত্র	নীচ
৬০	৪৫	৩০	২০	১৫	৮	৪	২	০

হোরা রাশি দলং সমে প্রথমতশ্চন্দ্রস্য ভানোরতো
ব্যত্যা স্যাৎ দশমে দৃকাণপতয়ঃ স্বাঙ্কাঙ্কভাবাধিপাঃ।
মেষাদাদিমভে বৃষে তু মকরাৎ যুগ্মে ধটাদিন্দুভে
কর্কাদেব নবাংশকা নিগদিতাঃ স্যুর্দ্বাদশাংশাঃ স্বভাৎ ॥১০॥

এক্ষণে গ্রহগণের ষড়বর্গ কথিত হইতেছে। ১ ক্ষেত্র, ২ হোরা, ৩ দৃকাণ,

৪ নবাংশ, ৫ দ্বাদশাংশ, ৬ ত্রিংশাংশ, ৭ সপ্তমাংশ, ৮ দশমাংশ, ৯ ষোড়শাংশ, ১০ ষষ্ট্যংশ এবং এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি বর্গ আছে। ইহার মধ্যে প্রথম হইতে ছয়টী ষড়বর্গ, সাতটী সপ্তবর্গ এবং দশটি দশবর্গ নামে খ্যাত। যদিচ গ্রন্থকার ভাবকুতূহলে কেবল ষড়বর্গেরই উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থ মধ্যে এমন কয়টি পারিভাষিক শব্দ আছে যে, দশবর্গ না জানিলে সে সকল শব্দের সম্যক্ অর্থ বোধ হয় না। গ্রহগণের ষড়বল সাধন করিতে সপ্ত বর্গের প্রয়োজন হয়। এজন্য আবশ্যক বোধে গ্রন্থান্তর হইতে এস্থলে দশবর্গেরই বিবরণ করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ ক্ষেত্র বর্গ। রাশি চক্র মেষাদি দ্বাদশ রাশিতে বিভক্ত। উহার এক-একটি রাশি এক-এক গ্রহের ক্ষেত্র। কোন্ রাশি কোন্ গ্রহের ক্ষেত্র, তাহা পূর্ব্বে পঞ্চম শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। এস্থলে তদ্বিষয় পুনঃ প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ হোরা বর্গ। "হোরা রাশি দলং সমে প্রথমতশ্চন্দ্রস্য ভানো রতো ব্যত্যা স্যাৎ।" দল শব্দে অর্দ্ধ। রাশির অর্দ্ধেককে হোরা কহে। ত্রিশ অংশে এক রাশি হয়, সুতরাং এক এক হোরার পরিমাণ ১৫ অংশ মাত্র। ৬০ দণ্ডে অর্থাৎ এক অহোরাত্রে দ্বাদশটী রাশির উদয় হয়; অতএব সময়ের হিসাবে আড়াই দণ্ড বা এক ঘণ্টা সময়কে এক হোরা কহে। মেষাদি দ্বাদশ রাশি যথাক্রমে ১।২ ইত্যাদি সংখ্যায় প্রকাশ করা যায়। ইহার মধ্যে ১, ৩, ৫ ইত্যাদি সংখ্যক রাশি বিষম এবং ২, ৪, ৬ ইত্যাদি সংখ্যোক্ত রাশি সম বলিয়া গণ্য। সমরাশির প্রথম ১৫ অংশের অধিপতি চন্দ্র এবং দ্বিতীয় ১৫ অংশের অধিপতি সূর্য্য। বিষম রাশিতে ইহার বিপরীত অর্থাৎ মেষ, মিথুন ইত্যাদি ক্রমস্থ বিষম রাশির, প্রথম দল সূর্য্যের হোরা এবং দ্বিতীয় দল চন্দ্রের হোরা। সহজে বোধগম্য হইবার জন্য পরপৃষ্ঠায় হোরা চক্র প্রদত্ত হইল।

হোরা চক্রং।

সংখ্যা	অংশ	মেষ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা	তুলা	বিছা	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
১ম	১৫	৫র	৪চ	৫র	৪চ	৫র	৪চ	৫র	৪চ	৫র	৮চ	৫র	৪চ
২য়	৩০	৮চ	৫র	৪চ	৫র	৪চ	৫র	৪চ	৫র	৪চ	৫র	৪চ	৫র

কোষ্ঠী প্রস্তুত কালে জন্ম কুণ্ডলীর ন্যায় ক্ষেত্র হোরাদি এক একটি বর্গ কুণ্ডলী প্রস্তুত করিয়া তাহাতে যথাস্থানে গ্রহগণকে স্থাপিত করিতে হয়। গ্রহগণ যত সংখ্যক বর্গাংশে থাকিলে যে রাশিতে রাখিতে হইবে, তাহা হোরাদি চক্র মধ্যে অঙ্ক সংখ্যায় লিখিত হইয়াছে। যথা পূর্ব্বোক্ত জন্ম কুণ্ডলীতে বুধ কর্কটের ত্রয়োদশ অংশে; সুতরাং প্রথমার্দ্ধে অবস্থিত। উপরোক্ত হোরা চক্রে কর্কট রাশির নিম্নে ১ম অংশে ৪ সংখ্যা আছে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, বুধকে হোরা কুণ্ডলীতে মেষ হইতে চতুর্থ রাশি কর্কটে স্থাপন করিতে হইবে। কর্কট রাশির অধিপতি চন্দ্র, সুতরাং হোরা কুণ্ডলী দৃষ্টে সহজেই বোধগম্য হইবে যে, জন্ম কুণ্ডলীতে বুধ চন্দ্রের হোরায় অবস্থিত। অন্যান্য বর্গ কুণ্ডলীতেও এইরূপ, বিচার করিয়া লইবে।

তৃতীয় দৃকাণ বর্গ। "দশমে দৃকাণ পতয়ঃ স্বাক্ষাঙ্কভাবাধিপাঃ।" রাশিকে সমান তিন ভাগে বিভক্ত করিলে এক এক ভাগ অর্থাৎ রাশির প্রথমাংশ হইতে প্রত্যেক দশ অংশে এক এক দৃক্কাণ হয়। সুতরাং প্রতি রাশিতে তিনটি এবং রাশি চক্রে সর্ব্বসমেত ৩৬টী দৃকাণ আছে। রাশির অধিপতিই, রাশির প্রথম দৃকাণের অধিপতি। যথা মেষ রাশির প্রথম দৃকাণের অধিপতি মঙ্গল, তুলা রাশির প্রথম দৃকাণের অধিপতি শুক্র ইত্যাদি। অক্ষ অর্থাৎ পঞ্চম রাশির অধিপতি দ্বিতীয় দৃকাণের এবং অঙ্ক (নবম) রাশির অধিপতি তৃতীয় দৃকাণের অধিপতি হইবে। সিংহ এবং ধনু রাশি যথাক্রমে মেষের

পঞ্চম ও নবম রাশি। অতএব সিংহাধিপতি রবি, মেষের দ্বিতীয় দৃকাণের এবং ধনুর অধিপতি বৃহস্পতি, তৃতীয় দৃকাণের অধিপতি হইবে। সার কথা ত্রিকোণ ত্রয়ের অধিপতিই যথাক্রমে দৃকাণ ত্রয়ের অধিপতি হইবে। নিম্নে একটী দৃকাণ-চক্র সন্নিবেশিত হইল। হোরা কুণ্ডলীর ন্যায় দৃকাণ কুণ্ডলী প্রস্তুত করিতে হয়।

দৃকাণ চক্র।

সংখ্যা	অংশ	মেষ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা	তুলা	বিছা	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
১ম	১০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
২য়	২০	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪
৩য়	৩০	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

চতুর্থ সপ্তাংশ বর্গ। এক্ষণে গ্রন্থান্তর হইতে সপ্তাংশ বর্গ লিখিত হইতেছে। রাশিকে সমান সপ্তাংশে বিভক্ত করিলে এক এক ভাগকে এক এক সপ্তাংশ কহে। রাশির সপ্তাংশের পরিমাণাংশ (৪।১৭।৮।৩৪) চারি অংশ ১৭কলা ৮ বিকলা এবং ৩৪ অনুকলা। "ওজে স্বগৃহাৎ সমে তৎসপ্তমাৎ।" বিষম রাশিকেই ওজ, এবং সমরাশিকে যুগ্ম বা সম রাশি কহে। স্বগৃহ হইতে যথাক্রমে পর পর গৃহের অধিপতি ওজ রাশির সপ্তাংশের অধিপতি হইবে। সপ্তম রাশির অধিপতিই সম রাশির প্রথম সপ্তাংশের অধিপতি হইবে এবং সেই সপ্তম রাশির পর পর গৃহের অধিপতি যথাক্রমে দ্বিতীয়াদি অংশের অধিপতি হইবে। যেমন মেষরাশির সপ্তাংশাধিপতি যথাক্রমে মঙ্গল, শুক্র, বুধ ইত্যাদি। এবং বৃষরাশির সপ্তাংশের অধিপতি, বৃষের সপ্তম রাশি হইতে গণনা করিয়া যথাক্রমে মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ইত্যাদি। পরপৃষ্ঠায় স্পষ্টীকরণার্থ একটী সপ্তাংশ চক্র প্রদত্ত হইল।

• পূর্ব্ব কুণ্ডলীর ন্যায় ইহাতে কেবল অধিপতির ক্ষেত্র সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

সপ্তাংশ চক্র।

সংখ্যা	রাশ্যংশা	মেষ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা	তুলা	বিছা	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
১ম	৪।১৭।৯	১	৮	৩	১০	৫	১২	৭	২	৯	৪	১১	৬
২য়	৮।৩৪।১৭	২	৯	৪	১১	৬	১	৮	৩	১০	৫	১২	৭
৩য়	১২।৫১।২৬	৩	১০	৫	১২	৭	২	৯	৪	১১	৬	১	৮
৪র্থ	১৭।৮।৩৪	৪	১১	৬	১	৮	৩	১০	৫	১২	৭	২	৯
৫ম	২১।২৫।৪৩	৫	১২	৭	২	৯	৪	১১	৬	১	৮	৩	১০
৬ষ্ঠ	২৫।৪২।৫১	৬	১	৮	৩	১০	৫	১২	৭	২	৯	৪	১১
৭ম	৩০।০।০	৭	২	৯	৪	১১	৬	১	৮	৩	১০	৫	১২

পঞ্চম নবাংশ চক্র। কোন রাশিকে সমান নয় ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার এক এক ভাগকে এক এক নবাংশ কহে। এক নবাংশের পরিমাণ সুতরাং ৩ অংশ ২০ কলা মাত্র। রাশি চক্র ২৭ নক্ষত্রে বিভক্ত। নক্ষত্র সংখ্যা ২৭ কে রাশি সংখ্যা ১২ দ্বারা ভাগ করিলে সওয়া দুই অর্থাৎ ৯ পাদ নক্ষত্রে এক এক রাশি হয়। অতএব নবাংশ এবং নক্ষত্র পাদ একই পদার্থ।

এক্ষণে প্রত্যেক নক্ষত্র পাদ বা নবাংশের অধিপতি নির্ণয় করিতে হইবে। "মেষাদাদিষ্টভে বৃষে তু মকরাৎ যুগ্মে ধটাদিন্দুভে। কর্কাদেব নবাংশা নিগদিতাঃ।" নবাংশ গণনা মেষ রাশির স্বস্থান হইতে বৃষরাশির মকর হইতে এবং মিথুন (যুগ্ম) রাশির তুলা (ধট) হইতে হইবে। ইন্দুক্ষেত্র কর্কটের নবাংশ গণনা কর্কট হইতে এবং উক্ত ক্রমানুসারে অপরাপর রাশির নবাংশ গণনা করিতে হইবে। অর্থাৎ "চরে স্বগৃহাৎ স্থিরে তন্নবমাৎ দ্বিস্বভাবে তৎ পঞ্চমাৎ।" চর স্থিরাদি সংখ্যা পরে উল্লিখিত হইবে। এস্থলে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, চর রাশি, মেষ, কর্কট, তুলা এবং মকরের নবাংশপতি যথাক্রমে স্বগৃহ হইতে পর পর রাশির অধিপতি হইবে। যেমন মেষ রাশির ১ম নবাংশপতি মঙ্গল ২য় নবাংশপতি শুক্র ইত্যাদি। স্থির রাশির (বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক এবং কুম্ভ) নবাংশ পতি, তাহার নবম গৃহের অধিপতি হইতে পর পর নয় রাশির অধিপতি হইবে। যেমন বৃষের ১ম নবাংশপতি শনি, ৩য় নবাংশপতি গুরু ইত্যাদি। দ্ব্যাত্মক (মিথুন, কন্যা, ধনু এবং মীন) রাশির নবাংশপতি তাহার পঞ্চম রাশির অধিপতি হইতে ক্রমান্বয়ে নির্ণয় করিবে। যেমন ধনু রাশির ১ম নবাংশপতি মঙ্গল, ২য় নবাংশপতি শুক্র ইত্যাদি। চর রাশি হইতেই প্রত্যেক রাশির নবাংশপতি গণনা করিতে হয়। ইষ্ট রাশি চর হইলে স্বগৃহ হইতে এবং স্থির বা দ্বিস্বভাব হইলে তাহার ত্রিকোণস্থ চর রাশি হইতে নবাংশপতি নির্দ্দিষ্ট হইবেন। "রাশীনাং স্ব নবাংশো যঃ স বর্গোত্তম উচ্যতে" রাশিদিগের স্ব নবাংশই বর্গোত্তমী নবাংশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। এই স্থানে গ্রহগণ বিশেষ বলশালী হন। চর রাশির ১ম, স্থির রাশির ৫ম এবং দ্বিস্বভাবের ৯ম নবাংশই বর্গোত্তম বলিয়া খ্যাত। জন্ম কুণ্ডলীতে যে গ্রহ যে রাশিতে অবস্থিত থাকেন, নবাংশ কুণ্ডলীতেও সেই রাশিতে অবস্থিত হইলেই বর্গোত্তমী বলিয়া জানিবে। পর পৃষ্ঠায় বোধসৌকর্য্যার্থে নবাংশ চক্র প্রদত্ত হইল। এই চক্রে বর্গোত্তমী নবাংশ তারকা চিহ্নে চিহ্নিত রহিল।

নবাংশ চক্র।

সংখ্যা	রাশ্যংশ	মেষ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা	তুলা	বৃশ্চিক	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
১ম	৩।২০	১*	১০	৭	৪*	১	১০	৭*	৪	১	১০*	৭	৪
২য়	৬।৪০	২	১১	৮	৫	২	১১	৮	৫	২	১১	৮	৫
৩য়	১০।০	৩	১২	৯	৬	৩	১২	৯	৬	৩	১২	৯	৬
৪র্থ	১৩।২০	৪	১	১০	৭	৪	১	১০	৭	৪	১	১০	৭
৫ম	১৬।৪০	৫	২*	১১	৮	*৫	২	১১	৮*	৫	২	১১*	৮
৬ষ্ঠ	২০।০	৬	৩	১২	৯	৬	৩	১২	৯	৬	৩	১১	৯
৭ম	২৩।৪০	৭	৪	১	১০	৭	৪	১	১০	৭	৪	১	১০
৮ম	২৬।৩০	৮	৫	২	১১	৮	৫	২	১১	৮	৫	২	১১
৯ম	৩০।০	৯	৬	৩*	১২	৯	৬*	৩	১২	৯*	৬	৩	১২*

ষষ্ঠ দশমাংশ বর্গ। এক্ষণে গ্রন্থান্তর হইতে দশমাংশ চক্র লিখিত হইতেছে। রাশিকে সমান দশভাগে বিভক্ত করিলে তাহার এক এক ভাগকে এক এক দশমাংশ কহে। প্রত্যেক দশমাংশের পরিমাণ ৩ অংশ মাত্র। বিষম রাশির দশমাংশ সেই রাশি হইতেই গণনা করিতে হইবে। সম রাশির দশমাংশ তাহার নবম রাশি হইতে গণনীয়; যথা "দশাংশপানামধিপাস্তদীশাৎ ওজে সমে তন্নবমেশ্বরাস্থাঃ।" মিথুন বিষম বা ওজ রাশি ইহার দশমাংশ মিথুন হইতেই গণনীয়; কিন্তু কর্কট সম রাশি বলিয়া তাহার দশমাংশ কর্কটের নবম রাশি মীন হইতে গণনা করিবে। সুগমতার জন্য পরে দশমাংশ বর্গ চক্র প্রদত্ত হইল।

দশমাংশ চক্র।

সংখ্যা	অংশ	মেষ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা	তুলা	বৃশ্চিক	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
১ম	৩।০	১	১০	৩	১২	৫	২	৭	৪	৯	৬	১১	৮
২য়	৬।০	২	১১	৪	১	৬	৩	৮	৫	১০	৭	১২	৯
৩য়	৯।০	৩	১২	৫	২	৭	৪	৯	৬	১১	৮	১	১০
৪র্থ	১২।০	৪	১	৬	৩	৮	৫	১০	৭	১২	৯	২	১১
৫ম	১৫।০	৫	২	৭	৪	৯	৬	১১	৮	১	১০	৩	১২
৬ষ্ঠ	১৮।০	৬	৩	৮	৫	১০	৭	১২	৯	২	১১	৪	১
৭ম	২১।০	৭	৪	৯	৬	১১	৮	১	১০	৩	১২	৫	২
৮ম	২৪।০	৮	৫	১০	৭	১২	৯	২	১১	৪	১	৬	৩
৯ম	২৭।০	৯	৬	১১	৮	১	১০	৩	১২	৫	২	৭	৪
১০ম	৩০.০	১০	৭	১২	৯	২	১১	৪	১	৬	৩	৮	৫

সপ্তম দ্বাদশাংশ বর্গ।—রাশিকে সমান দ্বাদশাংশে বিভাগ করিলে ২ অংশ ৩০ কলা পরিমিত এক এক দ্বাদশাংশ হয়। "স্যুর্দ্বাদশাংশাঃ স্বভাৎ" স্বরাশি হইতেই দ্বাদশাংশপতি গৃহীত হইবে, অর্থাৎ যে রাশির দ্বাদশাংশ নির্ণয় করিতে হইবে, সেই রাশির অধিপতিই সেই রাশির প্রথম দ্বাদশাংশের অধিপতি হইবে এবং পর পর রাশির অধিপতি যথাক্রমে পর পর দ্বাদশাংশের অধিপতি হইবে। যেমন সিংহ রাশির প্রথম দ্বাদশাংশের অধিপতি সূর্য্য, ২য় দ্বাদশাংশের অধিপতি বুধ ইত্যাদি। সহজে বুঝিবার জন্য নিম্নে দ্বাদশাংশ চক্র অঙ্কিত হইল, ইহাতে অধিপতির প্রথমাক্ষর এবং রাশির সংখ্যা উভয়ই প্রদত্ত হইয়াছে ॥ ১০ ॥

দ্বাদশাংশ চক্র।

সংখ্যা	অংশ	মেষ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা	তুলা	বৃশ্চিক	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
১ম	১।৩০	ম১	শু২	বু৩	চ৪	র৫	বু৬	শু৭	ম৮	বৃ৯	শ১০	শ১১	বৃ১২
২য়	৫।০	শু২	বু৩	চ৪	র৫	বু৬	শু৭	ম৮	বৃ৯	শ১০	শ১১	বৃ১২	ম১
৩য়	৭।৩০	বু৩	চ৪	র৫	বু৬	শু৭	ম৮	বৃ৯	শ১০	শ১১	বৃ১২	ম১	শু২
৪র্থ	১০।০	চ৪	র৫	বু৬	শু৭	ম৮	বৃ৯	শ১০	শ১১	বৃ১২	ম১	শু২	বু৩
৫ম	১২।৩০	র৫	বু৬	শু৭	ম৮	বৃ৯	শ১০	শ১১	বৃ১২	ম১	শু২	বু৩	চ৪
৬ষ্ঠ	১৫।০	বু৬	শু৭	ম৮	বৃ৯	শ১০	শ১১	বৃ১২	ম১	শু২	বু৩	চ৪	র৫
৭ম	১৭।৩০	শু৭	ম৮	বৃ৯	শ১০	শ১১	বৃ১২	ম১	শু২	বু৩	চ৪	র৫	বু৬
৮ম	২০।০	ম৮	বৃ৯	শ১০	শ১১	বৃ১২	ম১	শু২	বু৩	চ৪	র৫	বু৬	শু৭
৯ম	২২।৩০	বৃ৯	শ১০	শ১১	বৃ১২	ম১	শু২	বু৩	চ৪	র৫	বু৬	শু৭	ম৮
১০ম	২৫।০	শ১০	শ১১	বৃ১২	ম১	শু২	বু৩	চ৪	র৫	বু৬	শু৭	ম৮	বৃ৯
১১শ	২৭।৩০	শ১১	বৃ১২	ম১	শু২	বু৩	চ৪	র৫	বু৬	শু৭	ম৮	বৃ৯	শ১০
১২শ	৩০।০	বৃ১২	ম১	শু২	বু৩	চ৪	র৫	বু৬	শু৭	ম৮	বৃ৯	শ১০	শ১১

অষ্টম ষোড়শাংশ বর্গ।—এক্ষণে শাস্ত্রান্তরীয় ষোড়শাংশ বর্গ লিখিত হইতেছে। রাশির সমান ১৬ ভাগের এক এক ভাগের নাম এক এক ষোড়শাংশ, উহার পরিমাণ ১ অংশ ৫২ কলা ৩০ বিকলা মাত্র। মেষ, কর্কট, তুলা, ও মকর রাশিকে চররাশি কহে। চর রাশির পরবর্ত্তী রাশি চতুষ্টয়কে স্থির এবং তাহার পরবর্ত্তী রাশি চতুষ্টয়কে দ্ব্যাত্মক বা দ্বিস্বভাব রাশি কহে। পরবর্ত্তী ত্রয়োদশ শ্লোকে চর স্থিরাদির বিবরণ লিখিত আছে। "চর স্থির দ্বিস্বভাবে মেষ সিংহ ধনু ক্রমাৎ।" চর রাশির ষোড়শাংশ গণনা মেষ হইতে, স্থির রাশির ষোড়শাংশ গণনা সিংহ হইতে এবং দ্ব্যাত্মক রাশির ষোড়শাংশ গণনা ধনু হইতে আরম্ভ হইবে। নিম্নে ষোড়শাংশ বর্গ চক্র অঙ্কিত করিয়া এতদ্বিষয় স্পষ্টীকৃত হইতেছে।

ষোড়শাংশ বর্গ চক্র।

সংখ্যা	অংশ	মেষ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা	তুলা	বৃশ্চিক	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
১ম	১।৫২।৩০	১	৫	৯	১	৫	৯	১	৫	৯	১	৫	৯
২য়	৩।৪৫।০	২	৬	১০	২	৬	১০	২	৬	১০	২	৬	১০
৩য়	৫।৩৭।৩০	৩	৭	১১	৩	৭	১১	৩	৭	১১	৩	৭	১১
৪র্থ	৭।৩০।০	৪	৮	১২	৪	৮	১২	৪	৮	১২	৪	৮	১২
৫ম	৯।২২।৩০	৫	৯	১	৫	৯	১	৫	৯	১	৫	৯	১
৬ষ্ঠ	১১।১৫।০	৬	১০	২	৬	১০	২	৬	১০	২	৬	১০	২
৭ম	১৩।৭।৩০	৭	১১	৩	৭	১১	৩	৭	১১	৩	৭	১১	৩
৮ম	১৫।০।০	৮	১২	৪	৮	১২	৪	৮	১২	৪	৮	১২	৪
৯ম	১৬।৫২।৩০	৯	১	৫	৯	১	৫	৯	১	৫	৯	১	৫
১০ম	১৮।৪৫।০	১০	২	৬	১০	২	৬	১০	২	৬	১০	২	৬
১১শ	২০।৩৭।৩০	১১	৩	৭	১১	৩	৭	১১	৩	৭	১১	৩	৭
১২শ	২২।৩০।০	১২	৪	৮	১২	৪	৮	১২	৪	৮	১২	৪	৮
১৩শ	২৪।২২।৩০	১	৫	৯	১	৫	৯	১	৫	৯	১	৫	৯
১৪শ	২৬।১৫।০	২	৬	১০	২	৬	১০	২	৬	১০	২	৬	১০
১৫শ	২৮।৭।৩০	৩	৭	১১	৩	৭	১১	৩	৭	১১	৩	৭	১১
১৬শ	৩০।০।০	৪	৮	১২	৪	৮	১২	৪	৮	১২	৪	৮	১২

পঞ্চপঞ্চাষ্ট শৈলাক্ষা স্ত্রিংশাংশা বিষমে ক্রমাৎ।

ভৌমজ্ঞানুজজীবজ্ঞ শুক্রাণামুৎক্রমাৎ সমে ॥ ১১ ॥

নবম ত্রিংশাংশ বর্গ।—এক্ষণে ত্রিংশাংশ বর্গের বিষয় লিখিত হইতেছে। বিষম রাশিতে মঙ্গল, শনি, বৃহস্পতি, বুধ এবং শুক্র যথাক্রমে ৫, ৫, ৮, ৭, এবং ৫ অংশের অধিপতি হইবে। সম রাশিতে উহার বিপরীত, অর্থাৎ শুক্র বুধ, বৃহস্পতি, শনি এবং মঙ্গল, যথাক্রমে, ৫, ৭, ৮, ৫, এবং ৫ অংশের অধিপতি হইবে। হোরা বর্গে যেমন সূর্য্য ও চন্দ্রের একাধিপত্য, ত্রিংশাংশ বর্গে সেই রূপ তাঁহারা আধিপত্যবিহীন। সুতরাং ষড়বর্গে প্রত্যেক গ্রহ কেবল ৫ বর্গের, সপ্তবর্গে কেবল ৬ বর্গের এবং দশবর্গে কেবল মাত্র ৯ বর্গেরই অধিপতি হইতে পারেন। কার্য্যের সুবিধার জন্য নিম্নে ত্রিংশাংশ চক্র প্রদত্ত হইল ॥ ১১ ॥

ত্রিংশাংশ চক্র

মেষ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা	তুলা	বৃশ্চিক	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
ম৫	শু৫	ম৫	শু৫	ম৫	শু৫	ম৫	শু৫	ম৫	শু৫	ম৫	শু৫
শ৫	বু৭	শ৫	বু৭	শ৫	বু৭	শ৫	বু৭	শ৫	বু৭	শ৫	বু৭
বৃ৮	বৃ৮	বৃ৮	বৃ৮	বৃ৮	বৃ৮	বৃ৮	বৃ৮	বৃ৮	বৃ৮	বৃ৮	বৃ৮
বু৭	শ৫	বু৭	শ৫	বু৭	শ৫	বু৭	শ৫	বু৭	শ৫	বু৭	শ৫
শু৫	ম৫	শু৫	ম৫	শু৫	ম৫	শু৫	ম৫	শু৫	ম৫	শু৫	ম৫

দশম ষষ্ট্যংশ বর্গ।—এক্ষণে গ্রন্থান্তর হইতে গ্রহগণের ষষ্ট্যংশ বর্গ লিখিত হইতেছে। রাশিকে সমান ৬০ ভাগে বিভক্ত করিলে এক এক ভাগকে এক এক ষষ্ট্যংশ কহে। সুতরাং প্রত্যেক ষষ্ট্যংশের পরিমাণ ৩০ কলা মাত্র। অতএব গ্রহস্ফুটের প্রতি অংশে দুই ষষ্ট্যংশ এবং প্রতি ত্রিশ কলায় ১ ষষ্ট্যংশ হইবে। গ্রহস্ফুটের কলা সংখ্যা ত্রিশতের অধিক হইলেই দুই ষষ্ট্যংশ হইবে। এক্ষণে গ্রহ কোন্‌ ষষ্ট্যংশে অবস্থিত এবং তদংশের অধিপতি কে, তাহা

নির্ণয় করা যাইতেছে। "ষষ্ট্যংশ স্বামিন স্তোজে তদীশাৎ ব্যত্যয়ঃ সমে। রাশীন্ বিহায় যেটস্থ দ্বিঘ্নমংশাস্থ মর্কহৃৎ। শেষং সৈকঞ্চ তদ্রাশিনাথঃ ষষ্ট্যংশপঃ স্মৃতঃ ॥" অর্থাৎ ওজ রাশির ষষ্ট্যংশাধিপতি নির্ণয় করিতে সেই রাশি হইতে ক্রম গণনা করিবে। যেমন মেষ রাশির ৫ম ষষ্ট্যংশপতি, মেষ হইতে পঞ্চম রাশ্যধিপতি রবি। ধনু রাশির ১৫শ ষষ্ট্যংশপতি ধনুরাশি হইতে পঞ্চদশ কুম্ভ রাশির অধিপতি শনি। সম রাশির ষষ্ট্যংশপতি গণনা উহার বিপরীত। ওজ রাশিতে সেই রাশি হইতে ক্রম গণনা হয়। সম রাশিতে তাহার পূর্ব্ব রাশি হইতে বিপরীত গণনা করিয়া সেই রাশিতে শেষ হয়। যেমন বৃষ রাশির ৫ম ষষ্ট্যংশপতি, মেষ হইতে দক্ষিণাবর্ত্ত গণনায় পঞ্চম, ধনুরাশির অধিপতি বৃহস্পতি হইবে। মকর রাশির ১৫শ ষষ্ট্যংশপতি, ধনু হইতে ব্যুৎক্রম গণনায় পঞ্চদশ রাশি তুলার অধিপতি শুক্র হইবে।

এক্ষণে গ্রহ কত সংখ্যক ষষ্ট্যংশে অবস্থিত আছে, তাহা নির্ণয় করা যাইতেছে। গ্রহ স্ফুটের রাশি পরিত্যাগ করিয়া অংশাদিকে দ্বিগুণ করিবে। দ্বিগুণ করিলে অংশ স্থানে যত সংখ্যা হইবে, তৎসহ ১ যোগ করিলেই গ্রহ কত ষষ্ট্যংশে আছেন, তাহা স্থিরীকৃত হইল। পূর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়াছে যে, প্রতি রাশিতে ষষ্টিসংখ্যক ষষ্ট্যংশ আছে। প্রতি ষষ্ট্যংশের ঘোরাদি ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। উক্ত নামানুসারেই অংশের শুভাশুভত্ব বুঝিতে পারা যায়, তথাপি সহজে বুঝিবার জন্য পরস্থিত ষষ্ট্যংশ চক্রে অশুভ ষষ্ট্যংশ তারকা চিহ্নে চিহ্নিত হইল। শুভ ষষ্ট্যংশ স্থিত গ্রহ শুভ ফল এবং ক্রূর ষষ্ট্যংশ স্থিত গ্রহ অশুভ ফল প্রদান করেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সম রাশির ষষ্ট্যংশ গণনা বিপরীত। বিপরীত গণনা না করিয়া সম রাশির ষষ্ট্যংশ এবং তদধিপতি নির্ণয়ের অন্য সহজ উপায় আছে। সম রাশিতে যত সংখ্যক ষষ্ট্যংশে গ্রহ অবস্থিত আছেন স্থিরীকৃত হইবে, সেই সংখ্যাকে ৬১ হইতে বাদ দিবে। বিয়োগাবশিষ্ট অঙ্ক হইতেই অধিপতি এবং ষষ্ট্যংশ সংখ্যা ক্রম গণনায় স্থিরীকৃত হইবে। রাশি চক্র ১২ ভাগে বিভক্ত, অতএব ষষ্ট্যংশ চক্রে গ্রহ বসাইবার সময় ষষ্ট্যংশ সংখ্যাকে ১২ দিয়া ভাগ দিয়া অবশিষ্ট অঙ্ক লইয়া গণনা করিবে। ভাগাবশেষ শূন্য হইলে তাহাকে ১২ ধরিয়া লইবে।

ষষ্ট্যংশ চক্র

ওজরাশি	সমরাশি	ষষ্ট্যংশের নাম।	অংশ	মেষ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা	তুলা	বিছা	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
১	৬০	ঘোর*	০।৩০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
২	৫৯	রাক্ষস*	১।০	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১
৩	৫৮	দেবভাগ	১।৩০	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২
৪	৫৭	কুবের	২।০	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩
৫	৫৬	যক্ষ (রক্ষ)	২।৩০	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪
৬	৫৫	কিন্নর	৩।০	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫
৭	৫৪	ভ্রষ্ট*	৩।৩০	৭	৮	৯	০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬
৮	৫৩	কুলঘ্ন*	৪।০	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৯	৫২	গরল*	৪।৩০	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১০	৫১	অগ্নি*	৫।০	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১১	৫০	মায়া*	৫।৩০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১২	৪৯	পুরীষক*	৬।০	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১৩	৪৮	অপাম্পতি	৬।৩০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৪	৪৭	মরুত্বান	৭।০	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১
১৫	৪৬	কাল*	৭।৩০	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২
১৬	৪৫	অহি*	৮।০	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩
১৭	৪৪	অমৃত	৮।৩০	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪
১৮	৪৩	চন্দ্র	৯।০	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫
১৯	৪২	মৃদু	৯।৩০	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬
২০	৪১	কোমল	১০।০	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২১	৪০	হেরম্ব	১০।৩০	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২২	৩৯	ব্রহ্মা, লক্ষ্মীশ	১১।০	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২৩	৩৮	বিষ্ণু, বাগীশ	১১।৩০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২৪	৩৭	মহেশ্বর	১২।০	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
২৫	৩৬	দেব	১২।৩০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
২৬	৩৫	আর্দ্র	১৩।০	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১
২৭	৩৪	কলিনাশ	১৩।৩০	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২
২৮	৩৩	ক্ষিতীশ্বর	১৪।০	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩
২৯	৩২	কমলাকর	১৪।৩০	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪
৩০	৩১	মন্দাত্মজ*	১৫।০	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫

ষষ্ট্যংশ চক্র।

ওজরাশি	সমরাশি	ষষ্ট্যংশের নাম।	অংশ	মেষ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা	তুলা	বৃশ্চিক	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
৩১	৩০	মৃত্যু*	১৫|৩০	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬
৩	২৯	কালাগ্নি*	১৬|০	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৩	২৮	দাবাগ্নি*	১৬|৩০	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৪	২৭	ঘোরাগ্নি*	১৭|০	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৩৫	২৬	সম (আময়)*	১৭|৩০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৩৬	২৫	কণ্টক*	১৮|০	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৩৭	২৪	সুধা	১৮|৩০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৩৮	২৩	অমৃত	১৯|০	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১
৩৯	২২	পূর্ণচন্দ্র	১৯|৩০	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২
৪০	২১	বিষদগ্ধ*	২০|০	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২		২	৩
৪১	২০	কুলান্তক*	২০|৩০	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪
৪২	১৯	মুখ্য	২১|০	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫
৪৩	১৮	বংশক্ষয়*	২১|৩০	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬
৪৪	১৭	উৎপাত*	২২|০	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪৫	১৬	কালরূপ*	২২|৩০	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৬	১৫	সৌম্য	২৩|০	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৪৭	১৪	সুকোমল	২৩|৩০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৪৮	১৩	সুশীতল	২৪|০	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৪৯	১২	করালদংষ্ট্র*	২৪|৩০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	০	১১	১২
৫০	১১	ইন্দুমুখ	২৫|০	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১
৫১	১০	প্রবীণ	২৫|৩০	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২
৫২	৯	কালায়ুধ*	২৬|০	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩
৫৩	৮	দণ্ডায়ুধ*	২৬|৩০	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪
৫৪	৭	নির্ম্মল	২৭|০	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫
৫৫	৬	শুভ	২৭|৩০	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬
৫৬	৫	অশুভ*	২৮|০	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫৭	৪	অতি শীতল*	২৮|৩০	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫৮	৩	সুধাপয়োধি	২৯|০	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৫৯	২	ভ্রমণ*	২৯|৩০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৬০	১	ইন্দুরেখা	৩০|০	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১

এক্ষণে গ্রহগণের দশবর্গ উল্লিখিত হইল। কোষ্ঠী প্রস্তুত কালে কোন্ গ্রহ কোন্ রাশির কোন্ বর্গে অবস্থিত, তাহা নির্ণয় করা বিশেষ আবশ্যক। গ্রহগণ স্পষ্টীকৃত না হইলে তাহাদিগের বর্গ কুণ্ডলী প্রস্তুত করা সুখসাধ্য নহে; এজন্য প্রথমতঃ গ্রহগণের স্ফুট রাশ্যাদি স্থির করার প্রয়োজন। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে গ্রহ স্পষ্টীকরণের বিষয় উল্লিখিত না থাকায় শাস্ত্রান্তর হইতে গ্রাহ্য। কি প্রকারে বর্গ কুণ্ডলী প্রস্তুত করিতে হয়, অর্থাৎ হোরা দৃকাণাদি ভিন্ন ভিন্ন কুণ্ডলীতে কি প্রকারে গ্রহ সন্নিবেশ করিতে হয়, তাহা একটি উদাহরণ দিয়া, এস্থলে সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে। পূর্ব্বে (৬ পৃষ্ঠায়) যে ক্ষেত্র কুণ্ডলী অর্থাৎ জন্ম কুণ্ডলী লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে একটি নবাংশ কুণ্ডলী প্রস্তুত করা যাইতেছে।

রবির স্ফুট রাশ্যাদি ৩।১৪।৫০ তিন রাশি চৌদ্দ কলা পঞ্চাশ বিকলা। সুতরাং রবি কর্কট রাশির ১৪ অংশ ৫০ কলায় অবস্থিত। ৩ অংশ ২০ কলায় এক নবাংশ হয়, অতএব রবি এস্থলে কর্কট রাশির পঞ্চম নবাংশে অবস্থিত। কর্কট চর রাশি। "চরে স্বগৃহাৎ" অতএব কর্কট হইতে পঞ্চম রাশি বৃশ্চিকে রবিকে স্থাপিত করা গেল। পূর্ব্বোক্ত নবাংশ চক্রে ও কর্কট রাশির নিম্নে পঞ্চম সংখ্যায় ৮ এই রাশি সংখ্যা আছে। ৮ সংখ্যক রাশি বৃশ্চিক। অতএব চরাদি হিসাব না করিয়াও চক্র দৃষ্টে রবিকে সহজে বৃশ্চিক রাশিতে স্থাপিত করা যায়। বৃশ্চিকের অধিপতি মঙ্গল। সুতরাং নবাংশ কুণ্ডলী দৃষ্টে বুঝা গেল যে, রবি মঙ্গলের নবাংশে অবস্থিত।

চন্দ্রের স্ফুট রাশ্যাদি ৬।২৩।৩৮। ২৩ অংশ ২০ কলায় সপ্তম নবাংশ শেষ হয়। সুতরাং চন্দ্র তুলা রাশির অষ্টম নবাংশে অবস্থিত। তুলা চর রাশি বলিয়া তুলা হইতে অষ্টম বৃষ রাশিতে চন্দ্রকে স্থাপিত করা হইল। বৃহস্পতির স্ফুট রাশ্যাদি ৭।৩।৫০ সুতরাং বৃশ্চিকের দ্বিতীয় নবাংশে অবস্থিত।

"স্থিরে তন্নবমাৎ" স্থির রাশির নবম রাশি হইতে নবাংশ গণনা করিতে হয়। অতএব বৃশ্চিকের নবম, কর্কটের দ্বিতীয় রাশি সিংহে, বৃহস্পতিকে স্থাপিত করা হইল। রাহু দ্বিস্বভাব রাশি মীনের ৩ অংশ ১৭ কলায় প্রথম নবাংশেই অবস্থিত আছেন। "দ্বিস্বভাবে তৎ পঞ্চমাৎ"। সুতরাং রাহুকে মীনের পঞ্চম কর্কট রাশিতে স্থাপিত করা হইল। এইরূপে লগ্ন ও অন্যান্য গ্রহকে স্ব স্ব নবাংশ রাশিতে স্থাপিত করিতে হয়। এই নবাংশ কুণ্ডলীতে যেরূপে গ্রহ বিন্যাস করা গেল, সেইরূপে হোরা দৃকাণাদি ভিন্ন ভিন্ন বর্গ কুণ্ডলী প্রস্তুত করিয়া তাহাতে গ্রহ বিন্যাস করিতে হইবে।

আবশ্যকমত ষড়বর্গ সপ্তবর্গ বা দশবর্গ কুণ্ডলী প্রস্তুত করিয়া তাহা হইতে একটি সংক্ষিপ্ত বর্গচক্র প্রস্তুত করা বিধেয়। সংক্ষিপ্ত বর্গচক্র প্রস্তুত না করিলে কার্য্যের অনেক অসুবিধা ঘটে। পূর্ব্বোক্ত জন্ম কুণ্ডলী হইতে নিম্নে একটি সংক্ষিপ্ত দশবর্গ কুণ্ডলী প্রস্তুত করা হইল। ইহা দৃষ্টে গ্রহগণের দশ

সংক্ষিপ্ত দশবর্গ কুণ্ডলী।

	তুঙ্গ ও মূল ত্রিকোণ	ক্ষেত্র	হোরা	দৃকাণ	সপ্তাংশ	নবাংশ	দশাংশ	দ্বাদশাংশ	ষোড়শাংশ	ত্রিংশাংশ	ষষ্ট্যংশ
রবি	•	চ	চ	ম	ম	ম	চ	বৃ	ম	বৃ	শ
চন্দ্র	•	শু	চ	বু	বৃ	শু	শু	চ	ম	বু	বু
মঙ্গল	•	চ	র	ম	শু	বৃ	বু	শ	শ	বৃ	শু
বুধ	•	চ	চ	ম	ম	শু	চ	বৃ	শু	বৃ	শু
গুরু	•	ম	চ	ম	শু	র	র	বৃ	শু	শু	বৃ
শুক্র	•	বু	চ	শু	শু	বৃ	বৃ	শ	বু	বু	বু
শনি	মূ ত্রি	শ	চ	বু	শু	শ	চ	র	শু	বৃ	শু
লগ্ন	•	র	চ	ম	শ	বৃ	শু	চ	ম	শু	বু

বর্গজ বিবরণ বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে এবং আবশ্যক হইলে শিক্ষার্থীগণ ইহা হইতে ভিন্ন ভিন্ন বর্গ কুণ্ডলীতে গ্রহ সন্নিবেশপূর্ব্বক, বর্গ কুণ্ডলী প্রস্তুতের প্রণালীও বুঝিতে পারিবেন। উক্ত বর্গ চক্র এইরূপে বুঝিতে হইবে। যথা রবি, তুঙ্গী বা মূল ত্রিকোণস্থ নন, তিনি চন্দ্রের ক্ষেত্রে এবং হোরায়, মঙ্গলের দৃকাণ, সপ্তাংশ, নবাংশ এবং ষোড়শাংশে এবং বৃহস্পতির দ্বাদশাংশে, ও ত্রিংশাংশে এবং শনির ষষ্ট্যংশে অবস্থিত। লগ্ন, রবির ক্ষেত্রে, চন্দ্রের হোরায় ও দ্বাদশাংশে, মঙ্গলের দৃকাণে ও ষোড়শাংশে, শনির সপ্তাংশে ইত্যাদি। অন্যান্য গ্রহ সম্বন্ধেও এইরূপ।

আপন আপন বর্গে থাকিলেই গ্রহগণকে স্ববর্গস্থ কহা যায়। পূর্ব্বোক্ত কুণ্ডলীতে রবি ক্ষেত্রাদি কোন বর্গেই স্ববর্গস্থ নহেন। চন্দ্র কেবল হোরা ও দ্বাদশাংশ কুণ্ডলীতে স্ববর্গস্থ। মঙ্গল দৃকাণ কুণ্ডলীতে স্ববর্গস্থ ইত্যাদি। বর্গ কুণ্ডলীতে গ্রহগণ যত অধিক স্ববর্গস্থ হন, ততই বলশালী বলিয়া গণ্য। এই বলের পরিমাণ বুঝাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে, যথা—

"পারিজাতং ভবেদ্দ্বাভ্যা মুত্তমং ত্রিভিরুচ্যতে।
চতুর্ভির্গোপুরাখ্যং স্যাৎ শরৈঃ সিংহাসনং তথা॥
পারাবতং ভবেৎ ষড়্ভি র্দেবলোকং চ সপ্তভিঃ।
বসুভির্ব্রহ্মলোকাখ্যং নবভিঃ শক্রবাহনম্॥
দিগ্‌ভিঃ শ্রীধাম যোগঃ স্যাদথৈতান্ দশবর্গকে॥"

ইতি বৃহৎ পারাশরী।

কোন গ্রহ ক্ষেত্র হোরাদি দশবর্গ কুণ্ডলীতে, দুইবর্গে স্ববর্গস্থ হইলে তাহাকে পারিজাত বর্গ কহে। সেইরূপ তিন বর্গের যোগে উত্তম, চারি বর্গের যোগে গোপুর, পঞ্চ বর্গের যোগে সিংহাসন, ছয় বর্গের যোগে পারাবত, সাত বর্গের যোগে দেবলোক, আট বর্গ যোগে ব্রহ্মলোক (দেবলোক) নয় বর্গ যোগে শক্রবাহন (ঐরাবত) এবং দশ বর্গ যোগে শ্রীধাম (বৈশেষিক) কহে। সর্ব্বার্থচিন্তামণি নামক গ্রন্থে, দেবলোক এবং ব্রহ্মলোককে দেবলোকাংশ

শক্রবাহনকে ঐরাবতাংশ এবং শ্রীধামকে বৈশেষিকাংশ বলিয়া উল্লিখিত আছে।

ক্ষেত্রাদি বর্গকুণ্ডলী হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, হোরা কুণ্ডলীতে রবি ও চন্দ্র ভিন্ন অপর কোন গ্রহের আধিপত্য নাই এবং ত্রিংশাংশ কুণ্ডলীতে সেইরূপ রবি ও চন্দ্র আধিপত্যবিহীন। সুতরাং এই দশ বর্গে গ্রহগণের কেবল ৯ বর্গেই আধিপত্য আছে, কোন গ্রহই দশবর্গ বলে বলীয়মান্ অর্থাৎ শ্রীধাম বা বৈশেষিকাংশ গত হইতে পারেন না। এই এক বর্গের হীনতা দূর করিবার জন্য গ্রহগণের তুঙ্গ স্থান বা মূল ত্রিকোণকেও একটি বর্গ মধ্যে গণ্য করা যায়। অর্থাৎ কোন গ্রহ তুঙ্গী বা মূল ত্রিকোণস্থ হইলেই, তাঁহাকে এক স্ববর্গস্থ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

চরণবিবৃদ্ধ্যা খেটা দশমসহোত্থে ত্রিকোণভে জননে।
চতুরস্রেঽথ কলত্রে প্রযতাঃ পশ্যন্তি তৎফলং ক্রমতঃ ॥১২॥

এক্ষণে গ্রহগণের দৃষ্টির বিষয় উল্লিখিত হইতেছে। গ্রহগণের পূর্ণদৃষ্টির পরিমাণ ৬০ কলা। ৬০ সংখ্যার চতুর্থাংশ অর্থাৎ ১৫ কলা পরিমিত দৃষ্টিকে চরণ দৃষ্টি বা পাদদৃষ্টি কহে। উক্ত শ্লোকে লিখিত আছে যে, গ্রহগণ পাদ বৃদ্ধির ক্রমানুসারে দশম সহোত্থে (দশম ও তৃতীয় স্থানে), ত্রিকোণভে (ত্রিকোণে অর্থাৎ পঞ্চম ও নবম স্থানে) চতুরস্রে (চতুর্থ ও অষ্টম স্থানে) এবং কলত্রে (সপ্তম গৃহে) দৃষ্টি করিয়া থাকেন। এবং তাঁহাদিগের দৃষ্টির ন্যূনাতিরেক বশতঃ ফলেরও তারতম্য ঘটে। পাদদৃষ্টির ক্রমে বুঝিতে হইবে যে, তৃতীয় ও দশম স্থানে গ্রহগণের একপাদ অর্থাৎ ১৫ কলা দৃষ্টি, পঞ্চম ও নবম স্থানে দ্বিপাদ অর্থাৎ ৩০ কলা দৃষ্টি, চতুর্থ ও অষ্টম স্থানে ত্রিপাদ অর্থাৎ ৪৫ কলা দৃষ্টি এবং সপ্তম স্থানে পূর্ণ অর্থাৎ ৬০ কলা দৃষ্টি। শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, "তৃতীয় দশমার্কি পশ্যন্ পূর্ণফলপ্রদঃ। ত্রিকোণগান্ গুরুশ্চৈব চতুর্থাষ্টমগান্ কুজঃ॥" অর্থাৎ সপ্তম স্থান ব্যতীত তৃতীয় ও দশম স্থানে শনির, ত্রিকোণে বৃহস্পতির এবং চতুরস্রে মঙ্গলের পূর্ণদৃষ্টি আছে। গ্রহগণ পাদ দৃষ্টিতে একপাদ ফল, দ্বিপাদ দৃষ্টিতে দ্বিপাদ ফল, ত্রিপাদ দৃষ্টিতে ত্রিপাদ ফল এবং পূর্ণদৃষ্টিতে পূর্ণ ফল প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

উপরে গ্রহগণের যে দৃষ্টির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা স্থূল দৃষ্টি মাত্র। উহাতে লিখিত হইয়াছে যে, তৃতীয় স্থানে গ্রহগণের পাদদৃষ্টি, ত্রিকোণে অর্দ্ধ-দৃষ্টি ইত্যাদি। কিন্তু এক এক রাশি ৩০ অংশে বিভক্ত। তৃতীয় স্থানের প্রত্যেক অংশেই যে, গ্রহের ১৫ কলা দৃষ্টি থাকিবে, চতুর্থ স্থানের প্রত্যেক অংশেই যে, ৩০ কলা দৃষ্টি থাকিবে, তাহা নহে। গ্রহের পরস্পর দূরত্বানুসারে গণিত করিয়া দৃষ্টি নিষ্কাশন করিতে হয়। কি প্রকারে দৃষ্টি বাহির করিতে হয়, নিম্নে তাহার দুইটী খণ্ডা প্রদত্ত হইল।

গ্রহাণাং দৃষ্টিখণ্ডা ১ম।

দ্রষ্টাস্ফুট হইতে দৃশ্যস্ফুট বিয়োগ

রাশি	রব্যাদি		মঙ্গল		শুক্র		শনি	
২	॥	০+	॥	০+	॥	০+	২	০+
৩	॥	১৫+	॥	১৫+	১॥	১৫+	১	৬০—
৪	॥	৩০+	১	৩০+	॥	৬০—	॥	৩০+
৫	॥	৪৫+	০	৬০+	॥	৪৫+	॥	৪৫+
৬	২	৬০—	২	৬০—	২	৬০—	২	৬০—
৭	১	০+	১	০+	২	০+	১	০+
৮	॥	৩০+	১	৩০+	॥	৬০—	॥	৩০+
৯	১	৪৫—	১॥	৬০—	১	৪৫—	॥	৪৫+
১০	॥	১৫—	॥	১৫—	॥	১৫—	২	৬০—

গ্রহাণাং দৃষ্টিখণ্ডা ২য়

দৃশ্যস্ফুট হইতে দ্রষ্টাস্ফুট বিয়োগ

রাশি	রব্যাদি		মঙ্গল		গুরু		শনি	
১	॥	০ +	॥	০ +	॥	০ +	২	০ +
২	১	১৫+	১॥	১৫+	১	১৫+	॥	৬০—
৩	॥	৪৫—	২	৬০—	॥	৪৫+	॥	৪৫—
৪	১	৩০ —	১	৩০—	২	৬০—	১	৩০—
৫	২	০ +	২	০ +	২	০ +	২	০ +
৬	॥	৬০ —	০	৬০ +	॥	৬০—	॥	৬০—
৭	॥	৪৫—	১॥	৬০—	॥	৪৫+	॥	৪৫—
৮	॥	৩০—	॥	৩০—	১॥	৬০—	১	৩০+
৯	॥	১৫ —	॥	১৫—	॥	১৫—	২	৬০—

যে গ্রহ দৃষ্টি করেন, তাঁহাকে দ্রষ্টা আর যাহার প্রতি দৃষ্টি করেন, তাহাকে দৃশ্য গ্রহ কহা যায়। রবি চন্দ্রকে দৃষ্টি করিতেছেন, এ স্থলে রবি দ্রষ্টা এবং চন্দ্র দৃশ্য। উপরে যে দুইটী খণ্ডা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার প্রথম খণ্ডা হইতে দৃষ্টি নিষ্কাশিত করিতে হইলে, দ্রষ্টা গ্রহের স্ফুটর্‍্যাশ্যাদি হইতে দৃশ্যগ্রহের স্ফুটরাশ্যাদি বিয়োগ করিতে হইবে এবং ২য় খণ্ডা হইতে দৃষ্টি বাহির করিতে হইলে দৃশ্যস্ফুট হইতে দ্রষ্টাস্ফুট বিয়োজ্য। বিয়োগকালে স্ফুটের রাশি অংশ এবং কলা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিলেই চলিবে, বিকলা গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। বিয়োগ করিবার সময় শোধ্য (যাহাকে বিয়োগ করা যায়) রাশ্যাদি হইতে শুদ্ধ (যাহা হইতে বিয়োগ করা যায়) ন্যূন হইলে, শুদ্ধ

রাশ্যাদিতে ১২ রাশি যোগ করিয়া বিয়োগ করিবে। বিয়োগ করিলে যে রাশ্যাদি অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার অংশাদিই দৃষ্টির কলা বিকলার পরিমাণ। উক্ত খণ্ডায় ৫টী স্তম্ভ আছে; প্রথম স্তম্ভে রাশি, ২য় স্তম্ভে রব্যাদি, ৩য় স্তম্ভে মঙ্গল, ৪র্থ স্তম্ভে গুরু এবং ৫ম স্তম্ভে শনি লিখিত আছে। রব্যাদি লিখিত ২য় স্তম্ভ হইতে রবি, চন্দ্র, বুধ ও শুক্রের দৃষ্টি বাহির করিতে হইবে এবং অপর স্তম্ভত্রয় হইতে তন্নামোক্ত গ্রহের দৃষ্টি বাহির হইবে। প্রত্যেক স্তম্ভ দুইভাগে বিভক্ত আছে, তাহার প্রথমভাগে গুণকাঙ্ক এবং দ্বিতীয়ভাবে যোগ বা বিয়োগাঙ্ক। দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই উভয়ের অন্তর করিলে যে রাশ্যাদি হইবে, তাহার রাশি বাদ দিবে এবং খণ্ডাতে রাশির নিম্নে লিখিত সেই সংখ্যা গ্রহণ করিবে। পরে অংশাদিকে সেই রাশিসংখ্যার সমশ্রেণীস্থ গুণকদ্বারা গুণ করিয়া গুণফলে পরভাগস্থিত অংশ ধন ঋণ চিহ্নানুসারে যোগ বা বিয়োগ করিবে। এই যোগ বা বিয়োগ করিলে যত অংশাদি হইবে, তত কলাদি দৃষ্টি।

উদাহরণ।—দ্রষ্টা রবি স্ফুট ৩।১৪।৫০ এবং দৃশ্য চন্দ্র স্ফুট ৬।২৩। ৩৮। রবি স্পষ্ট হইতে চন্দ্র স্পষ্ট বিয়োগ করিলে রাশ্যাদি ৮।২১।১২ হয়। ৮ রাশি ত্যাগ করিলে ২১ অংশ ১২ কলা থাকে। ১ম খণ্ডার রাশির নিম্নস্থ ৮ সংখ্যার সমান্তরালে রবির নিম্নে গুণ খণ্ডা। অর্দ্ধ এবং যোগাঙ্ক ৩০ অংশ আছে; অতএব উক্ত ২১ অংশ ১২ কলার অর্দ্ধ ১০ অংশ ৩৬ কলার সহ ৩০ অংশ যোগ করিলে ৪০ অংশ ৩৬ কলা হইল; সুতরাং চন্দ্রের প্রতি রবির ৪০ কলা ৩৬ বিকলা দৃষ্টি।

পুনঃ রবি স্পষ্ট হইতে চন্দ্র স্পষ্ট বাদ দিয়া রাশ্যাদি ৮।২১।১২ হইয়াছে। এস্থলে রবি দ্রষ্টা এবং চন্দ্র দৃশ্য। রবিকে দৃশ্য এবং চন্দ্রকে দ্রষ্টা মনে করিলে দৃশ্য হইতে দ্রষ্টা স্ফুট বিয়োগ করা হইয়াছে। অতএব ২য় খণ্ডানুসারে রাশির নিম্নে ৮ সংখ্যার সমান্তরালে গুণকাঙ্ক। অর্দ্ধ এবং শুদ্ধাঙ্ক ৩০ আছে। ৩০ অংশ হইতে ২১ অংশ ১২ কলার অর্দ্ধ বিয়োগ করিলে ১৯।২৪ হয়। সুতরাং রবির প্রতি চন্দ্রের দৃষ্টি ১৯ কলা ২৪ বিকলা। এইরূপে প্রত্যেক গ্রহ ও ভাবের প্রতি গ্রহগণের দৃষ্টি গণিত করিয়া বাহির করিতে হয়।

স্বরূপ নিয়ে পূর্ব্বোক্ত জন্ম কুণ্ডলীর গ্রহ সংস্থান হইতে একটী দৃষ্টি চক্র কসিয়া দেওয়া গেল। ইহাতে রবেঃ চন্দ্রস্য ইত্যাদি ষষ্ঠী বিভক্তি যুক্ত গ্রহগণ দ্রষ্টা এবং রবৌ চন্দ্রে ইত্যাদি গ্রহগণ দৃশ্য।

অথ গ্রহাণাং প্রতি গ্রহাণাং দৃষ্টিচক্রং।

	রবেঃ	চন্দ্রস্য	কুজস্য	বুধস্য	গুরোঃ	শুক্রস্য	শনেঃ
রবৌ	০	১৯।২৪	০	০	৪৩।৩০	০	১।৩০
চন্দ্রে	৪০।৩৬	০	৫৫।১৫	৩৯।৩৮	০	১৪।২৪	৩৭।১৮
কুজে	০	১৭।২২	০	০	৩৭।২৫	০।২৬	৫।৬
বুধে	০	২০।২২	০	০	৪৬।২৪	০	৩।২৬
গুরৌ	৩৫।৩০	০	৪৫।৩	৩৪।৩২	০	১৪।১২	৪৭।৩০
শুক্রে	০	৩২।৪৮	০	০	৫২।৬	০	২৮।১৮
শনৌ	৪৪।১৫	৩৫।৩৯	৬০।০	৪৩।১৭	৫১।১৫	৩০।৫১	০
লগ্নে	৭।১১	০	৫।১০	৮।৯	২।১৯	২৬।১০	৫৩।৩৪

চরস্থিরদ্বিস্বভাবাঃ ক্রূরাক্রূরাবজাদিতঃ।
নরনারী ক্রমাদেব বিষমাখ্য সমাবপি ॥ ১৩ ॥

অজাদিতঃ অর্থাৎ মেষরাশি হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ রাশির যথাক্রমে চর, স্থির এবং দ্বিস্বভাব সংজ্ঞা, ক্রূর এবং অক্রূর সংজ্ঞা, নর এবং নারী সংজ্ঞা, বিষম এবং সম সংজ্ঞা হয়।

দ্বিস্বভাবকে দ্ব্যাত্মক, অক্রূরকে সৌম্য, নরকে পুরুষ, নারীকে স্ত্রী, বিষমকে ওজঃ এবং সম রাশিকে যুগ্ম রাশি কহা গিয়া থাকে। ওজঃ এবং যুগ্ম রাশির

অপর নাম দিবা ও রাত্রি রাশি। উক্ত মেষাদি দ্বাদশরাশি যথাক্রমে অগ্নি, পৃথ্বী, বায়ু এবং জল এই চারি ভাগেও বিভক্ত হইয়া থাকে॥ ১৩॥

মিথুনং ধন্বিপূর্ব্বার্দ্ধং তুলা কন্যা ধটো নরাঃ।
চতুষ্পদা ধনুঃ সিংহ বৃষ মেষা মৃগাদিমঃ॥ ১৪॥

মিথুনরাশি ধনুরাশির প্রথমার্দ্ধ, তুলা, কন্যা এবং কুম্ভরাশিকে নর অর্থাৎ দ্বিপদ রাশি কহে। ধনুরাশির শেষার্দ্ধ, সিংহ, বৃষ, মেষ এবং মকররাশির পূর্ব্বার্দ্ধকে চতুষ্পদ রাশি কহে।

মূল শ্লোকে, কোন্ রাশিকে দ্বিপদ এবং কোন্ রাশিকে চতুষ্পদ কহে, তাহাই প্রকাশ করিতে কেবল সার্দ্ধ অষ্ট রাশির নাম উল্লিখিত হইয়াছে মাত্র। অবশিষ্ট রাশি কর্কট, বৃশ্চিক, মীন এবং মকর রাশির শেষার্দ্ধকে কীট রাশি কহে। কীট রাশির অপর নাম সরীসৃপ। মতান্তরে মীন এবং মকরের শেষার্দ্ধকে জলচর রাশি কহে।

মূল ত্রিকোণমর্কাদেঃ সিংহো বৃষভ আদিমঃ।
কন্যা ধনুস্তুলা কুম্ভঃ প্রবদন্তি পুরাতনাঃ॥ ১৫॥

প্রাচীন আচার্য্যগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, সিংহ, বৃষ, মেষ, (আদিম) কন্যা, ধনু, তুলা এবং কুম্ভ এই সপ্তরাশি যথাক্রমে রবি প্রভৃতি গ্রহ সপ্তকের মূল ত্রিকোণ। গ্রহগণের মূল ত্রিকোণ পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে॥ ১৫॥

উপরোক্ত ১৩শ এবং ১৪শ শ্লোকে রাশিদিগের চর স্থিরাদি যে সমস্ত সংজ্ঞা লিখিত হইয়াছে, তাহা সহজে বুঝিবার জন্য শ্রেণীবদ্ধ করিয়া নিম্নে একটি চক্র প্রদত্ত হইল। ইহাতে কোন্ রাশি কোন্ দিকের প্রকাশক ইত্যাদি মূলাতিরিক্ত অন্যান্য বিষয়ও বিবৃত হইয়াছে।

রাশি সংজ্ঞা চক্র।

সংজ্ঞা	মেষ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা	তুলা	বৃশ্চিক	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
চরাদি	চর	স্থির	দ্ব্যাত্মক	চর	স্থির	দ্ব্যাত্মক	চর	স্থির	দ্ব্যাত্মক	চর	স্থির	দ্ব্যাত্মক
ক্রূরাদি	ক্রূর	সৌম্য	ক্রূর	সৌম্য	ক্রূর	সৌম্য	ক্রূর	সৌম্য	ক্রূর	সৌম্য	ক্রূর	সৌম্য
স্ত্রীপুমাদি	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
বিষমাদি	বিষম	সম	বিষম	সম	বিষম	সম	বিষম	সম	বিষম	সম	বিষম	সম
ওজাদি	ওজঃ	যুগ্ম	ওজঃ	যুগ্ম	ওজঃ	যুগ্ম	ওজঃ	যুগ্ম	ওজঃ	যুগ্ম	ওজঃ	যুগ্ম
দিবাদি	দিবা	নিশা	দিবা	নিশা	দিবা	নিশা	দিবা	নিশা	দিবা	নিশা	দিবা	নিশা
দ্বিপদাদি	চতুষ্পদ	চতুষ্পদ	দ্বিপদ	কীট	চতুষ্পদ	দ্বিপদ	দ্বিপদ	কীট	দ্বিঃ | চতুঃ	চতুঃজল	দ্বিপদ	জলচর
অগ্ন্যাদি	অগ্নি	পৃথ্বী	বায়ু	জল	অগ্নি	পৃথ্বী	বায়ু	জল	অগ্নি	পৃথ্বী	বায়ু	জল
বর্ণ, জাতি	বৈশ্য	শূদ্র	বৈশ্য	বিপ্র	ক্ষত্রিয়	শূদ্র	ক্ষত্রিয়	বিপ্র	ক্ষত্রিয়	শূদ্র	বৈশ্য	বিপ্র
বর্ণ, রং	অরুণ	শুক্ল	অরুণ	পাটল	পাণ্ডু	বিচিত্র	কৃষ্ণ	পিশঙ্গ	পিঙ্গল	কর্ব্বুর	বভ্রু	মলিন
দিক্	পূর্ব্ব	দক্ষিণ	পশ্চিম	উত্তর	পূর্ব্ব	দক্ষিণ	পশ্চিম	উত্তর	পূর্ব্ব	দক্ষিণ	পশ্চিম	উত্তর
দীর্ঘাদি	হ্রস্ব	হ্রস্ব	সম	সম	দীর্ঘ	দীর্ঘ	দীর্ঘ	দীর্ঘ	সম	সম	হ্রস্ব	হ্রস্ব
অবয়ব	শির	কণ্ঠ	বাহু	হৃদয়	উদর	কটি	বস্তি	গুহ্য	উরু	জানু	জঙ্ঘা	পাদ
রব	অতিরব	অতিরব	সরব	নীরব	অতিরব	সরব	সরব	নীরব	সরব, অতি	অতিরব	সরব	নীরব
বীজাদি	সমবীজ	মধ্যবীজ	নির্বীজ	বহুবীজ	নির্বীজ	নির্বীজ	মধ্যবীজ	বহুবীজ	মধ্যবীজ	মধ্যবীজ	সমবীজ	বহুবীজ

একক্ষণে গ্রন্থান্তর হইতে আর কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ করিয়া সংজ্ঞাধ্যায় সমাপ্ত করা যাইতেছে।

গ্রহগণের সম্বন্ধ বিচার।

গ্রহগণ পরস্পর চারিপ্রকার সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া থাকেন। যথা—

"প্রথমঃ স্থানসম্বন্ধো দৃষ্টিজস্তু দ্বিতীয়কঃ।
তৃতীয়স্ত্বেকতো দৃষ্টিস্থিত্যেকত্র চতুর্থকঃ॥"

ইতি বৃহৎ পারাশর।

১ম স্থানসম্বন্ধ, ২য় দৃষ্টি সম্বন্ধ, ৩য় একতর দৃষ্টি সম্বন্ধ এবং ৪র্থ একত্র স্থিতি সম্বন্ধ।

১ম স্থান সম্বন্ধ, ইহাকে অন্যোন্য ক্ষেত্রস্থিতি সম্বন্ধ, বিনিময় সম্বন্ধ এবং মুখ্য সম্বন্ধও কহিয়া থাকে। এই মুখ্য সম্বন্ধ সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী। গ্রহদ্বয় পরস্পরের ভাবে অথবা ক্ষেত্রে থাকিলেই এই সম্বন্ধ হইয়া থাকে। মেষ লগ্নে, বৃহস্পতি মকরে এবং শনি ধনু রাশিতে অবস্থিত। এস্থলে নবম ভাবপতি দশম ভাবে এবং দশম ভাবপতি নবম ভাবে অবস্থিত হওয়ায় বিনিময় বা মুখ্য সম্বন্ধ হইল। বৃহস্পতি কুম্ভে এবং শনি মীনে থাকিলেও বিনিময় সম্বন্ধ হয়, কারণ গ্রহদ্বয় পরস্পরের ক্ষেত্রে অবস্থিত; কিন্তু পূর্ব্ব সম্বন্ধাপেক্ষা ইহার তত প্রবলতা নাই। গ্রহদ্বয় পরস্পরের ক্ষেত্রস্থ না হইয়া পরস্পরের বর্গস্থ হইলেও এই মুখ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ বলিয়া গণ্য করা যায়।

২য় দৃষ্টিজ সম্বন্ধ। ইহাকে অন্যোন্য দৃষ্টি সম্বন্ধ বা পূর্ণেক্ষণ সম্বন্ধ কহে। গ্রহদ্বয় পরস্পরকে পূর্ণদৃষ্টিতে দৃষ্টি করিলে অর্থাৎ পরস্পর সপ্তমস্থ হইলেই এই যোগ হয়। মঙ্গলের চতুর্থে শনি থাকিলেও শনি মঙ্গলে পূর্ণেক্ষণ সম্বন্ধ হয়; কারণ মঙ্গলের চতুর্থ স্থানে এবং শনির দশম স্থানে পূর্ণদৃষ্টি আছে।

৩য় একতর দৃষ্টি সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধে গ্রহদ্বয়ের মধ্যে একটি অপরকে দেখিবেন, কিন্তু তৎকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইবেন না; কিন্তু এই সম্বন্ধে একটি গ্রহ অপরের ক্ষেত্রস্থ হইবেন। অর্থাৎ গ্রহদ্বয়ের মধ্যে একটি অপরের ক্ষেত্রস্থ হইয়া

তদধিপতি (অপরগ্রহ) কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অথবা তদধিপতিকে দৃষ্টি করিলে এই সম্বন্ধ হয়। এই সম্বন্ধে প্রথমাপেক্ষা ২য়টি বলহীন। যথা ১ম, বৃহস্পতি মেষে এবং মঙ্গল মকরে; এস্থলে বৃহস্পতি মঙ্গলের ক্ষেত্রস্থ হইয়া তদধিপতি মঙ্গল কর্ত্তৃক পূর্ণদৃষ্টিতে দৃষ্ট হইতেছেন; কিন্তু তাহাকে দেখিতেছেন না। ২য়, সিংহ রাশিতে শনি এবং বৃষ রাশিতে রবি। এস্থলে শনি রবির ক্ষেত্রে অবস্থিত হইয়া তদধিপতি রবিকে দেখিতেছেন; কিন্তু রবি শনিকে দেখিতে-ছেন না।

৪র্থ একত্রস্থিতি বা সহস্থান সম্বন্ধ। দুই গ্রহ এক রাশিতে অবস্থিত হইলেই এই যোগ হয়। যথা শনি এবং মঙ্গল কর্কটে অবস্থিত, এস্থলে সহস্থান সম্বন্ধ হইল। এই গ্রহদ্বয়ের মধ্যে একটি স্বক্ষেত্রস্থ হইলে এই যোগের প্রাবল্য ঘটে। রবি এবং বুধ এক রাশিস্থ হইলেই বুধাদিত্য যোগ হয়; কিন্তু এই যোগ মিথুন, সিংহ কিম্বা কন্যা রাশিতে হইলেই বুধাদিত্য যোগের বিশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্যত্র প্রায় নিষ্ফল।

গ্রহগণের সমাগমাদি নির্ণয়।

"তারাগ্রহাণা মন্যোন্যং স্যাতাং যুদ্ধসমাগমৌ।
সমাগমঃ শশাঙ্কেন সূর্য্যেণাস্তমনং সহ ॥"

ইতি শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্তে সপ্তমাধ্যায়ঃ।

মঙ্গলাদি পাঁচটি গ্রহকে তারাগ্রহ কহে। রবির সহিত গ্রহগণের যোগের নাম অস্তমন, চন্দ্রের সহিত গ্রহগণের যোগের নাম সমাগম এবং গ্রহগণের পরস্পর যোগের নাম যুদ্ধ।

প্রত্যেক গ্রহই আপনার অধিষ্ঠিত স্থান হইতে রাশি চক্রের কিয়দংশ পর্য্যন্ত স্বকীয় তেজে দীপ্ত করিয়া রাখেন। যে গ্রহ যত অংশ পর্য্যন্ত দীপ্ত রাখেন, তাহাকে তাঁহার দীপ্তাংশ কহা যায়। "তিথ্যর্কাষ্ট নগাঙ্কশৈলখচরাঃ সূর্য্যাদি দীপ্তাংশকাঃ"। সূর্য্যের ১৫ অংশ, চন্দ্রের ১২ অংশ, মঙ্গলের ৮ অংশ, বুধের ৭ অংশ, বৃহস্পতির ৯ অংশ, শুক্রের ৭ অংশ এবং শনির ৯ অংশ দীপ্তাংশ।

সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হওয়ায় যখন কোন গ্রহের তেজঃ বিনষ্ট হয়, তখন সেই গ্রহকে অস্তগত কহা যায়। গ্রহ সকল সমদূরে অস্তগত হন না। রাশি চক্রে সূর্য্য হইতে পূর্ব্বে বা পশ্চিমে যত অংশের মধ্যে থাকিলে যে গ্রহকে অস্তগত কহা যায়, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে। যথা—চন্দ্র ১২ অংশ, মঙ্গল ১৭ অংশ, শীঘ্র বুধ ১৪ অংশ, বক্রী বুধ ১২ অংশ, বৃহস্পতি ১১ অংশ শীঘ্র শুক্র ১০ অংশ, বক্রী শুক্র ৮ অংশ এবং শনি ১৫ অংশ। রবি হইতে উল্লিখিত অংশ দূরস্থ থাকিলেই গ্রহগণকে উদিত কহে।

তারা গ্রহগণের দীপ্তাংশ পরস্পর স্পর্শ করিলেই তাঁহাদিগের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে গ্রহগণের জয় পরাজয় বলসাপেক্ষ। গ্রহগণের বল স্থির না করিলে জয় পরাজয় নির্ণয় হয় না। সুতরাং এস্থলে তদ্বিষয় অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

অথ লগ্নচিহ্নাধ্যায়োদ্বি[illegible]য়ঃ

জনুষি লগ্নগতো বসুধাসুতো, মদনগোঽপি গুরুঃ কবিরেব বা।
ভবতি তস্য শিরো ব্রণলাঞ্ছিতং, নিগদিতং যবনেন মহাত্মনা॥ ১॥

মহাত্মা যবন বলিয়া গিয়াছেন যে, যাহার জন্মকুণ্ডলীতে ভূমিপুত্র (মঙ্গল) লগ্নস্থ এবং বৃহস্পতি কিম্বা শুক্র সপ্তম ভাবগত, তাহার শিরোদেশ ব্রণাদি চিহ্নে চিহ্নিত হয়॥ ১॥

ভবতি লগ্নগতে বসুধাসুতে, ভৃগুসুতেঽপি বিধাবিহ জন্মিনাং।
শিরসি চিহ্নমুদাহৃতমাদিভির্মুনিবরৈ র্দ্বিরসাব্দসমাসতঃ॥ ২॥

পূর্ব্বতন মুনিগণ কহিয়া গিয়াছেন যে, যাহার জন্মকালে মঙ্গল, চন্দ্র ও শুক্রগ্রহ সংযুক্ত হইয়া লগ্নস্থ হন, দুই কিম্বা ছয় বর্ষে তাহার মস্তকে চিহ্ন হয়। এস্থলে জানা আবশ্যক যে, উক্ত গ্রহত্রয়ের মধ্যে মঙ্গল বলশালী হইলে মস্তকে ব্রণ ক্ষতাদির চিহ্ন হইবে। চন্দ্র কিম্বা শুক্র বলবান্ হইলে তিলকা বতুকাদির চিহ্ন হইবে মাত্র॥ ২॥

ভার্গবে তনুরঙ্গস্থে চাষ্টমে সিংহিকা সুতে।
মস্তকে বাম কর্ণে বা চিহ্ন দর্শন মাদিশেৎ ॥ ৩ ॥

জন্ম-কুণ্ডলীতে ভার্গব লগ্নস্থ এবং সিংহিকা সুত রাহু অষ্টমস্থ হইলে জাতকের মস্তকে অথবা বাম কর্ণে চিহ্ন নির্দ্দেশ করিবে ॥ ৩ ॥

মদন সদন মধ্যে সিংহিকা নন্দনে বা
সুরপতি গুরুণা চেদঙ্গরাশৌ যুতে সুঃ।
প্রকথিত মিহ চিহ্নং চাষ্টমে পাপখেটে
কবিরপি গুরুরঙ্গে বাম বাহৌ মুনীন্দ্রৈঃ ॥ ৪ ॥

মুনিপুঙ্গবগণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, জন্মকালে রাহুযুক্ত অথবা রাহুর সপ্তমস্থ বৃহস্পতি লগ্নস্থ হইলে, জাতকের বাম বাহুতে চিহ্ন হইয়া থাকে। লগ্নে শুক্র ও বৃহস্পতি এবং অষ্টম স্থানে কোন পাপগ্রহ অবস্থিত হইলেও বাম বাহুতে চিহ্ন হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

লাভারি সহজে ভৌমে ব্যয়ে বা শুক্র সংযুতে।
বামপার্শ্বগতং চিহ্নং বিজ্ঞেয়ং ব্রণজং বুধৈঃ ॥ ৫ ॥

বুধগণ পরিজ্ঞাত আছেন যে, শুক্র সংযুক্ত ভৌম, লাভ (১১) অরি (৬) সহজ (৩) কিম্বা ব্যয় (১২) ভাবস্থ হইলে, জাতকের বাম পার্শ্বে চিহ্ন হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

লগ্নে ক্ষিতিসুতে মন্দে শুক্রদৃষ্টে ত্রিকোণভে।
লিঙ্গে গুদসমীপে বা তিলকং সন্দিশেৎ বুধঃ ॥ ৬ ॥

ক্ষিতিসুত মঙ্গল লগ্নস্থ এবং মন্দ (শনি) তাহার ত্রিকোণে অর্থাৎ পঞ্চম কিম্বা নবমস্থানে অবস্থিত হইয়া শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে পণ্ডিতগণ জাতকের লিঙ্গে বা গুদ (মলদ্বার) সমীপে তিলক চিহ্ন নির্দ্দেশ করিবেন ॥ ৬ ॥

সুতালয়ে ভাগ্য নিকেতনে বা, কবির্যদা চাষ্টমগৌ স্বজীবৌ।
শুনৌ চতুর্থে তনুভাবগে বা, তদা সচিহ্নং জঠরং নরস্য ॥ ৭ ॥

শুক্র পঞ্চম কিম্বা নবমস্থানে, বুধ এবং বৃহস্পতি একত্রে অষ্টম স্থানে এবং শনি লগ্নে কিম্বা বন্ধুভাবে অবস্থিত হইলে মনুষ্যের উদর প্রদেশে চিহ্ন হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

ধনে কবাবষ্টম লগ্নভে বা, দিবাকরে মন্দকুজৌ তৃতীয়ে।
কটিপ্রদেশে প্রবদেন্নরাণাং চিহ্নং বিশেষাদিহ জ্ঞাতকজ্ঞঃ ॥ ৮ ॥

ধনস্থানে শুক্র এবং তৃতীয় স্থানে শনি ও মঙ্গল অবস্থিত হইলে, জাতক-শাস্ত্রজ্ঞগণ, মনুষ্যের কটি প্রদেশে চিহ্ন বিনির্দ্দেশ করিবেন। দিবাকর অষ্টম ভাবস্থ কিম্বা লগ্নস্থ এবং শনি ও মঙ্গল ঐরূপ সহজস্থ হইলেও জাতকের কটি দেশে চিহ্ন হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

পাতালস্থৌ রাহু শুক্রৌ লগ্নে মন্দঃ কুজোঽপি বা।
পাদমূলেঽথবা পাদে বামে চিহ্নং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ৯ ॥

যাহার জন্মকালে রাহু এবং শুক্র পাতালস্থ (চতুর্থভাবগত) এবং শনি কিম্বা মঙ্গল লগ্নস্থ হন, তাহার পাদমূলে অথবা পাদের বাম ভাগে চিহ্ন হইয়া থাকে। কোন কোন পণ্ডিত (পাদে বামে) শব্দে বাম পাদে এই অর্থ করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

ব্যয়ে গুরৌ বিধৌভাগ্যে লাভারি সহজে বুধে।
গোলকং গুদমধ্যস্থং ব্রণং বা প্রবদেদ্‌ বুধঃ ॥ ১০ ॥

বুধগণ বলিয়া থাকেন যে, বৃহস্পতি ব্যয়স্থ, বিধু ভাগ্যস্থ এবং বুধ, লাভ (১১) অরি (৬) কিম্বা সহজ (৩) ভাবস্থ হইলে মানুষের পায়ু (মলদ্বার) মধ্যে গোলক (বাত গোলক, কুল আঁটির ন্যায় রোগ বিশেষ) কিম্বা ব্রণের উৎপত্তি হয় ॥ ॥

দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

অথ বালারিষ্টাধ্যায়স্তৃতীয়ঃ।

তুহিন্‌ কিরণ হোরিকাচ সন্ধ্যা ভ-চরমগাঃখল খেচরা জনৌচেৎ।
মৃতিরথ রজনীশ পাপখেটৈ রখিল চতুষ্টয়গৈ র্বিনাশমেতি ॥ ১ ॥

সর্ব্ব প্রথমে জাত বালকের অরিষ্ট বিচার কর্ত্তব্য। অল্প বয়সে কোন প্রকার রিষ্ট যোগ থাকিলে, জ্যোতিষ শাস্ত্রোক্ত অন্যান্য ফল বিচারের আর কোন প্রয়োজন হয় না। বিশেষতঃ দীর্ঘায়ুর্যোগ সত্বেও, কোন প্রকার অরিষ্ট যোগে বালকের মৃত্যু হইবে জানিতে পারিলে, বেদোক্ত বা তন্ত্রোক্ত শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি কার্য্যে তাহাকে দীর্ঘজীবি করিতে পারা যায়। এইরূপ স্থলেই, শান্তি স্বস্ত্যয়নাদির বিশেষ আবশ্যকতা। এইজন্য জাতকোক্ত অন্যান্য ফলাদেশের প্রারম্ভেই কতিপয় অরিষ্ট যোগ বর্ণিত হইতেছে।

চন্দ্র হোরার উদিতাবস্থায় (অর্থাৎ হোরা কুণ্ডলীতে লগ্ন চন্দ্রের হোরায় পড়িলে) উভয় সন্ধ্যাকালে যদি কোন বালকের জন্ম হয় এবং কোন পাপগ্রহ যদি কোন রাশির অন্তিমাংশে অবস্থিত থাকেন, তাহা হইলে জাত বালক বিনষ্ট হইবে। অংশ শব্দে সাধারণতঃ রাশির নবাংশ বুঝাইয়া থাকে; কিন্তু এস্থলে তাহা নহে। এখানে অন্তিমাংশ শব্দে রাশির ত্রিংশত্তমাংশ বুঝিতে হইবে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব দেড় দণ্ড এবং সূর্য্যাস্তের পর দেড় দণ্ড সময়কে সন্ধ্যা কহা যায়। এক্ষণে আর একটী অরিষ্ট যোগ লিখিত হইতেছে। কেন্দ্র চতুষ্টয়ে অর্থাৎ লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম এবং দশম এই চারি স্থানে কোন না কোন পাপগ্রহ এবং চন্দ্র অবস্থিত হইলে বালক অল্পায়ু হইবে। রবি, মঙ্গল, শনি এবং চন্দ্র; এই চারি গ্রহ চারি কেন্দ্রস্থ হইলেই এই রিষ্ট যোগ ঘটে।

অশুভেষু শুভেষু চক্রপূর্ব্বাপরভাগেষু গতেষু কীটলগ্নে।
বিরতিং সমুপৈতি বালকোঽয়ং খলখেটৈরপি কামিনী ভমুষ্টৈঃ ॥ ২ ॥

* কর্ম্মভাব স্ফুট হইতে বন্ধুভাব স্ফুট পর্য্যন্ত ছয় রাশিকে রাশি চক্রের

পূর্ব্বার্দ্ধ এবং বন্ধুভাব স্ফুট হইতে কর্ম্মভাব স্ফুট পর্য্যন্ত ছয় রাশিকে পরার্দ্ধ কহে। কীট লগ্নে অর্থাৎ কর্কট ও বৃশ্চিক রাশি লগ্ন হইলে যদি কুণ্ডলীর পূর্ব্বার্দ্ধে কেবল পাপগ্রহ সুতরাং অপরার্দ্ধে কেবল শুভগ্রহ থাকে, তাহা হইলে জাত বালক বিনষ্ট হইবে। কামিনী অর্থাৎ সম রাশি লগ্ন হইলে যদি তাহাতে পাপগ্রহগণ অবস্থিতি করেন, তাহা হইলেও জাত বালক জীবিত থাকিবে না; মূলে খেট শব্দ বহুবচনান্ত থাকায়, সমলগ্নে অন্ততঃ ত্রিপাপের সংযোগ থাকা আবশ্যক। কেহ কেহ কামিনী শব্দে কন্যা লগ্ন অর্থ করেন॥ ২॥

খল খগ সহিতো নিশাকরোঽয়ং
তনু মৃতি মার গতোহি জন্মকালে।
মৃতিপদ মুপযাতি দেববালো-
ঽপি চ সকলৈরবলোকিতো ন সৌম্যৈঃ॥ ৩॥

খলগ্রহ সংযুক্ত নিশাকর জন্মকালে তনু, (১) মৃতি (৮) কিম্বা মার (৭) ভাবগত হইয়া শুভগ্রহ ব্যতীত অন্যগ্রহগণ কর্ত্তৃক অবলোকিত হইলে দেব সন্তানও মৃত্যু পদ প্রাপ্ত হয়॥ ৩॥

অশুভাবগোদয়গতৌ শুভদৈ-
রবলোকিতো ন খলু যুক্ত বিধুঃ।
মৃতি রস্তগে কৃশবিধৌ কুগজা-
গভগৈঃ খলৈরপি বিকেন্দ্রশুভৈঃ॥ ৪॥

যদি লগ্ন কোন স্থির রাশিগত হইয়া, দুইটি অশুভ গ্রহ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হয় এবং চন্দ্র যে কোন স্থানে অবস্থিত হইয়া যদি কোন শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত না হন, তাহা হইলে বালকের মৃত্যু নিশ্চয় করিবে। ক্ষীণ চন্দ্র দ্বাদশ ভাবগত, লগ্ন ও আয়ুঃস্থান পাপযুক্ত এবং কেন্দ্র চতুষ্টয় শুভগ্রহ বর্জ্জিত হইলেও পূর্ব্বোক্ত ফল নিশ্চয় করিবে। এই যোগে লগ্ন ও আয়ুঃস্থান এই উভয়ের অন্যতর স্থিররাশি হওয়ার প্রয়োজন॥ ৪॥

শীতাংশাবরি বিরতিস্থিতে বিনাশঃ
পাপৈঃ স্যাৎ সপদি যুতেক্ষিতেঽপি জন্তোঃ।
অষ্টাব্দৈঃ শুভ খচরৈশ্চ মিশ্রখেটৈঃ
বেদাব্দৈরপি মুনিভির্নিরুক্ত মেতৎ॥ ৫ ॥

শীতাংশু (চন্দ্র), অরি (৬) কিম্বা বিরতি (৮) স্থান গত হইলে, বালকের মৃত্যু হয়। উক্ত ষষ্ঠস্থ কিম্বা অষ্টম ভাবগত চন্দ্র, কেবল পাপগ্রহ কর্ত্তৃক যুক্ত ও দৃষ্ট হইলে বালক অচিরাৎ প্রাণত্যাগ করিবে। উক্ত চন্দ্র কেবলমাত্র শুভগ্রহ কর্ত্তৃক যুতেক্ষিত হইলে ৮ আট বৎসর কাল জীবিত থাকিবে মাত্র। শুভ এবং পাপ উভয় প্রকার গ্রহ কর্ত্তৃক যুক্ত বা বীক্ষিত চন্দ্র, চারি বৎসরে বালকের বিনাশ সাধন করেন॥ ৫ ॥

অরি বিরতি গতে শুভে চ দৃষ্টে
বলসহিতেন খলেন মাস মায়ুঃ।
মদন সদনগেঽপি লগ্ননাথে,
খল বিজিতে ধ্রুবমস্য মাসমায়ুঃ॥ ৬ ॥

যদি কোন শুভগ্রহও কোন পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া (লক্ষণায় যুক্তও বুঝিতে হইবে) জন্ম কুণ্ডলীতে অরি (৬) কিম্বা বিরতি (৮) স্থান গত হন, তাহা হইলে মাস মধ্যে বালকের মৃত্যু হইবে। লগ্নেশ্বর কোন পাপগ্রহ সহ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মদন (৭ম) ভাবগত হইলেও বালকের মাস মাত্র আয়ুঃ নির্ণয় করিবে।

উক্ত পাপ পীড়িত সপ্তম ভাবগত লগ্ননাথ, পুনঃ দুর্ব্বল কিম্বা নীচস্থ হইলে বালক নিশ্চয়ই মাসমধ্যে প্রাণত্যাগ করিবে॥ ৬ ॥

কৃশ শশিনি তনৌ খলেঽষ্টকেন্দ্রে,
মৃতিরথ শীতরুচৌ খলান্তরালে।
মুনিহিবুক লয়স্থিতেঽপি লগ্নে,
মুনিলয়গৈশ্চ সহাম্বয়া খলৈঃ স্যাৎ॥ ৭ ॥

কৃশ শশী (ক্ষীণচন্দ্র) তনু ভাবগত এবং খলগ্রহ অষ্টকেন্দ্রে অর্থাৎ ৮।১।৪।৭।১০ স্থানে অবস্থিত হইলে বালকের মৃত্যু হয়। চন্দ্র, উক্ত অষ্টকেন্দ্রে অবস্থিত হইয়া খলান্তরালগত হইলেও (চন্দ্রের উভয় পার্শ্বে পাপগ্রহ থাকিলেও) বালক বিনষ্ট হয়॥ চন্দ্র (খলান্তর্গত না হইয়া) কোন খল গ্রহের লগ্নে (অর্থাৎ খলসহ একত্রে অবস্থিত) কিম্বা তাহা (পাপগ্রহ) হইতে মুনি (৭ হিবুক (৪) কিম্বা লয় (৮) স্থানে অবস্থিত হইলে এবং (চন্দ্র হইতে) মুনি (৭) কিম্বা লয় (৮) স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে জাতক মাতৃসহ বিনাশ প্রাপ্ত হয়॥ ৭ ॥

ভ-বিরতি গত শোভনৈরদৃষ্টে,
শশিনি নবেষু গতৈঃ খলৈঃ মৃর্তিস্যাৎ।
তনুগত হিমগৌ খলে নগস্থে,
মৃতিরুদিতা মুনিভিঃ শিশোরবশ্যং ॥ ৮ ॥

কোন শুভগ্রহের দৃষ্টি বিবর্জ্জিত হইয়া চন্দ্র, লগ্ন (ভ) কিম্বা অষ্টম (বিরতি) স্থান গত হইলে এবং পাপগ্রহ নবম কিম্বা পঞ্চম ভাবে অবস্থিত থাকিলে বালকের মৃত্যু হইবে। মুনিগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, চন্দ্র (হিমগু) তনুভাব গত এবং পাপগ্রহ সপ্তম ভাবে অবস্থিত হইলে জাতক অবশ্যই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবে॥ ৮ ॥

অসুর মুখগতে খলেন যুক্তে,
তনুগ বিধৌ সম মম্বয়া লয়ারে।
মৃতিরথ তনুগেরবৌ সশস্ত্রং,
গ্রহণগতে খলসংযুতেঽপি মৃত্যুঃ ॥ ৯ ॥

রাহুর মুখগত এবং পাপ সংযুক্ত চন্দ্র তনুভাবগত এবং মঙ্গল (আর) অষ্টম (লয়) স্থানে অবস্থিত থাকিলে, জাতক মাতৃসহ মৃতিপ্রাপ্ত হইবে। উক্ত যোগে রবি লগ্নস্থ থাকিলে অস্ত্রাঘাতে বালক বিনষ্ট হইবে। চন্দ্র কিম্বা সূর্য্যগ্রহণ কালে যদি কোন বালকের জন্ম হয় এবং উক্ত রাহুগ্রস্ত চন্দ্র বা

সূর্য্য খল সংযুক্ত থাকেন, তাহা হইলেও বালক জীবিত রহিবে না। খল শব্দে এস্থলে কেহ কেহ কেবল মাত্র শনিকে উল্লেখ করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

বঙ্গদেশ প্রচলিত রাশি কুণ্ডলীতে রাহু এবং কেতুর গতি দক্ষিণাবর্ত্তে এবং অন্যান্য গ্রহদিগের গতি বামাবর্ত্তে। সুতরাং রাহু, রাশি চক্রে যত রাশ্যংশাদিতে অবস্থিত আছেন, তাহা হইতে অল্প রাশ্যংশাদিতে কোন গ্রহ অবস্থিত হইলে রাহুর মুখস্থ এবং অধিক রাশ্যংশাদিতে অবস্থিত থাকিলে রাহুর পুচ্ছস্থ কহা যায়। কেহ কেহ রাহুগ্রস্ত গ্রহকেও রাহুর মুখস্থ কহেন ॥

সবল শুভখগৈর্যুতেন দৃষ্টে,
তুহিনকরে দিনপেঽথবা তনৌ চেৎ।
নিধন-নব-সুতাশ্রিতাঃ খলাঃ স্যুঃ,
নিধনমিহাশু বদন্তি বৈ মুনীন্দ্রাঃ ॥ ১০ ॥

মুনীন্দ্রগণ বলিযা থাকেন যে, তুহিনকর (চন্দ্র) অথবা দিনপতি, সবল শুভগ্রহ (খগ) কর্ত্তৃক যুক্ত বা দৃষ্ট না হইয়া যদি তনুস্থ হন এবং পাপগ্রহগণ নিধন (৮) নব (৯) এবং সুত (৫) স্থান আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহা হইলে বালকের আশু মৃত্যু হইবে।

শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, উপরোক্ত যোগে লগ্নস্থ চন্দ্র বা সূর্য্য পাপযুক্ত বা পাপদৃষ্ট এবং শুভগ্রহের দৃষ্টি যোগ বিবর্জ্জিত হইলে জাতক আশু পঞ্চত্ব পাইবে। উক্ত লগ্নস্থ সূর্য্য কিম্বা চন্দ্র, পাপগ্রহের অষ্টম, পঞ্চম এবং নবমস্থ হইলেও বালক জীবিত রহিবে না ॥ ১০ ॥

শনিরবিবিধুভূমিজৈঃ ক্রমেণ,
ব্যয়নবলগ্নলয়াশ্রিতৈর্ম্মৃতিঃ স্যাৎ।
সবলসুরপুরোহিতেন দৃষ্টে,
নহি মরণং গদিতং তদা মুনীন্দ্রৈঃ ॥ ১১ ॥

শনি, রবি, বিধু এবং ভূমিজ (মঙ্গল) যথাক্রমে ব্যয়, নব, লগ্ন এবং লয়

(৮) স্থান গত হইলে অর্থাৎ শনি দ্বাদশে, রবি ভাগ্যে, চন্দ্র লগ্নে এবং মঙ্গল অষ্টমে থাকিলে, বালকের মৃত্যু হইবে। মুনীন্দ্রগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, এই মৃত্যুযোগে বলবান্ সুরপুরোহিতের (গুরুর) দৃষ্টি থাকিলে জাতকের মৃত্যু হইবে না। উপলক্ষণে এই বুঝিতে পারা যায় যে, উক্ত যোগে কোন শুভগ্রহের দৃষ্টি বা যোগ থাকিলে কেবল পীড়াকর হয় মাত্র, নিশ্চয় মৃত্যু নহে। এইরূপ স্থলে শান্তি কার্য্য॥ ১১ ॥

লয়-মার-লগ্ন-নব-ধী-ব্যয়গঃ,
খলখেচরেণ সহিতঃ সিতগুঃ।
অবলোকিতো ন হি যুতশ্চ শুভৈ-
র্নিয়তং ভবেৎ স মরণায় তদা॥ ১২ ॥

কোন শুভগ্রহের দৃষ্টি বা যোগবিহীন সিতগু (চন্দ্র) খল খেচর (পাপ-গ্রহ) সহ সংযুক্ত হইয়া, লয় (৮) মার (৭) লগ্ন, নব, ধী (৫) কিম্বা ব্যয় ভাবগত হইলে জাতকের শীঘ্র-মৃত্যুর নিমিত্ত হইয়া থাকেন॥ ১২ ॥

বলি-যোগ-কারক-খগাশ্রিতভে,
জনিভে তনাবপি যদাস্তিবিধুঃ।
বলসংযুতঃ খলজ-দৃক্-সহিতঃ
শরদন্ত এব মৃতিদঃ স তদা॥ ১৩ ॥

উপরে যে সমস্ত অরিষ্ট যোগ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে প্রায়ই মৃত্যুর কোন নির্দ্দিষ্ট সময় লিখিত হয় নাই। এই শ্লোকে সেই অরিষ্ট যোগজাত মৃত্যুর সময় কিয়ৎপরিমাণে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

বলবান্ অরিষ্ট-যোগ-কারক-গ্রহ জন্ম কুণ্ডলীতে যে যে রাশিতে অবস্থিত থাকেন, চন্দ্র যখন ঘুরিতে ঘুরিতে সেই রাশিতে, জন্ম রাশিতে (জনিভে) কিম্বা জন্মলগ্নে আসিয়া উপস্থিত হইবেন এবং তথায় কোন বলবান্ পাপ-গ্রহের দৃষ্টি বা যোগ থাকিবে, এক বৎসরের মধ্যে সেই সময়েই জাতক অরিষ্ট ফল ভোগ করিবে॥ ১৩ ॥

তৃতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

অথ পিত্রাদ্যরিষ্টাধ্যায়শ্চতুর্থঃ।

আদিত্যাৎ দশমে পাপঃ পীড়িতো দশমাধিপঃ।
তদা পিতুর্মহাকষ্টং নিধনং বেতি কীর্ত্তিতম্॥ ১॥

জন্ম কুণ্ডলীতে যে রাশিতে রবি আছেন, তাহার দশম স্থানে যদি কোন পাপগ্রহ থাকেন এবং জন্ম লগ্নের দশমাধিপতি যদি কোন পাপগ্রহ সহ সংযুক্ত (পীড়িত) থাকেন, তাহা হইলে জাতকের পিতা মহাকষ্ট প্রাপ্ত হইবে। এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে॥ ১॥

দিনপতৌ নবমে হরিভে যদা
সহজহানিরবশ্য মিহাঙ্গিনাম্।
ধনগতে রবিজে তনুগে গুরা-
বগুরুগে জননী ন হি জীবতি॥ ২॥

দিনপতি যদি সিংহরাশিস্থ (হরিভে) হইয়া জন্ম লগ্নের নবমস্থ হন, তাহা হইলে জাতকের অবশ্যই সহজ (সহোদর) হানি হইবে। ধনু লগ্ন জাতকেরই কেবল সিংহস্থ সূর্য্য নবমভাবস্থ হইতে পারেন। রবিজ (শনি) ধনভাব গত এবং অগুরুগ (অর্থাৎ নীচস্থ, দুর্ব্বল, অস্তগত পাপপীড়িত কিম্বা শত্রু বর্গস্থ) বৃহস্পতি লগ্নগত হইলে জাতকের মাতা জীবিত রহে না॥ ২॥

সুরগুরৌ ধনভাবগতে যদা
কুজযুতে শনিনাপি চ জন্মিনাম্।
অগুযুতে সহজে সহজাসুখং
নিগদিতং যবনৈঃ প্রথমোদিতম্॥ ৩॥

কুজ এবং শনি যুক্ত সুরগুরু (বৃহস্পতি) ধনভাব গত এবং সহজ ভাব রাহু (অগু) যুক্ত হইলে ভ্রাতৃ সম্বন্ধীয় অসুখের উৎপত্তি হয়; যবনাচার্য্য

গণও পূর্ব্ব ঋষিগণের এই মত (প্রথমোদিতং) সমর্থন করিয়াছেন। প্রত্যেক যোগেই গ্রহগণের বলাবল দেখিয়া ফল নির্দ্দেশ করিতে হইবে। এই যোগে শনি বা মঙ্গল অষ্টমেশত্ব দোষে দূষিত হইলে ভ্রাতৃগণের বিনাশ বুঝিতে হইবে। শনির পূর্ণদৃষ্ট ভ্রাতৃভাবস্থ রাহু ভ্রাতৃগণের কখনই শুভ সাধন করিতে পারেন না, এটি নিশ্চয়। ৩॥

অরিনিকেতনগেঽবনিনন্দনে
ভবতি রাহুযুতে নিধনে শনৌ।
নিগদিতং সহজো জনিমাত্রতো
যমপুরং ব্রজতীতি-পুরাতনৈঃ॥ ৪॥

পুরাতন পণ্ডিতগণ কহিয়া গিয়াছেন যে, অবনি-নন্দন (মঙ্গল) অরিনিকেতন গত (ষষ্ঠস্থ) এবং রাহুযুক্ত শনি নিধন স্থানে অবস্থিত হইলে জন্মিবামাত্রই জাতকের সহজ যমপুরে গমন করিয়া থাকে॥ ৪॥

ভবতি যদি শশাঙ্কঃ পাপয়ো রন্তরালে
জনুষি সুখনগস্থৈঃ পাপখেটৈঃ শশাঙ্কাৎ।
বিধুরপি বলহীনো নষ্টকান্তির্জনন্যা
নিধনমপি বিশেষাদাহুরাচার্য্যবর্য্যাঃ॥ ৫॥

পূর্ব্বতন আচার্য্য পুঙ্গবগণ বিশেষরূপে কহিয়া গিয়াছেন যে, শশাঙ্ক যদি পাপগ্রহদ্বয়ের অন্তরালে অবস্থিত, বলহীন এবং নষ্টকান্তি (ক্ষীণ) হন এবং তাঁহা হইতে (চন্দ্র হইতে) চতুর্থ (সুখ) এবং সপ্তম (নগ) ভাব, পাপগ্রহ যুক্ত হয়, তাহা হইলে জাতকের মাতার নিধন নির্দ্দেশ করিবে॥ ৫॥

যদা পাপখেচারিণো জন্মকালে
ধরানন্দনাক্রান্তভাবাৎ সহোত্থে।
তদৈবাস্য নাশং সহোত্থস্য ধীরা
মণিত্থাদয়ঃ প্রাহুরাচার্য্যমুখ্যাঃ॥ ৬॥

মণিত্থ প্রভৃতি মুখ্য আচার্য্যগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, জন্ম কুণ্ডলীতে ধরানন্দন মঙ্গল যে ভাবে অবস্থিতি করেন, সেই ভাব হইতে সহোত্থ অর্থাৎ তৃতীয় রাশিতে যদি পাপ খেচরগণ অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে জাতকের সহোদরের (সহোত্থ) জীবন (অসু) বিনষ্ট হইবে ॥ ৬ ॥

বুধরাতিভাবে তু পাপাভবন্তি
বৃতং জ্ঞোঽপি নীচাশ্রিতো নষ্টবীর্য্যঃ।
তদা মাতুলানাং বিনাশো বিশেষা-
দিতি প্রাহুরাচার্য্যবর্য্যা নরাণাম্ ॥ ৭ ॥

আচার্য্যবর্য্যগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, বুধ হইতে অরাতিভাবে অর্থাৎ বুধাধিষ্ঠিত রাশি হইতে ৬ষ্ঠ স্থানে যদি পাপগ্রহ থাকেন এবং বুধ স্বয়ং যদি নষ্টবীর্য্য (বলহীন) পাপমধ্যগত (অথবা পাপযুক্ত) কিম্বা নীচাশ্রিত (নীচ রাশি বা নীচ নবাংশগত) অর্থাৎ মীন রাশিস্থ বা মীন রাশির নবাংশগত হন, তাহা হইলে বিশেষতঃ মনুষ্যের মাতুলের বিনাশ হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

বৃহস্পতেঃ পঞ্চমভাবসংস্থা মহীজমন্দাগুদিবাকরাশ্চেৎ।
গুরোরপত্যাধিপতিঃ সপাপস্তদাত্মজানাংবিরতিং বদন্তি ॥ ৮ ॥

বৃহস্পতির পঞ্চম স্থানে যদি মহীজ, (মঙ্গল) মন্দ (শনি) অগু (রাহু) কিম্বা দিবাকর অবস্থিতি করেন, এবং বৃহস্পতির পঞ্চম স্থানপতি পাপান্বিত (পাপগ্রহ যুক্ত) হন, তাহা হইলে মনুষ্যের পুত্রগণের বিরতি (গ্রহগণের অবস্থানুসারে মৃত্যু অথবা পুত্রহীনতা) নির্দ্দেশ করিবে ॥ ৮ ॥

চেৎ কবে রঙ্গনাগারগামীকুজাতো
বিনাশোঽঙ্গনায়াঃ সপাপো নিরুক্তঃ।
নৈধনে মন্দতঃ পাপখেটা বলিষ্ঠা
নৃণাং নৈধনং সত্বরং সন্দিশন্তি ॥ ৯ ॥

পাপযুক্ত কুজাত (মঙ্গল) যদি কবির অঙ্গনাগামী অর্থাৎ শুক্রাধিষ্ঠিত

রাশি হইতে সপ্তম ভাবগত হন, তাহা হইলে জাতকের অঙ্গনাবিনাশ কীর্ত্তন করিবে। শনি হইতে নৈধনে অর্থাং অষ্টম স্থানে বলিষ্ঠ পাপগ্রহ থাকিলে মনুষ্যের সত্বরই নিধন হইবে জানিবে॥ ৯॥

চতুর্থাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

অথারিষ্টভঙ্গাধ্যায়ঃ পঞ্চমঃ।

ভবতীন্দুরথো শুভান্তরালে পরিপূর্ণঃ কিরণৈশ্চ জন্মকালে।
বিনিহন্তি তথাশু দোষসঙ্ঘানিভসঙ্ঘানিব কেশরীবলিষ্ঠঃ॥ ১॥

বলিষ্ঠ কেশরী যে প্রকারে করিকুম্ভ বিমর্দ্দিত করিয়া থাকে, সেইরূপ শুভগ্রহ মধ্যবর্ত্তী পূর্ণচন্দ্রও অরিষ্ট দোষ সমূহের বিনাশ সাধন করেন॥ ১॥

যদি জনুষি নিশাকরোঽরিভাবে
গুরু-কবিচন্দ্রজ-বর্গগো বিশেষাৎ।
শময়তিবহুকষ্টজালমদ্ধা
মুরহরনাম যথাঽঘ-সঙ্ঘ-তাপম্॥ ২॥

মুরনামক দৈত্যের নিধন কর্ত্তা মধুসূদনের মুরহর নামে যেরূপ অঘ-সঙ্ঘ-সন্তাপ প্রশমিত হয়, সেইরূপ বৃহস্পতি, শুক্র কিম্বা চন্দ্রপুত্রের দ্রেক্কাণ নবাংশ প্রভৃতি বর্গস্থিত চন্দ্র, জন্ম-কুণ্ডলীতে ৬ষ্ঠ ভাবগত হইলেও অরিষ্ট জাত কষ্ট সমূহ প্রশমন করিয়া থাকেন॥ ২॥

যদি সকলনভোগবীক্ষমাণো
লসিততনুর্জ্জনুরিন্দুরেব সত্যঃ।
দিবচরজনিতং নিহন্তিদোষং
খগপতিরাশু যথা ভুজঙ্গজালম্॥ ৩॥

খগপতি গরুড় ক্ষণ মধ্যে যে রূপ ভুজঙ্গ সমূহকে (জাল) বিনাশ করিয়া,

থাকেন, পূর্ণ শরীরী (লসিত তনু) চন্দ্র সমুদায় গ্রহের দৃষ্টি প্রাপ্ত হইলে গ্রহ জনিত দোষ সমুদয় (অরিষ্ট) বিনাশ করেন ॥ ৩ ॥

ভবতি যদি তনোঃ ক্ষপাকরোঽয়ং
মৃতি ভবনে শুভখেট বর্গগশ্চেৎ।
গদবিকলতনুং পিতেব বালং
কিলপরিতঃ পরিরক্ষতিপ্রসন্নঃ ॥ ৪ ॥

পিতা যেরূপ আপনার রোগপীড়িত সন্তানকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন, (ক্ষপাকর) চন্দ্রও সেইরূপ কোন শুভগ্রহের দৃকাণাদি বর্গগত হইলে, তনুভাব হইতে ষষ্ঠ স্থান স্থিত হইয়াও জাতককে অরিষ্ট দোষ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। বালারিষ্টাধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে ষষ্টাষ্টম ভাবগত চন্দ্রের অরিষ্টকারিত্ব দোষ বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমান অধ্যায়ের দ্বিতীয় এবং উপস্থিত শ্লোকে তাহার ভঙ্গযোগ কীর্ত্তিত হইল ॥ ৪ ॥

শুভবনগতস্তদীয়ভাগে
জনিসময়ে কবিনাবলোকিতশ্চেৎ।
শময়তিসকলং শশী ত্বরিষ্টং
জলমিব পাবকমঙ্গিনামতীব ॥ ৫ ॥

জল যে রূপ পাবককে (অগ্নি) প্রশমিত করিয়া থাকে, সেইরূপ চন্দ্র, জন্মকালে শুভগ্রহের ভবন গত এবং শুভগ্রহের নবাংশগত (ভাগ) হইলে, অঙ্গী (মনুষ্য) দিগের সর্ব্বপ্রকার অরিষ্ট প্রশমিত করেন ॥ ৫ ॥

বলবানপি কেন্দ্রগো বিশেষাদিহ
সৌম্যো যদি লাভগো দিনেশঃ।
শময়ত্যখিলামরিষ্টমালামপি
গাঙ্গং হি জলং যথাঘজালম্ ॥ ৬ ॥

যদি দিনেশ লাভ ভাবগত এবং সৌম্য (বুধ) বলবান্ বিশেষতঃ কেন্দ্রস্থ

হন, তাহা হইলে গঙ্গাজলে যেরূপ পাপ রাশি (অঘজাল) বিনষ্ট হয়, সেই-রূপ সমুদায় অরিষ্ট মালা বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

ভবতি হি জনুরঙ্গপো বলিষ্ঠঃ
সকলশুভৈরবলোকিতোঽপি ন পাপৈঃ ॥
ইহমৃতিমপহায় দীর্ঘমায়ু-
র্বিতরতি বিত্তসমুন্নতিং বিশেষাৎ ॥ ৭ ॥

যদি জন্মলগ্নপতি (জনুরঙ্গপো) বলিষ্ঠ এবং সকল শুভগ্রহ কর্ত্তৃক অবলোকিত হন এবং তদুপরি যদি কোন পাপগ্রহের দৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে তিনি জাতকের মৃত্যু অপহার করিয়া বিশেষ রূপে ধন সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

সুরপতিগুরুরঙ্গধামগামী
নিজপদগোঽপি চ তুঙ্গতামুপেতঃ।
বহুতরখগজং নিহন্তি দোষং
হরিরিভযূথমুপাগতং হি যদ্বৎ ॥ ৮ ॥

সিংহ (হরি) যেরূপ সমাগত হস্তী (ইভ) যূথকে বিনষ্ট করিয়া থাকে, সেইরূপ তনুভাব গত (অঙ্গধামগামী) ইন্দ্রগুরু বৃহস্পতি, স্বক্ষেত্রস্থ স্বনবাংশ গত, উচ্চ রাশিগত কিম্বা উচ্চ নবাংশ গত হইলে গ্রহজনিত সমুদায় দোষ বিনষ্ট করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

গুরুসিতবুধবর্গগা হি পাপাঃ
সকলশুভৈরবলোকিতা যদি স্যুঃ।
খগকৃতমপি বারয়ন্তি রিষ্টং
তৃণরাশীনিব বহ্নিবিন্দুরেকঃ ॥ ৯ ॥

যেরূপ একবিন্দু অগ্নিকণায় তৃণরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়, সেইরূপ বৃহস্পতি শুক্র কিম্বা বুধের দৃকাণাদি বর্গ গত পাপ গ্রহগণও কেবল মাত্র শুভগ্রহ কর্ত্তৃক অবলোকিত হইলে গ্রহকৃত সমুদায় রিষ্ট নিবারণ করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

সহজরিপুগতোহথ লাভগো বা
সকলশুভৈরবলোকিতো যুতো বা।
অগুরিহ বিনিহন্তি রিষ্টজালং
নগজাধীশ ইবাধিতাপরাশিম্॥ ১০॥

নগেন্দ্রনন্দিনীপতি মহাদেব যেরূপ অধিতাপ রাশি (ত্রিতাপ) বিনষ্ট করিয়া থাকেন, সেইরূপ সিংহিকাসুত রাহু (অগু) সহজ (৩) রিপু (৬) কিম্বা লাভ (১১) ভাবগত হইয়া শুভগ্রহগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে বা শুভগ্রহ যুক্ত হইলে রিষ্টজাল বিনাশ করিয়া থাকেন॥ ১০॥

অধিকবলযুতা ও মূর্নভোগা
যদি সকলা নররাশিগা ভবন্তি।
হিতভবননিজোচ্চগেহগা বা
বহুতরমাশুলয়ং প্রয়াতিরিষ্টম্॥ ১১॥

গ্রহ সমুদায় যদি অধিক বল সংযুক্ত, নর (ওজ) রাশিগত, মিত্রক্ষেত্রস্থ, স্বক্ষেত্রস্থ কিম্বা তুঙ্গস্থ হন, তাহা হইলে বহুতর রিষ্ট আশু লয়প্রাপ্ত হয়॥ ১১॥

পঞ্চমাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

অথ পুত্রভাববিচারাধ্যায়ঃ ষষ্ঠঃ

নন্দনাধিপতিনা যুতেক্ষিতং নন্দনং শুভনভোগসংযুতম্।
নন্দনাগমনমেব সত্বরং ব্যত্যয়েন ন হি নন্দনাগমঃ॥ ১॥

পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য গৃহস্থের পুত্রোৎপত্তি প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এজন্য এস্থলে পুত্র ভাব বিচার বিবৃত হইতেছে। শুভগ্রহ সংযুক্ত

সুতভাব (নন্দন) নন্দনাধিপতি (৫শ) কর্ত্তৃক দৃষ্ট কিম্বা যুক্ত হইলে মনুষ্যের সত্বর পুত্রোৎপত্তি হয়। ইহার ব্যত্যয় ঘটিলে অর্থাৎ পুত্রস্থান পাপ যুক্ত, পাপ দৃষ্ট এবং পুত্রভাবাধিপতির দৃষ্টিযোগবিহীন হইলে নন্দনাগম অর্থাৎ পুত্রোৎপত্তি হয় না।

পুত্রভাবে পুত্রকারক গ্রহ, (বৃহস্পতি ও মঙ্গল) পুত্রভাবাধিপতি গ্রহ এবং শুভগ্রহের দৃষ্টি ও যোগই পুত্রোৎপত্তির হেতু। জন্ম কুণ্ডলী, বর্ষকুণ্ডলী এবং প্রশ্নকুণ্ডলী হইতে পুত্রোৎপত্তি বিচার করা যায় ॥ ১ ॥

অঙ্গাধিপে লগ্নগতে তৃতীয়ে ধনালয়ে বা প্রথমং সুতস্যাৎ।
সুখে যদা লগ্নপতৌ নরস্য কন্যাসুতো বেতি সুতশ্চ কন্যা ॥ ২ ॥

অঙ্গাধিপ (লগ্নেশ) লগ্নস্থ, তৃতীয়স্থ কিম্বা ধন ভাবস্থ হইলে, প্রথমে জাতকের পুত্র জন্মে। লগ্নপতি সুখস্থ (চতুর্থস্থ) হইলে প্রথমে কন্যা পরে পুত্র, পরে কন্যা পরে পুত্র, এইরূপ ক্রমে অথবা যমজ পুত্র কন্যা উৎপন্ন হয়। পরন্তু এই লগ্ন, লগ্নেশ্বর, পঞ্চম ভাব এবং পঞ্চমেশ দ্বিস্বভাব রাশিগত হইলেই যমজের উৎপত্তি হয় ॥ ২ ॥

যাবন্মিতানামিহপুত্রভাবে নরগ্রহাণামিহ দৃষ্টয়ঃ স্যুঃ।
তাবন্ত এবাস্য ভবন্তি পুত্রাঃ কন্যামিতি স্ত্রীগ্রহদৃষ্টিতুল্যা ॥ ৩ ॥

পুত্রভাবে যে কয়টি পুংগ্রহের দৃষ্টি থাকে, সেই কয়টি পুত্র এবং যে কয়টী স্ত্রীগ্রহের দৃষ্টি থাকে, সে কয়টী কন্যার উৎপত্তি হয়। পরন্তু যোগ কারক গ্রহ ক্ষেত্রস্থ হইলে দ্বিগুণ এবং তুঙ্গী হইলে ত্রিগুণ সন্তান উৎপন্ন হয়; কিন্তু নীচস্থ কিম্বা শত্রু গৃহগত ও দুর্ব্বল হইলে গর্ভপাত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

সহজভাবপতিসহজে যদা
তনুগতো ধনগো ব্যয়গোঽপি বা।
সুতগতঃ সুতহানিকরো নৃণাং
বুধবরৈরুদিতো মিহিরাদিভিঃ ॥ ৪ ॥

বরাহমিহির প্রভৃতি মহাপণ্ডিতগণ কহিয়া গিয়াছেন যে, সহজ ভাবপতি

(৩শ) সহজস্থ, লগ্নস্থ, ধনস্থ, ব্যয়স্থ, কিম্বা সুতস্থ হইলে মনুষ্যের পুত্র হানি করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

শুক্রাঙ্গারনিশাকরা দ্বিতনুগাঃ সন্তানসৌখ্যং নৃণা-
মাদৌ সংজনয়ন্তি জন্মসময়ে চাপং বিনাপ্রায়শঃ।
মীনে বা ধনুষি প্রমাণপটবঃ সন্তান ভাবে যদা
সন্তানং ন তদামনন্তি বিবুধাঃ পুংসাং বিশেষাদিহ ॥ ৫ ॥

জন্ম সময়ে শুক্র, অঙ্গার (মঙ্গল), এবং নিশাকর ধনুরাশি (চাপ) ব্যতীত অন্য দ্বিস্বভাব (দ্বিতনু) রাশিগত হইলে অল্প বয়সেই মনুষ্যের সন্তানের মুখ সন্দর্শন সুখ উপস্থিত হয়। প্রমাণপটু বিবুধগণ বলিয়া থাকেন যে, পঞ্চম ভাব, বৃহস্পতির ক্ষেত্র ধনু কিম্বা মীন রাশিগত হইলে, জাতক পুত্রোৎপত্তি সুখ প্রাপ্ত হয় না ॥ ৫ ॥

অর্কে কর্কগতে হরৌ ভৃগুসুতে মন্দে তুলায়ামজে
চন্দ্রে যস্য নরস্য জন্মসময়ে বীর্য্যচ্যুতোঽসৌ ভবেৎ।
লগ্নে চন্দ্রযুতে গুরৌ রবিসুতে পুত্রেঽপি বীর্য্যচ্যুতো
জীবেঽঙ্গে সরবৌ মৃতাবপি কুজে ক্লীবক্ষর্গে কণ্টকে ॥৬॥

এই শ্লোকে মনুষ্যের পুত্রোৎপত্তি বাধক তিনটি যোগ বর্ণিত হইয়াছে। ১ম, জন্মকালে সূর্য্য কর্কট রাশিতে, ভৃগুসুত (শুক্র) সিংহ (হরি) রাশিতে শনি (মন্দ) তুলা রাশিতে এবং চন্দ্র মেষ (অজ) রাশিতে অবস্থিত হইলে মনুষ্য বীর্য্যচ্যুত (ক্লীব কিম্বা স্বল্পরেতাঃ) হইয়া থাকে। ২য়, চন্দ্রযুক্ত বৃহস্পতি জন্মকুণ্ডলীতে লগ্নস্থ এবং সূর্য্যসুত শনি সন্তান ভাবগত হইলে, মনুষ্য বীর্য্য হীন হয়। ৩য়, বৃহস্পতি সূর্য্যসহ সংযুক্ত হইয়া লগ্নস্থ (অঙ্গ) এবং কুজ অষ্টম (মৃতি) ভাবগত হইলেও পুরুষ শুক্রবিহীন হইয়া থাকে। এই কয় যোগে শুক্র-ক্ষীণতাবশতঃ মনুষ্যের সন্তান হয় না ॥ ৬ ॥

কন্যারাশি গতে লগ্নে বুধমন্দাবলোকিতে।
শনিক্ষেত্র গতে শুক্রে বীর্য্যহীনো নরো ভবেৎ ॥ ৭ ॥

জন্ম লগ্ন যদি কন্যা রাশিগত হয়, শুক্র শনির ক্ষেত্র মকর কিম্বা কুম্ভ রাশিতে অবস্থিত থাকেন এবং লগ্নের প্রতি শনি এবং বুধ এই উভয় গ্রহেরই দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে মনুষ্য বীর্য্যবিহীন অর্থাৎ নপুংসক হইবে ॥ ৭ ॥

নীচে গুরৌ ভৃগৌ বাপি সমে জ্ঞে বিষমে রবৌ।
তদা পুত্রসুখং ন স্যাদিত্যুক্তং গণকোত্তমৈঃ ॥ ৮ ॥

গণকোত্তমগণ বলিয়া থাকেন যে, বুধ (জ্ঞ) সমরাশিগত, রবি বিষম রাশিগত এবং বৃহস্পতি কিম্বা শুক্র নীচস্থ হইলে জাতক পুত্রসুখ প্রাপ্ত হয় না ॥ ৮ ॥

কর্কটে তু কলানাথে পাপযুক্তেক্ষিতে যদা।
মন্দদৃষ্টে দিবানাথে পুত্রঃ ষষ্টিমিতেঽব্দকে ॥ ৯ ॥

কর্কট রাশিস্থ কলানাথ (চন্দ্র) পাপযুক্ত ও পাপ বীক্ষিত হইলে এবং দিবানাথ শনিকর্ত্তৃক অবলোকিত হইলে ষষ্টিবর্ষ বয়সের পর জাতকের পুত্রোৎপত্তি হইবে ॥ ৯ ॥

পাপভে পাপসংযুক্তে জন্মলগ্নে রবাবলৌ।
যুগ্মভে বসুধা পুত্রে খগুনাব্দাৎ পরং সুতঃ ॥ ১০ ॥

রবি বৃশ্চিক (অলি) রাশিতে, বসুধা পুত্র (মঙ্গল) মিথুন রাশিতে (যুগ্মভ) এবং জন্মলগ্ন কোন পাপগ্রহের ক্ষেত্রস্থ ও পাপ সংযুক্ত হইলে মনুষ্য ৩০ (খগুন) বৎসর বয়সের পর পুত্রলাভ করে ॥ ১০ ॥

অলৌ গুরুকবী লগ্নে ভবেতাং চন্দ্রজার্কজৌ।
ন পশ্যতি সুতং গেহে কদাচিদপি মানবঃ ॥ ১১ ॥

বৃহস্পতি এবং শুক্র বৃশ্চিক (অলি) রাশিতে এবং বুধ ও শনি জন্মলগ্নে অবস্থিত থাকিলে মানব কখনই গৃহে পুত্র দেখিতে পায় না। অর্থাৎ তাহার পুত্র জন্মে না ॥ ১১ ॥

মন্দেন্দু দৃষ্টৌ রিপুসংযুতোঽঙ্গাধিপো রবিঃ শত্রুধনে বিপুত্রঃ।
মন্দোঽরি গেহে বুধসূর্য্যচন্দ্রৈর্দৃষ্টো বিলগ্নে খলবীক্ষিতে বা ॥ ১২ ॥

এই শ্লোকে মনুষ্যের অপুত্রক হইবার তিনটি যোগ লিখিত আছে; যথা—

১ম, অঙ্গাধিপ অর্থাৎ লগ্নেশ্বর শত্রু গৃহস্থ কিম্বা শত্রু গ্রহের সহিত সংযুক্ত হইয়া শনি এবং চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে মনুষ্য বিপুত্র হইবে। ২য়, শনি ষষ্ঠ ভাবস্থ হইয়া বুধ সূর্য্য এবং চন্দ্র এই গ্রহত্রয় কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে জাতক অপুত্রক হইবে। ৩য়, শনি কোন পাপগ্রহ কর্ত্তৃক সংদৃষ্ট হইয়া লগ্নস্থ হইলেও মনুষ্য পুত্র বর্জ্জিত হইবে॥ ১২॥

মন্দালয়েঽর্কে খলদৃষ্টি যুক্তে লগ্নেঽপি বা পাপখগস্থ বর্গে।
অপত্যহানিঃ কুলদেবকোপাৎ পুরাতনৈ রঙ্গভৃতাং নিরুক্তা॥ ১৩॥

পুরাতন পণ্ডিতগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, সূর্য্য কোন পাপগ্রহের দৃষ্টিযুক্ত হইয়া মন্দালয়ে অর্থাৎ শনির ক্ষেত্র মকর কিম্বা কুম্ভ রাশিতে অবস্থিত হইলে কুল-দেবতার কোপে মনুষ্যের অপত্যহানি হইয়া থাকে। সূর্য্য, কোন পাপগ্রহের ক্ষেত্র দৃকাণাদি ষড়বর্গের কোন বর্গস্থ হইয়া লগ্নগত হইলেও জাতক উক্ত ফল প্রাপ্ত হয়॥ ১৩॥

অপত্যভাবে যদি মঙ্গলস্থাদপত্যরাশিং বিনিহন্তি সদ্যঃ।
অস্তাংশগে পাপযুতে সুতেশে তদা ন সন্তান সুখং বদন্তি॥ ১৪॥

জন্ম সময়ে মঙ্গল অপত্য ভাবস্থ হইলে মনুষ্যের সমুদায় সন্তানই বিনষ্ট করিয়া থাকেন। সুতেশ অর্থাৎ পঞ্চম ভাবপতি, পাপগ্রহ সহ সংযুক্ত হইয়া অস্তাংশের মধ্যবর্ত্তী হইলেও মনুষ্য সন্তানসুখ প্রাপ্ত হয় না। (গ্রহগণের অস্তমন সংজ্ঞাধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে)। পঞ্চমেশ অস্তগত এবং পাপযুক্ত হইলেই মনুষ্য পুত্রোৎপত্তি সুখে বঞ্চিত হয়॥ ১৪॥

গুরোঃ সুতাগারপতিঃ সপাপো বলেন হীনো মনুজো বিপুত্রঃ।
অরাবপায়ে নিধনে তদীশঃ সুতেন হীনো মনুজস্তদানীম্॥ ১৫॥

বৃহস্পতি যে রাশিতে অবস্থিত আছেন, তাহা হইতে পঞ্চম রাশির অধিপতি বলহীন এবং পাপসংযুক্ত হইলে মনুষ্য বিপুত্রক হইয়া থাকে। তদীশ্বর অর্থাৎ উক্ত পঞ্চমরাশির অধিপতি যে রাশিতে অবস্থিত, তদ্রাশিপতি অরি (৬) অপায় (১২) কিম্বা নিধন (৮) ভাবে অবস্থিত হইলেও মনুষ্য পুত্রহীন হইয়া থাকে॥ ১৫॥

তথৈব ভানুঃ খলু পঞ্চমস্থো জাতং চ জাতং বিনিহন্তি বালম্।
লগ্নেশ্বরঃ পাপযুতঃ সুতেশো ব্যয়াষ্টমে পুত্রসুখেন হীনঃ॥ ১৬॥

সেইরূপ, অর্থাৎ নির্ব্বল এবং পাপযুক্ত সূর্য্য পঞ্চম ভাবস্থ হইলে, জাত-সন্তান সমূহ বিনাশ করিয়া থাকেন। লগ্নেশ্বর পাপযুক্ত এবং পঞ্চমেশ ব্যয়-ভাবগত কিম্বা অষ্টমস্থ হইলেও জাতক পুত্রসুখে বঞ্চিত হইবে॥ ১৬॥

যদাগুসূর্য্যারশনৈশ্চরাণাং দোষো যদা জন্মনি মানবানাম্।
বংশেশ কোপেন সুতস্য নাশং তদা বদন্তীতি পুরাণবিজ্ঞাঃ॥ ১৭॥

পুরাণবেত্তা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, জন্মকালে, রাহু (অগু), সূর্য্য, মঙ্গল (আর) কিম্বা শনি, মনুষ্যের পুত্র হানিকারক দোষে দূষিত হইলে বুঝিতে হইবে যে, কুলদেবতার কোপেই তাহার পুত্রনাশ ঘটিতেছে। অর্থাৎ কুলদেবতা প্রকোপিত হইলেই উক্ত গ্রহগণ মনুষ্যের পুত্রোৎপত্তির ব্যাঘাত বা জাত সন্তানের বিনাশ সাধন করেন। এইরূপ স্থলেই বেদোক্ত বা তন্ত্রোক্ত শান্তি কার্য্যে মনুষ্যের পুত্রসুখে সুখী হইবার সম্ভাবনা। তজ্জন্য নিম্নে কয়েকটি শান্তি কার্য্য উল্লিখিত হইতেছে॥ ১৭॥

বুধ শুক্র কৃতে দোষে সুতাপ্তিঃ শিবপূজনাৎ।
গুরু চন্দ্র কৃতে দোষে যন্ত্রমন্ত্রৌষধী বলাৎ॥ ১৮॥

বুধ এবং শুক্র পুত্র হানিকারক হইলে, মহাদেবের পূজারাধনায় মনুষ্যের পুত্রলাভ হইবে। চন্দ্র এবং বৃহস্পতি উক্তদোষকারক হইলে নানাবিধ যন্ত্র মন্ত্র এবং ঔষধাদি প্রয়োগ করিলে তবে মনুষ্য পুত্র সুখে সুখী হইতে পারে॥ ১৮॥

রাহুণা কন্যাকাদানাং ভানুনা হরিকীর্ত্তনম্।
শিখিনা কপিলাদানং মন্দারাভ্যাং ষড়ঙ্গকম্॥ ১৯॥

রাহু কৃত দোষের প্রশমন জন্য কন্যা দান করিতে হয়, (অন্য কাহারও কন্যা, কন্যা রূপে গ্রহণ করিয়া সুপাত্রে প্রদান করিতে হয়)। সূর্য্য কৃত দোষ বিনাশের জন্য হরি সংকীর্ত্তন (হরিবংশ পাঠাদি) প্রশস্ত। কেতু (শিখী)

কৃত দোষে ধেনুদান কর্ত্তব্য। ষড়ঙ্গ অর্থাৎ রুদ্রাধ্যায় পাঠ, তাহার অভিষেক স্নানাদি দ্বারায় শনি এবং মঙ্গলের দোষ প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ১৯॥

সর্ব্বদোষবিনাশায় সন্তান হরিপূজনং।
কুর্য্যাদ্ ভৌমব্রতঞ্চাপি কামদেবব্রতং নরঃ॥ ২০॥

সন্তান সম্বন্ধে সকল প্রকার দোষ বিনাশের নিমিত্ত মনুষ্য বাল-গোপালের পূজা করিবে, ভৌমব্রত কিম্বা কামদেব ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। এই সমস্ত কার্য্যে সমস্ত বিঘ্ন বাধা দূরীভূত হওয়ায় মনুষ্য সন্তানসুখে সুখী হয়॥ ২০॥

ষষ্ঠাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

অথ রাজযোগাধ্যায়ঃ সপ্তমঃ।

খেটা যদা পঞ্চনিজোচ্চ সংস্থাঃ স সার্ব্বভৌমঃ খলু যস্য সূতৌ।
ত্রিভিঃ স্বতুঙ্গোপগতৈঃ স রাজা নৃপালবালোঽন্যসুতস্তু মন্ত্রী॥ ১॥

জন্ম সময়ে পঞ্চগ্রহ তুঙ্গী হইলে নৃপাল পুত্র সার্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তী হইবে। জাতক রাজপুত্র না হইলে রাজত্ব লাভ করিবে মাত্র। (চারি গ্রহ তুঙ্গী হইলেও সার্ব্বভৌম যোগ হয়)। তিন গ্রহ তুঙ্গস্থান গত হইলে রাজপুত্র রাজা হইবে এবং অন্য ব্যক্তি রাজমন্ত্রী হইবে। (সামান্য অবস্থাপন্ন বা হীন কুলোদ্ভব ব্যক্তির স্বকুলে প্রাধান্যই এস্থলে এক প্রকার রাজ্য লাভ মধ্যে গণ্য করিতে হইবে)।

গুরাবুচ্চে কেন্দ্রে ভবতি দশমে দানবগুরৌ
জনুঃ কালে মুদ্রা বিলসতি সমুদ্রাবধিভূশম্।
গুরৌ কর্কে চাপে ভবতি চ সচন্দ্রে দিনমণৌ
বুধে তুঙ্গে লগ্নে বলবতি খগে বা নরপতিঃ॥ ২॥

যদি জন্মকালে তুঙ্গী অর্থাৎ কর্কট রাশিস্থ বৃহস্পতি কেন্দ্রস্থ হন অর্থাৎ লগ্নে কিম্বা তাহা হইতে ৪।৭।১০ গৃহে অবস্থিতি করেন এবং দানবগুরু শুক্র যদি দশম ভাবগত হন, তাহা হইলে জাতকের নামাঙ্কিত মুদ্রা, আসমুদ্র ক্রীড়া করিয়া বেড়াইবে। (লগ্ন, চর রাশিগত হইলেই এই রাজযোগ সম্ভব হইতে পারে)। চন্দ্রযুক্ত বৃহস্পতি কর্কটস্থ কিম্বা ধনুরাশিগত হইলে এবং দিনমণি কিম্বা বুধ তুঙ্গী হইলে অথবা কোন বলবান্ গ্রহ লগ্নস্থ হইলে মনুষ্য রাজ পদ প্রাপ্ত হইবে॥ ২ ॥

গুরাবঙ্গে কর্কে মদন সুখভাবে দিনমণেঃ
সুতে শুক্রে বক্রে প্রভবতি জনের্যস্য সময়ঃ।
মহাম্ভোধের্নীরং গমনসময়ে তস্য করিণাং
চলদ্ ঘণ্টানাদাদ্ ব্রজতি চপলত্বং হি পরিতঃ ॥ ৩ ॥

যাহার জন্ম সময়ে কর্কট রাশিগত (উচ্চস্থ) বৃহস্পতি লগ্নে অবস্থিতি করেন, সূর্য্যপুত্র শনি লগ্ন হইতে সপ্তম (মদন) কিম্বা চতুর্থ (সুখ) স্থানে অবস্থিতি করেন এবং শুক্রাচার্য্য বক্রগামী থাকেন, তাহার হস্তীযূথের গমন সময়ে তাহাদিগের গলদেশে দোদুল্যমান ঘণ্টারণৎকারে মহাসাগরের সলিল পর্য্যন্তও চতুর্দ্দিকে বিচলিত হইয়া উঠে ॥ ৩ ॥

অজে জীবাদিত্যৌ দশমভবনে ভূমিতনয়
স্তপঃ স্থানে শুক্রো বুধবিধুযুতো যস্য জননে।
গজানামালীর্ভিবিজয়গমনে তস্য সহসা
সমাক্রান্তা পৃথ্বী ব্রজতি চকিতা মোহপদবীম্ ॥ ৪ ॥

যাহার জন্মসময়ে বৃহস্পতি ও সূর্য্য মেষ রাশিতে, মঙ্গল জন্ম লগ্ন হইতে দশম স্থানে এবং শুক্র, বুধ ও চন্দ্রসহ সংযুক্ত হইয়া তপঃস্থানে (৯মে) অবস্থিতি করেন, শত্রু বিজয়ার্থ গমনকালীন তাহার দন্তীযূথ কর্ত্তৃক সমাক্রান্তা পৃথিবী চকিত হইয়া মোহপদবী প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

কন্যাঙ্গে সবুধে ঝসে সুরগুরৌ ভূপুত্রসূর্য্যাবলৌ
　　মন্দে কর্কগতে শরাসন গতে শুক্রে বদীয়া জনিঃ।
তস্যালং শিরসা বহন্তি বসুধাধীশাঃ সদা শাসন
　　মানন্দাদ্ বিকচারবিন্দ-কলিকা-মালামিব প্রায়সঃ ॥ ৫ ॥

যাহার কন্যালগ্নে জন্ম হয়, যদি তাহার লগ্নে বুধ, মীন রাশিতে (ঝসে) অর্থাৎ লগ্নের সপ্তমে সুরগুরু, কর্কট রাশিতে (একাদশে) শনি, ও ধনু (শরাসন) রাশিতে (চতুর্থে) শুক্র অবস্থিতি করেন এবং মঙ্গল ও সূর্য্য (বৃশ্চিক রাশিতে) অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে বসুধাধিপগণ বিকচ-কমল-কলিকাগ্রথিত মালার ন্যায় তাহার আদেশ (অলং) সর্ব্বদা মস্তকে বহন করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

ভাগ্যে ভানুসুতো মৃগে ধরণিজো জীবজ্ঞশুক্রাঃ সুতে
　　তিষ্ঠন্তিপ্রবলা দিবাকরকরব্যাসঙ্গমুক্তা যদা।
তত্রোদ্ভূতজনস্য যান সময়ে প্রোত্তুঙ্গবাজিব্রজ
　　ব্যস্তন্যস্ত পদপ্রচার রজসাচ্ছন্নো নভোমণ্ডলম্ ॥ ৬ ॥

যদি জন্ম লগ্ন হইতে ভাগ্যে অর্থাৎ নবম স্থানে শনি, সুতে অর্থাৎ পঞ্চম স্থানে বৃহস্পতি বুধ এবং শুক্র, এবং মকর রাশিতে (উচ্চ) মঙ্গল অবস্থিত থাকেন এবং তাহারা যদি বলবান্ ও উদিতাবস্থায় থাকেন (অর্থাৎ অস্তগত না হন) তাহা হইলে এই যোগ জাত ব্যক্তির গমন সময়ে, প্রোত্তুঙ্গ দেহ অশ্বগণের দ্রুতগমন কালীন পদ প্রক্ষেপোদ্ভূত ধূলিরাশিতে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইবে।

যদি তুলামকরাজকুলীরভে রবিমুখাঃ সকলা বিলসন্তি চেৎ।
ইহ চতুষ্কমহোদধি সংজ্ঞকঃ সুরপতেঃ সমতাং তনুতে নৃণাম্ ॥ ৭ ॥

জন্মকালে রবি প্রভৃতি সপ্তগ্রহই তুলা, মকর, মেষ (অজ) এবং কর্কটে অবস্থিত থাকিলে, অর্থাৎ সমুদায় গ্রহ চর রাশিগত হইলে, জাতক চারি সমুদ্রান্ত সাম্রাজ্যের অধিপতি হইবে এবং পৃথিবীতে দেবরাজের তুল্যতা লাভ করিবে ॥ ৭ ॥

রাজ্যস্বামী নিজোচ্চে ভবতি তনু ধনাপত্যপাতালকান্তা
পুণ্যানামুচ্চরাশৌ পতয়-ইহ যদা বীর্য্যবন্তৌ ভবন্তি।
রাজানো যস্য তস্য প্রবলবলঘটা দন্তিঘণ্টাধনুর্জ্যা-
টঙ্কারব্রাতভীতা জগদুদরগতাঃ কম্পভাবং ভজন্তি ॥ ৮ ॥

যাহার জন্মকালে দশমেশ্বর (রাজ্যস্বামী) উচ্চস্থ থাকেন এবং তনু (১) ধন (২) অপত্য (৫) পাতাল (৪) কান্তা (৭) ও পুণ্য (৯) স্থানের অধিপতিগণ নিজ নিজ উচ্চ রাশিতে অবস্থিত থাকেন কিম্বা বলবান্ হন, তাহার প্রবল বাহিনী সজ্জায়, দন্তী সমূহের ঘণ্টারবে এবং ধনুকের জ্যাটঙ্কারে ভয়প্রাপ্ত ভূপতিগণ ভূগর্ভে লুক্কাযিত হইয়া কম্পিত হইতে থাকেন। ৮ ॥

যেষামর্কো নিজোচ্চে প্রভবতি মকরে মঙ্গলো বৈরিভাবে
দৈত্যেজ্যঃ কর্ম্মগামী শনিরপি সহজে জন্মমাত্রেণ তেষাম্ ।
পৃথ্বী সদ্দান তোয়ার্ণব-জনিত-যশশ্চন্দ্র-কান্ত্যার্জ্জুনাভা
মত্তোন্মত্তপ্রচণ্ডপ্রবলরিপুশিরোমণ্ডলে বজ্রপাতঃ ॥ ৯ ॥

যাহার জন্মকালে রবি (অর্ক) উচ্চস্থ, মঙ্গল মকর রাশিগত হইয়া ষষ্ঠস্থ (বৈরি ভাবে), দৈত্যগুরু শুক্র কর্ম্মভাবগামী এবং শনি সহজে অর্থাৎ তৃতীয় স্থানে অবস্থিত ; তাহার জন্ম মাত্রে পৃথিবী শুভকার্য্যে দানরূপ সমুদ্র হইতে উৎপন্ন যশোরূপ চন্দ্রকান্তিতে ধবলবর্ণা হন এবং রাজমদোন্মত্ত, প্রচণ্ড এবং বলশালী শত্রুগণের শিরোমণ্ডলে বজ্রপাত হইয়া থাকে। সিংহ লগ্ন জাতকের জন্ম কুণ্ডলীতে শনি, রবি ও মঙ্গল তুঙ্গী এবং শুক্র বৃষ রাশিতে স্বক্ষেত্রস্থ হইলেই এই যোগ হয়। অন্য লগ্নে জন্ম হইলে এই যোগ ঘটে না ॥ ৯ ॥

সম্বন্ধো দশমাধিপস্য নবমাধীশেন যেষাং জনুঃ
কালে পঞ্চমভাবপেন চ বলোপেতস্য তুল্যেন চেৎ।
প্রস্থানে সতি লীলয়া তনুভৃতাং বশ্যারি-বিশ্বম্ভরা-
গর্জ্জদ্ ঘোটকমত্তবারণ ঘটাক্রান্তা সমন্তাদ্ ভবেৎ ॥ ১০ ॥

যাহার জন্মকালে বলশালী পঞ্চমাধিপতি এবং নবমাধিপতির সহিত

বলবান দশমাধিপতির সম্বন্ধ থাকে, তাহার (যুদ্ধ) প্রস্থান কালে শত্রুরাজ্য (অরিবিশ্বম্ভরা) হ্রেষমান্ ঘোটকবৃন্দ এবং প্রমত্ত বারণ যূথে চতুর্দ্দিকে সমাক্রান্ত হইয়া বশীভূত হয়। কোণপতি এবং কেন্দ্রপতির সম্বন্ধই রাজ-যোগ কারক। এই যোগে উভয় কোণপতির সহ সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী চতুর্থ কেন্দ্রপতির সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১০ ॥

রাজ্যেশো যদি দেবতালয়পদে পারাবতাংশে তপঃ-
স্থানেশো ধনপোহপি গোপুরলবে লাভাধিপো জন্মিনাম্।
চঞ্চত্তুঙ্গতুরঙ্গকুঞ্জরঘটা ঘণ্টাধনুর্জ্জ্যারবৈ-
র্বিত্রস্তা গমনোৎসবে দিগবলা ভ্রান্তিং ভজন্তি ক্ষণাৎ ॥ ১১ ॥

যাহার জন্মকালে রাজ্যেশ্বর (দশমেশ) দেবতালয়ে অর্থাৎ নবম স্থানে, তপঃস্থানেশ্বর (নবমেশ) ধনভাবপতি পারাবতাংশে এবং লাভাধিপ (১১শ) গোপুরাংশে থাকেন, তাহার গমনোৎসব সময়ে অস্থিরপদ তুঙ্গদেহ তুরঙ্গ এবং কুঞ্জর বৃন্দের ঘণ্টারবে ও ধনুকের জ্যাটঙ্কারে বিত্রস্তা হইয়া দিগীশ্বর পত্নিগণ (দিগবলা) ভ্রান্তি পথবর্ত্তিনী হন ॥ ১১ ॥

কন্যামীনবৃষালিভে যদি খগাঃ সিংহাসনঃ কীর্ত্তিতঃ
কিম্বা চাপনৃযুগ্মকুম্ভহরিভে খেটা হি সিংহাসনঃ।
যঃ সিংহাসন যোগজো হি মনুজো ভূপাধিরাজো বলী
গর্জ্জৎ কুঞ্জরবাজিরাজি মুকুটারূঢ়ো ধরামণ্ডলে ॥ ১২ ॥

জন্মকালে কন্যা, মীন, বৃষ এবং বৃশ্চিক (অলি) এই চারি রাশিতে গ্রহ সমুদায় অবস্থান করিলে সিংহাসন যোগ হয়। ধনু (চাপ), মিথুন, কুম্ভ এবং সিংহ (হরি), এই চারি রাশিতে গ্রহগণ অবস্থান করিলেও সিংহাসন যোগ হয়। (এখানে সকল গ্রহ শব্দে রবি প্রভৃতি সপ্ত গ্রহকেই বুঝিতে হইবে। কারণ রাহু কেতু পরস্পর সপ্তমস্থ থাকেন। প্রথমোক্ত যোগে উহাদিগের অবস্থিতি সম্ভব হইলেও দ্বিতীয়োক্ত যোগে কখনই সম্ভব হইতে পারে না।) এই সিংহাসন যোগে জন্মগ্রহণ করিলে মনুষ্য ধরামণ্ডলে মহা বলশালী ভূপা-

ধিরাজ হইবে এবং গর্জ্জনকারী কুঞ্জর এবং অশ্বশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ স্থানে উপবেশন করিবে ॥ ১২ ॥

অজে সিংহে কন্যা কলস মিথুনান্ত্যালিতুরগে
সমাজঃ খেটানামিহভবতি জন্মন্যপি নরঃ।
চতুশ্চক্রে যোগে সকলসুখভোগেন মিলিতো
মহীপালামালী মুকুটমণিপালী বিজয়তে ॥ ১৩ ॥

জন্মকালে খেট সমাজ (সমুদায় গ্রহ), মেষ, সিংহ, কন্যা, কুম্ভ, (কলস) মীন (অন্ত্য), বৃশ্চিক (অলি) এবং ধনু (তুরগ) রাশিতে অবস্থান করিলে তাহাকে চতুশ্চক্র যোগ কহে। এই চতুশ্চক্র যোগে জন্মগ্রহণ করিলে মনুষ্য সকল প্রকার সুখ ভোগের সহ মিলিত হইয়া মহীপতি বৃন্দের মুকুটমণি শ্রেণী (পালী) জয় করিয়া লইবে ॥ ১৩ ॥

একৈকেন খগেন জন্মসময়ে সৈকাবলীকীর্ত্তিতা
মুক্তালীব সমস্তভূপ মুকুটালঙ্কারচূড়ামণিঃ।
তজ্জাতো রিপুপুঞ্জ ভঞ্জনকরী গন্ধর্ব্বদিব্যাঙ্গনা-
বৃন্দানন্দপরো গুণব্রজধরো বিদ্যাকরো মানবঃ ॥ ১৪ ॥

মুক্তামালার ন্যায় পর পর নয়টী রাশিতে নয়টী গ্রহ অবস্থান করিলে তাহাকে একাবলী যোগ কহে। এই যোগ জাত মানব, সমস্ত রাজন্যবর্গের মুকুটালঙ্কার চূড়ামণি স্বরূপ, রিপুবৃন্দ বিনাশক, গন্ধর্ব্বকন্যা এবং দিব্যাঙ্গনা গণের আনন্দদায়ক, নানাবিধ গুণশালী এবং বিদ্যার আকর হইয়া থাকেন। (আট কিম্বা সাত গ্রহ ক্রমান্বয়ে পর পর রাশিতে মালাকারে গ্রথিত থাকিলেও একাবলী যোগ হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

কুলীরে কন্যায়ামনিমিষধনুর্যুগ্মভবনে
জনুঃকালে যস্য প্রভবতি নভোগো রবিমুখঃ।
প্রচণ্ডপ্রোত্তুঙ্গপ্রবলরিপুহন্তা ক্ষিতিপতিঃ
সমস্তাদাধিক্যং ব্রজতি ধনদানেন মহতাম্‌ ॥ ১৫ ॥

*কর্কট, কন্যা, মীন (অনিমিষ), ধনু এবং মিথুন এই পাঁচ রাশিতে জন্ম কালে রবি প্রভৃতি গ্রহ সমস্ত অবস্থান করিলে জাতক প্রচণ্ড এবং বলশালী রিপুগণকে বিনাশ করিয়া ক্ষিতীশ্বর হয়, এবং ধন দান বিষয়ে সমস্ত মহৎ ব্যক্তিগণকেও পরাস্ত করে॥ ১৫॥

অথাদিত্যঃ সিংহে বিধুরপি কুলীরে রবিসুতো
মৃগে মীনে জীবো হিমকরসুতো যস্য মিথুনে।
তুলায়াং শুক্রশ্চে দজ ভবনগো ভূমিতনয়ো
নৃবালো ভূপালো নৃপমুকুটভূষামণিবরঃ॥ ১৬॥

জন্ম সময়ে আদিত্য সিংহে, চন্দ্র কর্কটে, শনি মকরে (মৃগ) বৃহস্পতি (জীব) মীনে, বুধ মিথুনে, শুক্র তুলায় এবং মঙ্গল মেষে অবস্থান করিলে মনুষ্যবালক নৃপতিব মুকুট মণির ন্যায় শ্রেষ্ঠ ভূপালক হইবে। এই যোগে রবিমুখ সমস্ত গ্রহই স্বক্ষেত্রস্থ; তন্মধ্যে চন্দ্র শনি এবং বৃহস্পতি যুগ্ম রাশিগত এবং অপর গ্রহ চতুষ্টয় ওজরাশিতে অবস্থিত এই মাত্র প্রভেদ॥ ১৬॥

দিবানাথঃ সিংহে গবি হিমকরো মেষভবনে
মহীজঃ কন্যায়া মমৃতকরসূনুঃ সুরগুরুঃ।
ভবেচ্চাপে কুম্ভে দিনমণিসুতস্তৌলিনি কবি-
র্জ্জনুঃ কালে যস্য প্রভবতি নরোঽসৌ ক্ষিতিপতিঃ॥ ১৭॥

জন্মকালে রবি সিংহে, চন্দ্র বৃষে (গবি), মঙ্গল মেষে, বুধ (অমৃতকর সূনু) কন্যায়, ধনুতে সুরগুরু, শনি কুম্ভে এবং শুক্র (কবি) তুলায় থাকিলে জাত ব্যক্তি ক্ষিতিপতি হইবে। পূর্ব্বোক্ত যোগের (১৬শ সহিত এই যোগের প্রভেদ অতি অল্প। এই যোগে রব্যাদি সপ্তগ্রহই আপনাপন মূল ত্রিকোণে অবস্থিত॥ ১৭॥

বলীপুণ্যস্বামী দশমভবনাধীশভবনে
তপঃ স্বাম্যাগারে ভবতি দশমেশোঽপি ভবিনাম ।
তদা গর্জ্জদ্দন্তাবল নিকরঘণ্টা ঘনরবৈ-
র্দ্দিগন্তং বিত্রস্তা বিজয়গমনে যাত্যরিগণাঃ ॥ ১৮ ॥

যাহার জন্ম কুণ্ডলীতে বলশালী নবমেশ্বর দশমেশ্বরের গৃহে এবং দশমেশ্বর নবমেশ্বরের (তপঃস্বামী) গৃহে অবস্থান করেন, শত্রু বিজয়ার্থ গমন কালে তাহার দন্তীযূথের ঘন ঘন ঘণ্টারবে বিত্রস্ত হইয়া অরিগণ দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করে। দশমেশ নবমে এবং নবমেশ দশমে থাকিলেই এই যোগের প্রবলতা ঘটে। রবি ও চন্দ্র ব্যতীত প্রত্যেক গ্রহের দুই দুই ক্ষেত্র আছে। সুতরাং যোগ কারক গ্রহদ্বয় নবম ও দশম স্থান ব্যতীত নবমেশ্বর ও দশমেশ্বরের অপর গৃহে অবস্থিতি করিলেও, এই যোগ সংঘটিত হয়। কিন্তু যোগের ততদূর প্রবলতা থাকে না ॥ ১৮ ॥

ভবেদঙ্গাধীশো জনন সময়ে পুণ্যভবনে
তথা কর্ম্মস্বামী ভবতি চ বিলগ্নে জনিমতাম্ ।
তদা গর্জ্জদ্দন্তাবল কলভবাজি ব্রজপদৈঃ
সমাক্রান্তা পৃথ্বী ব্রজতি গমনে মোহপদবীম্ ॥ ১৯ ॥

যাহার জন্মকালে অঙ্গাধীশ (লগ্নপতি) পুণ্যভবনে (৯ম), এবং কর্ম্মেশ্বর (১০ম) লগ্নে অবস্থিতি করেন, তাহার গমন সময়ে গর্জ্জনকারী হস্তী করভ এবং বাজিবৃন্দের পদভরে সমাক্রান্ত হইয়া পৃথিবী মোহ পদ প্রাপ্ত হন্ ॥ ১৯ ॥

যদা রাজ্যস্বামী নবমসুত কেন্দ্রেঽর্থভবনে
বলাক্রান্তো যস্য প্রভবতি স বীরো নরবরঃ ।
সদা কাব্যালাপী নবমণিকলাপী বহুবলী
তুরঙ্গালী দন্তাবল কলভগন্তা ধনপতিঃ ॥ ২০ ॥

জন্মকালে রাজ্যেশ্বর, নবমে, সুত (৫) স্থানে, কেন্দ্রে অথবা অর্থভবনে

(২য়), অবস্থিতি করিলে মনুষ্য বীর, নরশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বদা কাব্যালাপী, সদ্বক্তা, বহু বলশালী এবং ধনেশ্বর হইবে। সে ব্যক্তি তুরঙ্গ, হস্তী কিম্বা করভে গমনাগমন করিবে॥ ২০॥

যদা কর্ম্মস্বামী সুতভবনগামী শুভযুতঃ
সুতেশঃ কোদণ্ডে ভবতি ভবিনো যস্য জননে।
ভয়াতীতো ভোগী ভবতি চিরজীবী বহুগুণী
মতঙ্গালী গন্তা রিপুনিকর হন্তা নরপতিঃ॥ ২১॥

যে জাতকের জন্ম সময়ে কর্ম্মেশ্বর শুভগ্রহযুক্ত হইয়া সুত (৫ম) ভবনগামী হন এবং সুতেশ্বর (৫শ) ধনু (কোদণ্ড) রাশিতে অবস্থিতি করেন, সে ব্যক্তি নির্ভয়, সুখভোগী, দীর্ঘজীবী, বহু গুণগ্রামবিভূষিত, হস্তী বাহনে গমনকারী এবং শত্রু-বিনাশক নরপতি হইবে॥ ২১॥

ধনাগারস্বামী ভবতি যদি পারাবতপদে
বিশালং ভূপালং কলয়তি নৃবালং বহুবলম্।
অরাতীভব্রাতাঙ্কুশমনিশমানন্দনিরতঃ
নিতান্তং শ্রীমন্তং বিবিধধনদানোদ্যত মলং॥ ২২॥

জন্মকালে ধনভাবপতি পারাবতাংশে অবস্থিত হইলে মনুষ্য বহু বলশালী বিশাল ভূপাল হইবে। অধিক কি (অলং) সে ব্যক্তি, অরাতিরূপ হস্তী (ইভ) সমূহের অঙ্কুশ স্বরূপ, সর্ব্বদা আনন্দ নিরত, নিতান্ত শ্রীমন্ত এবং বিবিধ বিষয়ে ধন দানে উদ্যত হইবে। ২২॥

দেবলোক লবগো নিশকরাৎ পুণ্যরাশিপতিরিন্দুকান্তিভাক্।
গো গজ ব্রজতুরঙ্গমণ্ডলী মণ্ডিতো মণিগণৈরিলাপতিঃ॥২৩॥

নিশাকর হইতে পুণ্য রাশিপতি অর্থাৎ চন্দ্রাধিষ্ঠিত রাশির নবম রাশি-

পতি, চন্দ্রের কান্তি প্রাপ্ত হইয়া দেব লোকাংশগত হইলে মনুষ্য গো; গজ তুরঙ্গ শ্রেণীতে সুশোভিত এবং রত্ন পরিপূর্ণ পৃথ্বীশ্বর হইবে ॥ ২৩ ॥

যদা যানে মানে ভবতি মদনে বাসবগুরৌ
স্বতুঙ্গে বা পঙ্কেরুহনিকর বন্ধাবপি ভৃশম্।
ভয়ত্রাতা দাতা নিগমবিহিতাচারচতুরো
গুণব্রাতৈর্নম্রো ধনপতিসমানো বিজয়তে ॥ ২৪ ॥

বাসবগুরু (বৃহস্পতি) তুঙ্গস্থ হইয়া জন্মলগ্ন হইতে চতুর্থ, দশম কিম্বা সপ্তম রাশিতে অবস্থিত হইলে এবং চন্দ্র তৎসহ সংযুক্ত থাকিলে জাতক, ভয়ত্রাতা, নিগমাদি শাস্ত্রবিহিত আচার নিরত, নানাবিধ গুণে নম্র এবং ধনে কুবের সদৃশ হইয়া বিজয় লাভ করিবে ॥ ২৪ ॥

সামান্য রাজযোগাঃ।

এতেষু যোগেষু নরো নৃপালো ভবেদলং নীচকুলপ্রজাতঃ।
নৃপালবালোঽপি চ বক্ষ্যমাণৈঃ সুযোগজাতৈ রিতি সংপ্রবক্ষ্যে ॥২৫॥

পূর্ব্বে যে চতুর্বিংশতি রাজযোগ কথিত হইল, নীচকুলোৎপন্ন ব্যক্তিও এই যোগে জন্মগ্রহণ করিলে নরপাল হইবে। রাজপুত্রগণ পশ্চাল্লিখিত সুযোগে জন্মগ্রহণ করিলে রাজত্ব লাভ করিবে। (সাধারণ মনুষ্য সৌভাগ্যশালী হইবে মাত্র)। ২৫ ॥

মৃগে বিলগ্নে রবিজে কুলীরে দিবাকরে চন্দ্রযুতে প্রসূতৌ।
কুজে যদায়ে ভৃগুজেঽষ্টমস্থে ভবেন্নৃপালো নৃপবংশজাতঃ ॥২৬॥

মকর (মৃগ) লগ্ন জাতকের জন্ম কুণ্ডলীতে শনি কর্কটরাশিস্থ, সূর্য্য চন্দ্রমা সহ সংযুক্ত, মঙ্গল আয় অর্থাৎ বৃশ্চিক রাশিস্থ এবং শুক্র অষ্টমস্থ (সিংহরাশি) হইলে নৃপ বংশজাত বালক নরপাল হইবে ॥ ২৬ ॥

যদা কবীজ্যৌ ভবতশ্চতুর্থে নৃপালবালোঽপি চ ভূমিপালঃ।
কুলীরগো দেবগুরুঃ সচন্দ্রো নৃপালপালং প্রকরোতি বালম্ ॥২৭॥

জন্মকালে বৃহস্পতি এবং শুক্র চতুর্থ ভাবস্থ হইলে নৃপাল বালক ভূমি-পালক হইবে। চন্দ্রমা সহিত বৃহস্পতি কর্কটরাশিস্থ হইলেও নৃপতি বালক নরপতিগণের পালক হইবে ॥ ২৭ ॥

যদেন্দ্রমন্ত্রী বিধুজং প্রপশ্যেদ্ গুণজ্ঞবিজ্ঞং নৃপতিং করোতি।
প্রসূতিকালে যদি পঞ্চরাশৌ চৈকোঽপি বালং কুরুতে নৃপালং ॥২৮॥

জন্মকালে বুধের প্রতি বৃহস্পতির দৃষ্টি থাকিলে (রাজপুত্র) গুণজ্ঞ এবং বিজ্ঞ রাজা হইবে। পঞ্চ রাশিতে একটী গ্রহ থাকিলেও জাতক রাজা হইয়া থাকে। মেষ, বৃষ, কর্কট, তুলা এবং মকর, এই কয় রাশি, পঞ্চরাশি শব্দে উল্লিখিত হইয়াছে। এই কয় রাশি, বুধ শুক্র ব্যতীত অপর পঞ্চ গ্রহের তুঙ্গস্থান। ঐ পঞ্চগ্রহের কোন গ্রহ বলশালী হইয়া তুঙ্গী হইলেই রাজবংশ জাত ব্যক্তির রাজযোগ হইবে, ইহাই কবির অভিমত ॥ ২৮ ॥

হিতলবে তপনো বিধুনেক্ষিতো
নৃপসুতং কুরুতে চ নৃপোত্তমম্।
বিধুসুতঃ সবিধুঃ কুরুতে নৃপং
ভবতিতুঙ্গগতো যদি জন্মনি ॥২৯॥

জন্মকালে মিত্র নবাংশস্থ সূর্য্য চন্দ্র কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট হইলে রাজপুত্রকে রাজ-শ্রেষ্ঠ করিয়া থাকেন। চন্দ্রমাসংযুক্ত বুধ তুঙ্গী হইলে, রাজসন্তান রাজত্ব লাভ করিবে ॥ ২৯ ॥

জনুষি লগ্নগতো যদিলগ্নপো
বলযুতঃ কিল কণ্টকগোঽপি বা।
অবিরতং প্রকরোতি তদা নৃপং
নৃপজমেব ন চিত্রমিতি স্ফুটম্ ॥ ৩০ ॥

জন্মকালে বলবান্ লগ্নেশ্বর লগ্নগত কিম্বা অন্য কোন কেন্দ্রগত হইলে নরপতি-পুত্র যে অবিলম্বেই নরপতি হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ॥ ৩০ ॥

রবিরজে শনিনা বলিনা যুতো
ভবতি ভূমিপতিং কুরুতে শিশুম্।
দ্রবিড় কেরলদেশসমুদ্ভবং
কৃতিবরং চ পরত্র ধনেশ্বরম্ ॥ ৩১ ॥

বলশালী শনি কর্ত্তৃক যুক্ত হইয়া সূর্য্য মেষ রাশিগত থাকিলে দ্রাবিড় ও কেরল দেশ সমুদ্ভূত মনুষ্য রাজ্যেশ্বর হইবে। অন্য দেশস্থ ব্যক্তি কৃতী ও ধনেশ্বর হইবে ॥ ৩১ ॥

গুরুকবী যদি তুঙ্গগতাবিমৌ
জনুষি কণ্টককোণ গৃহাশ্রিতৌ।
নৃপকুলে কুরুতো নৃপমন্যথা
দ্রবিণপং পরিতো ভবতো নরম্ ॥ ৩২ ॥

বৃহস্পতি এবং শুক্র জন্মকালে তুঙ্গস্থ হইয়া কেন্দ্র কোণগত হইলে রাজ বংশজাত ব্যক্তি নরপতি হইবে। জাতক রাজবংশ্য না হইলে নানা রত্নের অধিপতি হইবে। কর্কট লগ্নে গুরু কেন্দ্রী এবং শুক্র ত্রিকোণে অবস্থিত। মীন লগ্নে শুক্র কেন্দ্রে এবং বৃহস্পতি ত্রিকোণে অবস্থিত। বৃশ্চিক লগ্নে উভয়েই কোণস্থ। অন্য লগ্নে এই যোগ ঘটে না ॥ ৩২ ॥

প্রসূতিকালে যদি সর্ব্বখেটৈস্তনুব্যয়াগার্থগৃহস্থিতৈশ্চেৎ।
পুরাতনাৎ পুণ্যতএব পুংসাং শ্রীচ্ছত্রযোগং প্রবদন্তি সন্তঃ ॥৩৩॥

জন্মকালে তনু, ব্যয়, সপ্তম এবং ধন এই চারি ভাবে সকল গ্রহ অবস্থিত থাকিলে তাহাকে শ্রীচ্ছত্র যোগ কহে। পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফলে মনুষ্য এই

যোগে জন্মগ্রহণ করে। এই যোগ-জাত ব্যক্তি রাজশ্রী এবং রাজছত্র প্রাপ্ত হয়॥ ৩৩॥

যদা জীবো লগ্নে মকরমপহায় প্রবসতি
তদালং ভূপালং নৃপতিকুলবালং জনয়তি।
ভবত্যেবং চন্দ্রো জনুষি জনুরঙ্গং চ কলয়া
পরিক্রান্তঃ কেন্দ্রে নরপতিসুতং ভূপতিবরম্॥ ৩৪॥

জন্মকালে বৃহস্পতি মকর রাশি ভিন্ন (নীচস্থ না হইয়া) অন্য কোন রাশিতে অবস্থান করিয়া লগ্নস্থ হইলে রাজ কুলোৎপন্ন ব্যক্তি রাজা হইবে। ঐরূপ (অনীচস্থ) চন্দ্র সমুদায় কলাযুক্ত (পূর্ণ) হইয়া লগ্নস্থ কিম্বা অপর কোন কেন্দ্রস্থ হইলে রাজবংশ জাত ব্যক্তি ভূপতি শ্রেষ্ঠ হইবে। অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্র বৃশ্চিক ভিন্ন অপর রাশিস্থ হইয়া কেন্দ্রস্থ হইলেই এই রাজযোগ হয়॥ ৩৪॥

সুখাগারস্বামী ভবতি নবমে বাথ দশমে
সুখে বা লগ্নে বা হিতলব গতো বা শুভখগৈঃ।
যুতো দৃষ্টো দন্তাবলতুরগ যানেন নিতরাং
জনানামাগারং কনকমণিসংঘৈঃ পরিবৃতম্॥ ৩৫॥

সুখাগার স্বামী অর্থাৎ চতুর্থেশ্বর নবমে, দশমে, সুখে (চতুর্থে) কিম্বা লগ্নে অবস্থিত হইয়া মিত্র নবাংশ গত হইলে, অথবা কোন শুভগ্রহ কর্তৃক যুক্ত বা দৃষ্ট হইলে, মনুষ্যের আগার হস্তী, তুরঙ্গ প্রভৃতি যানে এবং কনকমণি সমূহে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে॥ ৩৫॥

পঞ্চমে ভবতি কর্ম্মভাবপে কান্তিভাজি গজবাজীজং সুখম্।
সর্ব্বতোহস্য বিভূতা ততা ভবে দাদিগন্তমতুলা যশোলতা॥ ৩৬॥

কর্ম্মভাব পতি (১০শ) উদিতাবস্থায় থাকিয়া পঞ্চমভাবস্থ হইলে মনুষ্য হস্তী বাজী জনিত সুখ প্রাপ্ত হয়। তাহার বিভূতা এবং অতুল যশোলতা আদিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে॥ ৩৬॥

অথ চন্দ্রযোগৌ।

এক্ষণে দুইটী চন্দ্র যোগের কথা উল্লিখিত হইতেছে। জন্মলগ্ন মনুষ্যের দেহ এবং চন্দ্র মনঃ। জন্মলগ্ন দেহ হইতে যেমন জাতকের শুভাশুভ বিচার হইয়া থাকে, চন্দ্রাধিষ্ঠিত রাশি মনঃ হইতেও সেইরূপ শুভাশুভ বিচার করা যায়। এই উভয় লগ্ন হইতে বিচার করিয়া যদি একই প্রকার ফল বুঝিতে পারা যায়, তবে সেই ফল অবশ্যম্ভাবী। এই উভয় লগ্নের হিসাবে যে গ্রহ শুভ ফলদাতা বলিয়া অনুমিত হইবে, সেই গ্রহই জাতকের যথার্থ শুভকারী। নহিলে এক পক্ষে শুভ এবং অপর পক্ষে অশুভ হইলে ফলের তত দার্ঢ্যতা থাকে না এবং গ্রহও বিচার-সঙ্গত সম্পূর্ণ ফল প্রদান করেন না।

ভবতি চন্দ্রমসো দশমাধিপো
জনুষি কেন্দ্রনবদ্বিসুতোপগঃ।
অতি বিচিত্রমণিব্রজমণ্ডিতো
বসুমতৌ বসুভূষণসংযুতঃ ॥ ৩৭ ॥

জন্মকালে চন্দ্রের দশমেশ্বর অর্থাৎ চন্দ্রাধিষ্ঠিত রাশি হইতে গণনায় তাহার দশম স্থানের অধিপতি লগ্নের (বা চন্দ্রের) কেন্দ্রে, নবমে, দ্বিতীয় স্থানে কিম্বা পঞ্চমে অবস্থিতি করিলে মনুষ্য এই পৃথিবীতে বিচিত্র মণিরাজি মণ্ডিত এবং ধন রত্ন সংযুক্ত হইবে ॥ ৩৭ ॥

চন্দ্রাক্রান্তভপঃ সুখালয়গতো দন্তাবলানাং সুখং
মুক্তা স্বর্ণমণিব্রজামল যশঃ পুঞ্জং বিচিত্রালয়ম্।
ভৃত্যাপত্য কলত্র মিত্রপটলী বিদ্যাবিনোদং তথা
পুণ্যং সন্তনুতে মুদং নরপতে রর্থং নরানামিহ ॥ ৩৮ ॥

চন্দ্রাধিষ্ঠিত রাশির অধিপতি, সুখালয়গত অর্থাৎ লগ্ন হইতে চতুর্থস্থ হইলে, মনুষ্য দন্তীযূথ জনিত সুখ, মুক্তা, স্বর্ণ, মণিরাজি, নির্ম্মল যশঃ, বিচিত্র মন্দির, ভৃত্য, অপত্য, কলত্র, মিত্র সমূহ, বিদ্যাজনিত আনন্দ, পুণ্য এবং রাজা হইতে অর্থ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৮ ॥

অনফাদিযোগাঃ।

ব্যয়গতৈরনফা রবিবর্জিতৈ-
র্দ্ধনগতৈঃ খচরৈঃ খনফা বিধোঃ
উভয়তোঽপি গতৈ রুদিতা নৃণাং
দুরুধরা মধুরাশন ভোগদা ॥ ৩৯ ॥
ন ধনে ন ব্যয়ে খেটা শ্চন্দ্রাদিহ ভবন্তি চেৎ।
তদা কেমদ্রুমং প্রাহুঃ পণ্ডিতা মিহিরাদয়ঃ ॥ ৪০ ॥

জন্ম কুণ্ডলীতে রবি বর্জ্জিত কোন গ্রহ চন্দ্রাধিষ্ঠিত রাশির দ্বাদশে থাকিলে অনফা এবং ধনে অর্থাৎ দ্বিতীয়ে থাকিলে খনফা যোগ হয়। দ্বিতীয় এবং দ্বাদশ উভয় স্থানেই রবি বর্জ্জিত গ্রহ অবস্থান করিলে মধুরাশন এবং ভোগপ্রদ দুরুধরা যোগ হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

চন্দ্রের ধনস্থানে কিম্বা ব্যয়স্থানে কোন গ্রহ না থাকিলে মিহিরাদি পণ্ডিতগণ তাহাকে কেমদ্রুম যোগ বলিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥

জনিমতামনফা কুরুতেতরাং
গুণবতী যুবতী রতিবর্দ্ধনম্ ॥
নৃপসভাপটুতামমলং যশো-
বরপশোরপি সৌখ্য করং পরং ॥ ৪১ ॥

অনফা যোগে জন্মগ্রহণ করিলে মনুষ্য গুণবতী যুবতী সহ যথেষ্ট রতিসুখ, নৃপসভায় পটুতা, নির্ম্মল যশঃ এবং পশু জনিত সুখ প্রাপ্ত হয় ॥৪১॥

ভুজবলেন রমা পরমালয়ং
জনিমতাং গরিমা খনফা যদা
অবলয়ামলয়া নবযান-ভূ-
বিভূতয়াদ্ভুতয়া পরমং সুখং ॥ ৪২ ॥

জাতক বর্গের গৌরব স্বরূপ খনফা যোগ জন্ম সময়ে সংঘটিত হইলে মনুষ্য ভুজবলে নিজালয় লক্ষ্মীর আবাস স্থান করিয়া থাকে। সে ব্যক্তি নানাবিধ যান, ভূসম্পত্তি এবং ঐশ্বর্য্যশালিনী অদ্ভুত রূপবতী পবিত্রস্বভাবা কামিনীগণ হইতে পরম সুখপ্রাপ্ত হয়॥ ৪২॥

দুরুধরা বহুধা বসুধাবসু-
ব্রজ সুবারণ বাজি সুখং নৃণাং।
বিতনুতে নৃপতে রতুলং যশো
গুণকলাপ পটুত্বমিহাদ্ভুতং॥ ৪৩॥

দুরুধরা যোগ মনুষ্যকে ভূমিসম্পত্তি, ধনরাজি, গজ ও বাজী জনিত সুখ, নৃপতি হইতে অতুলনীয় যশঃ এবং নানাবিধ গুণ জনিত পটুতা প্রদান করিয়া থাকে॥ ৪৩॥

কেমদ্রুমে সুরপতে রপি নন্দনোঽয়ং
দেশান্তরং ব্রজতি পুত্র-কলত্রহীনঃ।
ধর্ম্মচ্যুতো বিকলিতো গদসংঘভীতো
নানাধিতাপ সহিতো মহিতোষহীনঃ॥ ৪৪॥

কেমদ্রুম যোগ-জাত ব্যক্তি ইন্দ্রপুত্র হইলেও পুত্র-কলত্রহীন হইয়া দেশান্তরে ভ্রমণ করে। সে ব্যক্তি ধর্ম্মচ্যুত, বিকলিত, রোগ পীড়িত, নানাবিধ মানসিক সন্তাপ সমন্বিত এবং সংসারে সন্তোষ বর্জ্জিত হইয়া থাকে॥ ৪৪॥

শুক্রেজ্য সৌম্য সহিতোঽপি চ কণ্টকস্থো
বা পূর্ণবিম্ব ইহ যস্য ভবেন্মৃগাঙ্কঃ।
কেন্দ্রাণি খেচরযুতানি তদা নরাণাং
কেমদ্রুমোদ্ভবফলং বিফলত্বমীয়াৎ॥ ৪৫॥

এক্ষণে কেমদ্রুম ভঙ্গ যোগ লিখিত হইতেছে। শুক্র, বৃহস্পতি কিম্বা

বুধ এই গ্রহত্রয়ের কোন এক গ্রহের সহ যুক্ত হইয়া কিম্বা পূর্ণ কলা ধারণ করিয়া চন্দ্র কেন্দ্রে অবস্থান করিলে এবং চন্দ্রাধিষ্ঠিত কেন্দ্র ভিন্ন অপর কেন্দ্রত্রয়ে গ্রহ থাকিলে কেমদ্রুম যোগজনিত অনিষ্ট বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৪৫ ॥

জনুষি নীচগতাঃ সকলাগ্রহা
যদা ভবন্তি তদা হ্রদসংজ্ঞকঃ।
হ্রদভবো বিকলো বিভবোনিতো
রিপুহতো নিতরাং শঠতা যুতঃ ॥ ৪৬ ॥

জন্মকালে সকল গ্রহই যদি নীচরাশি কিম্বা নীচ নবাংশস্থ হন, তাহা হইলে তাহাকে হ্রদযোগ কহা যায়। হ্রদযোগে জন্মগ্রহণ করিলে মনুষ্য বিকল, বিভববিহীন, শত্রু-পরাজিত এবং অত্যন্ত শঠতাযুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

ধটগতে তপনে ক্রিয়গে. শনা
বলিগতে চ বিধৌ নিজ নীচভে।
ভৃগুসুতে জননে ফণিসংজ্ঞকো
বিকলিতং কুরুতে নরপুঙ্গবম্ ॥ ৪৭ ॥

জন্মকালে তপন তুলা (ধট) রাশিতে, শনি মেষ (ক্রিয়) রাশিতে, চন্দ্র বৃশ্চিক (অলি) রাশিতে এবং ভৃগুসুত স্বকীয় নীচরাশি বৃশ্চিকে (অলি) থাকিলে ফণিসংজ্ঞক যোগ হয়। এই যোগে জন্মগ্রহণ করিলে ভাগ্যবান্ ব্যক্তিও বিকলিত হইয়া পড়ে। এই যোগে রবি, চন্দ্র, শুক্র এবং শনি এই চারি গ্রহ নীচস্থ ॥ ৪৭ ॥

অজগতে ভৃগুজে রবিজে জনু-
র্বৃষভগে দিনপেঽনিমিষে বিধৌ।
অবনিজে যদি কর্কটগেহগে
ভবতি কাকভবো বিভবোনিতঃ ॥ ৪৮ ॥

জন্মকালে শুক্র এবং শনি মেষে, সূর্য্য বৃষে, চন্দ্র মীনে, এবং মঙ্গল কর্কটে থাকিলে তাহাকে কাকযোগ কহে। এই যোগে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক সম্পদশূন্য হয়॥ ৪৮॥

বিধুযুতো ঘটভে দিবসাধিপো

গুরুমহীজ কবীনসুতঃ পুনঃ।

যদি ভবন্তি চ নীচগতা জনু-

ব্রজতি রাজসুতোঽপি দরিদ্রতাম্॥ ৪৯॥

জন্মকালে দিবসাধিপতি সূর্য্য, বিধুসহ সংযুক্ত হইয়া কুম্ভ (ঘট) রাশিতে অবস্থিত এবং বৃহস্পতি, মঙ্গল, শুক্র (কবি) এবং শনি (ইনসুত) এই চারি গ্রহ নীচ রাশিগত হইলে জাতক রাজপুত্র হইলেও দরিদ্র হইবে॥ ৪৯॥

শনিমহীজ নিশাকরচন্দ্রজা

যদি জনুঃকিল নীচমুপাশ্রিতাঃ।

মকরভে ভৃগুজোঽপি হুতাশন

পরমতাপকরো ন করোতি শম্॥ ৫০॥

জন্মকালে শনি, মঙ্গল, নিশাকর এবং বুধ নীচ রাশিগত এবং শুক্র মকর রাশিস্থ হইলে অত্যন্ত সন্তাপপ্রদ হুতাশন-যোগ হয়। এই যোগে জাতকের কখনই মঙ্গল হয় না॥ ৫০॥

যদি ভবন্তি নবায় দশাধিপা

জনুষি নীচগতা বিকলা ভৃশম্।

নৃপতিযোগজমঙ্গভৃতাং ফলং

পরিণমত্যপি নিষ্ফলতামিহ॥ ৫১॥

এক্ষণে রাজযোগ ভঙ্গকারক যোগ উল্লিখিত হইতেছে। জন্মকালে নব, আয় এবং দশমস্থানের অধিপতি ত্রয় নীচ রাশিগত কিম্বা বিকল (পাপসংযুত) হইলে, মনুষ্যের রাজযোগজনিত ফল ফলোন্মুখ হইয়াও নিষ্ফল হইবে॥ ৫১॥

রিপুমন্দিরগৈরেব বৈরিভাবগতৈরপি।

রাজযোগা বিনশ্যন্তি দিবাকর করোপগৈঃ ॥ ৫২ ॥

রাজযোগকারক গ্রহ শত্রু গৃহস্থ, শত্রু (৬ষ্ঠ) ভাবস্থ কিম্বা অস্তগত হইলে রাজযোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৫২ ॥

ভবতি বীক্ষণবর্জ্জিত মঙ্গিনাং

জননলগ্নমিহাম্বর গামিনাম্।

জননভং চ নৃপালভবো নরো

জগতি যাতি তরামতিরঙ্কতাম্ ॥ ৫৩ ॥

জন্মলগ্নে কোন গ্রহের দৃষ্টি না থাকিলে এবং জন্মরাশি অর্থাৎ চন্দ্রের প্রতিও কোন গ্রহের দৃষ্টি না থাকিলে, রাজযোগে জাত রাজপুত্রও ভিখারী হইয়া যায় ॥ ৫৩ ॥

ভদ্রায়াং ব্যতিপাতে বা তথা কেতূদয়ে জনিঃ।

যস্য তস্য বিনশ্যন্তি রাজযোগফলান্যপি ॥ ৫৪ ॥

ভদ্রা অর্থাৎ দ্বিতীয়া, সপ্তমী কিম্বা দ্বাদশী তিথিতে ব্যতীপাত যোগে কিম্বা ধূমকেতুর উদয়কালে জন্মগ্রহণ করিলে রাজযোগজনিত ফল বিনষ্ট হয় ॥ ৫৪ ॥

পরম নীচলবে যদি চন্দ্রমা

ভবতি জন্মনি তস্য বিশেষতঃ।

নৃপতিযোগফলং বিফলং ততঃ

কলয়তীতি বদন্তি মুনীশ্বরাঃ ॥ ৫৫ ॥

মুনিশ্রেষ্ঠগণ বলিয়া থাকেন যে, জন্মকালে চন্দ্র পরম নীচাংশ গত (বৃশ্চিক রাশির তৃতীয় অংশ) হইলে মনুষ্যের রাজযোগজাত ফল নিষ্ফল হইয়া যায় ॥ ৫৫ ॥

সপ্তমাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

অথ পুংসামুদ্রিক বিচারাধ্যায়োঽষ্টমঃ।

জননে প্রবলো যস্য রাজযোগো ভবেদ্ যদি।
করে বা চরণেঽবশ্যং রাজচিহ্নং প্রজায়তে ॥ ১ ॥

বলশালী রাজযোগে যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে, তাহার হস্ত পদে অবশ্যই রাজচিহ্ন প্রকাশিত হয় ॥ ১ ॥

অনামা মূলগা রেখা সৈব পুণ্যাভিধা মতা।
মধ্যমাঙ্গুলিমারভ্য মণিবন্ধান্তমাগতা ॥ ২ ॥
সোর্দ্ধরেখা বিশেষেণ রাজ্যলাভকরী ভবেৎ।
খণ্ডিতা দুষ্টফলদা ক্ষীণা ক্ষীণফলপ্রদা ॥ ৩ ॥

অনামিকা অঙ্গুলীর মূলগত রেখাকে পুণ্যরেখা কহে। (এই রেখা অনামার মূল হইতে আরম্ভ করিয়া আয়ুরেখা পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকে)। মধ্যমাঙ্গুলী হইতে আরম্ভ করিয়া যে রেখা মণিবন্ধ পর্য্যন্ত গমন করে, তাহাকে ঊর্দ্ধরেখা কহে। এই রেখাদ্বয় রাজ্যদায়ক। রেখা খণ্ডিত হইলে দুষ্ট ফল এবং ক্ষীণ হইলে ক্ষীণ ফল প্রদান করিয়া থাকে। রেখা অখণ্ডিত, সরল এবং পুষ্ট হইলেই বিশেষ শুভফল প্রদান করে ॥ ২।৩ ॥

অঙ্গুষ্ঠমধ্যে পুরুষস্য যস্য বিরাজতে চারুযবো যশস্বী।
স্ববংশভূষা সহিতো বিভূষা যোষাজনৈরর্থগণৈশ্চ মর্ত্ত্যঃ ॥ ৪ ॥

যে পুরুষের অঙ্গুষ্ঠ মধ্যে সুচারু যবরেখা বিরাজ করে, সে ব্যক্তি স্ববংশের ভূষণ স্বরূপ হয় এবং অলঙ্কার, স্ত্রী, সেবক এবং ধনরত্ন-সমন্বিত থাকে ॥ ৪ ॥

বৈসারিণো বাতপবারণো বা চেদ্ বারণো দক্ষিণপাণিমধ্যে।
সরোবরং চাঙ্কুশ এব যস্য বীণা চ রাজা ভুবি জায়তে সঃ ॥ ৫ ॥

যাহার দক্ষিণ করতলে মৎস্য, ছত্র, হস্তী, সরোবর, অঙ্কুশ কিম্বা বীণা চিহ্ন থাকে, সে ব্যক্তি পৃথিবীতে নরপতি হইবে ॥ ৫ ॥

মুকুরশৈলকৃপাণ হলাঙ্কিতং
করতলং কিল যস্য স বিত্তপঃ।
কুসুমমালিকয়া ফলমীদৃশং
নৃপতিরেব নৃপালভুবো যদা ॥ ৬ ॥

যাহার করতলে দর্পণ, শৈল, কৃপাণ কিম্বা হল অঙ্কিত থাকে, সে ব্যক্তি বিত্তপতি হয়। করতলে পুষ্পমালার চিহ্ন থাকিলেও মনুষ্য উক্তরূপ বিত্ত-পতি হইয়া থাকে। কোন রাজপুত্রের করতলে উক্তরূপ চিহ্ন থাকিলে সে ব্যক্তি নৃপতি হইবে ॥ ৬ ॥

করতলেঽপি চ পাদতলে নৃণাং
তুরগ পঙ্কজ চাপ রথাঙ্গবৎ।
ধ্বজরথাসন দোলিকয়া সমং
ভবতি লক্ষরমা পরমালয়ে ॥ ৭ ॥

যাহার করতলে কিম্বা পাদতলে অশ্ব, পদ্ম, ধনুক, রথাঙ্গ (চক্র) ধ্বজা, রথ, সিংহাসন কিম্বা দোলিকার (ডুলি) চিহ্ন অঙ্কিত থাকে. সে ব্যক্তির গৃহে পরমারমা সর্ব্বদা বিরাজ করেন ॥ ৭ ॥

কুম্ভস্তম্ভো বা তুরঙ্গো মৃদঙ্গঃ
পাণাবজ্ঘ্রৌ বা দ্রুমো যস্য পুংসঃ।
চঞ্চদ্দণ্ডোঽখণ্ডলক্ষ্ম্যাপরীতঃ
কিম্বা সোঽয়ং পণ্ডিতঃ শৌণ্ডিকো বা ॥ ৮ ॥

পণ্ডিতই বা কি আর শৌণ্ডিকই বা কি, যাহার করতলে কিম্বা পদতলে কুম্ভ, স্তম্ভ, তুরঙ্গ, মৃদঙ্গ, বৃক্ষ কিম্বা দণ্ড চিহ্ন থাকে, সে ব্যক্তি অখণ্ড লক্ষ্মী প্রাপ্ত হয় ॥ ৮ ॥

বিশালভালোঽম্বুজপত্রনেত্রঃ
সুবৃত্তমৌলিঃ ক্ষিতিমণ্ডলেশঃ ।
আজানুবাহুঃ পুরুষং তমাহুঃ
ক্ষৌণীভৃতাং মুখ্যতরং মহান্তঃ ॥ ৯ ॥

ক্ষিতিমণ্ডলে যে ব্যক্তির ললাটদেশ প্রশস্ত, লোচন কমলদল সদৃশ, মস্তক গোলাকার এবং বাহু আজানুলম্বিত, মহাত্মারা তাহাকে নরপালগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

নাভিগভীরা সরলা চ নাসা বক্ষঃস্থলং রত্নশিলাতলাভম্ ।
আরক্তবর্ণৌ খলু যস্য পাদৌ মৃদুভবেতাং স নৃপোত্তমঃ স্যাৎ ॥ ১০ ॥

যাহার নাভি সুগভীর, নাসিকা সরল, বক্ষঃস্থল রত্নশিলার ন্যায় আভা-বিশিষ্ট এবং পদতল আরক্ত বর্ণ এবং মৃদু, সে ব্যক্তি নৃপোত্তম হয় ॥ ১০ ॥

রাজতে করগো যস্য তিলোঽতুল ধনপ্রদঃ ।
তথা পাদতলে পুংসাং বাহনার্থ সুখপ্রদঃ ॥ ১১ ॥

তিল চিহ্ন মনুষ্যের করতলে থাকিলে অতুল ধন প্রদান করিয়া থাকে। পদতলে থাকিলে বাহন, অর্থ এবং সুখ প্রদান করে ॥ ১১ ॥

রাজবংশপ্রজাতানাং সমস্তফলমীদৃশম্ ।
অন্যেষামল্পতাং যাতি তথা ব্যক্তং সুলক্ষণম্ ॥ ১২ ॥

এই সামুদ্রিক বিচারাধ্যায়ে যে সমস্ত লক্ষণ ও ফল লিখিত হইল, সেই সমস্ত সুলক্ষণ করতলে বা পদতলে ব্যক্ত (পরিষ্কার) থাকিলে রাজবংশ জাতকগণ লিখিত মত ফল প্রাপ্ত হইবে। অন্য লোকের পক্ষে ফলের নূনতা হইবে। তাহারা রাজত্ব পাইবে না বটে ; কিন্তু ভাগ্যবান্ হইবে ॥ ১২ ॥

অষ্টমাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

অথ স্ত্রীজাতকাধ্যায়োনবমঃ।

ভাগ্য যোগাঃ।

শুভাশুভং পূর্ব্বজনের্বিপাকাৎ
সীমন্তিনীনামপি তৎফলং হি।
বিবাহকালাৎ পরতঃ প্রবীণৈ
রসম্ভবাৎ তৎপতিষু প্রকল্প্যম্ ॥ ১ ॥

পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মবশে সীমন্তিনীগণ যে শুভাশুভ ফল প্রাপ্ত হইবে, সেই সমস্ত ফল স্ত্রীজাতির পক্ষে সংঘটন অসম্ভব হইলে বিবাহের পর তাহার স্বামী সম্বন্ধে কল্পনা করিতে হইবে। স্ত্রীলোক পক্ষে যাহা সম্ভব হয়, তাহাই তাহারা প্রাপ্ত হইবে। ফলতঃ সমস্ত ফলই দেশ, কাল, পাত্র. জাতি, কুল ইত্যাদি বিচার করিয়া সম্ভবাসম্ভব বুঝিয়া কহিতে হয় ॥ ১ ॥

অতীব সারং ফলমঙ্গনানা-
মুদীরিতং শৌনক নারদাদ্যৈঃ।
ব্যক্তং যথা লগ্ননিশাকরাভ্যাং
ময়া তথৈব প্রতিপাদ্যতে তৎ ॥ ২ ॥

স্ত্রীলোকের জন্মলগ্ন এবং চন্দ্রলগ্ন হইতে শৌনক, নারদাদি মহর্ষিগণ যে সমস্ত অতি সার ফল ব্যক্ত করিয়াছেন, আমি তাহাই এস্থলে প্রকাশ করিব ॥ ২ ॥

সৌভাগ্যং সপ্তমস্থানে শরীরং লগ্নচন্দ্রয়োঃ।
বৈধব্যং নিধনস্থানে পুত্রে পুত্রং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৩ ॥

জন্মলগ্নের সপ্তমস্থান হইতে স্ত্রীলোকের সৌভাগ্য বিচার, লগ্ন এবং চন্দ্র হইতে শারীরিক শুভাশুভবিচার, এবং নিধন স্থান হইতে বৈধব্য বিচার করিতে হইবে। পুত্রস্থান হইতেই পুত্রের বিষয় চিন্তা করিতে হইবে। পুত্র ভাবের ন্যায় অন্যান্য ভাবেরও, পুংজন্ম-কুণ্ডলীর ন্যায় বিচার করিতে হইবে ॥ ৩ ॥

সৌম্যাভ্যাং প্রবরা শুভত্রয় যুতে জায়াভবেদ্ ভূপতেঃ
সৌম্যেকেন পতিপ্রিয়া মদনভে দৃষ্টে যুতে জন্মনি ।
পাপৈকেন পুনর্বিলোল নয়না পাপদ্বয়েনাধমা
পাপানাং ত্রিতয়েন সা পরকুলং হত্বা পতিং গচ্ছতি ॥ ৪ ॥

সপ্তম ভাবে তিন শুভগ্রহের দৃষ্টি বা যোগ থাকিলে জাতিকা রাজরাণী, দুই শুভগ্রহের যোগ বা দৃষ্টিতে ঐশ্বর্য্যশালিনী এবং একটী শুভগ্রহের দৃষ্টি যোগে পতিপ্রিয়া হয়। সপ্তম ভাবে এক পাপগ্রহের যোগ বা দৃষ্টিতে নারী বিলোলনয়না (পরপুরুষাভিলাষিণী), দুই পাপগ্রহ দৃষ্টি বা যোগে অধমা অর্থাৎ কুকার্য্যকারিণী এবং তিন পাপগ্রহের যোগ বা দৃষ্টিতে স্বামীঘাতিনী ও পত্যন্তরগামিনী হয় ॥ ৪ ॥

জন্তুঃ কালে যস্যামদনভবনে বাসর মণৌ
পতিং ত্যক্ত্বা নূনং কুপিত হৃদয়া ভূমিতনয়ে ।
অবশ্যং বৈধব্যং সপদি কমলাক্ষী রবিসুতে
জরাং পাপৈর্দৃষ্টে নিজপতি বিরোধং ব্রজতি বা ॥ ৫ ॥

জন্ম সময়ে দিনমণি সপ্তম ভবনে অবস্থান করিলে নারী স্বামীকে পরিত্যাগ করে বা স্বয়ং পরিত্যক্তা হয় এবং নিশ্চয়ই সর্ব্বদা কুপিত হৃদয়ে অবস্থান করে। ভূমিতনয় (মঙ্গল) সপ্তমে অবস্থান করিলে নিশ্চয় বৈধব্য ঘটে। শনি সপ্তম স্থানে থাকিলে নারী কমললোচনা (অতি রূপবতী) হইলেও (বিবাহের পূর্ব্বে) জরাপ্রাপ্ত হইবে, (অর্থাৎ অধিক বয়সে বিবাহ হইবে)। স্বামী স্থানে পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে স্বামী সহ সর্ব্বদা কলহ হয় ॥ ৫ ॥

যস্যাঃ শশাঙ্কে জনিলগ্নভে বা সমর্ক্ষগে সা প্রকৃতিস্থিরা স্যাৎ ।
শুভেক্ষিতে রূপবতীগুণজ্ঞা পতিপ্রিয়া চারুবিভূষণাঢ্যা ॥ ৬ ॥

যাহার জন্ম সময়ে লগ্ন এবং চন্দ্র উভয়ই সমরাশিগত (উপলক্ষণে সমনবাংশগত) হয়, সে নারী স্থির প্রকৃতিবিশিষ্টা হইয়া থাকে। উক্ত লগ্ন এবং

চন্দ্রের প্রতি শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে নারী রূপবতী, গুণজ্ঞা, পতিপ্রিয়া এবং স্বলঙ্কৃতা হয় ॥ ৬ ॥

যদাঙ্গ চন্দ্রাবসমে ভবেতাং তদা নরাকার সমা কুরূপা।

পাপেক্ষিতৌ পাপযুতৌ বিশেষাৎ গদাতুরা রূপগুণৈর্বিহীনা ॥৭॥

যদি লগ্ন এবং চন্দ্র উভয়েই বিষম রাশিগত কিম্বা বিষম নবাংশগত হয়, তাহা হইলে নারী পুরুষের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্টা এবং কুরূপা হইবে। উক্ত লগ্ন এবং চন্দ্রের প্রতি পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে, বিশেষতঃ উহাদিগের সহ পাপগ্রহ যুক্ত থাকিলে নারী গদাতুর (রোগ পীড়িতা) এবং রূপগুণ বিবর্জ্জিতা হইবে ॥ ৭ ॥

জনুঃ কালে যস্যা মদন সদনে দানব গুরৌ

শুভাভ্যামাক্রান্তে গতবতি তদা সা বিধুমুখী।

গজেন্দ্রানাং মুক্তাফলবিমল মালাবৃতকুচা

প্রিয়া পত্যুর্নিত্যং প্রভবতি শচীব ক্ষিতিতলে ॥ ৮ ॥

যে নারীর জন্ম সময়ে দানব গুরু শুক্র দুইটী শুভগ্রহ সহ যুক্ত হইয়া সপ্তমভাবে অবস্থান করেন, সেই বিধুমুখী গজ-মুক্তা-ফলের বিমল মালায় স্তনদ্বয় সমাচ্ছন্ন করত পতিপ্রিয়া হইয়া শচীর ন্যায় ক্ষিতিতলে সৌভাগ্য ভোগ করেন ॥ ৮ ॥

সমাক্রান্তে লগ্নে ত্রিদশ গুরুণা বাথ ভৃগুণা

বুধে কন্যারাশৌ মদন ভবনে ভূমিতনয়ে।

মৃগে কর্কে চন্দ্রে সতি ভবতি লাবণ্যলতিকা

তপোরেখা যোষা প্রভবতি বিশেষাৎ ক্ষিতিপতেঃ ॥৯॥

লগ্নে বৃহস্পতি কিম্বা শুক্র, কন্যা রাশিতে বুধ, মকরে সপ্তমস্থানে মঙ্গল এবং কর্কটে চন্দ্র থাকিলে, রমণী অতি রূপবতী এবং পুণ্যশীলা হইবে।

বিশেষতঃ সে নারী রাজার প্রতি প্রভাব প্রকাশ করিবে অর্থাৎ রাজরাণী হইবে। কর্কট লগ্ন ভিন্ন এই যোগ হয় না ॥ ৯ ॥

শশাঙ্কে কর্কস্থে ভবতি হি যুবত্যাং বিধুসুতে
তনৌ জীবে মীনে গবি ভৃগুসুতে জন্মসময়ে।
সহস্রালী মান্যা জগতি নৃপকন্যা গুণবতী
বিশেষাদেষা স্যান্নৃপতিপতিকা পুণ্যতিলকা ॥১০॥

যে নারীর জন্ম সময়ে শশাঙ্ক কর্কটে, বুধ কন্যা রাশিতে লগ্নস্থ, মীন রাশিতে বৃহস্পতি এবং বৃষে শুক্র অবস্থিতি করেন, সেই পুণ্যতিলকা গুণবতী নারী জগতে রাজনন্দিনী বিশেষতঃ রাজমহিষী হইবে। সহস্র দাসীতে তাহার সেবা করিবে ॥ ১০ ॥

অথ পতিভাবস্থ গ্রহফলানি।

দিনপতাবিহ কামনিকেতনং
গতবতি প্রবরাপ্যবরা ভবেৎ।
জনুষি বল্লভ ভাববিবর্জ্জিতা
সুজনতা রহিতা বনিতা ভৃশং ॥১১॥

জন্মকালে দিনপতি সপ্তমভাবগত হইলে নারী সদ্বংশজাতা হইলেও নীচস্বভাবা, পতিপ্রেম-বিবর্জ্জিতা এবং সৌজন্যবিহীনা হইবে ॥ ১১ ॥

বৃষে রাকানাথে ভবতি মদনে জন্ম সময়ে
ভবেদেষা যোষা বিমল বসনা চারুবদনা।
বিনম্রা মুক্তালীবলিত কুচভারেণ নিতরাং
পরা লীলালক্ষ্মী রতিপতি রমেব ক্ষিতিতলে ॥১২॥

জন্ম সময়ে রাকানাথ (চন্দ্র) সপ্তম ভাবগত হইলে, বিশেষতঃ বৃষরাশিস্থ

হইয়া সপ্তম ভাবস্থ হইলে বামাঙ্গিনী পরমা লীলালক্ষ্মী অথবা মদন-মোহিনীর ন্যায় এই ক্ষিতিতলে বিমলবসনা, সুচারুবদনা এবং মুক্তামালা-বিমণ্ডিত পয়োধর-ভারে বিনম্রা হইবে। বৃষস্থ চন্দ্র তুঙ্গী; সুতরাং বিশেষ বলবান্। বৃষ ভিন্ন অন্য রাশিস্থ হইয়া সপ্তমস্থ হইলে চন্দ্রের বলানুসারে উক্ত ফলের ন্যূনতা বুঝিতে হইবে। গ্রহগণ সর্ব্বত্রই বলানুসারেই ফল প্রদান করিয়া থাকেন। "বলং জ্ঞাত্বা ফলং বদেৎ" এই বাক্যটি সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা উচিত॥ ১২॥

অঙ্গারকে মদন মন্দির মিন্দুভাবং
মন্দান্বিতে হরিভগে জননেঽঙ্গনায়াঃ।
বৈধব্যমেব নিয়তং কপট প্রবন্ধাৎ
বারাঙ্গনা ভবতি সৈব বরাঙ্গনাপি॥১৩॥

জন্মকালে অঙ্গারক (মঙ্গল) সপ্তম ভাবস্থ হইয়া ইন্দুভাব (কর্কটরাশি) গত হইলে, অথবা শনি সহ সংযুক্ত হইয়া সিংহরাশি (হরিভ) গত হইলে অঙ্গনার বৈধব্য হইবে। নারী বরাঙ্গনা (সৎকুলজা) হইলেও কপট প্রবন্ধ হেতু বারাঙ্গনা হইবে। শনির ক্ষেত্র মকর ও কুম্ভরাশিতে লগ্ন ভিন্ন এই যোগ সম্ভব হয় না॥ ১৩॥

অনেক শ্রীভর্ত্তা ভবতি মখকর্ত্তা চ মদনে
বুধে তুঙ্গে যস্যা জনুষি খলু তস্যাঃ পতিরিহ।
স্বয়ংবামা কামাকুলিত হৃদয়ামোদকলয়া
পরীতা মুক্তালী রজত কনকালী মণিগণৈঃ॥১৪॥

যাহার জন্ম সময়ে বুধ তুঙ্গী হইয়া মদন (৭ম) ভাবে অবস্থান করেন, সেই নারীর স্বামী ইহসংসারে বহু লক্ষ্মীর (সম্পত্তি) নায়ক এবং যজ্ঞকর্ত্তা হয়। সেই তন্বঙ্গী স্বয়ং কামে আকুলহৃদয়া, রতি-ক্রীড়ায় তৎপরা এবং মুক্তা, রৌপ্য, স্বর্ণ ও মণি-ভূষণে বিভূষিতা থাকে॥ ১৪॥

পরিক্রান্তে যস্যা মদন ভবনে দেবগুরুণা

গুণজ্ঞা ধর্ম্মজ্ঞা নিজপতি পদাব্জং ভজতি সা।

মণীনাং মালাভিঃ কনক ঘটিতাভিশ্চ শিরসা

সমাক্রান্তা কান্তা রতিপতি পতাকেব শশিভে ॥১৫।

জন্ম সময়ে যে রমণীর সপ্তম স্থান বৃহস্পতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত থাকে, সে রমণী গুণজ্ঞা ও ধর্ম্মজ্ঞা হয় এবং নিজ পতির পদারবিন্দ ভজনা করে, (পতিব্রতা হয়)। উক্ত বৃহস্পতি সমাক্রান্ত সপ্তম স্থান চন্দ্রের ক্ষেত্র হইলে অর্থাৎ বৃহস্পতি তুঙ্গী হইয়া সপ্তম ভাবস্থ হইলে কামিনী, মণি-মাণিক্য-খচিত স্বর্ণ-মালিকায় শিরোদেশ অলঙ্কৃত করত কন্দর্পের ত্রিভুবন-বিজয়িনী জয়পতাকা স্বরূপ হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

কবৌ যস্যা জন্মন্যপি মদনগে মীনভবনে

তদা কান্তো দান্তো রতিপতি কলা কৌতুক পটুঃ।

ধনুর্দ্ধর্ত্তা ভর্ত্তা স্বয়মপি চ সঙ্গীত রসিকা

বিলোলা পদ্মাক্ষী বসন লসিতা ভূষণবৃতা ॥১৬॥

যে রমণীর জন্মকালে শুক্র মীনরাশিস্থ (তুঙ্গী) হইয়া সপ্তম ভাবগত হন, তাহার স্বামী রূপবান্, উদার, কাম-কলায় দক্ষ, কৌতুক-বিশারদ এবং ধনুর্দ্ধারী হইবে। রমণী স্বয়ং সঙ্গীত-রসিকা, বিলোলা (হাবভাবে পতির মনোরঞ্জনকারিণী) কমললোচনা এবং বসন-ভূষণে সুশোভিতা হইবে ॥ ১৬ ॥

মদন ভাবগতে তপনাত্মজে পতিরতীব গদাকুলিতো ভবেৎ।

মলিন বেশধরো বিবলো মহান্ জনুষি তুঙ্গগতে প্রবরো ধনী ॥১৭॥

জন্মকালে শনি স্বামীভাবগত হইলে স্বামী রোগ পীড়িত, মলিন বেশ-ধারী এবং অত্যন্ত দুর্ব্বল হইবে। শনি তুঙ্গী অর্থাৎ তুলারাশিস্থ হইয়া সপ্তম ভাবগত হইলে স্বামী শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হইবে এবং ধন লাভ করিবে ॥ ১৭ ॥

সপ্তমে সিংহিকাপুত্রে কুলদোষ বিবৰ্দ্ধিনী ।
নারী সুখপরিত্যক্তা তুঙ্গে স্বামী সুখান্বিতা ॥ ১৮ ॥

রাহু সপ্তম ভাবগত হইলে নারী কুলকলঙ্কিনী এবং সুখবিহীনা হয়। সপ্তমস্থ রাহু তুঙ্গী হইলে রমণী স্বামীসুখে সুখিনী হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

অথ মিশ্রযোগাঃ

মিথস্তৌ শুক্রার্কী যদি লবগতৌ বীক্ষণমিতৌ
ভবেতাং বা লগ্নে ঘটলব গতে শুক্রভবনে ।
অনঙ্গে রালীলা কলিত নররূপাভি রনিশং
স্থিতাভিঃ কান্তাভিঃ খলু মদন শান্তিং ব্রজতি সা ॥১৯॥

যদি জন্মকালে শুক্র এবং শনি পরস্পরের নবাংশে থাকিয়া পরস্পরকে দৃষ্টি করে কিম্বা শুক্রের ক্ষেত্রস্থ তনুভাব (লগ্ন) কুম্ভ রাশির নবাংশগত হয়, তাহা হইলে কামিনী কন্দর্পশরে কাতর হইয়া নররূপধারিণী কামিনীর সহ কাম-ক্রীড়ায় কামানল নির্ব্বাণ করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

ক্ষপানাথে যস্যা গতবতি কুলীরাঙ্গমথবা
মদাগারং সারং সুরগুরু বুধাভ্যামপি যুতং ।
মহান্তোঽপি ভ্রান্তঃ কতি কতি মনোজাধিকতয়া
পুরস্তাং পশ্যন্তো দধতি পরমানন্দ লহরীং ॥ ২০ ॥

কর্কট রাশিস্থ চন্দ্র লগ্নগত হইলে অথবা মঙ্গলাধিষ্ঠিত (সারং) মদাগার (৭ম ভাব) বৃহস্পতি ও বুধ কর্ত্তৃক যুক্ত হইলে অর্থাৎ মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, এই তিন গ্রহ একত্রে সপ্তমস্থ হইলে, সেই রমণীর দর্শন-জনিত কন্দর্প-পীড়ায় বিহ্বলচিত্ত মহাত্মাগণও তাহাকে সম্মুখে দেখিলে পরমানন্দ ভোগ করেন ॥ ২০ ॥

মৃগাগারে সারে গতবতি বিসারং সুরগুরৌ
কবৌ বা পাতালং তপনতনয়েনাপি মিলিতে।
জনুঃকালে যস্যাঃ করিমুকুট মুক্তাফল মণি-
ব্রজানাং মালাভির্বলিত মুত বক্ষোজ যুগলং ॥২১।

যাহার জন্মকালে মকর রাশিতে মঙ্গল এবং মীনে বৃহস্পতি অবস্থিতি করেন কিম্বা শনির সহ মিলিত হইয়া কবি (শুক্র) চতুর্থস্থ হন, তাহার বক্ষোজ (স্তন) যুগল গজমুক্তা এবং মণিরাজীর মালায় বেষ্টিত থাকে ॥২১॥

মন্দে মধ্যবলে কবীন্দুশশীজে বীর্য্যচ্যুতৈঃ প্রায়শঃ
শেষৈবীর্য্যসমন্বিতৈঃ পুরুষবন্নারী যদোজে তনুঃ।
জীবাঙ্গার রবীন্দুজৈর্বলযুতৈশ্চেদঙ্গরাশৌ সমে
গীতা তত্ত্ববিচারসার চতুরা বেদান্ত বাদিন্যপি ॥২২॥

জন্মকালে শনি মধ্যবলী, শুক্র চন্দ্র এবং বুধ (এই স্ত্রী গ্রহত্রয়) বলবিহীন, অন্যান্য গ্রহ বলযুক্ত এবং লগ্ন পুংরাশিগত হইলে নারী পুরুষের ন্যায় (আকৃতি প্রকৃতি বিশিষ্টা) হইবে। বৃহস্পতি, মঙ্গল ও রবি এই পুং গ্রহত্রয় এবং বুধ বলবান্ আর লগ্ন স্ত্রী-রাশিগত হইলে নারী গীতা শাস্ত্রের তত্ত্ব বিচারে সুচতুরা এবং বেদান্তবাদিনী হইবে ॥ ২২ ॥

যদাষ্টমে দেবগুরৌ ভৃগৌ বা
বিনষ্টগর্ভা মৃতপুত্রকা বা।
কুজেঽষ্টমে সা কুলটা মৃগাক্ষী
চন্দ্রেঽষ্টমে স্বামীসুখেন হীনা ॥ ২৩ ॥

জন্মকালে বৃহস্পতি কিম্বা শুক্র অষ্টমস্থ হইলে রমণী বিনষ্টগর্ভা (গর্ভপাত) বা মৃতবৎসা হইবে। মঙ্গল অষ্টমস্থ হইলে কুলটা এবং চন্দ্র অষ্টমস্থ হইলে স্বামীসুখে বঞ্চিতা হইবে ॥ ২৩ ॥

মন্দেঽষ্টমে রোগরতস্য ভার্য্যা
দিনাধিপে সা পরিতাপতপ্তা।
অনঙ্গরঙ্গা পরকান্তসঙ্গা
মৃতাবগৌ সা কুলধর্ম্মভঙ্গা॥ ২৪॥

জন্ম সময়ে শনি অষ্টমস্থ হইলে রমণী চিররুগ্ন পুরুষের গৃহিণী হয়। রবি অষ্টমস্থ হইলে সর্ব্বদা (স্বামী হেতু) পরিতাপগ্রস্তা থাকে এবং রাহু অষ্টমস্থ হইলে অনঙ্গ পীড়ায় কুলধর্ম্ম ভঙ্গ করতঃ পরপুরুষের সঙ্গ গ্রহণ করে॥ ২৪॥

মন্দার রাশৌ সসিতে শশাঙ্কে
খলেক্ষিতে লগ্নগতে মৃগাক্ষী।
মাত্রা সহৈব ব্যভিচারিণী স্যান্
মদেখলাংশে ব্রণবিদ্ধযোনিঃ॥ ২৫॥

পাপদৃষ্ট শশাঙ্ক শুক্রের সহিত সংযুক্ত হইয়া শনি কিম্বা মঙ্গলের (মন্দার রাশৌ) ক্ষেত্রে লগ্নস্থ হইলে রমণী এবং তাহার মাতা উভয়েই ব্যভিচারিণী হয়। উক্ত চন্দ্র পাপরাশির নবাংশগত হইয়া সপ্তমস্থ হইলে তাহার যোনি ব্রণ-পীড়িত হয়॥ ২৫॥

বৈধব্যযোগাঃ।

নিশাকরাৎ সপ্তমভাবসংস্থা মহীজ মন্দাগু দিবাকরাশ্চেৎ।
তনোরিমে জন্মনি নৈধনে বা দিশন্তি বৈধব্য মলং মদে বা॥২৬॥

জন্মকালে চন্দ্র যে রাশিতে অবস্থিত, সেই রাশির সপ্তম রাশিতে মঙ্গল, শনি, রাহু কিম্বা দিবাকর থাকিলে অথবা জন্মলগ্নের নিধনস্থানে কিম্বা সপ্তমে (মদে) উক্ত গ্রহ সকল অবস্থান করিলে রমণীর বৈধব্য দশা সংঘটিত হইয়া থাকে॥ ২৬॥

লগ্নাধিপো বাথ মদালয়েশো বর্গে গতঃ পাপনভশ্চরাণাং ।
মদে তনৌবা খলখেট বর্গস্তদা কুলং মুঞ্চতি চঞ্চলাক্ষী ॥ ২৭ ॥

লগ্নেশ্বর কিম্বা সপ্তমেশ্বর কেবল পাপগ্রহের বর্গগত হইলে (অর্থাৎ পাপ গ্রহের ক্ষেত্র দৃকাণাদিতে অবস্থান করিলে) অথবা লগ্ন কিম্বা সপ্তমভাব কেবল পাপগ্রহের বর্গগত হইলে নারী চঞ্চলাক্ষী (পরপুরুষ-দর্শনে অভিলাষিণী) হইয়া স্বামীকুল পরিত্যাগ করে ॥ ২৭ ॥

পাপান্তরালে যদি লগ্নচন্দ্রৌ
স্যাতাং শুভালোকন বর্জ্জিতৌ তৌ ।
অনঙ্গ লোলা খল সঙ্গমেন
কুলদ্বয়ং হন্তি তদা মৃগাক্ষী ॥ ২৮ ॥

যদি জন্ম সময়ে লগ্ন এবং চন্দ্র উভয়েই পাপগ্রহের মধ্যগত হইয়া শুভ গ্রহের দৃষ্টি বিবর্জ্জিত এবং পাপসংযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই কামকাতরা মৃগাক্ষী পতিকুল এবং পিতৃকুল উভয়ই বিনষ্ট করে ॥ ২৮ ॥

ব্যয়েহষ্টমে ভূমিসুতস্য রাশা
বর্গে সপাপে ভবতীহরণ্ডা ।
মৃদেকুলীরে সরবৌ কুজেহপি
ধনেন হীনা রমতেহন্য লোকৈঃ ॥ ২৯ ॥

পাপ সংযুক্ত রাহু মঙ্গলের ক্ষেত্রস্থ হইয়া জন্মলগ্ন হইতে অষ্টমস্থ কিম্বা ব্যয়স্থ হইলে জাতিকা রণ্ডা হইবে। রবি সংযুক্ত মঙ্গল কর্কট রাশিগত হইয়া লগ্নের সপ্তমস্থ হইলে নারী ধনবর্জ্জিতা এবং পরপুরুষ-গামিনী হয় ॥ ২৯ ॥

তনৌ চতুর্থে নিধনে ব্যয়ে বা
মদালয়ে পাপযুতঃ কুজশ্চেৎ ।
অনঙ্গ লীলাং প্রকরোতি জারৈঃ
পতিং তিরস্কৃত্য বিলোল নেত্রা ॥ ৩০ ॥

পাপযুক্ত মঙ্গল লগ্ন, চতুর্থ, নিধন, ব্যয় কিম্বা সপ্তমে থাকিলে রমণী চঞ্চল দৃষ্টি (পরপুরুষে দৃষ্টি) হইবে এবং উপপতি সহ অনঙ্গ-লীলায় আসক্তা হইবে ॥ ৩০ ॥

পরস্পরাংশোপগতৌ ভবেতাং
মহীজশুক্রৌ জননেঽঙ্গনায়াঃ।
স্বয়ং মৃগাক্ষীত্যভিসারিকেব
প্রয়াতি কামাকুলিতান্যগেহে ॥ ৩১ ॥

যে রমণীর জন্মসময়ে মঙ্গল এবং শুক্র পরস্পরের নবাংশগত হন অর্থাৎ নবাংশ কুণ্ডলীতে মঙ্গল শুক্রের ক্ষেত্রে এবং শুক্র মঙ্গলের ক্ষেত্রে থাকেন, সেই মৃগলোচনা কামাকুলিত হইয়া অভিসারিকার ন্যায় অন্য লোকের গৃহে গমন করে ॥ ৩১ ॥

পাপগ্রহে সপ্তমগে বলোনে
শুভেন দৃষ্টে পতিসৌখ্যহীনা।
স্যাতাং মদে ভৌমকবী সচন্দ্রৌ
পত্যাজ্ঞয়া সা ব্যভিচারিণী স্যাৎ ॥ ৩২ ॥

জন্মকুণ্ডলীতে কোন বলহীন পাপগ্রহ, কোন শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া সপ্তম ভাবগত হইলে রমণী পতিসুখে বঞ্চিতা হইয়া থাকে। (শুভগ্রহের দৃষ্টি বশতই কুলত্যাগিনী হয় না)। চন্দ্র, মঙ্গল এবং শুক্র এই তিন গ্রহ একত্রে সপ্তমভাবস্থ হইলে স্বামীর আজ্ঞায় রমণী ব্যভিচারিণী হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

পাপগ্রহে সপ্তমলগ্নগেহে ভর্ত্তা দিবং গচ্ছতি সপ্তমাব্দে।
নিশাকরে চাষ্টমবৈরিভাবে তদাষ্টমাব্দে নিধনং প্রয়াতি ॥ ৩৩ ॥

লগ্নে এবং সপ্তমে পাপগ্রহ অবস্থান করিলে রমণীর স্বামী বিবাহের সাত বৎসর পরে স্বর্গ গমন করিবে। লগ্ন হইতে ষষ্ঠ কিম্বা অষ্টম ভাবে চন্দ্র থাকিলে বিবাহের অষ্টম বর্ষে স্বামীর মৃত্যু হইবে ॥ ৩৩ ॥

সপ্তমেশোঽষ্টমে যস্যাঃ সপ্তমে নিধনাধিপঃ।

পাপেক্ষণ যুতো বালা বৈধব্যং লভতে ধ্রুবম্॥ ৩৪॥

পাপযুক্ত বা পাপদৃষ্ট হইয়া সপ্তম ভাবের অধিপতি অষ্টমে এবং অষ্টম স্থানের অধিপতি সপ্তমে থাকিলে বালা নিশ্চয়ই বৈধব্য লাভ করে॥ ৩৪॥

সপ্তমাষ্টপতী ষষ্ঠে ব্যয়ে বা পাপপীড়িতৌ।

তদা বৈধব্যমাপ্নোতি নারী নৈবাত্রসংশয়ঃ॥ ৩৫ ॥

সপ্তমেশ এবং অষ্টমেশ পাপপীড়িত হইয়া লগ্ন হইতে ষষ্ঠে বা দ্বাদশে অবস্থান করিলে নারী বৈধব্য প্রাপ্ত হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই॥ ৩৫॥

বৈধব্যযোগযুক্তায়াঃ কন্যায়াঃ শান্তিপূর্ব্বকম্।

বেদোক্তবিধিনোদ্বাহং কারয়েচ্চিরজীবীনা॥ ৩৬॥

বৈধব্যযোগে যে সমস্ত নারী জন্মগ্রহণ করে, প্রথমে তাহাদিগের সেই বৈধব্যযোগজাত দোষের শান্তি করিয়া পরে দীর্ঘজীবী পাত্রের সহিত বেদোক্ত বিধিতে বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। বৈধব্য দোষের শান্তির জন্ম প্রতিমা বিবাহ, তুলসী বিবাহ, সাবিত্রীব্রত, পিপ্পলীব্রত আদি আবশ্যক॥ ৩৬॥

ত্রিংশাংশফলানি।

যদাঙ্গচন্দ্রৌ কুজভে কুজস্য
ত্রিংশাংশকে দুষ্টতমেব কন্যা।
মন্দস্য দাসী হি গুরোস্তু সাধ্বী
মায়াবিনী জ্ঞস্য কবেঃ কুবৃত্তা॥ ৩৭॥

এক্ষণে ত্রিংশাংশ কুণ্ডলী হইতে স্ত্রীজাতির শুভাশুভ সম্বন্ধে কয়েকটি যোগ কথিত হইতেছে। লগ্ন এবং চন্দ্র এই উভয়ই যদি এক রাশিস্থ হয়, তাহা হইলে ফলের দৃঢ়তা বুঝিতে হইবে। লগ্ন এবং চন্দ্র এক রাশিস্থ না

হইলে উহাদিগের মধ্যে যে অধিক বলশালী, তাহা হইতেই ফল বিচার করিতে হইবে।

লগ্ন এবং চন্দ্র, মঙ্গলের ক্ষেত্রস্থ অর্থাৎ মেষ বা বৃশ্চিক রাশিস্থ হইয়া মঙ্গলের ত্রিংশাংশগত হইলে কন্যা দুষ্টা, শনির ত্রিংশাংশগত হইলে দাসী, বৃহস্পতির ত্রিংশাংশগত হইলে সাধ্বী, বুধের ত্রিংশাংশগত হইলে মায়াবিনী এবং শুক্রের ত্রিংশাংশগত হইলে দুশ্চরিত্রা হইবে ॥ ৩৭ ॥

শুক্রভে কুজখাগ্ন্যংশে দুষ্টা সৌরেঃ পুনর্ভবা।
গুরোর্গুণময়ী বিজ্ঞা জ্ঞস্য খ্যাতা গুণৈর্ভৃগোঃ ॥ ৩৮ ॥

লগ্ন এবং চন্দ্র, শুক্রের ক্ষেত্র বৃষ বা তুলা রাশিস্থ হইয়া মঙ্গলের ত্রিংশাংশগত হইলে দুষ্টা, শনির ত্রিংশাংশগত হইলে পুনর্ভবা (দ্বিবার পরিণীতা) বৃহস্পতির ত্রিংশাংশগত হইলে গুণশালিনী, বুধের ত্রিংশাংশগত হইলে পণ্ডিতা এবং শুক্রের ত্রিংশাংশগত হইলে সদ্‌গুণ হেতু বিখ্যাতা হইবে ॥ ৩৮ ॥

বুধভে ভূমিপুত্রস্য কাপটী ক্লীববচ্ছনেঃ।
গুরোঃ সতী বিদো বিজ্ঞা কবেঃ কামাতুরা ভবেৎ ॥ ৩৯ ॥

লগ্ন এবং চন্দ্র, বুধের ক্ষেত্র মিথুন বা কন্যারাশিস্থ হইয়া মঙ্গলের ত্রিংশাংশগত হইলে কপটাচারিণী, শনির ত্রিংশাংশগত হইলে নপুংসকসমা, বৃহস্পতির ত্রিংশাংশগত হইলে পতিব্রতা, বুধের ত্রিংশাংশগত হইলে পণ্ডিতা এবং শুক্রের ত্রিংশাংশগত হইলে কামাতুরা হইবে ॥ ৩৯ ॥

কুলীরভে ভূমিসুতস্য বেশ্যা শনেঃ পতিপ্রাণবিঘাতকর্ত্রী।
গুরোর্গুণব্রাতবতী বুধস্য শিল্পক্রিয়াজ্ঞা কুলটা ভৃগোঃ স্যাৎ ॥ ৪০ ॥

লগ্ন এবং চন্দ্র, চন্দ্রের ক্ষেত্র কর্কটস্থ হইয়া মঙ্গলের ত্রিংশাংশে হইলে বেশ্যা, শনির ত্রিংশাংশে পতিহন্ত্রী, বৃহস্পতির ত্রিংশাংশে নানাবিধ গুণশালিনী, বুধের ত্রিংশাংশে শিল্পক্রিয়াচতুরা এবং শুক্রের ত্রিংশাংশে কুলটা হইবে ॥ ৪০

সিংহে নরাকারধরা কুজস্ত বরাঙ্গনা ভানুসুতস্য নারী।
গুরোরিলাধীশবধূ বুধস্য দুষ্টা কবেরঙ্গজগামিনী স্যাৎ॥ ৪১॥

লগ্ন এবং চন্দ্র, রবির ক্ষেত্র সিংহস্থ হইয়া মঙ্গলের ত্রিংশাংশে হইলে নারী নরাকারধরা (পুরুষের ন্যায় আকৃতি প্রকৃতি বিশিষ্টা), শনির ত্রিংশাংশে বরাঙ্গনা (শ্রেষ্ঠা কুলবধূ), বৃহস্পতির ত্রিংশাংশে রাজপত্নী, বুধের ত্রিংশাংশে দুষ্টা এবং শুক্রের ত্রিংশাংশে অঙ্গজগামিনী হইবে॥ ৪১॥

গুণৈর্বিচিত্রা গুরুভে কুজস্য মন্দস্য মন্দা গুণতত্ত্ববিজ্ঞা।
জীবস্য বিজ্ঞা শশিনন্দনস্য শুক্রস্য রম্যাপি ভবেদরম্যা॥ ৪২॥

লগ্ন এবং চন্দ্র, বৃহস্পতির ক্ষেত্র ধনু কিম্বা মীন রাশিস্থ হইয়া মঙ্গলের ত্রিংশাংশে হইলে নারী নানাগুণে বিভূষিতা, শনির ত্রিংশাংশে হইলে আত্মস্তরি (মন্দ), বৃহস্পতির ত্রিংশাংশে গুণগ্রাহিণী, বুধের ত্রিংশাংশে পণ্ডিতা এবং শুক্রের ত্রিংশাংশে সুন্দরী হইলেও লাবণ্যবিহীনা হইবে॥ ৪২॥

মন্দালয়ে ভূমিসুতস্য দাসী শনেরসাধ্বী ভবতীতিসাধ্বী।
গুরোর্নিশানাথসুতস্য দুষ্টা শুক্রস্য বন্ধ্যা ক্রমতঃ প্রদিষ্টা॥ ৪৩॥

লগ্ন এবং চন্দ্র, শনির ক্ষেত্র মকর কিম্বা কুম্ভরাশিস্থ হইয়া মঙ্গলের ত্রিংশাংশগত হইলে জাতারমণী দাসী হইবে। শনির ত্রিংশাংশে কুলটা, বৃহস্পতির ত্রিংশাংশে পতিব্রতা, বুধের ত্রিংশাংশে দুষ্টা এবং শুক্রের ত্রিংশাংশে হইলে বন্ধ্যা হইবে। এই প্রকারে ত্রিংশাংশ-ফল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে॥ ৪৩॥

অথ পুত্রযোগাঃ।

পঞ্চমে শুভসংদৃষ্টে পঞ্চমাধিপতাবপি।
কেন্দ্রকোণে তদা নারী বহুপুত্রবতীভবেৎ॥ ৪৪॥

যদি পঞ্চমভাবের প্রতি শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে, (উপলক্ষণে যোগও

বুঝিতে হইবে) এবং পঞ্চমাধিপতি জন্মলগ্নের কেন্দ্রে বা কোণে অবস্থিত থাকেন, তাহা হইলে নারী বহুপুত্রবতী হইবে ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চে পুত্রবতী জীবে সবলে চ সিতে বিধৌ।
সুতাসুখবতীপাপে নারীসন্তানবর্জ্জিতা ॥ ৪৫ ॥

বৃহস্পতি পঞ্চমস্থ হইলে বা পঞ্চম ভাবে দৃষ্টি করিলে নারী পুত্রবতী হইবে। বলশালী শুক্র এবং চন্দ্র পঞ্চমে থাকিলে অথবা পঞ্চমে দৃষ্টি করিলে রমণী কন্যা-সুখ লাভ করিবে। পঞ্চমস্থানে পাপগ্রহের দৃষ্টি বা যোগ থাকিলে নারী সন্তানবর্জ্জিতা হইবে ॥ ৪৫ ॥

অথ বিষযোগাঃ।

ভদ্রা সার্পানলবরুণভে ভানুমন্দারবারে
যস্যা জন্ম প্রভবতি তদা সা বিষাখ্যা কুমারী।
পাপে লগ্নেঽশুভখগ যুতে পাপখেটাবরিস্থৌ
স্যাতাং যস্যা জননসময়ে সা কুমারী বিষাখ্যা ॥ ৪৬ ॥

এক্ষণে বিষযোগ বর্ণিত হইতেছে। এই যোগজাতা কন্যাকে বিষকন্যা কহে। বিষকন্যা সহবাসে পুরুষ অচিরে মৃত্যুপথ দর্শন করে।

ভদ্রা অর্থাৎ দ্বিতীয়া, সপ্তমী এবং দ্বাদশী তিথিতে অশ্লেষা, কৃত্তিকা এবং শতভিষা নক্ষত্রে এবং রবি, শনি ও মঙ্গলবারে যে কন্যা জন্মগ্রহণ করে, তাহাকে বিষকন্যা কহে। ক্রমানুসারে ইহাতে তিনটী যোগ আছে। যথা— ১ম রবিবার, দ্বিতীয়া তিথি এবং অশ্লেষা নক্ষত্র। ২য় শনিবার, সপ্তমী তিথি এবং কৃত্তিকা নক্ষত্র। ৩য় মঙ্গলবার, দ্বাদশী তিথি এবং শতভিষা নক্ষত্র। পাপগ্রহ সংযুক্ত পাপগ্রহের ক্ষেত্র (মেষ, সিংহ, বৃশ্চিক, মকর এবং কুম্ভ) লগ্ন হইলে এবং লগ্নের ষষ্ঠস্থানে দুইটি পাপগ্রহ অবস্থান করিলে জাতা কন্যাকে বিষকন্যা বলিয়া জানিবে ॥ ৪৬ ॥

আদিত্যসূনোর্দিবসে দ্বিতীয়া ভুজঙ্গমে ভৌমদিনেঽম্ভুজর্ক্ষে।
চেৎ সপ্তমী বাথ রবৌ বিশাখা হরেস্তিথৌ বাপি চ সা বিষাখ্যা ॥ ৪৭॥

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত যোগের প্রকারান্তর কথিত হইতেছে। ১ম শনিবার দ্বিতীয়া তিথি এবং অশ্লেষা নক্ষত্র, ২য় মঙ্গলবার, সপ্তমীতিথি, শতভিষা নক্ষত্র এবং ৩য় রবিবার দ্বাদশী তিথি এবং বিশাখা নক্ষত্র। এইরূপ দিবসে জন্মগ্রহণ করিলে রমণী বিষকন্যা হইবে ॥ ৪৭ ॥

ধর্ম্মগেহগতে ভৌমে লগ্নগে রবিনন্দনে।
পঞ্চমে দিবসাধীশে সা বিষাখ্যা কুমারিকা ॥ ৪৮ ॥

জন্মকালে লগ্নে শনি, পঞ্চমে রবি এবং নবমে মঙ্গল থাকিলে অর্থাৎ লগ্ন হইতে ত্রিকোণত্রয় যথাক্রমে শনি, রবি এবং মঙ্গলকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইলে জাতা কুমারীকে বিষকন্যা বলিয়া জানিবে ॥ ৪৮ ॥

বিষাখ্যা শোকসন্তপ্তা দুর্ভগা মৃতপুত্রিকা।
বস্ত্রাভরণহীনা চ পুরাণৈ রুদিতা বুধৈঃ ॥ ৪৯ ॥

পুরাতন পণ্ডিতগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, বিষকন্যা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিষ-যোগে জাতা কুমারীগণ সর্ব্বদা শোকসন্তপ্তা থাকে, দুর্ভাগিনী এবং মৃতবৎসা হয় এবং তাহাদিগের বস্ত্রাভরণের অভাব হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

সপ্তমে সপ্তমাধীশঃ শুভো বা লগ্নচন্দ্রয়োঃ।
বিষযোগ মলং হন্তি রংহো হরিরিভং যথা ॥ ৫০ ॥

লগ্ন এবং চন্দ্রের সপ্তমরাশিপতি লগ্নের এবং চন্দ্রের সপ্তমে থাকিলে অথবা তথায় কোন শুভগ্রহের যোগ (বা দৃষ্টি) থাকিলে সিংহ যেরূপ হস্তী শিশু বিনাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ নারীর বিষযোগজাত সমুদায় দোষ বিনষ্ট হয় ॥ ৫০ ॥

ইত্থং বিবাহকালেঽপি জ্ঞাতব্যং লগ্নচন্দ্রয়োঃ।

তদধীনং যতঃ স্ত্রীণাং শুভাশুভফলং ভবেৎ॥ ৫১॥

স্ত্রীজাতির শুভাশুভ বিবাহের উপরেই নির্ভর করে। অতএব বিবাহ সময়ে লগ্ন এবং চন্দ্র হইতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সমস্ত বিষয় বিচার করিয়া জান আবশ্যক॥ ৫১॥

ইতি দশমাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

অথ স্ত্রীসামুদ্রিকাধ্যায় একাদশঃ।

অথ কন্যায়াঃ শুভাশুভাঙ্গলক্ষণানি।

শুভলক্ষণসম্পন্না ভবেদিহ যদাঙ্গনা।

তৎকরগ্রহণাদেব বর্দ্ধতে গৃহিণাং সুখম্॥ ১॥

নারী শুভলক্ষণসম্পন্না হইলেই তাহার পাণিগ্রহণে এই সংসারে গৃহীদিগের সুখ সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হয়॥ ১॥

শুভাশুভং পুরাগীতং বেদব্যাসেন ধীমতা।

প্রকাশ্যতে তদেবাত্র নারীণামঙ্গলক্ষণম্॥ ২॥

পূর্ব্বে ধীমান বেদব্যাস নারীদিগের যে সকল শুভাশুভ অঙ্গ-লক্ষণ নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন, তাহাই এস্থলে প্রকাশ করা যাইতেছে॥ ২॥

যুবতিপাদতলং কিল কোমলং সমমতীব জবাকুসুমপ্রভম্।

দিশতি মাংসলমুষ্ণমিলাপতে রতিহিতং বহুধর্ম্মবিবর্জ্জিতম্॥ ৩॥

যে যুবতীর পদতল কোমল, সরল এবং জবা পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ, তাহার

শরীর স্থূল হয় এবং সর্ব্বদা কামতাপে উত্তপ্ত থাকে, সুতরাং রাজভোগের উপযুক্তা হয়। সে নারী সম্পূর্ণ ধর্ম্মশীলা হয় না॥ ৩॥

কমলকম্বুরথধ্বজচক্রবৎ পৃথুলমীনবিমানবিতানবৎ।

ভবতি লক্ষ্মপদে যদি যোষিতাং ক্ষিতিভৃতাং বনিতা বিভূতাবৃতা ॥৪॥

যে যুবতীর পদতলে পদ্ম, শঙ্খ, রথ, ধ্বজ, চক্র, স্থূলমৎস্য, সিংহাসন কিম্বা চন্দ্রাতপের চিহ্ন থাকে, সে যুবতী রাজভার্য্যা এবং ঐশ্বর্য্যপরিবৃতা হইবে॥ ৪॥

সূর্পাকারং বিবর্ণঞ্চ বিশুষ্কং পরুষং তথা।

রুক্ষং পাদতলং তস্যা দৌর্ভাগ্যপরিসূচকম্॥ ৫॥

তন্বঙ্গীর শূর্পাকার (কুলার ন্যায়) বিবর্ণ, বিশুষ্ক, পরুষ এবং রুক্ষ পদতল দৌর্ভাগ্যের সূচনা করে॥ ৫॥

যস্যা সমুন্নতাঙ্গুষ্ঠো বর্ত্তুলোঽতুল সৌখ্যদঃ।

সূর্পাকারা নখা যস্যাঃ সা ভবেৎ দুঃখভাগিনী॥ ৬॥

পদের বৃদ্ধাঙ্গুলী উন্নত এবং গোলাকার হইলে অতুল সুখ প্রদান করে। যাহার নখরগুলি কুলার ন্যায় আকার বিশিষ্ট সে নারী দুঃখভাগিনী হয়॥ ৬॥

সঞ্চলন্ত্যাং ধরাধূলিধারা যদা।

রাজমার্গেঽবলায়াং বলাদুচ্ছলেৎ।

পাংশুলা সা কুলানাং ত্রয়ং সত্বরং

নাশয়িত্বা খলৈর্মোদতে সর্ব্বদা॥ ৭॥

রাজপথে চলিবার সময়ে যে রমণীর পদবিক্ষেপে ধূলিরাশি সবলে উত্থিত হইতে থাকে, সেই পাপীয়সী শীঘ্রই আপনার পিতৃকুল, মাতৃকুল এবং ভর্ত্তৃকুল বিনাশ করিয়া সর্ব্বদা দুষ্টজন সহ আনন্দে কালযাপন করিবে॥ ৭॥

যস্যা অন্যোন্যমারূঢ়া পাদাঙ্গুল্যো ভবন্তি চেৎ।

সা পতীন্ বহুধা হত্বা বারবামা ভবেদিহ॥ ৮॥

যাহার পদাঙ্গুলী একটীর উপর আর একটী উত্থিত হইয়া থাকে, সে রমণী বহুপতির বিনাশসাধন করিয়া বারবনিতা হইবে ॥ ৮ ॥

কনিষ্ঠা ন স্পৃশেদ্ ভূমিং চলন্ত্যা যোষিতস্তদা।
সা দ্রুতং স্বপতিং হত্বা জারেণ রমতে পুনঃ ॥ ৯ ॥
অনামিকা চ মধ্যা চ যদি ভূমিং ন সংস্পৃশেৎ।
আদ্যা পতিদ্বয়ং হন্তি চাপরা তু পতিত্রয়ম্ ॥ ১০ ॥

যাহার চলিবার সময়ে পদের কনিষ্ঠাঙ্গুলী ভূমি স্পর্শ করে না, সে রমণী শীঘ্রই স্বামীকে বিনাশ করিয়া উপপতি সঙ্গমে রত হয়। যাহার অনামিকা ভূমি স্পর্শ করে না, সে রমণী দুই পতিকে এবং যাহার মধ্যমা ভূমিস্পর্শ করে না, সে রমণী তিন পতিকে বিনাশ করে ॥ ৯।১০ ॥

অনামিকা চ মধ্যা চ যদি হীনা প্রজায়তে।
তদা সা পতিহীনা স্যাদিত্যাহ ভগবান্ স্বয়ম্ ॥ ১১ ॥

স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যে রমণীর পদের মধ্যমা এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলী ক্ষুদ্র, সে পতিবিহীনা হয় ॥ ১১ ॥

যদি পাদ নখাঃ স্নিগ্ধা বর্ত্তুলাশ্চ সমুন্নতাঃ।
তাম্রবর্ণা মৃগাক্ষীণাং মহাভোগ প্রদায়কাঃ ॥ ১২ ॥

পদ নখ স্নিগ্ধ, গোলাকার, সমুন্নত (উচ্চপৃষ্ঠ) এবং তাম্রবর্ণ হইলে মৃগলোচনাগণকে মহা ভোগ এবং ঐশ্বর্য্য প্রদান করে ॥ ১২ ॥

যদি ভবেদমলং কিল কোমলং কমলপৃষ্ঠবদেব মৃগীদৃশাম্।
অরুণ কুঙ্কুমবিদ্রুম সন্নিভং বহুশুভং পদপৃষ্ঠমিতি ধ্রুবম্ ॥ ১৩ ॥

মৃগনয়নীগণের পাদপৃষ্ঠ নির্ম্মল, কোমল, পদ্মবর্ণ, অরুণবর্ণ কিম্বা বিদ্রুমবর্ণ হইলে নানাপ্রকারে শুভফল প্রদান করে, ইহা নিশ্চিত ॥ ১৩ ॥

অঙ্ঘ্রি মধ্যে দরিদ্রা স্যান্মত্রস্থেন সদাঙ্গনা।
শিরালেনাধ্বগা নারী দাসী লোমাধিকেন সা ॥ ১৪ ॥

অস্থি (পায়ের নলা) মধ্যে নিম্নভাব থাকিলে অঙ্গনাকুল দরিদ্র হয় অস্থি শিরাল দৃষ্ট হইলে পথপর্য্যটনকারিণী এবং অধিক লোমবিশিষ্ট হইলে দাসীবৃত্তিতে রত হয়॥ ১৪ ॥

নির্মাংসেন সদা নারী দুর্ভগা খলু জায়তে।
গুল্‌ফৌ গুঢ়ৌ শুভৌ স্যাতা মশিরালৌ চ বর্ত্তুলৌ ॥ ১৫ ॥
অগূঢ়ৌ শিথিলৌ যস্যাস্তস্যা দৌর্ভাগ্য সূচকৌ।
গুল্‌ফলক্ষণ মাখ্যাতং পার্ষ্ণিলক্ষণমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥

গুল্‌ফদ্বয় (পায়ের গোডালি) নির্মাংস হইলে রমণী দুর্ভাগিনী হইবে। গুল্‌ফদ্বয় পুষ্ট, গোলাকার এবং শিরাবিহীন হইলেই শুভদায়ক। গুল্‌ফ স্থান অপুষ্ট এবং শিথিল হইলে দৌর্ভাগ্যের সূচনা করিয়া থাকে। নারীদিগের গুল্‌ফ লক্ষণ বর্ণিত হইল, এক্ষণে পার্ষ্ণি (গোডালির নিম্নভাগ) লক্ষণ লিখিত হইতেছে ॥ ১৫।১৬ ॥

সমানপার্ষ্ণিঃশুভগা পৃথু পার্ষ্ণিশ্চ দুর্ভগা।
কুলটা তুঙ্গপার্ষ্ণিশ্চ দীর্ঘপার্ষ্ণির্গদাকুলা ॥ ১৭ ॥

পার্ষ্ণি স্থান সমান হইলে নারী সৌভাগ্যবতী, স্থূল হইলে দুর্ভাগিনী, উচ্চ হইলে কুলটা এবং দীর্ঘ হইলে রুগ্নদেহা হয় ॥ ১৭ ॥

জংঘে রম্ভোপমে যস্যা রোমহীনে চ বর্ত্তুলে।
মাংসলে চ সমে স্নিগ্ধে রাজ্ঞী সা ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ১৮ ॥

জঙ্ঘাদ্বয় (হাটু হইতে গোড়ালি) রামরম্ভা তরুর ন্যায়, (ক্রমে সূক্ষ্ম), রোমবিহীন, গোলাকার, মাংসল, সম এবং স্নিগ্ধ হইলে নিতম্বিনী রাজমহিষী হইবে ॥ ১৮ ॥

একরোমা প্রিয়া রাজ্ঞা দ্বিরোমা সৌখ্যভাগিনী।
ত্রিরোমা বিধবা জ্ঞেয়া রোমকূপেষু কামিনী ॥ ১৯ ॥

যে রমণীর প্রতি রোমকূপ হইতে একটী করিয়া রোম উদ্গত হয়, সে রাজ-

প্রিয়া হইবে। দুইটি রোম উদ্গত হইলে সুখভাগিনী হইবে এবং তিনটি রোম উদ্গত হইলে বিধবা হইবে। রোমকূপ হইতে ইহাই বুঝিতে হইবে॥ ১৯॥

ভবতি জানুযুগং যদি মাংসলং তদতিবৃত্তমতীব শুভপ্রদম্।
ভুবনভর্ত্তুরতো বিপরীত মাদিভিরিদং বিপরীতমুদীরিতম্॥ ২০॥

জানুযুগ মাংসল এবং গোলাকার হইলে অতি শুভফল প্রদান করে। সে নারী নৃপতির ভোগ্যা হয়। জানুদ্বয় উহার বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত হইলে বিপরীত ফল প্রদান করে॥ ২০॥

সমুন্নত নিতম্বাঢ্যা যস্যাঃ সিদ্ধাঙ্গুলা কটিঃ।
সা রাজপট্টমহিষী নানালীভিঃ সমাবৃতা॥ ২১॥

যে সমুন্নত নিতম্বিনীর কটিদেশের পরিমাণ চতুর্বিংশতি অঙ্গুলি মাত্র, সে নানা দাসদাসীতে পরিবৃত হইয়া রাজার পট্টমহিষী হইবে॥ ২১॥

নির্মাংসা বিনতা দীর্ঘা চিপিটা শকটাকৃতিঃ।
লঘ্বী রোমাকুলা নার্য্যা বৈধব্যং দিশতে কটিঃ॥ ২২॥

স্ত্রীলোকের কটিদেশ, মাংসরহিত, বিনত (কুব্জ) চিপিট (বসা, চিড়ার মতন) দীর্ঘ, শকটাকার, লঘু কিংবা রোমময় হইলে বৈধব্য দশা নির্দ্দেশ করে॥ ২২॥

সীমন্তিনীনাং যদি চারুবিম্বো ভবেন্নিতম্বো বহুভোগদঃ স্যাৎ।
সমুন্নতো মাংসল এব যাসাং পৃথুঃ সদা কামসুখায় তাসাম্॥ ২৩॥

সীমন্তিনীগণের নিতম্বদ্বয় সুচারু বিম্ব সদৃশ হইলে অর্থাৎ জলবুদ্বুদের ন্যায় গঠন হইলে বহুপ্রকার ভোগ সুখ প্রদান করে। নিতম্বদেশ উন্নত মাংসল এবং স্থূল হইলে সর্ব্বদা তাহারা কামসুখে সুখিনী হয়॥ ২৩॥

যদা গজস্কন্ধ সমানরূপী ভগোঽথবা কচ্ছপপৃষ্ঠবেষঃ।
ইলাপতেঃ কামবিমোদদায়ী বামোন্নতঃ সোঽপি সুতাজনেতা॥ ২৪॥

যোনিদেশ গজস্কন্ধ কিম্বা কচ্ছপ-পৃষ্ঠ সদৃশ আকার বিশিষ্ট হইলে স্ত্রীগণ রাজন্যবর্গকে কামক্রীড়ায় সুখী করে অর্থাৎ রাজপত্নী হয় যোনির বাম পার্শ্ব উন্নত হইলে কন্যা প্রসব করিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

দক্ষোন্নতঃ পুত্রসুখপ্রদঃ স্যাদিত্যাহুরার্য্যা নিয়তং কুমার্য্যাঃ ।
তুঙ্গঃ পৃথুঃ সংহত এব যস্যা যদাখু রোমামলপদ্মরূপঃ ॥ ২৫ ॥

আর্য্যগণ বলিয়াছেন যে, যে কুমারীগণের যোনি দক্ষিণ পার্শ্বে উন্নত, তুঙ্গ পৃথু, সংহত, মূষিকের লোমের ন্যায় লোমবিশিষ্ট এবং পদ্মাকার, তাহারা পুত্র-সুখ প্রাপ্ত হয় ॥ ২৫ ॥

অশ্বত্থদলরূপী বা ভগো গুড়মণিঃ শুভঃ ।
চুল্লীকোদররূপী যঃ কুরঙ্গ খুরসন্নিভঃ ॥ ২৬ ॥
রোমাকুলো দৃষ্টনাসো বিকৃতাস্যো মহাধমঃ ।
কামিনাং ন বিনোদার্হো ভগো ভবতি সর্ব্বথা ॥ ২৭ ॥

যোনি অশ্বত্থ পত্রের ন্যায় আকার বিশিষ্ট অথবা গুঢ়মণি (যোনির অগ্রভাগ গুপ্ত, বসিলে দেখা যায় না) হইলে শুভদায়ক হয়। চুল্লীর গর্ভের ন্যায় আকার বিশিষ্ট, মৃগের ক্ষুরের সদৃশ, রোমাকুল, দৃষ্টনাস, এবং বিকৃতাস্য যোনি অধম (অশুভ) বলিয়া গণ্য। এই প্রকার অধম যোনি কামীব্যক্তির আনন্দদায়ক হয় না ॥ ২৬।২৭ ॥

কামিন্যাঃ কঞ্চুকাবর্ত্তো ভগো দৌর্ভাগ্যবর্দ্ধকঃ ।
স গর্ভধারণাশক্তো বক্রাকারোঽপি তাদৃশঃ ॥ ২৮ ॥

কামিনীদিগের ভগ কঞ্চুকাবর্ত্ত (উভয় পার্শ্ব উন্নত মধ্যস্থল চাপা) হইলে সৌভাগ্যবৃদ্ধি করিয়া থাকে। উক্ত কঞ্চুকাবর্ত্ত যোনি গর্ভধারণে অশক্ত হয়। বক্রাকার যোনিও গর্ভধারণ করিতে পারে না ॥ ২৮ ॥

বেতসবংশদলপ্রতিভাসঃ কর্পররূপবদেব ভগোবা ।
লম্বগলো বিকটো গজলোমা নৈবশুভশ্চিপিটোঽপি নিরুক্তঃ ॥ ২৯ ॥

বেত্র পত্র, বংশ পত্র কিম্বা কর্পরের (মড়ার মাথার খুলি বা কচ্ছপের চেড়ো) ন্যায় আকার বিশিষ্ট, লম্বগল, বিকট (বন্ধুর) হস্তীর লোমের ন্যায় লোম বিশিষ্ট যোনি এবং চিপিটাকার যোনি কখনই শুভদায়ক নহে ॥ ২৯ ॥

মৃদুতরং মৃদুলোমকুলাকুলং যদি তদা জঘনং ভগভাজনম্ ।

উত সমুন্নত মায়ত মাদরা দ্যুতিকলা কলিতং গদিতং বুধৈঃ ॥ ৩০ ॥

বুধগণ বলিয়া থাকেন যে, স্ত্রীলোকের জঘনদেশ, কোমল এবং কোমল লোমে আবৃত হইলে ঐশ্বর্য্যভাগিনী হয়। উক্ত স্থান সমুন্নত আয়ত এবং মনোরম হইলেও উক্ত ফল হয় ॥ ৩০ ॥

তদেব দক্ষিণাবর্ত্তং মাংসলং শুভসূচকম্ ।

বামাবর্ত্তং চ নারীনাং খণ্ডিতং খণ্ডিতাশ্রয়ম্ ॥ ৩১ ॥

জঘন দক্ষিণাবর্ত্ত এবং মাংসল হইলে শুভফলের সূচনা করে। জঘন বামাবর্ত্ত এবং খণ্ডিত (ভিন্ন) হইলে স্ত্রীলোক ব্যভিচারিণী হয় ॥ ৩১ ॥

নির্মাংসং কুটিলাকারং রুক্ষং বৈধব্য সূচকম্ ।

অতিস্থূলং মহাদীর্ঘং সদ্যো দৌর্ভাগ্য কারণম্ ॥ ৩২ ॥

মাংসরহিত, বক্রাকার এবং রুক্ষ জঘন স্ত্রীলোকের বৈধব্যের প্রকাশক। জঘন অতি স্থূল এবং দীর্ঘ হইলে দৌর্ভাগ্যের হেতু হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

মৃদুলা বিপুলা বস্তিঃ শোভনা চ সমুন্নতা ।

অশুভা রেখয়াক্রান্তা শিরালা লোমসঙ্কুলা ॥ ৩৩ ॥

স্ত্রীলোকের মৃদুল, প্রশস্ত এবং সমুন্নত বস্তিই শুভদায়ক। বস্তি রেখাবৃত শিরাল এবং রোমাবৃত হইলে অশুভজনক হয় ॥ ৩৩ ॥

গভীরা দক্ষিণাবর্ত্তা নাভী ভোগ বিবর্দ্ধিনী ।

ব্যক্তগ্রন্থিঃ সমুত্তানা বামাবর্ত্তা ন শোভনা ॥ ৩৪ ॥

স্ত্রীলোকের নাভি গভীর এবং দক্ষিণাবর্ত্ত হইলেই ভোগৈশ্বর্য্য প্রদান করিয়া থাকে। নাভী গাঁইটযুক্ত, সমুত্তান এবং বামাবর্ত্ত হইলে শুভদায়ক হয় না ॥ ৩৪ ॥

পৃথূদরী যদা নারী সূতে পুত্রান্ বহূনপি।
ভেকোদরী নরেশানং বলিনং চায়তোদরী ॥ ৩৫ ॥

স্ত্রীলোকের উদর স্থূল হইলে বহু পুত্র প্রসব করিয়া থাকে। ভেকোদরী স্ত্রীগণ রাজমাতা এবং আয়তোদরীগণ বীর-প্রসবিনী হয় ॥ ৩৫ ॥

উন্নতেনোদরেণৈব বন্ধ্যা নারী প্রজায়তে।
জঠরেণ কঠোরেণ সা ভবেদ্ ভিন্দুকাঙ্গনা ॥ ৩৬ ॥

স্ত্রীলোকের উদর উন্নত হইলে বন্ধ্যা হইয়া থাকে। যাহার জঠর কঠোর, সে নারী ভিন্দুকাদি নীচ জাতির পত্নী হয় ॥ ৩৬ ॥

আবর্ত্তেন যুতেনৈব দাসিকা ভবতি ধ্রুবম্।
কোমলৈর্মাংসসংযুক্তৈঃ সমানৈঃ পার্শ্বকৈঃ শুভম্ ॥ ৩৭ ॥

উদর দেশে আবর্ত্ত (গোলা) থাকিলে নারী দাসীবৃত্তি করিবে। উভয় পার্শ্ব সমান, কোমল এবং মাংস সংযুক্ত হইলেই শুভদায়ক হয ॥ ৩৭ ॥

বিশিরেণ মৃদুত্বচা সপুত্রা জঠরেণাতি কৃশেন কামিনী সা।
বহুধাতুলভোগলালিতা সানুদিনং মোদক সৎফলাশিনী স্যাৎ ॥৩৮॥

যে রমণীর জঠর শিরাবিহীন, কোমল ত্বক সংযুক্ত এবং কৃশ, সে পুত্রবতী হয়। বহুধা অতুল ভোগে সে নারী প্রতিপালিত হয় এবং দিন দিন মিষ্টান্ন এবং সুস্বাদু ফল ভোজন করিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

ঘটাকারং যস্যা ভবতি চ মৃদঙ্গেন সদৃশং
যবাকারং দৈবাদুদরমহিতং পুত্ররহিতম্।
অভদ্রং নোভদ্রং তদপি যদি কুষ্মাণ্ড সদৃশং।
নিরুক্তং তত্ত্বজ্ঞৈঃ কঠিনমুরশালেন চ সমম্ ॥ ৩৯ ॥

জঠর ঘটাকার, মৃদঙ্গাকার কিম্বা দৈবযোগে যবাকার হইলে অমঙ্গলের সূচনা করে এবং নারী পুত্ররহিত হয়। তত্ত্বজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন যে, জঠর কুষ্মাণ্ড সদৃশ হইলে কিম্বা উরশাল সম কঠিন হইলে কখনই ভদ্র হয় না ॥ ৩৯ ॥

কৃশতরা ত্রিবলী সরলাবলী ললিত নর্ম্ম বিনোদবিবর্দ্ধিনী।
ভবতি সা কপিলা কুটিলা কিলা শুভকরী বিরলা মহদাকৃতিঃ ॥ ৪০ ॥

ত্রিবলী কৃশতর এবং সরল হইলে রমণী কাম-কলায় পতির আনন্দবর্দ্ধিনী হয়। ত্রিবলী কপিল বর্ণ (মেটে) লোমবিশিষ্ট, কুটিলাকার, বিরল কেশ কিম্বা স্থূলতর হইলে কখনই শুভকর হয় না। ॥ ৪০ ॥

লোমহীনহৃদয়ং যদা ভবে ন্নিম্নতা বিরহিতং সমায়তম্।
ভোগমেত্য সকলং বরাঙ্গনা সা পুনঃ প্রিয়বিয়োগমালভেৎ ॥ ৪১ ॥

যে রমণীর হৃদয়দেশ লোমবিহীন, নিম্নতা বিরহিত, এবং সমায়ত (উপর নীচের পরিমাণ সমান) সেই বরাঙ্গনা সর্ব্বপ্রকার ভোগ সুখ উপভোগ করিবে, কিন্তু পরিশেষে প্রিয়-বিয়োগ-দুঃখপ্রাপ্ত হইবে ॥ ৪১ ॥

উদ্ভিন্ন রোমহৃদয়া স্বপতিং নিহন্তি
বিস্তাররূপহৃদয়া ব্যভিচারিণী স্যাৎ।
অষ্টাদশাঙ্গুলমতং হৃদয়ং সুখায়
চেদ্ রোমশং চ বিষমং ন সুখায় কিঞ্চিৎ ॥ ৪২ ॥

যে স্ত্রীলোকের হৃদয়ে রোম উদ্গত হয়, সে আপনার স্বামীকে হত্যা করিয়া থাকে (বিধবা হয়)। হৃদয়দেশ দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে সমান হইলে নারী ব্যভিচারিণী হয়। হৃদয় অষ্টাদশাঙ্গুল পরিমিত হইলে সুখের নিমিত্ত হয়; কিন্তু লোমপূর্ণ এবং বিষমহৃদয় কোন সুখই প্রদান করে না ॥ ৪২ ॥

উন্নতং পীবরং শস্তং হৃদয়ং বরযোষিতাম্
অপীবর মিদং নীচং পৃথু দৌর্ভাগ্য সূচকম্ ॥ ৪৩ ॥

উত্তমা স্ত্রীগণের হৃদয় উন্নত, পীবর এবং প্রশস্ত হয়। ইহার বিপরীত অর্থাৎ অনুন্নত, নিম্ন এবং সংকীর্ণ হইলে কেবল দৌর্ভাগ্যেরই সূচনা করিয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

ভবত এব সমৌ সুদৃঢ়াবিমৌ যদি ঘনৌ সুদৃশস্তু পয়োধরৌ ।
নিজপতে রনিশং পরিবর্ত্তুলৌ কুসুমবাণবিনোদবিবর্দ্ধকৌ ॥৪৪॥

পযোধর দ্বয় সমান, সুদৃঢ়, ঘন, সুদৃশ্য এবং পরিবর্ত্তুল (গোলাকার) হইলে নারী নিজ পতির কুসুম-বাণ জনিত আনন্দবর্দ্ধন করিয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

সুভ্রুবো বিরলৌ সূক্ষ্মৌ স্থূলাগ্রাবহিতাবিমৌ ।
পয়োধরৌ তদা নার্য্যাঃ প্রভবেদ্দক্ষিণোন্নতঃ ॥ ৪৫ ॥
পুত্রদোঽপ্যথ কন্যাদো যদা বামোন্নতো ভবেৎ ।
সান্তরালৌ চ বিস্তারৌ পীবরাস্যৌ ন শোভনৌ ॥ ৪৬ ॥

সুভ্রু নারীগণের পযোধর যুগল বিরল (ফাক ফাক) সূক্ষ্ম (অল্প প্রসর) এবং স্থূলাগ্র হইলে অহিতকারী হয। দক্ষিণ স্তন উন্নত (অর্থাৎ বড) হইলে পুত্রপ্রদ এবং বামস্তন উন্নত হইলে কন্যাপ্রদ হয। স্তনদ্বয়ের মধ্যে অত্যন্ত অন্তরাল থাকিলে কিম্বা স্তনদ্বয অত্যন্ত বিস্তৃত এবং পীবরাস্য হইলে (চুচুক বেশি মোটা হইলে) শুভকর হয় না ॥ ৪৫।৪৬ ॥

মূলে স্থূলৌ ক্রমকৃশাবগ্রে তীক্ষ্ণৌ পয়োধরৌ ।
সুখদৌ পূর্ব্বকালে তু পশ্চাদত্যন্ত দুঃখদৌ ॥ ৪৭ ॥

স্তন, মূলদেশে বিশেষ স্থূল, কিন্তু ক্রমশঃ কৃশ হইয়া অগ্রভাগ সূক্ষ্ম হইলে নারী প্রথমাবস্থায় সুখভোগ করে বটে, কিন্তু শেষ জীবনে দুঃখ প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৭ ॥

পুত্রিণী বিনতস্কন্ধা হ্রস্বস্কন্ধা সুখপ্রদা
পুষ্টস্কন্ধা তু কামান্ধা রতিভোগ সুখাবহা ॥ ৪৮ ॥

স্কন্ধদেশ বিনত (নম্র) হইলে পুত্রবতী, হ্রস্ব হইলে সুখ প্রদায়িনী এবং পুষ্ট হইলে কামান্ধা হয় এবং রতিভোগ সুখ প্রদান করে ॥ ৪৮ ॥

মদান্ধা কুটিলস্কন্ধা স্থূলস্কন্ধা চ তাদৃশী ।
যদি লোমাকুলস্কন্ধা বৈধব্যং দ্রুতমাবহে ॥ ৪৯ ॥

যে সকল স্ত্রীলোকের স্কন্ধদেশ কুটিল অর্থাৎ বক্রভাবাপন্ন, তাহারা মদান্ধা (অহঙ্কারী) হয়। স্কন্ধদেশ স্থূল হইলেও ঐ প্রকার মদান্ধা হয়। স্কন্ধদেশ লোমাচ্ছন্ন হইলে শীঘ্রই বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হয়॥ ৪৯॥

স্রস্তাংসা সংহতাংসা চ ধন্যা ভবতি ভামিনী।
তুঙ্গাংসা বিধবা জ্ঞেয়া বিমাংসাংসা তথৈব চ॥ ৫০॥

যাহার অংসদেশ স্রস্ত (নিম্নভাবাপন্ন) কিম্বা সংহত (দৃঢ়, সমাংস) সেই কামিনীই ধন্যা। অংসদেশ তুঙ্গ অর্থাৎ উন্নত হইলে তাহাকে বিধবা বলিয়াই জানিবে। অংস মাংসরহিত হইলেও উক্তরূপ ফল অর্থাৎ বৈধব্য সংঘটন করে॥ ৫০॥

অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিকং যুগ্মং যৎ পদ্মকলিকা সমম্।
বহুভোগায় নারীণাং নির্ম্মিতং বিধিনা পুরা॥ ৫১॥

নারীগণের বহুবিধ ঐশ্বর্য্য ভোগের নিমিত্তই পুরাকালে বিধাতা তাহাদিগের জন্য পদ্মকোরক সদৃশ হস্তের অঙ্গুষ্ঠযুগ্ম (বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয়) নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন॥ ৫১॥

করতলং ভুজয়োর্যদি কোমলং
বিমলপদ্মনিভং চ সমুন্নতং।
নিজপতেঃ কুসুমায়ুধ বর্দ্ধকং
নিগদিতং মুনিনা বিধিনোদিতং॥ ৫২॥

মুনিগণ, বিধাতা কর্ত্তৃক কথিত এই বাক্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে কামিনীর করতল সুকোমল, বিমল কমলসদৃশ (বর্ণ বিশিষ্ট) এবং সমুন্নত, সে আপন স্বামীর অনঙ্গ-লালসা পরিবর্দ্ধন করে (অত্যন্ত পতিপ্রিয়া হয়)॥ ৫২॥

স্বচ্ছরেখাকুলং ভদ্রং নো ভদ্রং হীন রেখয়া।
অভদ্রং রেখয়া হীনং বৈধব্যং চাতি রেখয়া॥ ৫৩॥

করতলের রেখাগুলি স্বচ্ছ অর্থাৎ অতি পরিষ্কার হইলে শুভ হয়। রেখা-

হীন অর্থাৎ অস্পষ্ট এবং ছিন্নভিন্ন হইলে অশুভজনক। করতল রেখাহীন হইলে অমঙ্গল এবং বহুরেখা হইলে বৈধব্য সংঘটিত হয়॥ ৫৩॥

শিরালং কুরুতে নৈঃস্বং নারী করতলং যদি।
সমুন্নতং চ বিশিরং করপৃষ্ঠং সুশোভনং॥ ৫৪॥

স্ত্রীলোকের করতল (এখানে করপৃষ্ঠ বুঝিতে হইবে) শিরাল (শির ওঠা) হইলে নির্ধনত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে। করপৃষ্ঠ শিরাবিহীন এবং সমুন্নত হইলেই শুভজনক॥ ৫৪॥

রোমাকুলং গভীরঞ্চ নির্মাংসং পতিজীবহৃৎ।
সুভ্রুবঃ কর পৃষ্ঠস্য লক্ষণং গদিতং বুধৈঃ॥ ৫৫॥

করপৃষ্ঠ রোমাকুল, গভীর (খাল) কিম্বা মাংসহীন (সুতরাং শিরাল) হইলে পতির জীবন বিনষ্ট হয়। পণ্ডিতগণ সুভ্রুগণের করপৃষ্ঠ-লক্ষণ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন॥ ৫৫॥

গভীরা রক্তাভা ভবতি মৃদুলা বা স্ফুটতরা
করে বামে রেখা জনয়তি মৃগাক্ষ্যা বহুশুভং
যদা বৃত্তাকারা পতিরতি সুখং বিন্দতি পরং
বিসারং সৌভাগ্যং বলমপি সুতং স্বস্তিকমপি॥ ৫৬॥

মৃগাক্ষীদিগের বাম করতলস্থ রেখাগুলি গভীর, রক্তবর্ণ, কোমল এবং স্ফুটতর (স্পষ্ট) হইলে বহুবিধ শুভফল প্রদান করিয়া থাকে, রেখা বৃত্তাকার হইলে তাহার পতি অতি সুখ, বিশাল সৌভাগ্য এবং পুত্র লাভ করে। করতলস্থ রেখা স্বস্তিকাকার (ত্রিকোণ) হইলেও উক্ত ফল ঘটে॥ ৫৬॥

করতলে যদিপদ্ম মিলাপতেঃ প্রিয়তমা পরমা গরিমাবৃতা।
নৃপমত্যস্তমলং জনয়েদরং বলবতামপি মান বিমর্দ্দকং॥ ৫৭॥

করতলে পদ্মচিহ্ন থাকিলে সীমন্তিনীগণ পরম গৌরবিনী রাজপ্রণয়িনী হইবে এবং অতি বলবান শত্রুরও মান-বিমর্দ্দক নৃপতির জনয়িত্রী হইবে॥ ৫৭॥

যদা প্রদক্ষিণাকারো নদ্যাবর্ত্তঃ প্রজায়তে।

চক্রবর্ত্তী নৃপ স্ত্রী সা যস্যা পাণিতলেঽমলে ॥ ৫৮ ॥

নির্ম্মল করতলে প্রদক্ষিণাকার (পাক দেওয়া) নদ্যাবর্ত্ত (নদীর পাক) চিহ্ন থাকিলে রমণী রাজচক্রবর্ত্তীর পত্নী হইবে ॥ ৫৮ ॥

আতপত্রং চ কমঠং শংখোঽপি যদি বা ভবেৎ।

নৃপমাতা গুণোপেতা ভব্যাকারা পতিব্রতা ॥ ৫৯ ॥

যে স্ত্রীলোকের হস্তে (করতলে) ছত্র চিহ্ন, কচ্ছপ চিহ্ন কিম্বা শংখ চিহ্ন থাকে, সে নানা গুণে বিভূষিতা, ভব্যাকারা (শান্ত এবং সুন্দর চেহারা) পতিব্রতা এবং রাজমাতা হইবে ॥ ৫৯ ॥

যস্যা বাম করে রেখা তুলা মালোপমা ভবেৎ।

বৈশ্যবামা রমাপূর্ণা নানালঙ্কার মণ্ডিতা ॥ ৬০ ॥

যাহার বামকরে তুলাদণ্ড কিম্বা মালার চিহ্ন থাকে, সে রমণী বৈশ্যবামা (স্বয়ং ব্যবসাদার বা ব্যবসাদারের স্ত্রী) ধন-ধান্যে পরিপূর্ণা এবং নানালঙ্কারে সুশোভিতা হইবে ॥ ৬০ ॥

করতলে গজবাজী বৃষাকৃতিঃ

কৃতিবিদামবলা কিল কোবিদা।

ভবতি সৌধসমা যদি সুভ্রুবাঃ

শশিনিভাঽতি শুভাকিল রেখিকা ॥ ৬১ ॥

করতলে গজ, অশ্ব কিম্বা বৃষচিহ্ন থাকিলে রমণী কার্য্যতত্ত্বজ্ঞগণের মধ্যে পণ্ডিতা হইবে। সুভ্রুর করতলস্থ সৌধচিহ্ন কিম্বা চন্দ্রচিহ্ন অতি শুভফল-দায়ক ॥ ৬১ ॥

ভবতি সা বিমলাঙ্কুশ চামরামল শরাসনবৎ যদি রেখিকা।

গুণ বিভূষিত ভূপতি বল্লভা করতলে শকটেন বিশোঽবলা ॥ ৬২ ॥

করতলে সুস্পষ্ট অঙ্কুশ, চামর কিম্বা শরাসনের চিহ্ন থাকিলে নারী 'নানা গুণে বিভূষিতা এবং নৃপতির প্রণয়িনী হয়। করতলে শকটের চিহ্ন থাকিলে অবলাগণ বৈশ্যপত্নী অর্থাৎ ব্যবসাদারের স্ত্রী হইয়া থাকে ॥ ৬২ ॥

অঙ্গুষ্ঠ মূলতো রেখা কনিষ্ঠাং যদি গচ্ছতি।
যস্যাঃ সা পতিহন্ত্রী তাং দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৬৩ ॥

যে রমণীর করতলে কোন রেখা অঙ্গুষ্ঠ মূল হইতে উত্থিত হইয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূল পর্য্যন্ত গমন করে, সে নারী পতিহন্ত্রী হয়; অতএব তাহাকে দূরে পরিত্যাগ করিবে ॥ ৬৩ ॥

যদি করে করবাল গদামল
প্রখর কুন্ত মৃদঙ্গ কুরঙ্গবৎ।
ভবতি শূলনিভা খলু রেখিকা
ভুবি সদা ধনদা প্রমদা তদা ॥ ৬৪ ॥

যাহার করতলে তরবারি, গদা, নির্ম্মল এবং তীক্ষ্ণকুন্ত, মৃদঙ্গ, কুরঙ্গ কিম্বা শূলসদৃশ চিহ্ন থাকে, সেই প্রমদা এই পৃথিবীতে ধনদাত্রী হইবে ॥ ৬৪ ॥

বৃষ ভেক বৃশ্চিক ভুজঙ্গ জম্বুকাঃ
খর কঙ্কপত্র শলভা বিড়ালকাঃ।
যদি বাম পাণি তলগা ভবন্তি
চেৎ কলহেন সার্দ্ধমতি রোগকারকাঃ ॥ ৬৫ ॥

বাম করতলে বৃষ, ভেক, বৃশ্চিক, ভুজঙ্গ, জম্বুক, খর (গর্দ্দভ) কঙ্কপক্ষীর পালক, শলভ, কিম্বা বিড়াল চিহ্ন থাকিলে রমণী কলহকারিণী এবং রুগ্নদেহা হয় ॥ ৬৫ ॥

কোমলঃ সরলোঽঙ্গুষ্ঠো বর্ত্তুলো যদি যোষিতাং।
ক্রমাদেবং কৃশাঙ্গুল্যো দীর্ঘাকারাশ্চ বর্ত্তুলাঃ ॥ ৬৬ ॥

• পৃষ্ঠরোমাঃ প্রজাঃ শস্তা শিচপিটা গদিতা বুধৈঃ

কৃশাঃ কুঞ্চিত পর্ব্বাণো হ্রস্বা রোগ ভয়াবহাঃ ॥ ৬৭ ॥

অনেক পর্ব্ব সংযুক্তা উন্নতাঙ্গুলয়োঽশুভা ॥ ৬৮ ॥

যোষিৎগণের অঙ্গুষ্ঠ কোমল, সরল এবং গোলাকার হইলে এবং অঙ্গুলিচয় ক্রমকৃশ (মূলে স্থূল এবং ক্রমশঃ সূক্ষ্ম) দীর্ঘাকার ও গোলাকার হইলে এবং অঙ্গুলির পৃষ্ঠদেশে লোম থাকিলে পুত্রপ্রদ এবং শুভজনক হয়॥ বুধগণ বলিয়াছেন যে, অঙ্গুলিচয় চিপিটকাকার (চেপ্টা) কৃশ, কুঞ্চিতপর্ব্ব (পর্ব্বের চর্ম্ম কুঞ্চিত) এবং হ্রস্ব (ছোট) হইলে রোগ এবং ভয়ের উৎপত্তি করিয়া থাকে॥ অঙ্গুলি উন্নত (দীর্ঘ) এবং অনেক পর্ব্বসংযুক্ত হইলে অর্থাৎ পর্ব্বরেখা অধিক হইলে অশুভপ্রদ হয়॥ ৬৬ । ৬৭ । ৬৮ ॥

শংখ শুক্তি নিভা নিম্না বিবর্ণা ন নখাঃ শুভাঃ।

কপিলা বক্রিতা রুক্ষা সুভ্রুবঃ সুখ নাশকাঃ ॥ ৬৯ ॥

নখর, শংখ কিম্বা শুক্তি সম হইলে অথবা নিম্ন (মধ্যস্থল চাপা) কিম্বা বিবর্ণ হইলে শুভপ্রদ হয় না। নখর কপিল বর্ণ, বক্র কিম্বা রুক্ষ হইলেও সুভ্রুগণের সুখ নাশ করিয়া থাকে॥ ৬৯ ॥

যদি ভবন্তি নখেসু মৃগী দৃশাং

সিত রুচো বিরলা যদি বিন্দবঃ।

অতিতরাং কুসুমায়ুধ পীড়য়া

পরজনেন লপন্তি রমন্তি তাঃ ॥ ৭০ ॥

যে মৃগলোচনার নখরোপরি শ্বেতবর্ণের দুই-একটী (বিরলা) বিন্দু দৃষ্ট হয়, সে অত্যন্ত কামাতুরা হইয়া পরজনের সহিত হাস্য-পরিহাস এবং কাম-ক্রীড়া করিয়া থাকে ॥ ৭০ ।

গুপ্তাস্থি পৃষ্ঠ বংশেন মাংসলেন পতিপ্রিয়া।

• রোমাকুলেন পৃষ্ঠেন বিধবা ভবতি ধ্রুবং ॥ ৭১ ॥

পৃষ্ঠ-বংশের অস্থি (পিঠের শিরদাঁড়া) গুপ্ত অর্থাৎ মাংসাবৃত হইলে নারী পতিপ্রিয়া হয়। পৃষ্ঠদেশ রোমাবৃত হইলে নারী নিশ্চয়ই বিধবা হয়।। ৭১ ॥

সশিরেণাতিভুগ্নেন বিনতেন চ দুঃখিতা।

সরলো মাংসলো যস্যাঃ পৃষ্ঠ বংশঃ সমুন্নতঃ ॥ ৭২ ॥

সা পত্যু রসুভদ্রাখ্যা মুক্তালঙ্কার মণ্ডিতা।

অতিপ্রিয়া সুশীলাচ বরালীভিঃ সমাবৃতা ॥ ৭৩ ॥

মেরুদণ্ড দৃষ্টশিরা (শিরা উঠা) অতি বন্ধুর (উচ্চ নীচ) কিম্বা বিনত (মধ্যস্থল নিম্ন) হইলে নারীগণ অতি দুঃখ ভোগ করে। যে রমণীর পৃষ্ঠবংশ সমুন্নত, সরল এবং মাংসাচ্ছাদিত, সে স্বামীর মঙ্গলসাধন করে এবং মুক্তালঙ্কারে বিভূষিতা থাকে। সে পতির প্রেয়সী হয়, সুশীলা হয় এবং রূপসী দাসীবৃন্দে পরিবেষ্টিতা থাকে ॥ ৭২।৭৩ ॥

কণ্ঠো বর্ত্তুলরূপঃ কমনীয়ঃ পীনতাযুক্তঃ।

চতুরঙ্গুলশ্চ যস্যাঃ সা নিজভর্ত্তুঃ প্রিয়া ভবতি ॥ ৭৪ ॥

যে কামিনীর কণ্ঠদেশ বর্ত্তুলরূপ অর্থাৎ সুগোল, কমনীয়, পীনতা যুক্ত (মাংসল) এবং (দীর্ঘে) চতুরঙ্গুল মাত্র, সে আপন স্বামীর প্রেয়সী হয় ।। ৭৪ ॥

গুপ্তাস্থিমাংসলাগ্রীবা ত্রিরেখাভিঃ সমাবৃতা।

সুসংহতা তদা শস্তা বিপরীতা ন শোভনা ॥ ৭৫ ॥

গ্রীবাদেশের অস্থি গুপ্ত, মাংসাবৃত, ত্রিরেখায় সমাবৃত এবং সুসংহত (দৃঢ়) হইলে শুভকারক। ইহার বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী হইলেই অমঙ্গলের হেতু হয় ।। ৭৫ ।।

স্থূলগ্রীবা ধবত্যক্তা রক্তগ্রীবা চ দাসিকা।

বিধবা চিপিটগ্রীবা লঘুগ্রীবার্থ বর্জ্জিতা ॥ ৭৬ ॥

গ্রীবাদেশ স্থূল হইলে নারী স্বামীকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হয়, রক্তবর্ণ হইলে

দাসীবৃত্তি করে, চিপিটাকার হইলে বিধবা হয় এবং লঘু অর্থাৎ ক্ষুদ্র হইলে অর্থহীনা হয় ॥ ৭৬ ॥

সুঘনা কোমলা যস্যা নির্লোমা চ হনুঃ শুভা।
লোমশা কুটিলা লঘ্বী চাতিস্থূলা ন শোভনা ॥ ৭৭ ॥

হনুদেশ, সুঘন, কোমল, এবং লোমবিহীন হইলেই শুভদায়ক হয়। উক্ত স্থান লোমশ, কুটিল, ক্ষুদ্র এবং অত্যন্ত স্থূল হইলে অশুভকর অর্থাৎ দুঃখ দারিদ্রের হেতু হয় ॥ ৭৭ ॥

মাংসলৌ কোমলাবেতৌ কপোলৌ বর্ত্তুলাকৃতী।
সমুন্নতৌ মৃগাক্ষীণাং প্রশস্তৌ ভবতস্তদা। ৭৮ ॥

মৃগনয়নাগণের কপোল (গাল) যুগল মাংসল, কোমল, বর্ত্তুলাকার এবং সমুন্নত হইলেই প্রশংসার্হ অর্থাৎ শুভফলদায়ক হয় ॥ ৭৮ ॥

নির্মাংসৌ পরুষাকারৌ রোমশৌ কুটিলাকৃতী।
সীমন্তিনীনামশুভৌ দৌর্ভাগ্য পরিবর্দ্ধকৌ ॥ ৭৯ ॥

সীমন্তিনীগণের কপোলদ্বয় মাংসরহিত, পরুষাকার (কর্কশভাবাপন্ন) লোম যুক্ত, এবং কুটিলাকৃতি হইলে দৌর্ভাগ্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে ॥ ৭৯।

বর্ত্তুলো রেখয়াক্রান্তো বন্ধুক সদৃশোঽধরঃ।
স্নিগ্ধো রাজপ্রিয়ো নিত্যং সুভ্রুবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৮০ ॥

সুভ্রুগণের গোলাকার, রেখাযুক্ত, বন্ধুক পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ এবং স্নিগ্ধ ওষ্ঠাধরই রাজাদিগের প্রিয় অর্থাৎ উক্ত প্রকার ওষ্ঠাধরবিশিষ্টা স্ত্রীগণই বড় লোকের পত্নী হয় ॥ ৮০ ॥

প্রলম্বঃ পরুষাকারঃ স্ফুটিতো মাংস বর্জ্জিতঃ।
দৌর্ভাগ্যজনকো জ্ঞেয়ঃ কৃষ্ণো বৈধব্য সূচকঃ ॥ ৮১ ॥

স্ত্রীজাতির অধর প্রলম্ব (নিম্নদিকে ঝোলা), পরুষ (খস্‌খসে), স্ফুটিত

(ফাটা ফাটা) কিম্বা মাংসবর্জ্জিত হইলে দৌর্ভাগ্য উৎপন্ন করে। কৃষ্ণবর্ণ ওষ্ঠাধর বৈধব্যব্যঞ্জক ॥ ৮১ ॥

উপর্য্যধঃ সমাদন্তাঃ স্তোকরূপাঃ পয়োরুচঃ।

দ্বাত্রিংশদাস্যগা যস্যাঃ সা সদা সুভগা ভবেৎ ॥ ৮২ ॥

যে নারীর উপর এবং নীচে উভয় পাটীর দন্তগুলি সমান, ভিন্ন ভিন্ন (অর্থাৎ একটী দন্তের উপর অন্য দন্ত না থাকে) দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ এবং গণনায় বত্রিশটী, সে সৌভাগ্যবতী হয় ॥ ৮২ ॥

পীতাঃ স্থূলাঃ কুন্তলাভাঃ শুক্ত্যাকারা নতভ্রুবঃ।

রদা যদাস্থিতা দ্বেধা বরলা ভাগ্যনাশকাঃ ॥ ৮৩ ॥

স্ত্রীজাতির (নতভ্রু) দন্তগুলি পীতবর্ণ; স্থূল (কোদালে) কৃষ্ণবর্ণ, এবং শুক্তির ন্যায় আকার বিশিষ্ট হইলে অথবা দ্বেধা অর্থাৎ দুইভাগে বিভক্ত ও ফাঁক ফাঁক হইলে ভাগ্য বিনাশ করিয়া থাকে ॥ ৮৩ ॥

অধোদন্তাধিকত্বেন মাতৃহীনা চ দুঃখিতা।

বিধবা বিকটাকারৈঃ স্বৈরিণী বিরল দ্বিজৈঃ ॥ ৮৪ ॥

নিম্ন পংক্তির দন্তরাজি উপর পংক্তি হইতে সংখ্যায় অধিক হইলে নারী মাতৃহীনা এবং দুঃখভাগিনী হয়। দন্তগুলি বিকটাকার হইলে বিধবা এবং বিরল (ফাঁক ফাঁক) হইলে স্বেচ্ছাচারিণী হয় ॥ ৮৪ ॥

কোমলা সরলা রক্তা শ্বেতা চ রসনা শুভা।

স্থূলাগ্রা মধ্যসংকীর্ণা বিকৃতা সুখনাশিনী ॥ ৮৫ ॥

স্ত্রীলোকের জিহ্বা কোমল, সরল, রক্ত অথবা শ্বেতবর্ণ (অথবা রক্তশ্বেতবর্ণ) হইলে শুভফল প্রদান করে। জিহ্বার অগ্রভাগ স্থূল কিন্তু মধ্যস্থল সংকীর্ণ হইলে অথবা জিহ্বা বিরূপাকার হইলে সুখ বিনাশ করে ॥ ৮৫ ॥

• শ্যাময়া কলহা নিত্যং দরিদ্রা স্থূলয়া ভবেৎ।
অভক্ষ্য ভক্ষিণী জ্ঞেয়া জিহ্বয়া লম্বমানয়া ॥ ৮৬ ॥

জিহ্বা শ্যামবর্ণ হইলে নারী কলহকারিণী এবং স্থূল হইলে দরিদ্রা হয়। যাহার জিহ্বা লম্বমান্ (দীর্ঘ) সে অভক্ষ্য বস্তু ভক্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৮৬ ॥

তালু কোকনদাভাসং কোমলং ভদ্র কারকং।
নারী প্রব্রজিতা পীতে সিতে বৈধব্য মাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৭ ॥

স্ত্রীলোকের তালুদেশ রক্তপদ্ম সদৃশ আভাবিশিষ্ট এবং কোমল হইলেই মঙ্গলজনক। তালুর বর্ণ পীত হইলে নারী প্রব্রজিতা (সন্ন্যাসিনী) এবং শ্বেতাভ হইলে বিধবা হয় ॥ ৮৭ ॥

শ্যামলে পুত্রহীনা চ রুক্ষে তালুনি দুঃক্ষিতা।
বক্রে কলিপ্রিয়া নারী বহুরূপে চ দুর্ভগা ॥ ৮৮ ॥

তালু শ্যামবর্ণ হইলে নারী পুত্রহীনা, কর্কশ ভাবাপন্ন হইলে দুঃখ-ভাগিনী, বক্র অর্থাৎ তালুর চক্র বিপরীত গতি হইলে কলহপ্রিয়া এবং বহুরূপ হইলে দুর্ভগা হইয়া থাকে ॥ ৮৮ ॥

ক্রম সূক্ষ্মারুণা বৃত্তা স্থূলা ঘণ্টী শুভা মতা।
অতি স্থূলা প্রলম্বা চ কৃষ্ণা নৈব শুভা ভবেৎ ॥ ৮৯ ॥

যে স্ত্রীলোকের ঘণ্টি (আলজিব) ক্রম-সূক্ষ্ম (অর্থাৎ উপরে স্থূল এবং ক্রমশঃ সংকীর্ণ) রক্তবর্ণ এবং গোলাকার, তাহার শুভ হয়। ঘণ্টী অত্যন্ত স্থূল, দীর্ঘ এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে কখনই শুভপ্রদ নহে ॥ ৮৯ ॥

ভবতি চেদনিমীলিত লোচনং
শুভদৃশাং দরফুল্ল কপোলকং।
অল মলক্ষিত দন্ত মুদীরিতং
পতিহিতং সততং স্মিত মুত্তমং ॥ ৯০ ॥

যে হাস্যে চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত হয় না, কপোলদ্বয় ঈষৎ প্রফুল্ল হয়, দন্ত পংক্তি অলক্ষিত থাকে, সুলোচনাগণের সেই উত্তম হাস্যই স্বামীর শুভকর বলিয়া কথিত হয় ॥ ৯০ ॥

নাসিকা তু লঘুচ্ছিদ্রা সমবৃত্ত পুটা শুভা।
স্থূলাগ্রা মধ্য নম্রাচ ন শস্তা সুভ্রুবো ভবেৎ ॥ ৯১ ॥

সুভ্রূগণের নাসিকার ছিদ্র ক্ষুদ্র এবং উভয় ছিদ্রই সমান এবং গোল হইলেই শুভজনক। নাসিকার অগ্রভাগ স্থূল এবং মধ্যস্থল নম্র হইলে মঙ্গল-জনক নহে ॥ ৯১ ॥

লোহিতাগ্রা কুঞ্চিতা চ মহা বৈধব্যকারিণী।
দাসিকা চিপিটাকারা প্রলম্বা চ কলিপ্রিয়া ॥ ৯২ ॥

নাসিকার অগ্রভাগ লোহিতবর্ণ এবং কুঞ্চিত হইলে নারী বালবিধবা হয়। নাসিকা চিপিটাকার (চেপটা) হইলে নারী দাসীবৃত্তি করে এবং দীর্ঘ হইলে কলহপ্রিয়া হয় ॥ ৯২ ॥

রক্তান্তে লোচনে ভদ্রে তদন্তঃ কৃষ্ণতারকে।
কম্বু গোক্ষীর ধবলে কোমলে কৃষ্ণ পক্ষ্মিণী ॥ ৯৩ ॥

যে চক্ষুর অন্তিম ভাগ (নয়ন কোণ) রক্তবর্ণ, তারকা কৃষ্ণবর্ণ অবশিষ্ট ভাগ শংখ বা গো-দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ এবং পক্ষ্ম (ভোমা) কৃষ্ণবর্ণ সেই চক্ষুই মঙ্গলপ্রদ ॥ ৯৩ ॥

অল্পায়ু রুন্নতাক্ষী চ বৃত্তাক্ষী কুলটা ভবেৎ।
অজাক্ষী কেকরাক্ষী চ কাসরাক্ষী চ দুর্ভগা ॥ ৯৪ ॥
পিঙ্গাক্ষী চ কপোতাক্ষী দুঃশীলা কামবর্জ্জিতা।
কোটরাক্ষী মহাদুষ্টা রক্তাক্ষী পতিঘাতিনী ॥ ৯৫ ॥

চক্ষুদ্বয় উন্নত হইলে নারী অল্পায়ুঃ হয়, গোলাকার হইলে কুলটা হয়।

যে রমণীর চক্ষু ছাগচক্ষুসদৃশ কিম্বা কেকর (বক্র, টেরা) কিম্বা মহিষের চক্ষু সদৃশ, সে দুর্ভগা হইয়া থাকে ॥ ৯৪ ॥

চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ কিম্বা কপোত পক্ষীর চক্ষুসদৃশ হইলে নারী দুঃশীলা এবং কামবর্জ্জিতা হয়॥ চক্ষু কোটরগত হইলে ভয়ানক দুষ্টা হয় এবং রক্তবর্ণ হইলে পতি বিনাশ করে॥ ৯৫ ॥

বিড়ালাক্ষী গজাক্ষী চ কামিনী কুলনাশিনী।
বন্ধ্যা চ দক্ষ কাণাক্ষী পুংশ্চলী বাম কাণিকা ॥ ৯৬ ॥
সদা ধনবতী নারী মধু পিঙ্গল লোচনা।
পুত্র'পৌত্র সুখোপেতা গদিতা পতি সম্মতা ॥ ৯৭ ॥

বিড়ালের কিম্বা হস্তীর চক্ষু সদৃশ চক্ষুবিশিষ্টা কামিনীগণ কুল বিনাশ করিয়া থাকে। যে কামিনীর দক্ষিণ চক্ষু কাণ, সে বন্ধ্যা এবং যাহার বাম চক্ষু কাণ, সে পুংশ্চলী হয় ॥ ৯৬ ॥

কথিত আছে যে, যে রমণীর চক্ষু মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, সে সর্ব্বদা ধন-ধান্যে পরিপূর্ণা থাকে, পুত্র-পৌত্রাদিজনিত সুখ প্রাপ্ত হয় এবং স্বামীর আদরিণী হইয়া থাকে ॥ ৯৭ ॥

কোমলৈ রসিতাভাসৈঃ পক্ষ্মভিঃ সুঘনৈরপি।
লঘুরূপ ধরৈরেব ধন্যা মান্যা পতিপ্রিয়া ॥ ৯৮ ॥
রোম হীনৈশ্চ বিরলৈ র্লম্বিতৈঃ কপিলৈরপি।
পক্ষ্মভিঃ স্থূল কেশৈশ্চ কামিনী পরগামিনী ॥ ৯৯ ॥

পক্ষ্ম লোম (ভোমা) কোমল, কৃষ্ণবর্ণ, ঘন এবং ক্ষুদ্রাকার বিশিষ্ট হইলে কামিনী ধন্যা, মান্যা এবং পতিপ্রিয়া হয় ॥ ৯৮ ॥

পক্ষ্ম লোমবিহীন, বিরল লোমবিশিষ্ট, লম্বিত (দীর্ঘতাবশতঃ নিম্নদিকে ঝোলা) কপিলবর্ণ অথবা স্থূল লোমবিশিষ্ট হইলে কামিনী পর-পুরুষগামিনী হয় ॥ ৯৯ ॥

বর্ত্তুলা কোমলা শ্যামা ভ্রূর্যদা ধনুরাকৃতিঃ।

অনঙ্গ রঙ্গ জননী বিজ্ঞেয়া মৃদুলোমশা॥ ১০০॥

পিঙ্গলা বিরলা স্থূলা সরলা মিলিতা যদি।

দীর্ঘলোমা বিলোমা চ ন প্রশস্তা নতভ্রুবাং॥ ১০১॥

যে ভামিনীর ভ্রূলতা গোলাকার, কোমল লোমবিশিষ্ট, ধনুকের ন্যায় বক্র এবং সূক্ষ্মলোমযুক্ত, সে অনঙ্গলীলায় স্বামীর আনন্দদায়িনী হয়॥ ১০০॥

ভ্রূ যদি পিঙ্গলবর্ণ, বিরল লোমবিশিষ্ট, অত্যন্ত স্থূল, সরল (সোজা) মিলিত (অর্থাৎ উভয় ভ্রূর মধ্যে বিভেদের চিহ্ন থাকে না, এক ভ্রূর ন্যায় প্রতীয়মান হয়, ইহাকে জোড়া ভ্রূ বলে না) দীর্ঘ লোমবিশিষ্ট কিম্বা লোমহীন হয়, তাহা হইলে সে ভ্রূ নতভ্রূভামিনীদিগের মঙ্গলদায়ক নহে॥ ১০১॥

প্রলম্বৌ বর্ত্তুলাকারৌ কর্ণৌ ভদ্রফলপ্রদৌ।

শিরালৌ চ কৃশৌ নিন্দ্যৌ শষ্কুলী পরিবর্জ্জিতৌ॥ ১০২॥

কর্ণদ্বয়, দীর্ঘ এবং গোলাকার হইলেই শুভফল প্রদান করে। শিরাল, কৃশ এবং শষ্কুলী (কর্ণ রন্ধ্র) পরিবর্জ্জিত কর্ণ (অর্থাৎ যে কর্ণের ছিদ্র পরিলক্ষিত হয় না) তাহা নিন্দনীয়॥ ১০২॥

উন্নত স্ত্র্যঙ্গুলো ভালঃ কোমলশ্চ নতভ্রুবাং।

অর্দ্ধচন্দ্র নিভো নিত্যং সৌভাগ্যারোগ্য বর্দ্ধকঃ॥ ১০৩॥

নতভ্রূ নারীদিগের ললাটদেশ উন্নত, (ঢিটেকপালী নহে) তিন অঙ্গুল বিস্তৃত, কোমল এবং অর্দ্ধচন্দ্রাকার হইলে সৌভাগ্য এবং আরোগ্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে॥ ১০৩॥

ব্যক্ত স্বস্তিক রেখয়াকুল মলং নার্য্যা ললাট স্থলং

সৌভাগ্যামল ভোগকৃৎ তদলিকং লম্বায়মানং যদি।

অদ্ধা দেবরমাশু হন্তি নিতরাং রোমাকুলং রোগদং

রেখাহীন মনঙ্গ ভঙ্গ জনকং জ্ঞেয়ং বুধৈঃ সর্ব্বদা॥ ১০৪॥

নারীদিগের ললাটস্থল পূর্ব্বোক্ত স্বস্তিক রেখায় আবৃত থাকিলে সৌভাগ্য এবং অমলক ভোগ প্রদান করে। বুধগণ জ্ঞাত আছেন যে, সেই অলিক (ললাটদেশ) লম্বায়মান হইলে শীঘ্রই দেবরের প্রাণ বিনাশ করে, রোমাবৃত হইলে রোগ প্রদান করে এবং রেখাবিহীন হইলে অনঙ্গভঙ্গের হেতু হইয়া থাকে ॥ ১০৪ ॥

করিপুঙ্গব কুম্ভ সমান উত

প্রবরোন্নত এব কদম্বনিভঃ।

ইহ মৌলি রজস্র মিলা বিমলা

বিবিধা বহুধান্য যুতা সুদৃশঃ ॥ ১০৫ ॥

যাহার মৌলিদেশ করীন্দ্রকুম্ভ অথবা কদম্বপুষ্পের ন্যায় উন্নত এবং সুদৃশ্য, সে ইহসংসারে বিমল লক্ষ্মী এবং বহুধন ধান্যাদি যুক্ত হইয়া থাকে ॥ ১০৫ ॥

পীন মৌলি রতিমান হারিকা দারিকা কুজন সঙ্গ কারিকা

লম্ব মৌলিরপি সর্ব্বনাশিকা বন্ধকী নিজ কুলান্ত কারিকা ॥ ১০৬ ॥

যে দারিকার (কন্যার) মস্তক স্থূল, সে আপনার মান বিনষ্ট করে এবং কুলোকের সঙ্গ করিয়া থাকে। দীর্ঘ মস্তকবিশিষ্ট নারীগণ সর্ব্বনাশিকা, বন্ধ্যা এবং কুলান্তকারিকা হয় ॥ ১০৬ ॥

কেশা যস্যা ভ্রমর পটলীপক্ষবর্ণাঃ সুবর্ণা

বক্রাকারাঃ কুবলয়দৃশঃ কিঞ্চিদাকুঞ্চিতাগ্রাঃ।

ভাগ্যং সদ্যো দদতি বিরলাঃ পিঙ্গলাঃ স্থূলরূপা

রুক্ষাকারাঃ পরম লঘবো বন্ধ বৈধব্য দুঃখং ॥ ১০৭ ॥

যে কুবলয় লোচনার কেশকলাপ ভ্রমররাজির পক্ষবর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ, বক্রভাবাপন্ন এবং অগ্রভাগ অল্প কুঞ্চিত, সে সদ্যই সৌভাগ্য প্রাপ্ত

হয়। কেশ বিরল (পাতলা), পিঙ্গলবর্ণ, স্থূল (মোটা), রুক্ষ কিম্বা লঘু (ছোট) হইলে নারী বন্ধ্যা এবং বিধবা হয়॥ ১০৭॥

মশকোঽপি ললাট পট্টবর্ত্তী
যদি জাগর্ত্তি স মধ্যগো ভ্রুবোর্বা।
তনুতে সুখ মর্থ রাশি ভোগং
সততং পত্যু রপত্য ভৃত্যয়োশ্চ॥ ১০৮॥

যাহার ললাটপট্টে কিম্বা ভ্রুদ্বয়ের মধ্যে মশক (মাছতে) চিহ্ন থাকে, সে পতি, পুত্র, ভৃত্য এবং অর্থজনিত সুখরাশি ভোগ করে॥ ১০৮॥

মশকোঽপি কপোল মধ্যগামী
সুদৃশো লোহিত এব মিষ্টদঃ স্যাৎ।
হৃদয়ং তিলকেন শোভিতং
লসনেনাপি চ রাজ্য কারকং॥ ১০৯॥

সুলোচনার কপোল (গাল) দেশে লোহিতবর্ণের মশকচিহ্ন থাকিলে ইষ্ট ফল প্রদান করে। হৃদয়দেশ, তিলক এবং লসন চিহ্নে সুশোভিত হইলে রাজ্য প্রদান করে॥ ১০৯॥

লোহিতেন তিলকেন মণ্ডিতং
সুভ্রুবোহি কুচ মণ্ডলং যদা।
জায়তে কিল সুতা চতুষ্টয়ং
বালকত্রয় মুদীরিতং তদা॥ ১১০॥

শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, কামিনীর কুচমণ্ডল লোহিতবর্ণ, তিলচিহ্নে বিমণ্ডিত থাকিলে, তাহার চারি কন্যা এবং তিন পুত্র উৎপন্ন হইবে॥ ১১০॥

ভবতি বাম কুচেঽরুণ লাঞ্ছনং
শুভ দৃশস্তিলকং কমল প্রভং।

প্রথমত স্তনয়ং পরিসূয় সা

কৃতিবরং বিধবা তদনন্তরং ॥ ১১১ ॥

বাম স্তনোপরি কমলের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট অরুণবর্ণ লাঞ্ছন থাকিলে সুলোচনা প্রথম বয়সে কৃতিবান্ পুত্র প্রসব করিয়া পরে বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হইবে ॥ ১১১ ॥

লসতি বাল মধুব্রত সন্নিভং

শুভদৃশস্তিলকং গুদদক্ষিণে।

নরপতে রবলা কমলালয়া

নৃপ মপত্য মরং জনয়ে দলং ॥ ১১২ ॥

যে সুলোচনার মলদ্বারের দক্ষিণভাগে শিশু-মধুমক্ষিকার ন্যায বর্ণবিশিষ্ট তিলচিহ্ন থাকিবে, সেই অবলা কোন নরপতিব রাজলক্ষ্মী হইবে এবং তাহার পুত্রও রাজ্যেশ্বর হইবে ॥ ১১২ ॥

মশকোঽপি চ নাসিকাগ্রগামী

সুদৃশো বিদ্রুমকান্তি রর্থ দায়ী।

অলিপক্ষ নবাভ্র রূপধারী

পতিহন্ত্রী কিল পুংশ্চলী বিশেষাৎ ॥ ১১৩ ॥

সুলোচনার নাসিকাগ্রস্থিত বিদ্রুম (রক্ত) বর্ণ মশক (মাছতে) অর্থ প্রদান করে; কিন্তু উক্ত মশক, ভ্রমরপক্ষ কিম্বা নব-নীরদতুল্য কৃষ্ণবর্ণ হইলে নারী পতিহন্ত্রী বিশেষতঃ পুংশ্চলী হয় ॥ ১১৩ ॥

যদি নাভেরধোভাগে তিলকং লাঞ্ছনং স্ফুটং।

সৌভাগ্যসূচকং জ্ঞেয়ং মশকো বা নতভ্রুবাং ॥ ১১৪ ॥

নতভ্রূ নারীগণের নাভির অধোভাগে তিল, লাঞ্ছন বা মশকচিহ্ন থাকিলে সৌভাগ্য প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ১১৪ ॥

যদি করে চ কপোলতলেঽথবা
ভবতি কণ্ঠগতং তিলকং তদা।
শ্রুতিতলেঽপিচ সা পতিবল্লভা
বরদৃশো মশকামল লাঞ্ছনৈঃ ॥ ১১৫ ॥

বরলোচনাদিগের করতলে, গণ্ডদেশে, কণ্ঠে কিম্বা কর্ণমূলে তিলক, মশক বা নির্ম্মল লাঞ্ছন চিহ্ন থাকিলে স্বামীর প্রিয়তমা হয় ॥ ১১৫ ॥

ভালস্থেন ত্রিশূলেন শম্ভুনা নির্ম্মিতেন বৈ।
যস্যাঃ সালী সহস্রাণা মীশিতা মাপ্নুয়াদরম্ ॥ ১১৬ ॥

যে ভামিনীর ভালদেশ শম্ভু-বিনির্ম্মিত ত্রিশূলচিহ্নে চিহ্নিত, সে সহস্র সখীর স্বামিনী অর্থাৎ অতীব ঐশ্বর্য্যবতী হইবে ॥ ১১৬ ॥

কিট কিটেতি কলং কুরুতে মিথঃ
শুভদৃশঃ শয়নে তু রদাবলী।
মহদমঙ্গলমাহ বিশেষতঃ
প্রিয়তমে তনুলক্ষণ কোবিদঃ ॥ ১১৭ ॥

তনু-লক্ষণবিদ্ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, যে সুলোচনার শয়নকালে দন্তশ্রেণী কিট্ কিট্ শব্দ করে, তাহার পতির বিশেষ অমঙ্গল হয় ॥ ১১৭ ॥

শকটবদ্ যদি যোনি ললাটগো
মৃগদৃশো মৃদুলোমগণো ভবেৎ।
বরদুকূল মণিব্রজ মণ্ডিতা
ক্ষিতিভৃতাং বনিতা বনিতাবৃতা ॥ ১১৮ ॥

যোনিপৃষ্ঠস্থ কোমল লোমাবলী শকটের ন্যায় আকার ধারণ করিলে মৃগলোচনাগণ বহুসখীপরিবৃতা, উত্তম বসনাদি ও মণিরাজি-বিমণ্ডিতা এবং রাজপত্নী হইবে ॥ ১১৮ ॥

বিলসতি ভগভালে দক্ষিণাবর্ত্ত রূপঃ
কুবলয় নয়নায়াঃ কোমলো লোম সংঘঃ।
নরপতি কুলভর্ত্তুঃ কামিনী মানিনীনা
মিহ ভবতি বদান্যা সৈব ধন্যা বিশেষাৎ॥ ১১৯॥

যে কুবলয় লোচনার যোনিপৃষ্ঠে কোমল লোমসমূহ দক্ষিণাবর্ত্তে অবস্থিত থাকে, (অর্থাৎ ডান পাকের গোলা থাকে) সেই কামিনী মানিনীদিগের মধ্যে রাজপত্নী, বদান্যা, বিশেষতঃ ধন্যা হইবে॥ ১১৯॥

কণ্ঠাবর্ত্তা ভবতি কুলটা ভর্ত্তৃহন্ত্রী কুরূপা
পৃষ্ঠাবর্ত্তা কঠিন হৃদয়া স্বামীহন্ত্রী কুলঘ্নী।
আবর্ত্তৌ বা ভবত উদরে দ্বাবিহৈকোঽপি যস্যাঃ
সাপি ত্যাজ্যা কৃতিভি রবলা লক্ষণজ্ঞৈস্তু দূরাৎ॥১২০॥

যাহার কণ্ঠে লোমের আবর্ত্ত (গোলা) থাকে, সে নারী কুলটা পতিঘাতিনী এবং কুরূপা হয়। পৃষ্ঠদেশে আবর্ত্ত থাকিলে রমণীগণ নির্দ্দয়হৃদয়া, স্বামী-বিনাশিনী এবং কুলনাশিনী হয়। যে যুবতীর উদরদেশে একটী বা দুইটী আবর্ত্ত থাকে, সামুদ্রিক-লক্ষণজ্ঞ জ্ঞানিগণ তাহাকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবেন॥ ১২০॥

সীমন্তে চ ললাটে বা কণ্ঠে বাপি নতভ্রুবঃ।
লোম্না মাবর্ত্তকো দক্ষো বামো বৈধব্য সূচকঃ॥ ১২১॥

সীমন্তিনীগণের সীমন্ত, ললাট কিম্বা কণ্ঠদেশের দক্ষিণদিকস্থ আবর্ত্ত সৌভাগ্যজনক ; কিন্তু বামভাগস্থ আবর্ত্ত দুর্ভাগ্য এবং বৈধব্যের সূচক॥১২১॥

যাভিরেব বরদো মহেশ্বরঃ
পূজিতঃ কিল পুরা ব্রতাদিভিঃ।

পার্ব্বতীচ পরিপূজিতা মুদা
ভক্তিযোগ বিধিনা সুবাসিনী ॥ ১২২ ॥

ভূষিতামল বিভূষণাদিভিঃ
ক্ষালিতং বপুরনেকধা পুরা ।
তীর্থরাজ পয়সা ভবন্তি তা
লক্ষণৈরিহ শুভৈঃ সুলক্ষণাঃ ॥ ১২৩ ॥

যাঁহারা পূর্ব্বজন্মে নানাবিধ ব্রত করিয়া আনন্দে পার্ব্বতী পরমেশ্বরের অর্চ্চনা করিয়াছেন, ভক্তিযোগ সহকারে বস্ত্রালঙ্কারে তাঁহাদের পূজা করিয়াছেন, তীর্থরাজসলিলে বারম্বার তাঁহাদিগকে স্নান করাইয়াছেন, সেই সকল সৎকার্য্যকারিণী সীমন্তিনীগণই পূর্ব্বোক্ত নানাবিধ শুভলক্ষণ ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ১২২।১২৩ ॥

কৃতং নহিতপো যয়া নগজয়া সমারাধিতো
হরির্নহি রবিব্রতং নহি কৃতং চ তীর্থাটনং ।
ধনং নহি ধরামরে পরম মর্পিতং তর্পিতং
গুরোঃ কুল মিহাঙ্গনা ভবতি সৈব দীনাঙ্গনা ॥১২৪॥

যে রমণী পূর্ব্বজন্মে কখন ভগবতী গিরিনন্দিনীর তপস্যা করে নাই, ভগবান্ নারায়ণের আরাধনা করে নাই, ভাস্করের উদ্দেশে কোনরূপ ব্রত করে নাই, তীর্থ পর্য্যটন করে নাই, ভূদেব ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করে নাই, কিম্বা গুরুকুলের তৃপ্তিসাধন করে নাই, সেই রমণীই ইহসংসারে দীনাঙ্গনা হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করে ॥ ১২৪ ॥

যতঃ সুলক্ষণৈ রেষা যোষা হীনায়ুষং পতিং ।
দীর্ঘায়ুষং সুচরিতৈঃ প্রকরোতি সুখাস্পদং ॥ ১২৫ ॥

দীর্ঘায়ুষং পতিং হন্তি কুযোগৈশ্চ কুলক্ষণৈঃ।

অতঃ সুলক্ষণা কন্যা পরিণেয়া বিচক্ষণৈঃ ॥ ১২৬ ॥

সুলক্ষণ এবং সদ্‌গুণসম্পন্না কামিনীগণ আপনার হীনায়ুষ পতিকেও দীর্ঘায়ুষ ও সুখের আস্পদ করিয়া থাকে এবং কুলক্ষণা কামিনীগণ দীর্ঘায়ুষ স্বামীরও বিনাশসাধন করে। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের সুলক্ষণা কন্যা দেখিয়াই বিবাহ করা কর্ত্তব্য ॥ ১২৫।১২৬ ॥

কুলক্ষণ বিলক্ষিতা যদি সুতাত্র সঞ্জায়তে

শ্রুতিস্মৃতি পথানয়া পরম সোমবারব্রতং।

বিধায় তদনন্তরং রহসি কারয়িত্বা চ্যুত-

ক্রমেন হরিণাকৃতী শুভঘটেন পাণিগ্রহম্ ॥ ১২৭ ॥

শুভেঽহনি কুমারিকা করনিপীড়ণং কারয়েদ্

বরেণ চিরজীবিনা পুনরিদং ন দোষায়তে।

ইদং তু বহুসম্মতং মুনিবরেণ গীতং পুনঃ

প্রমাণ পটুনাদৃতং প্রিয়বিনোদবৃন্দপ্রদম্ ॥ ১২৮ ॥

কুলক্ষণসংযুক্তা কুমারীর জন্ম হইলে শ্রুতি এবং স্মৃতির বিধানানুসারে প্রথমতঃ তাহাকে অতি শুভফলপ্রদ সোমবার-ব্রত করাইবে; তদনন্তর গোপনে আম্রবৃক্ষ, বিষ্ণুমূর্ত্তি কিম্বা শুভঘটের সহ তাহার বিবাহ দিয়া (১২৭) শুভদিনে দীর্ঘজীবী পাত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিবে। তাহা হইলে আর কোন দোষ হইবে না। এই প্রথা বহুলোকের সম্মত, বর-কন্যার আনন্দপ্রদ এবং প্রমাণপটুব্যক্তিগণ কর্ত্তৃকও আদৃত; মুনিবরেরাও এই কথা বলিয়া গিয়াছেন ॥ ১২৮ ॥

কুলক্ষণৈঃ কুযোগৈশ্চ লক্ষিতা বনিতা যদা

তস্যাঃ পূর্ব্ববিধানেন বিবাহং কারয়েদ্বুধঃ ॥ ১২৯ ॥

যদি জানিতে পারা যায় যে, কন্যা সামুদ্রিক বিচারানুসারে কুলক্ষণাক্রান্ত হইয়া অথবা জাতক শাস্ত্রানুসারে কুযোগে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা হইলে পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত বিধি অনুসারে তাহার বিবাহ দিবে ॥ ১২৯ ॥

জীবনাথবিদুষাত্র কামিনীলক্ষণং বুধমনোমুদে ময়া।
স্কন্দকুম্ভভবয়োর্বিবাদজং ব্যাসগীতমখিলং প্রকাশিতম্‌ ॥ ১৩০ ॥

কার্ত্তিকেয় অগস্ত্য সংবাদে প্রকাশিত, মহর্ষি ব্যাসদেব কর্ত্তৃক কথিত কামিনী-লক্ষণ সমুদায়, বুধগণের মনোরঞ্জনার্থ পণ্ডিত জীবনাথ কর্ত্তৃক এস্থলে বিবৃত হইল ॥ ১৩০ ॥

একাদশাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ

অথ মারককারকাধ্যায়দ্বাদশঃ

ত্রিকোণ ভবনাধিপাঃ শুভ ফলাস্তু সর্বে
গ্রহাস্ত্রিবৈরিভবভাবপাঃ খলফলা নিরুক্তা বুধৈঃ।
ভবন্তি যদি কেন্দ্রপাঃ শুভখগা ন শস্তা
নৃণামতীব শুভদায়কাঃ খল খচারিণো জন্মনি ॥ ১ ॥

এই শ্লোকে গ্রহগণের শুভাশুভত্ব বর্ণিত হইতেছে। সপ্ত গ্রহের মধ্যে চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র শুভগ্রহ এবং রবি, মঙ্গল, শনি, রাহু ও কেতু পাপগ্রহ মধ্যে গণ্য। কিন্তু শুভগ্রহগণ কেবল মাত্র শুভফলের এবং পাপগ্রহগণ অশুভ ফলের প্রদাতা নহেন। জাতকের পক্ষে কোন্ গ্রহ শুভফলদাতা, কোন্ গ্রহই বা অনিষ্টকারী, তাহাই এই শ্লোকে বর্ণিত হইতেছে।

বুধগণ বলিয়া থাকেন যে, গ্রহগণ ত্রিকোণ অর্থাৎ জন্মলগ্ন হইতে পঞ্চম কিম্বা নবম স্থানের অধিপতি হইলে শুভফল প্রদান করিয়া থাকেন। উক্ত স্থানদ্বয়ে পাপগ্রহগণও যখন শুভফলের প্রদাতা, তখন শুভগ্রহগণ যে শুভত্ত্ব

হইবেন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। লগ্নও কোণ শব্দে বাচ্য। কিন্তু কোণাধিপতি অপেক্ষা কেন্দ্রপতি বলবান্ বলিয়া এস্থলে লগ্নের কোণত্ব গ্রাহ্য নহে। লগ্ন হইতে তৃতীয়, ষষ্ঠ (বৈরি) এবং একাদশ (ভব) স্থানের অধিপতি হইলে, সকল গ্রহই অনিষ্টফলের প্রদাতা। উক্ত স্থানত্রয়ে, শুভগ্রহই যখন অনিষ্টকারী, তখন পাপগ্রহের বিষয় বলা নিষ্প্রয়োজন মাত্র। উক্ত স্থানত্রয়কে ত্রিষড়ায় কহিয়া থাকে। লগ্ন এবং তাহা হইতে চতুর্থ, সপ্তম, এবং দশম এই স্থান চতুষ্টয়কে কেন্দ্র কহে। কেন্দ্র স্থানের অধিপতি শুভগ্রহ হইলে পাপফল এবং পাপগ্রহ হইলে শুভফল প্রদান করেন। উক্ত স্থান চতুষ্টয়ে গ্রহগণ আপন আপন নৈসর্গিক ভাব পরিত্যাগ করেন॥

দ্বাদশ ভাবের মধ্যে উপরে কেবল, কেন্দ্র, কোণ এবং ত্রিষড়ায় এই নযটি ভাবাধিপতির শুভাশুভত্ব বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়, অষ্টম এবং দ্বাদশ এই স্থান ত্রয়ের অধিপতির শুভাশুভত্ব বিষয়ে কিছুই বলা হয় নাই। উড়ুদায় প্রদীপে লিখিত আছে যে—

লগ্নাদ্ ব্যয় দ্বিতীযেশৌ পরেষাং সাহচর্য্যতঃ।
স্থানান্তরানুগুণ্যেন ভবতঃ ফলদায়কৌ॥
ভাগ্য ব্যযাধিপত্যেন রন্ধ্রেশো ন শুভপ্রদঃ
স এব শুভ সন্ধাতা লগ্নাধীশোঽপি চেৎ স্বযং॥

লগ্ন হইতে দ্বিতীয় এবং দ্বাদশ স্থানের অধিপতিদ্বয় যে ভাবে অবস্থান করিবেন, সেই ভাবের ও সেই ভাবপতির অনুগুণ অনুসারে শুভফলদাতা গ্রহ সহ যুক্ত থাকিলে শুভফল এবং অনিষ্টকারী গ্রহসহ যুক্ত থাকিলে অনিষ্ট ফল প্রদান করেন।

লগ্ন হইতে নবম স্থানকে ভাগ্যস্থান কহে। সুতরাং অষ্টম স্থান ভাগ্য স্থানের (দ্বাদশ) ব্যয়স্থান অর্থাৎ ভাগ্যের বিনাশকারী। অষ্টমাধিপতি ভাগ্যের বিনাশক বলিয়া কখনই শুভফলপ্রদ নহেন, এক্ষণে লগ্ন হইতে দ্বাদশ ভাবের মধ্যে কোন্ ভাবপতি শুভ এবং কোন্ ভাবপতিই বা অশুভ, তাহা প্রকাশ করা হইল। এক্ষণে রাহু ও কেতুর শুভাশুভত্ব বর্ণিত হইতেছে॥ ১॥

যদ্‌ যদ্‌ ভাবগতো রাহুঃ কেতুশ্চ জননে নৃণাং।
যদ্‌ যদ্‌ ভাবেশ সংযুক্ত স্তৎফলং প্রদিশেদলং ॥ ২ ॥

রাহু এবং কেতু যে যে ভাবে অবস্থিত করেন, সেই সেই ভাবফলের বৃদ্ধি করেন এবং যে যে গ্রহসহ সংযুক্ত থাকেন, সেই সেই গ্রহদত্ত শুভাশুভ ফলেরও বৃদ্ধিসাধন করেন ॥ ২ ॥

অল্প মধ্যম পূর্ণায়ুঃ প্রমাণ মিহ যোগজং।
বিজ্ঞায় প্রথমং পুংসাং ততো মারক চিন্তনা ॥ ৩ ॥

প্রথমতঃ নিম্নলিখিত (বা অপর কোন গ্রন্থোক্ত অন্য কোন) যোগ হইতে মনুষ্যের আয়ুঃ পরিমাণ অল্প, মধ্য কি দীর্ঘ, তাহা নির্ণয় করিয়া পরে মারকগ্রহের দশা এবং মৃত্যুকাল চিন্তা করিবে। মহর্ষি পরাশর বলিয়াছেন—

"ত্রিবিধাশ্চায়ুষো যোগাঃ স্বল্পায়ুর্মধ্যমোত্তমাঃ।
দ্বাত্রিংশাৎ পূর্ব্বমল্পায়ু মধ্যমায়ুস্ততো ভবেৎ ॥
চতুঃষষ্ট্যা পুরস্তাত্তু ততোদীর্ঘ মুদাহৃতং।
উত্তমায়ুঃ শতাদূর্দ্ধং জ্ঞাতব্যং মুনি সত্তম ॥"

অল্পায়ুর পরিমাণ ৩২ বৎসর, মধ্যমায়ুর পরিমাণ ৬৪ বৎসর এবং দীর্ঘায়ুর পরিমাণ ৯৬ (বা ১০০) বৎসর পর্য্যন্ত। দীর্ঘায়ুর পর হইতে ১২০ বৎসর পর্য্যন্ত আয়ুকে উত্তমায়ু কহা যায়। যদি যোগজাত আয়ুষ্কাল অল্প হয় এবং সেই অল্পায়ুঃ অর্থাৎ ৩২ বৎসর বয়সের মধ্যে কোন মারক গ্রহের দশান্তর্দ্দশা উপস্থিত হয়, তবে সেই সময়ে জাতকের মৃত্যু হইবে জানিবে। যদি মধ্য বা দীর্ঘায়ুর যোগ থাকে, কিন্তু অল্পায়ুষ্কাল মধ্যে মারকদশা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই মারকদশায় কখনই মৃত্যু হইবে না; কিন্তু বিশেষরূপ পীড়া বা কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। অল্পায়ুর্যোগজাত ব্যক্তির অল্পায়ু, মধ্যে, মধ্যমায়ুর্যোগ জাত ব্যক্তির মধ্যায়ুঃ অর্থাৎ ৩২ হইতে ৬৪ বৎসরের মধ্যে এবং দীর্ঘায়ুর্যোগ-

জাত ব্যক্তির ৬৪ হইতে ৯৬ বৎসরের মধ্যে মারক-বিচার কার্য্য। অতঃপর অল্পাদি আয়ুর্যোগ কথিত হইতেছে ॥ ৩ ॥

চেদঙ্গপো যদি রবে ররিরেব হীনং
পূর্ণং সুহৃদ্ যদি সমঃ সমমায়ু রাহুঃ।
বা লগ্নপো হিত সমারি পদেঽপি পূর্ণং
মধ্যং চ হীন মিহ জাতক তত্ত্ব বিজ্ঞাঃ ॥৪॥

জাতক-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন যে, অঙ্গপ অর্থাৎ লগ্নেশ্বর রবির অরি (শত্রু বা অধিশত্রু) হইলে হীনায়ুঃ (অল্প), সুহৃদ্ (মিত্র বা অধিমিত্র) হইলে পূর্ণায়ুঃ (দীর্ঘ) এবং সম হইলে সমায়ুঃ (মধ্য) হইবে। লগ্নেশ্বর মিত্র-গৃহে, সমগৃহে কিম্বা শত্রুগৃহে থাকিলেও যথাক্রমে দীর্ঘ, মধ্য ও অল্পায়ুঃ জানিবে। কেহ কেহ বলেন যে, এই যোগোক্ত আয়ুর্বিচার নৈসর্গিক মিত্রা-মিত্র-চক্র হইতে করিতে হইবে, তাৎকালিক মিত্রামিত্র-চক্র হইতে বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে মারকরাশি ও মারকস্থান নির্ণয় করা হইতেছে ॥ ৪ ॥

অষ্টমর্ক্ষং তৃতীয়ঞ্চ বুধৈরায়ু রুদাহৃতম্।
দ্বিতীয়ং সপ্তমং স্থানং মারক স্থান মুচ্যতে ॥ ৫ ॥

জন্মলগ্নের অষ্টম স্থানকেই বুধগণ আয়ুঃস্থান কহেন। উক্ত অষ্টম স্থানকে লগ্ন ধরিলে তাহার অষ্টম অর্থাৎ জন্মলগ্নের তৃতীয় স্থান, সুতরাং আয়ুর আয়ুঃস্থান অতএব তৃতীয় ও অষ্টমস্থান আয়ুঃস্থান। উক্ত আয়ুঃস্থানদ্বয়ের দ্বাদশস্থান অর্থাৎ লগ্নের দ্বিতীয় ও সপ্তমস্থানই আয়ুর ব্যয় বা বিলয়স্থান। উক্ত স্থান দ্বয়কেই মারকস্থান এবং তদধিপতিদ্বয়কেই মারকেশ কহে। তন্মধ্যে সপ্তমেশ অপেক্ষা দ্বিতীয়েশ মুখ্য মারক ॥ ৫ ॥

মারকেশ দশা পাকে মারকস্থস্থ পাপিনঃ।
পাকে পাক যুজাং পাকে সম্ভবে নিধনং দিশেৎ ॥ ৬ ॥

সম্ভব হইলে মারকেশ অর্থাৎ দ্বিতীয়েশ কিম্বা সপ্তমেশ্বরের দশাকালে, মারক-স্থানস্থিত কোন পাপগ্রহের দশাকালে, অথবা মারকেশযুক্ত কোন পাপগ্রহের দশাকালে মৃত্যু নির্দ্দেশ করিবে। এস্থলে পাপগ্রহ শব্দে নৈসর্গিক পাপগ্রহ নহে। ত্রিষডায়পতি এবং অষ্টমেশকেই এস্থলে পাপগ্রহ শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে। "সম্ভব হইলে মৃত্যু বলিবে," এই কথা বলার একটু তাৎপর্য্য আছে যদি কোন মধ্যায়ুঃ বা দীর্ঘায়ুর্যোগজাত মনুষ্যের অল্পায়ুঃ বা মধ্যায়ুষ্কাল অর্থাৎ ৩২ বা ৬৪ বৎসর বয়সের মধ্যে মারকগ্রহ দশা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে স্থলে মৃত্যু সম্ভব নহে। ত্রিবিধ আয়ুর্যোগের মধ্যে যাহার যে যোগে জন্ম হইয়াছে, তাহার সেই যোগের মধ্যে কোন মৃত্যু-প্রদ গ্রহের দশা ও অন্তর্দ্দশা উপস্থিত হইলে মৃত্যু হইবে। দশাপতি ও অন্তর্দ্দশাপতি উভয়ই মারকগ্রহ হইবে, নতুবা একগ্রহ মারক হইলে মৃত্যু হইবে না॥ ৬॥

অসম্ভবে ব্যয়াধীশ দশায়াং মরণং নৃণাং।
অভাবে ব্যয় ভাবেশ সম্বন্ধি গ্রহ ভুক্তিষু॥ ৭॥

তদভাবেঽষ্টমেশস্য দশায়াং নিধনং পুনঃ।
দুষ্ট তারাপতেঃ পাকে নির্ব্বাণং কথিতং বুধৈঃ॥ ৮॥

পূর্ব্ব শ্লোকে দ্বিতীয়েশ, দ্বিতীয়স্থ পাপগ্রহ ও দ্বিতীয়েশ যুক্ত পাপগ্রহ; সপ্তমেশ, সপ্তমস্থ পাপগ্রহ ও সপ্তমেশ যুক্ত পাপগ্রহ, এই ছয়টিকে মনুষ্যের মৃত্যুপ্রদ বলা হইয়াছে। প্রাপ্ত আয়ুর্যোগ মধ্যে যদি উক্ত মৃত্যুপ্রদ গ্রহ গণের কাহারও দশান্তর্দ্দশা উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে দ্বাদশেশ দশায় মৃত্যু বলিবে। দ্বাদশপতির দশা উপস্থিত না থাকিলে দ্বাদশেশ্বর সহ পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ চতুষ্টয়ের অন্যতম সম্বন্ধবিশিষ্ট অন্য কোন গ্রহের দশায় মৃত্যু নির্দ্দেশ করিবে॥ ৭॥

তাহারও অভাব হইলে অষ্টমেশের দশায় মনুষ্যের মৃত্যু হইবে। বুধগণ বলিয়া থাকেন যে, দুষ্ট তারাপতির পাকে (দশায়) মনুষ্যের নিধন হইয়া,

থাকে। নক্ষত্র সংখ্যা জন্ম সম্পদাদি নয় ভাগে বিভক্ত আছে। তন্মধ্যে বিপত্তারা, প্রত্যরি তারা, এবং বধ তারা বিশেষ অনিষ্টপ্রদ। উক্ত নক্ষত্র সকলে যে যে গ্রহের দশা হয়, সেই সেই গ্রহের দশায় মনুষ্যের মৃত্যু হইয়া থাকে। অল্লায়ুর্যোগ জাত ব্যক্তির বিপত্তারা পতির দশায়, মধ্যায়ুর্যোগ জাত ব্যক্তির অরিতারা পতির দশায় এবং দীর্ঘায়ুর্যোগজাত ব্যক্তির বধতারা পতির দশায় মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ৮॥

মারক গ্রহ সম্বন্ধাৎ পাপ কর্ত্তা শনিস্তদা।

তিরস্কৃত্য গ্রহান্ সর্ব্বান্ নিহন্তা ভবতি ধ্রুবং॥ ৯॥

পাপকর্ত্তা অর্থাৎ ত্রিষডায়াষ্টমপতি হইয়া, শনি কোন মৃত্যুকারক গ্রহের সহ সংস্থানাদি চারি প্রকার সম্বন্ধের কোন প্রকার সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইলে নিশ্চয়ই সকল মৃত্যুপদ গ্রহগণকে দূরীভূত করিয়া স্বয়ংই জীবের নিহন্তা হইয়া থাকেন॥ ৯॥

অথ রাজ যোগাঃ

নবম ভাব পতি স্তনয়ালয়ে
সুতপতি ন বমে যদি জন্মিনাং।
অতি বিচিত্র মণি ব্রজ মণ্ডিতো
বসুমতী বিভুতাং স নরো ব্রজেৎ॥ ১০॥

এক্ষণে রাজযোগ (সৌভাগ্য যোগ) বর্ণিত হইতেছে। জন্ম কুণ্ডলীতে নবম ভাবপতি তনয়ালয়ে (৫ম স্থানে) এবং সুতেশ্বর নবমে অবস্থান করিলে অর্থাৎ নবমেশ পঞ্চমে, ও পঞ্চমেশ নবমে থাকিলে মনুষ্য বিচিত্র মণিরাজি-বিমণ্ডিত হইয়া বসুধার প্রভুত্ব উপভোগ করে। এস্থলে ত্রিকোণপতিদ্বয়ের মুখ্য সম্বন্ধ উল্লিখিত হইয়াছে॥ ১০॥

কর্ম্মাধীশঃ সুতঃ স্থানে সুতেশঃ কর্ম্মগো যদা।
ত্রিকোণ পতিনা দৃষ্টো রাজা ভবতি নিশ্চিতং॥ ১১ ॥

কর্ম্মাধীশ পুত্রভাবস্থ এবং পুত্রেশ্বর কর্ম্মভাবস্থ হইয়া ত্রিকোণেশ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে জাতক নিশ্চয়ই রাজা হইবে। এই যোগে প্রথমতঃ কেন্দ্র কোণ পতির মুখ্য সম্বন্ধ উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাই একটি প্রধান রাজযোগ। ইহাতে পুনর্বার ত্রিকোণপতিসহ ২য় সম্বন্ধ উল্লিখিত হইয়াছে। ত্রিকোণপতি এস্থলে নবমেশ্বর, কারণ ১ম ত্রিকোণ অর্থাৎ লগ্নের কেন্দ্রত্ব স্বত্বে কোণত্ব নাই। ২য় ত্রিকোণপতি এস্থলে দশমপতির সহ মুখ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। সুতরাং যোগ কারক গ্রহদ্বয়ের অন্যতর, নবমপতি সহ দৃষ্টি সম্বন্ধে আবদ্ধ বুঝাইতেছে। কোণপতির মধ্যে নবমেশ সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। অতএব এই যোগে দশমেশ্বর, নবমেশ্বরের সহিত দৃষ্টি সম্বন্ধে এবং পঞ্চমেশ্বরের সহিত মুখ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ বুঝিতে হইবে॥ ১১ ॥

রাজ্যেশাঙ্গপ বাহনেশ সুতপা ধর্ম্মালয় স্বামিনা
সংযুক্তা যদি বীক্ষিতাশ্চ ধনিনো রাজা ভবেন্মানবঃ।
পুত্রেশো যদি ধর্ম্মপেন সহিতো লগ্নাধিপেনাঙ্গগো
দৃষ্টো বা সহিতঃ সুখেঽপি দশমে রাজাভবেন্নিশ্চিতং॥ ১২ ॥

এই শ্লোকে চারিটি যোগ বর্ণিত হইয়াছে। (১ম যোগ) রাজ্যেশ্বর (১০শ), অঙ্গপতি (লগ্নেশ), বাহনেশ (৪র্থ) এবং সুতপতি (৫ম) এই চারিগ্রহ বলশালী হইয়া ধর্ম্মালয় স্বামী অর্থাৎ নবমেশ কর্ত্তৃক যুক্ত বা দৃষ্ট হইলে মনুষ্য রাজা হইবে। এই যোগে ১ম, ২য়, ও ৪র্থ কেন্দ্রপতি এবং ২য় ও ৩য় কোণপতি এই গ্রহ পঞ্চকের পরস্পর সম্বন্ধ কীর্ত্তিত হইয়াছে (অপর যোগ ত্রয়)। পঞ্চমেশ্বর, নবম ভাবপতি এবং লগ্নপতির সহ সংযুক্ত হইয়া লগ্নস্থ হইলে অথবা নবমেশ ও লগ্নেশ কর্ত্তৃক যুক্ত বা দৃষ্ট হইয়া পঞ্চম ভাবপতি চতুর্থে কিম্বা দশমস্থ হইলে মনুষ্য নিশ্চিত রাজা হইবে। এই যোগত্রয়ে,

১ম কেন্দ্রপতি সহ কোণপতিদ্বয়ের লগ্ন, চতুর্থ এবং দশম এই স্থানত্রয়ে সহস্থান বা পূর্বেক্ষণ সম্বন্ধের কথা উল্লিখিত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

যত্র কুত্রাপি কেন্দ্রেশ স্ত্রিকোণ পতিনা যুতঃ।
সবলো মনুজো রাজা দুর্ব্বলো ধনপোভবেৎ ॥ ১৩ ॥

কেন্দ্রপতি, ত্রিকোণপতি সহ যুক্ত হইয়া যে ভাবেই অবস্থান করুন না কেন, মনুষ্যের ভাগ্যোদয় করিবেন। উক্ত কেন্দ্র কোণপতি বলশালী হইলে মনুষ্য রাজা এবং দুর্ব্বল হইলে ধনপতি হইয়া থাকে।

"লক্ষ্মী স্থানং ত্রিকোণঞ্চ বিষ্ণু স্থানঞ্চ কেন্দ্রকং", ত্রিকোণদ্বয়কে লক্ষ্মী স্থান এবং কেন্দ্র চতুষ্টয়কে বিষ্ণু স্থান কহে। লক্ষ্মী ধন সম্পত্তি এবং বিষ্ণু প্রতাপ বা পালন শক্তি। ধন এবং ক্ষমতার একত্রীভাব ভিন্ন মনুষ্যের ভাগ্যোদয় ঘটে না। কেন্দ্র কোণপতির সম্বন্ধও এই ধন ও শক্তির সম্বন্ধ মাত্র। পুনশ্চ "পঞ্চমং নবমঞ্চৈব বিশেষং ধন মুচ্যতে। চতুর্থ দশমঞ্চৈব বিশেষং সুখ মুচ্যতে॥" পঞ্চম ও নবম এই কোণদ্বয় ধন স্থান এবং চতুর্থ ও দশম এই কেন্দ্রদ্বয় সুখস্থান। কেন্দ্র কোণপতির সম্বন্ধ ধন ও সুখের সংযোগ মাত্র। এই শেষোক্ত শ্লোকে লগ্নেশ ও সপ্তমেশ এই দুই কেন্দ্রপতির কথা উল্লিখিত হয় নাই। লগ্নেশ কেন্দ্রপতিগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল এবং সপ্তমেশ মারক গ্রহ। সপ্তমেশ সৌভাগ্যের যোগকারক হইলে সে সৌভাগ্য প্রায় মনুষ্যের মৃত্যুকালেই উপস্থিত হয়, ভোগ হয় না। সুতরাং চতুর্থ ও দশম পতি এবং পঞ্চম ও নবম পতি এই গ্রহ চতুষ্টয়ের সম্বন্ধই রাজযোগকারক।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৮ম ও ১১শ গৃহপতি পাপফলপ্রদ। এই গ্রহ চতুষ্টয় রাজযোগের ভঙ্গকারক। সম্বন্ধ বিশিষ্ট কেন্দ্র কোণপতির সহ উক্ত গ্রহ চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন গ্রহ সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইলেই রাজযোগ ভঙ্গ হইয়া যায়। তৃতীয় স্থান কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ষষ্ঠ স্থান মাতুল, অষ্টম স্থান মৃত্যু এবং একাদশ স্থান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পুত্রবধূ বা জামাতা। ইহাদের মধ্যে কাহারও কাছে মনুষ্য স্বকীয় ক্ষমতা বা দর্প প্রকাশ করিতে পারে না ॥ ১৩ ॥

অথ ধনিক যোগাঃ।

পঞ্চমেতু রবৌ সিংহে লাভে দেবগুরৌ যদা।
বাহন স্বর্ণ রত্নানা মধিপো জায়তে ক্ষণাৎ ॥ ১৪ ॥

লগ্নের পঞ্চম স্থান সিংহ রাশিতে রবি এবং লাভ স্থানে বৃহস্পতি থাকিলে মনুষ্য ক্ষণমধ্যে গজাশ্বাদি বাহন এবং স্বর্ণ রত্নাদির অধিপতি হয়। এই যোগ মেষ লগ্ন জাতকের পক্ষেই কেবল মাত্র সম্ভব। ইহাতে স্বক্ষেত্রগত পঞ্চমেশ নবমেশের সহিত ২য় (পূর্ণেক্ষণ) সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছে।

কর্কটে তু কলানাথে পঞ্চমে লাভগে শনৌ।
নানাধন সমৃদ্ধিঃ স্যাৎ ধর্ম্ম বৃদ্ধিশ্চ ভূপতা ॥ ১৫ ॥

এক্ষণে মীন লগ্ন জাতকের একটি ধনযোগ কথিত হইতেছে। লগ্নের পঞ্চম স্থান কর্কট রাশিতে কলানাথ এবং লাভ স্থানে শনি থাকিলে জাতক ধন সমৃদ্ধি এবং প্রভুত্বসম্পন্ন হয়। তাহার ধর্ম্ম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই যোগে পঞ্চমেশ ও লাভেশ উভয়েই স্বক্ষেত্রগত হইয়া ২য় সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছেন ॥ ১৫ ॥

পঞ্চমেতু কুজক্ষেত্রে সভৌমে যস্য জন্মনি।
লাভে চ সৌম্য সূর্য্যৌ চেৎ রাজ্যেশ্বরো ধনী হি সঃ ॥ ১৬ ॥

মঙ্গলাধিষ্ঠিত পঞ্চম স্থান মঙ্গলের ক্ষেত্র হইলে অর্থাৎ কর্কট ও ধনু লগ্নে মঙ্গল পঞ্চমস্থ হইলে এবং লগ্ন হইতে একাদশ স্থানে রবি ও বুধ একত্রে অবস্থান করিলে, জাতক ধনবান এবং রাজ্যেশ্বর হইবে ॥ ১৬ ॥

পঞ্চমে সোমজ ক্ষেত্রে সসৌম্যে যদি জন্মনি।
লাভে শশাঙ্কভৌমৌতু বহু দ্রব্যাধিপো ভবেৎ ॥ ১৭ ॥

বুধের ক্ষেত্র কন্যা ও মিথুন রাশি যদি লগ্নের পঞ্চম স্থান হয় এবং বুধ পঞ্চমে স্বক্ষেত্রে এবং চন্দ্র ও মঙ্গল একত্রে একাদশে অবস্থান করেন, তাহা হইলে মনুষ্য বহু দ্রব্যের অধিপতি হইবে ॥ ১৭ ॥

পঞ্চমেতু গুরুক্ষেত্রে সগুরৌ যদি জন্মনি।
লাভগাবিন্দু ভূপুত্রৌ পৃথ্বীপতি সমোনরঃ ।। ১৮ ॥

এক্ষণে সিংহ ও বৃশ্চিক লগ্ন জাতকের ধন যোগ কথিত হইতেছে। যদি জন্মকালে বৃহস্পতি স্বক্ষেত্রে পঞ্চমস্থ হন এবং লাভ স্থানে অর্থাৎ উক্ত বৃহস্পতির সপ্তমে মঙ্গল এবং চন্দ্র একত্রে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে মনুষ্য পৃথ্বীপতির সমকক্ষ হইবে ॥ ১৮ ॥

পঞ্চমে নিজভে শুক্রে লাভে রবি সুতে যদা।
ভোক্তা মণিসুবর্ণানা মধিপো জায়তে নরঃ ॥ ১৯ ॥

এক্ষণে মিথুন ও মকর লগ্ন জাতকের ধন যোগ কথিত হইতেছে। শুক্র নিজ ক্ষেত্রে পঞ্চমস্থ এবং শনি একাদশ ভাবগত হইলে মনুষ্য ভোক্তা এবং স্বর্ণ রত্নাদির অধিপতি হয়। মিথুন লগ্নে শুক্র তুলায় এবং শনি মেষে; মকর লগ্নে শুক্র বৃষে এবং শনি বৃশ্চিকে হইলেই এই যোগ হয। ইহাতে স্বক্ষেত্রা পঞ্চমেশের সহিত শনির পূর্ণেক্ষণ সম্বন্ধ রহিল ॥ ১৯ ॥

পঞ্চমেতু মৃগে কুম্ভে সমন্দে যস্য জন্মনি।
বুধে লাভালয়ে তস্য সর্ব্বত্র দ্রবিণোন্নতি ॥ ২০ ॥

শনি যুক্ত মকর ও কুম্ভ রাশি যদি লগ্নের পঞ্চম স্থান হয় এবং বুধ একাদশে অবস্থিতি করেন. তাহা হইলে মনুষ্যের সর্ব্বত্র ধন সমৃদ্ধির উন্নতি হয়। এই যোগ কেবল কন্যা ও তুলা লগ্নেই সম্ভব। স্বক্ষেত্রী পঞ্চমেশের সহিত কন্যা লগ্নে দশমেশ্বরের এবং তুলা লগ্নে নবমেশ্বরের ২য় সম্বন্ধ হইল ॥ ২০ ॥

রবি ক্ষেত্র গতে লগ্নে রবিণা সংযুতে যদি।
গুরুভৌমযুতে বাপি ধনাধিক্যং দিনে দিনে ॥ ২১ ॥

লগ্ন (রবিক্ষেত্রে) সিংহরাশি গত হইলে এবং তথায় রবি কিম্বা মঙ্গল ও বৃহস্পতি একত্রে অবস্থান করিলে, দিনে দিনে মনুষ্যের ধনোন্নতি হইয়া থাকে। ইহাতে সিংহলগ্ন জাতকের দুইটি যোগ উল্লিখিত আছে। ১ম যোগে লগ্নেশ্বর লগ্নস্থ মাত্র। ২য় যোগে চতুর্থ ও নবম স্থানপতি স্বয়ং রাজযোগকারক মঙ্গল, পঞ্চমেশ বৃহস্পতির সহ, লগ্নে সহস্থান সম্বন্ধে আবদ্ধ ॥ ২১ ॥

কর্কভে জন্ম লগ্নেতু সচন্দ্রে যদি জন্মনি।
সংযুতে জীবভৌমাভ্যাং স সদ্যো বিত্তপো ভবেৎ ॥ ২২ ॥

কর্কট লগ্নে যদি লগ্নেশ্বর চন্দ্র, বৃহস্পতি ও মঙ্গল সহ সংযুক্ত হইয়া লগ্নস্থ হন, তাহা হইলে মনুষ্য সত্বই ধনসমৃদ্ধির অধিপতি হয়। এস্থলে পঞ্চম ও দশমেশ্বর স্বয়ং রাজযোগকারক মঙ্গল নবমেশ্বর বৃহস্পতি ও লগ্নেশ্বর চন্দ্রের সহ, লগ্নে সহস্থান সম্বন্ধে আবদ্ধ ॥ ২২ ॥

কুজক্ষেত্র গতে লগ্নে সভৌমে যস্য জন্মনি।
জ্ঞশুক্র মন্দ সংযুক্তে স ধনেশ সমো নরঃ ॥ ২৩ ॥

মঙ্গলের ক্ষেত্র মেষ ও বৃশ্চিক রাশি লগ্ন হইলে এবং লগ্নেশ্বর মঙ্গল, বুধ শুক্র এবং শনি এই গ্রহত্রয় সহ সংযুক্ত হইয়া লগ্নস্থ হইলে, জাতক ধনে কুবের তুল্য হইবে ॥ ২৩ ॥

কন্যা মিথুনয়োর্লগ্নে সবুধে যস্য যন্মনি।
সংযুতে শুক্র মন্দাভ্যাং দৃষ্টেবা ধনিকোভবেৎ ॥ ২৪ ॥

মিথুন ও কন্যা লগ্নে যদি লগ্নেশ্বর বুধ, শুক্র এবং শনি কর্তৃক যুক্ত বা দৃষ্ট হইয়া লগ্নে অবস্থান করেন, তাহা হইলে জাতক মহা ধনবান্ হইবে ॥ ২৪ ॥

গুরুভে গুরুসংযুক্তে জন্মলগ্ন গতে সতি।
চন্দ্রাঙ্গারযুতে যস্য তস্য লক্ষ্মীরচঞ্চলা ॥ ২৫ ॥

গুরু ক্ষেত্র অর্থাৎ ধনু ও মীন লগ্নে যদি চন্দ্র ও মঙ্গল সহ সংযুক্ত হইয়া বৃহস্পতি লগ্নস্থ হন, তাহা হইলে মনুষ্যের ভাগ্য-লক্ষ্মী চিরকাল অচঞ্চলা থাকেন ॥ ২৫ ॥

শুক্ররাশিগতে লগ্নে সসিতে যদি জন্মনি।
চন্দ্রজাদিত্যজাভ্যাং তু যুতে দৃষ্টে ধনাধিপঃ ॥ ২৬ ॥

শুক্রের ক্ষেত্রদ্বয় বৃষ ও তুলা লগ্নে, যদি বুধ ও শনি কর্ত্তৃক যুক্ত বা দৃষ্ট হইয়া লগ্নেশ শুক্র লগ্নস্থ হইলে জাতক ধনাধিপ হইবে ॥ ২৬ ॥

যে যে গ্রহা ধর্ম্মপবুদ্ধিপাভ্যাং
যুক্তাশ্চ দৃষ্টাশ্চ সুখপ্রদাস্তে।
রন্ধ্রেশ্বরাদি ব্যয়পৈর্যুতাঃ স্যুঃ
শোকপ্রদা মারকনায়কৈশ্চ ॥ ২৭ ॥

এক্ষণে সংক্ষেপে গ্রহগণের শুভাশুভ ফলদাতৃত্ব শক্তি বর্ণিত হইতেছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, পঞ্চমেশ ও নবমেশ শুভফলদাতা, দুঃস্থান পতিত্রয় অশুভকারী, এবং দ্বিতীয়েশ ও সপ্তমেশ মারক। অতএব যে যে গ্রহ শুভফল-দাতা পঞ্চমেশ ও দশমেশ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত তাঁহারাই শুভফলদাতা অর্থাৎ দশাকালে শুভফল প্রদান করেন। গ্রহগণ দুঃস্থানপতি কর্ত্তৃক কিম্বা কোন মারকেশ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে তাঁহাদিগের দশাকালে কেবল শোক ও দুঃখ উপস্থিত হয় ॥ ২৭ ॥

অথ দারিদ্র যোগাঃ

ত্রিকোণ পতি সম্বন্ধী যো যো বিত্তপ্রদোগ্রহঃ।
স ষড়ষ্টব্যয়াধীশৈ র্যুতো ধন বিনাশকঃ॥ ২৮॥

ত্রিকোণপতি সহ সম্বন্ধ বিশিষ্ট বিত্তপ্রদগ্রহগণ ষষ্ঠ অষ্টম কিম্বা দ্বাদশপতি সহ যুক্ত হইলেই ধনের বিনাশ সাধন করেন। ত্রিকোণপতিই প্রধান ধনপ্রদাতা। "পঞ্চমং নবমঞ্চৈব বিশেষং ধন মুচ্যতে" ইতি। উক্ত ত্রিকোণপতিসহ সম্বন্ধ বিশিষ্ট গ্রহ এবং ধন ও লাভেশ্বর মনুষ্যকে ধনবান করেন। উক্ত ধনদাতাগণ দুঃস্থানগত বা দুঃস্থানপতি সহ সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইলেই তাহাদিগের ধনদাতৃত্ব শক্তি বিলুপ্ত হয়॥ ২৮॥

লগ্নগে নিধনাধীশে নিধনে লগ্নপে যদি।
মারকগ্রহসংযুক্তে জাতো ভবতি নিধ নঃ॥ ২৯॥

কোন মারক গ্রহ সহ সংযুক্ত (অথবা সম্বন্ধ বিশিষ্ট) হইয়া নিধনেশ্বর লগ্নস্থ এবং লগ্নেশ্বর নিধনস্থ হইলে জাতব্যক্তি নির্ধন হইবে॥ ২৯॥

রিপুভাব পতৌ লগ্নে লগ্নেশে রিপু ভাবগে।
মারকস্বামিনা দৃষ্টে যুতে বা নির্ধনো ভবেৎ॥ ৩০॥

কোন মারক গ্রহ কর্তৃক যুক্ত বা দৃষ্ট হইয়া, লগ্নেশ্বর ষষ্ঠে কিম্বা ষষ্ঠেশ্বর লগ্নস্থ হইলে জাতব্যক্তি নির্ধন হইবে॥ ৩০॥

চন্দ্রাদিত্যৌ যদা লগ্নে বাঙ্গপে নিধনালয়ে।
মারকেন যুতে দৃষ্টে নরো ভবতি নির্ধনঃ॥ ৩১॥

কোন মারক কর্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইয়া, অঙ্গেশ্বর নিধনস্থ কিম্বা রবি ও চন্দ্র লগ্নস্থ হইলে মনুষ্য নির্ধন হইবে॥ ৩১॥

যদাঙ্গনাথ স্ত্রিক ভাব নাথৈ
যুর্তেক্ষিতঃ পাপযুতোঽথবা স্যাৎ।
পুত্রেশ্বরেণাপি যুতে বিলগ্নে
শুভৈরদৃষ্টে চ ভবেদৃণী সঃ॥ ৩২॥

কোন শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট না হইয়া যদি লগ্নেশ্বর ত্রিক অর্থাৎ ষষ্ঠ অষ্টম কিম্বা দ্বাদশপতি কর্ত্তৃক যুক্ত বা দৃষ্ট হন কিম্বা অন্য কোন পাপ গ্রহ সহ যুক্ত হন, তাহা হইলে জাতক মহা নির্ধন হয়; এমন কি উক্ত প্রকার লগ্নেশ্বর পঞ্চমেশ সহ সংযুক্ত হইয়া লগ্নস্থ হইলেও মনুষ্য ঋণজালে আবদ্ধ হয়॥ ৩২॥

অস্তারি নীচ ত্রিক ভাবগে বা
লগ্নেশ্বরে মারকনাথ যুক্তে।
ভাগ্যাধিপে বাথ শুভৈরদৃষ্টে
ভবেদৃণীশো মনুজেশ্বরোঽপি॥ ৩৩॥

যদি কোন মারকেশ সহ যুক্ত হইযা লগ্নেশ্বর কিম্বা ভাগ্যেশ্বর অস্তগত নীচস্থ, ষষ্ঠ অষ্টম কিম্বা দ্বাদশস্থ হন এবং তাঁহাদিগের প্রতি কোন শুভগ্রহের দৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে জাতক রাজেশ্বর হইলেও অধমর্ণের প্রধান হইবে॥ ৩৩॥

চন্দ্রাক্রান্তো নবাংশেশো মারকেশ যুতো যদি।
মারকস্থানগো বাপি জাতোঽসৌ নির্ধনো নরঃ॥ ৩৪॥

চন্দ্র যে গ্রহের নবাংশে অবস্থিত, সেই গ্রহ মারক স্থান গত কিম্বা মারকেশ সহ যুক্ত হইলে জাতক নিধন হয়॥ ৩৪॥

শুভস্থান গতে পাপে পাপ স্থান গতে শুভে।
কদাচিন্নভতেচান্নং বস্ত্রার্থং চিন্তয়ান্বিতঃ॥ ৩৫॥

পাপ গ্রহগণ শুভস্থান গত এবং শুভ গ্রহগণ পাপ স্থান গত হইলে যদিও কদাচিৎ অন্ন-সংস্থান হয়; কিন্তু বস্ত্রের জন্য নিশ্চয়ই লালায়িত হইতে হইবে ॥ ৩১ ॥

দ্বাদশাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ

অথ ভাবফল বিচারাধ্যায় স্ত্রয়োদশঃ

অথ তনুভাব বিচারঃ।

অষ্টারি ব্যয়গো যস্য লগ্নস্বামী খলৈর্যুতঃ।
সুখং নিহন্তি তস্যাশু সর্ব্বভাবেষ্বয়ং বিধিঃ ॥ ১ ॥

লগ্নেশ্বর কোন পাপগ্রহের সহ সংযুক্ত হইয়া ষষ্ঠ, অষ্টম কিম্বা দ্বাদশ ভাবগত হইলে শীঘ্রই তাহার সুখ বিনষ্ট করিবে। সকল ভাবেই এইরূপ বিচার করিতে হয়। অর্থাৎ যখন যে ভাবের বিচার করিবে, তখন সেই ভাবকে লগ্ন মনে করিবে এবং সেই ভাবাধিপতি কোন পাপগ্রহসহ সংযুক্ত হইযা স্বকীয় ভাব হইতে দুঃস্থান গত হইলে সেই ভাবের বিনাশ কল্পনা করিবে ॥ ১ ॥

লগ্নপশ্চন্দ্ররাশীশো নীচস্তু রিপুরাশিগঃ।
বিনা স্বর্ক্ষং ত্রিকস্থ শ্চেদ্ বলহীনো গ্রহো ভবেৎ ॥ ২ ॥

লগ্নপতি এবং চন্দ্ররাশিপতি নীচস্থ হইলে, শত্রুরাশি গত হইলে কিম্বা ত্রিকস্থ অর্থাৎ ষষ্ঠ, অষ্টম কিম্বা দ্বাদশ ভাবগত হইলে, তাঁহাদিগকে দুর্ব্বল বলিয়া জানিবে। কিন্তু উক্ত ষষ্ঠাষ্টম দ্বাদশ গৃহ গ্রহদিগের স্বক্ষেত্র (উপলক্ষণে উচ্চস্থানও বুঝিতে হইবে) হইলে তথায় তাঁহারা দুর্ব্বল মধ্যে গণ্য নহেন। উক্ত নীচাদি স্থানে স্থিতি বশতঃ গ্রহগণ দুর্ব্বল হইলে তাঁহারা স্ব স্ব দেয় ফল সম্পূর্ণরূপে দিতে সক্ষম হন না ॥ ২ ॥

দুষ্টস্থান গতে যস্য চন্দ্র লগ্নেশ্বরে যদি।
কার্শ্যং গদভয়ং নিত্যং বিতনোতি রিপূদয়ং ॥ ৩ ॥

চন্দ্ররাশিপতি এবং লগ্নপতি দুষ্টস্থান গত হইলে শরীরের কৃশতা, নিত্য রোগভয় এবং শত্রু বৃদ্ধি করেন। নীচস্থান, শত্রুগৃহ এবং দুঃস্থানকেই এস্থলে দুষ্টস্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

নিজোচ্চে নিজভে বর্গে স্বকীয়ে লগ্নপে যদি।
দীর্ঘায়ুঃ সুখসংযুক্তো ধনী ভোগী প্রজায়তে ॥ ৪ ॥

যদি জন্মকালে লগ্নস্বামী (উপলক্ষণে চন্দ্ররাশিপতি) স্বকীয় উচ্চ রাশিতে স্বক্ষেত্রে কিম্বা স্ববর্গে (উপলক্ষণে মিত্রক্ষেত্রে বা মিত্রবর্গে) অবস্থান করেন, তাহা হইলে জাতক দীর্ঘায়ুঃ, সুখী, ধনবান্ এবং ভোগশীল হইবে। উপরোক্ত স্থান সকলেই গ্রহগণ বলবান্ হন। ভাবপতির বলানুসারেই সাধারণতঃ ভাবের শুভাশুভত্ব বুঝিয়া লইতে হয় ॥ ৪ ॥

অথ ধনভাব বিচারঃ।

ধনেশঃ শুক্র সংযুক্তোঽথবা শুক্রাৎ ত্রিকে ভবেৎ।
সম্বন্ধী লগ্ননাথেন নেত্রয়োঃ পীড়নং ভবেৎ ॥ ৫ ॥

ধনেশ্বর শুক্রসহ সংযুক্ত অথবা শুক্রাধিষ্ঠিত রাশি হইতে (ত্রিকস্থ) ষষ্ঠ, অষ্টম কিম্বা দ্বাদশ স্থান গত হইয়া লগ্ননাথের সহ কোনরূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলে জাতকের নেত্র পীড়া জন্মে। পারাশরী হোরাতেও এই যোগে "নৈত্রং বিধত্তে বিপরীত ভাবং" এই ফলাদেশ আছে ॥ ৫ ॥

চন্দ্রাদিত্যৌ ধনে স্যাতাং নিশান্ধো মনুজোভবেৎ।
অর্কলগ্নপ কোশেশাঃ সুখাধিপতিনাযুতাঃ ॥ ৬ ॥
মাত্রাদীনাং প্রকুর্ব্বন্তি মন্দতাং নেত্রয়োরপি।
উচ্চগো নিজগেহস্থো গ্রহো নৈবাত্র দোষকৃৎ ॥ ৭ ॥

চন্দ্র এবং আদিত্য একত্রে ধনস্থানে অবস্থান করিলে মনুষ্য নিশান্ধ (রাতকাণা) হয়। সূর্য্য, লগ্নপতি এবং কোশেশ্বর (২শ) একত্রে ধনস্থানগত হইলে চক্ষুর দৃষ্টিমন্দতা উৎপন্ন করে। ইহাদিগের সহ সুখ অর্থাৎ মাতৃভাবপতি সংযুক্ত হইলে মাতার, পিতৃভাবপতি (১০শ) সংযুক্ত হইলে পিতার ইত্যাদি ক্রমে যে ভাবপতি সংযুক্ত হইবে, তাহারই দৃষ্টিক্ষীণতা বা অন্ধতা অনুভব করিবে। উক্ত যোগকারক গ্রহগণ উচ্চস্থ, কিম্বা স্বক্ষেত্রস্থ হইলে সম্পূর্ণ দোষকারক হন না। উপলক্ষণে বুঝিতে হইবে যে, উক্ত গ্রহগণের বলহীনতাই দৃষ্টি-হীনতার হেতু ॥ ৬।৭ ॥

গুরুবাগ্ভবনাধীশৌ ত্রিকস্থান গতৌ যদা।
মূকতাং কুরুতোঽপ্যেবং পিতৃমাতৃ গৃহেশ্বরঃ ॥ ৮ ॥
তাভ্যাং যুত স্ত্রিকস্থানে তেষাং মূকত্বমাদিশেৎ।
বলাবল বিবেকেন জাতকজ্ঞো বিশেষতঃ ॥ ৯ ॥

দ্বিতীয় এবং পঞ্চম স্থানকে বাক্যস্থান কহে। এস্থলে বাগ্ভবন শব্দে ধনস্থান। বৃহস্পতি এবং ধনাধিপতি উভয়েই দুঃস্থান গত হইলে মনুষ্য মূকতা প্রাপ্ত (বোবা) হয়। পিতৃ গৃহাধিপতি (১০শ) অথবা মাতৃ গৃহাধিপতি উক্ত মূকতা কারক (ধনেশ ও গুরু) গ্রহসহ সংযুক্ত হইলে জাতকের পিতার বা মাতার মূকতা নির্দ্দেশ করিবে। উপলক্ষণে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, উক্ত দুঃস্থান গত গুরু ও ধনেশ্বরের সহ যে ভাবপতি সংযুক্ত থাকিবেন, তদ্‌ভাবোল্লিখিত ব্যক্তিই মূকতা প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু জাতক তত্ত্বজ্ঞগণ এস্থলে গ্রহের বলাবল বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিবেন। গ্রহ দুর্ব্বলত্বাদি দোষ দূষিত হইলেই জাতকাদির সম্পূর্ণ মূক হইবার সম্ভাবনা। গ্রহগণ সবল হইলে এবং শুভগ্রহের দৃষ্টি যোগ থাকিলে সম্পূর্ণ মূকত্ব ঘটিবে না ॥ ৮।৯ ॥

ধনাধিপো মান নবায় ভাবে বলী যদা তিষ্ঠতি জন্মকালে।
রম্যা বিহারালয় বাসিনী বা নিজোচ্চ মিত্রালয়গো জনানাং ॥ ১০ ॥

মনুষ্যের জন্মকালে ধনাধিপতি বলবান্ হইয়া কিম্বা উচ্চস্থ স্বক্ষেত্রস্থ বা মিত্র ক্ষেত্রেস্থ হইয়া লগ্ন হইতে নবম দশম কিম্বা একাদশ ভাবগত হইলে লক্ষ্মী সর্ব্বদা তাহার আলয়ে অবস্থান করেন ॥ ১০ ॥

অথ সহজভাব বিচারঃ।

সহজে সহজাধীশে ষড়াদি ত্রয়গেহপিবা।
সহজেহপি বিশেষেণ ভ্রাতুঃ সৌখ্যং ন জায়তে ॥ ১১ ॥

সহজ স্থানের অধিপতি সহজ ভাবস্থ কিম্বা ষডাদি দুঃস্থান গত হইলে মনুষ্যের ভ্রাতৃসুখ হয় না। মূলে "সহজেহপি বিশেষেণ" বলিয়া সহজ স্থানের দুইবার উল্লেখ আছে। ইহাতে স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে যে, ভ্রাতৃভাবপতির দুঃস্থানে অবস্থান অপেক্ষা তৃতীয় ভাবে অবস্থান বিশেষ অনিষ্টের হেতু। সাধারণ নিয়মানুসারে ভাবাধিপতি স্বকীয় ভাবে অবস্থান করিলেই সেই ভাবের পুষ্টিসাধন এবং তজ্জনিত সুখ প্রদান করেন সহোদর পিতৃ সম্পত্তির সমাধিকারী। সুতরাং ভ্রাতৃভাবের বৃদ্ধি হইলে ভ্রাতার সহিত যতই সে ভ্রাত্র থাকুক না কেন, পিতৃসম্পত্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে কখন না কখন মনোবিবাদ হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং সহজাধীশের সহজ ভাবে অবস্থিতি মনুষ্যের সুখাবহ নহে ॥১১॥

সহোত্থভাবেশকুজৌ সপাপৌ
　　পাপালয়ে বা ভবতো জনস্য।
উৎপাদ্য সদ্যো নিহতঃ
　　সহোত্থান ইতীরিতং জাতক তত্ত্ববিজ্ঞৈঃ ॥ ১২ ॥

তৃতীয়েশ্বর এবং মঙ্গল উভয়েই ভ্রাতৃকারক গ্রহ। জাতক-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন যে, ভ্রাতৃভাবপতি এবং মঙ্গল, কোন পাপ গ্রহের সহ সংযুক্ত

এবং পাপক্ষেত্র গত হইলে মনুষ্যের সহোদরাদি জন্মগ্রহণ করিবামাত্রই নিহত হয়। পাপালয় শব্দে এস্থলে পাপগ্রহের ক্ষেত্র নীচস্থানাদি যে সকল স্থানে গ্রহগণ দুর্ব্বল হন, সেই সকল স্থানই বুঝিতে হইবে॥ ১২॥

স্ত্রীখেটঃ সহজাধীশঃ শুক্রো বাথ নিশাকরঃ।
তত্রগো ভগিনীং দত্তে ভ্রাতরং পুরুষগ্রহঃ॥ ১৩॥

স্ত্রীগ্রহ তৃতীয় ভাবপতি, শুক্র কিম্বা চন্দ্রমা তৃতীয়ভাব গত হইলে ভগিনী জন্মে। পুংগ্রহ তৃতীয়েশ বা অন্য কোন পুংগ্রহ তৃতীয়স্থ হইলে ভ্রাতা জন্মিবে॥ ১৩॥

অথ বন্ধুভাব বিচারঃ।

সুখপতিঃ সুখগস্তনুনাথ যুগ্‌
জনয়তি প্রবরালয় মঙ্গিনাং।
ত্রিকগতো বিপরীত মিহাদিভিঃ
সুখ জনুঃপতিরেব তথা বুধৈঃ॥ ১৪॥

সুখেশ্বর অর্থাৎ চতুর্থ ভাবপতি লগ্নেশ্বরসহ সংযুক্ত হইয়া চতুর্থস্থ হইলে মনুষ্যের বৃহৎ বাস গৃহাদি নির্ম্মিত হয়। বুধগণ কহিয়াছেন যে, উক্ত লগ্নপতি ও সুখপতি দুঃস্থান গত হইলে বিপরীত ফল ঘটে অর্থাৎ পূর্ব্বতন বাস গৃহও বিনষ্ট হয়॥ ১৪॥

সুখাধীশে জীবে সুখ নিবহচিন্তা ভৃগুসুতে
বিভূষা যোষাঙ্গং প্রবর তুরগানামপি বুধে।
অগৌ মন্দে নীচোদ্ভবসুখমতেরেব দিনপে
পিতুশ্চন্দ্রে মাতুঃ ক্ষিতিনিকরচিন্তা ক্ষিতিসুতে॥ ১৫॥ •

সুখস্থান (চতুর্থ) হইতেই সুখের চিন্তা করিতে হয়। কোন্ গ্রহ সুখাধিপতি হইলে মনুষ্য কোন্ বিষয়ে সুখলাভ করিবে, তাহাই এস্থলে লিখিত হইতেছে। বৃহস্পতি হইতে নানাবিধ (মানসিক) সুখের চিন্তা করিবে। বুধ এবং শুক্র চতুর্থেশ হইলে ভূষণ, স্ত্রী কামক্রীড়া, এবং ঘোটকাদি সম্ভূত সুখের কল্পনা কবিবে। শনি এবং রাহু সুখাধিপতি হইলে জাতক নীচ জন হইতে সুখ প্রাপ্ত হইবে। চতুর্থেশ রবি হইলে মনুষ্য পিতৃসুখ, চন্দ্র হইলে মাতৃ সুখ এবং মঙ্গল হইলে ভূমিসম্বন্ধীয় সুখ লাভ করিবে ॥ ১৫ ॥

ত্রিকোণে বাহনাধীশে কেন্দ্রেচ বলসংযুতে।
নিজোচ্চাদি পদে নূনং বাহনং নূতনং ভবেৎ ॥ ১৬ ॥

বলবান চতুর্থ ভাবপতি (বাহনেশ) স্বীয় উচ্চাদি স্থান গত হইয়া অর্থাৎ উচ্চে, মূল ত্রিকোণে বা স্বক্ষেত্রে থাকিয়া লগ্ন হইতে কেন্দ্র বা কোণে অবস্থিত হইলে মনুষ্য নূতন বাহন প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৬ ॥

অথ পুত্রভাব বিচারঃ।

লগ্নাধীশে কুজ ক্ষেত্রে পুত্রভাবপতাবরৌ।
ম্রিয়তে প্রথমাপত্যং ততোঽপি ন সুতোদ্গমঃ ॥ ১৭ ॥

লগ্নেশ্বর মঙ্গলের ক্ষেত্র মেষ বা বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থিত হইলে এবং পুত্রভাবপতি শত্রুভাবগত হইলে মনুষ্যের প্রথম পুত্র বিনষ্ট হয়। আর সন্তান হয় না ॥ ১৭ ॥

ষড়াদিত্রয়গে নীচে পুত্রেশে পাপসংযুতে।
কাকবন্ধ্যা পতি স্তত্র কেতু চন্দ্রসুতৌ যদা ॥ ১৮ ॥

পুত্রভাবপতি কোন পাপ গ্রহের সহ সংযুক্ত হইয়া ষষ্ঠ, অষ্টম কিম্বা দ্বাদশস্থ অথবা নীচস্থ হইলে এবং কেতু ও বুধ একত্রে পঞ্চমস্থ হইলে মনুষ্য কাকবন্ধ্যাপতি হয় অর্থাৎ তাহার স্ত্রী একটিমাত্র সন্তান প্রসব করে॥ ১৮॥

তদীশো নীচগো যত্র পুত্র ভাবং ন পশ্যতি।
তত্রৈব বুধ মন্দৌ বা কাকবন্ধ্যা পতির্ভবেৎ॥ ১৯॥

যাহার জন্মকুণ্ডলীতে পঞ্চমেশ নীচ রাশিগত এবং পঞ্চম ভাবের প্রতিও দৃষ্টিশূন্য তাহার পত্নীও (কাকবন্ধ্যা) একটি বই সন্তান প্রসব করিবে না। পঞ্চমভাবে বুধ এবং শনি একত্রে অবস্থান করিলেও উক্ত ফল জানিবে॥ ১৯॥

ধর্ম্মাধীশোঽঙ্গগো নীচো সুতেশো যদি জন্মনি।
কেতুজ্ঞৌ পঞ্চমে স্যাতাং পুত্রং কষ্টাদ্ বিনির্দ্দিশেৎ॥ ২০॥

নবমেশ্বর লগ্নস্থ, পঞ্চমেশ নীচস্থ এবং কেতু ও বুধ পঞ্চমস্থ হইলে অতি কষ্টে (বিলম্বে) পুত্রোৎপত্তি হইবে॥ ২০॥

পঞ্চমাধিপতিঃ কেন্দ্রে ত্রিকোণে বা শুভৈর্যুতঃ।
তদা পুত্র সুখং সদ্যো বিলোমেন বিলম্বতঃ॥ ২১॥

পঞ্চমাধিপতি শুভগ্রহ যুক্ত হইয়া (অথবা শুভগ্রহ দৃষ্ট হইয়া) কেন্দ্রস্থ বা ত্রিকোণস্থ হইলে জাতক শীঘ্রই পুত্রমুখ সন্দর্শন করে। ইহার বিলোমে অর্থাৎ শুভগ্রহের দৃষ্টি যোগ বিবর্জ্জিত পঞ্চমেশ, কেন্দ্র ও ত্রিকোণ ব্যতীত অন্য রাশিতে অবস্থান করিলে অধিক বয়সে মনুষ্যের সন্তান হইযা থাকে॥ ২১॥

সন্তান ভবনাধীশো জন্মলগ্নাধিপস্তথা।
নর রাশৌ তদা পুত্রঃ স্ত্রী রাশৌ কন্যকা তথা॥ ২২॥

পুত্র ভাবাধিপতি এবং জন্ম লগ্নাধিপতি উভয়েই পুংরাশি গত হইলে পুত্র এবং স্ত্রীরাশি গত হইলে কন্যা জন্মে। উভয়ের মধ্যে একটী পুংরাশি ও অপরটী স্ত্রীরাশি গত হইলে বলশালী গ্রহ হইতে বিচার করিতে হইবে॥ ২২॥

অথ শত্রুভাব বিচারঃ।

রোগেশো লগ্নগো যস্য নিধনস্থোঽপি জন্মনি।
ব্রণোদয়স্তু সর্ব্বাঙ্গে সপাপো ন ব্রণং দিশেৎ॥ ২৩॥

যাহার জন্ম কুণ্ডলীতে রোগেশ অর্থাৎ ষষ্ঠস্থানাধিপতি, লগ্নে কিম্বা নিধন স্থানে অবস্থান করেন, তাহার সর্ব্বাঙ্গে ব্রণোদয় হয়। উক্ত ষষ্ঠেশ, কোন পাপগ্রহসহ সংযুক্ত হইয়া লগ্নস্থ বা নিধনস্থ হইলে, ব্রণোৎপত্তি যোগ ভঙ্গ হয়। কেহ কেহ বলেন, এই যোগে শরীরে ব্রণ বা তিল মশকাদির চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে॥ ২৩॥

এবং তাতাদি ভাবেশা স্তৎতৎকারক সংযুতাঃ।
ব্রণাধিপযুতাশ্চাপি ষড়াদিত্রয়ভাবগাঃ॥ ২৪॥
তেষামপি ব্রণং বাচ্যং জাতকজ্ঞৈঃ সুকোবিদৈঃ।
কারকস্য দশা কালে ব্রণমাগন্তুকং দিশেৎ॥ ২৫॥

জাতক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ বলিয়া গিয়াছেন যে- এইরূপ পিতৃ ভাবাদির অধিপতি, সেই সেই কারক গ্রহ এবং ব্রণাধিপ (৬শ) সহ সংযুক্ত হইয়া ষষ্ঠ, অষ্টম কিম্বা দ্বাদশ ভাবগত হইলে, কারকগ্রহের দশাকালে সেই সেই ভাবোক্ত ব্যক্তিগণের শরীরে আগন্তুক ব্রণের উৎপত্তি হইবে। অর্থাৎ পিতৃভাবপতি ও পিতৃকারক গ্রহদ্বয়, ষষ্ঠেশ সহ সংযুক্ত হইয়া দুঃস্থানগত হইলে, পিতৃকারক গ্রহের দশাকালে জাতকের পিতৃদেহে ব্রণোৎপত্তি হইবে। তদ্রূপ ভ্রাতৃভাব, ভ্রাতৃকারক ও ষষ্ঠেশ এই তিনগ্রহ দুঃস্থান গত হইলে, ভ্রাতৃকারক গ্রহের দশা কালে ভ্রাতার শরীরে ব্রণ জন্মিবে। এইরূপ সর্ব্বত্র॥ ২৫॥

শিরোদেশে ভানুর্মুখপরিসরে শীতগুরলং
ধরাসূনুঃ কণ্ঠে জনয়তি বুধো নাভিনিকটে।
গুরুর্নাসামধ্যে পদনয়নয়োরেব ভৃগুজঃ
শনী রাহুঃ কেতু র্ব্রণ মুদর ভাগে জনিমতাং॥২৬॥

ষষ্ঠাধিপতিই মনুষ্যের শরীরে ব্রণাদির উৎপাদক। এক্ষণে কোন্ গ্রহ হইতে শরীরের কোন্ স্থানে ব্রণের উৎপত্তি হয়, তাহাই লিখিত হইতেছে। রবি হইতে শিরোদেশে, চন্দ্র হইতে মুখমণ্ডলে, মঙ্গল হইতে কণ্ঠে, বুধ হইতে নাভির নিকটে, বৃহস্পতি হইতে নাসিকামধ্যে, শুক্র হইতে পদ ও চক্ষুতে এবং শনি রাহু ও কেতু এই তিন গ্রহ হইতে উদর দেশে ব্রণের উৎপত্তি হয়॥ ২৬॥

লগ্নেশো যদি ভৌমভে বুধযুতো রোগং মুখে জন্মিনাং
রোগাঙ্গাধিপতী যদা কুজবুধৌ চন্দ্রেণ বা রাহুণা।
মন্দেনাপি যুতৌ প্রযচ্ছত ইতি প্রায়োঽঙ্গগো রাত্রিপো
যুক্তং বা তমসা সিতং চ শনিনা কুষ্ঠং তদা শ্যামলং॥ ২৭॥

লগ্নেশ্বর, বুধের সহ সংযুক্ত হইয়া মঙ্গলের ক্ষেত্রস্থ হইলে মনুষ্যের মুখে রোগ জন্মিয়া থাকে। মঙ্গল এবং বুধ এই গ্রহদ্বয় (মেষ কিম্বা মিথুন লগ্নে) লগ্নেশ্বর এবং ষষ্ঠেশ্বর হইয়া চন্দ্র, রাহু অথবা শনি সহ সংযুক্ত হইলে কুষ্ঠরোগের উৎপত্তি হয়। "লগ্নাধিপৌ কুজবুধৌ চন্দ্রেন যদি সংস্থিতৌ। রাহুর্বাশনিনা সার্দ্ধং কুষ্ঠং তত্র বিনির্দ্দিশেৎ॥" ইতি বৃহৎ পারাশরী। লগ্নস্থ চন্দ্র রাহু সহ সংযুক্ত হইলে শ্বেত কুষ্ঠ এবং শনি সহ যুক্ত হইলে শ্যাম কুষ্ঠের উৎপত্তি হয়। (শেষোক্ত যোগে লগ্নেশ লগ্নে থাকিলে কুষ্ঠ রোগ হয় না। যথা—"লগ্নাধিপঃ বিনা লগ্নে স্থিতশ্চেৎ তমসা শশী। শ্বেত কুষ্ঠং তদা কৃষ্ণ কুষ্ঠং চ শনিনা সহ") ইতি বৃহৎ পারাশরী॥ ২৭॥

অথ জায়াভাব বিচারঃ।

বিনা স্বক্ষং কলত্রেশ স্ত্রিক স্থান গতো যদি।
রোগিণীং তরুণীং দত্তে তথা তুঙ্গ পদং বিনা॥ ২৮॥

স্বক্ষেত্র গত, তুঙ্গ স্থানগত কিম্বা তুঙ্গ নবাংশগত না হইয়া সপ্তম ভাবাধিপতি, জন্ম লগ্ন হইতে ষষ্ঠ, অষ্টম কিংবা দ্বাদশ স্থানগত হইলে মনুষ্যের স্ত্রী

রোগিণী হয়। সপ্তমেশ দুঃস্থানগত হইয়া স্বক্ষেত্রাদি গত হইলে স্ত্রী রোগিণী হয় না। (স্ত্রী কুণ্ডলীতে স্বামীর রোগ নির্দ্দেশ করিবে) ॥ ২৮ ॥

জায়াস্থান গতে শুক্রে কামী ভবতি মানবঃ।
পাপভে পাপসংযুক্তে কবৌ নারীসুখোজ্‌ঝিতঃ ॥ ২৯ ॥

শুক্র সপ্তম স্থান গত হইলে মনুষ্য অত্যন্ত কামাতুর হয়, শুক্র কোন পাপ গ্রহ সহ সংযুক্ত হইয়া পাপ ক্ষেত্র গত হইলে, পুরুষ স্ত্রী সুখে বঞ্চিত হয় ॥ ২৯ ॥

চতুর্থে মহিলাধীশে লগ্নে লগ্নাধিপে যদা।
কলত্রে বা কুটুম্বে বা ব্যভিচারী নরোভবেৎ ॥ ৩০ ॥

পত্নীভাবাধিপতি চতুর্থস্থ এবং লগ্ননাথ, তনু, ধন কিংবা পত্নীভাবগত হইলে মনুষ্য ব্যভিচারী হয় ॥ ৩০ ॥

যাবন্তো নিধনে খেটা নিজ স্বামী সমীক্ষিতাঃ।
তাবন্তোঽপি বিবাহাঃ স্যুঃ প্রাণিনাং কথিতা বুধৈঃ ॥ ৩১ ॥

বুধগণ বলিয়া থাকেন যে, অষ্টমেশ দৃষ্ট অষ্টম স্থানে যতগুলি গ্রহ অবস্থান করিবে, মনুষ্যের ততগুলি বিবাহ হইবে। সপ্তমভাব হইতেও উক্তরূপ বিচার করা যায় ॥ ৩১ ॥

জায়াধীশে নিজ ক্ষেত্রে নিজোচ্চে কোণ কণ্টকে।
শুভগ্রহৈর্যুতে দৃষ্টে বিবাহঃ সত্বরং ভবেৎ ॥ ৩২ ॥

কোন শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইয়া সপ্তম ভাবপতি স্বক্ষেত্রে, নিজ উচ্চ-রাশিতে, লগ্ন হইতে কেন্দ্রে কিম্বা কোণে অবস্থিত থাকিলে শীঘ্রই বিবাহ হইবে ॥ ৩২ ॥

ষষ্ঠেচ ভবনে ভৌমঃ সপ্তমে সিংহিকা সুতঃ।
অষ্টমে চ যদা সৌরী তস্য ভার্য্যা ন জীবতি ॥ ৩৩ ॥

জন্ম লগ্নের ষষ্ঠঃস্থানে মঙ্গল, সপ্তম স্থানে রাহু এবং অষ্টমে শনি থাকিলে ভার্য্যা কথনই জীবিত থাকে না॥ ৩৩॥

অথ নিধনভাব বিচারঃ।

অষ্টমাধিপতিঃ পাপৈ র্যুতো লগ্নেশ্বরোঽপিচেৎ।
করোত্যল্লায়ুষং জাতং শুভেক্ষণ বিবর্জ্জিতঃ॥ ৩৪॥

লগ্নেশ্বর এবং অষ্টমেশ্বর উভয়েই শুভগ্রহের দৃষ্টি বিবর্জ্জিত এবং পাপ সংযুক্ত হইলে জাতক অল্লায়ু হয়॥ ৩ ॥

তমঃ শনিভ্যাং নিধনাধিনাথঃ
পাপৈর্যুতো হীনবলোঽস্তগো বা।
অল্লায়ুষং জাতকমেব সদ্যঃ
করোতি নৈবোচ্চ নিজর্ক্ষগশ্চেৎ॥ ৩৫॥

অষ্টমভাবাধিপতি, রাহু এবং শনি সহ কিংবা তিন পাপগ্রহ সহ যুক্ত হইলে, হীনবল কিংবা অস্তগত হইলে জাতক অল্লায়ুর্বিশিষ্ট হয়। অষ্টমেশ স্বক্ষেত্রে কিংবা উচ্চ গৃহে থাকিয়া, উক্ত পাপ যোগাদি দোষ বিশিষ্ট হইলে, জাতক অল্লায়ুঃ হয় না॥ ৩৫॥

অষ্টমস্থে রবৌ বহ্নেঃ চন্দ্রে তু জলযোগতঃ।
করবালাৎ কুজে জ্ঞেয়ং মরণং জ্বরতো বুধে॥ ৩৬॥
গুরৌ ত্রিদোষতঃ শুক্রে ক্ষুধয়া তৃষয়া শনৌ।
চরস্থির দ্বিস্বভাবৈঃ পরদেশে গৃহে পথি॥ ৩৭॥

নিধন স্থানে রবি থাকিলে অগ্নি, চন্দ্র থাকিলে জল, মঙ্গল থাকিলে অস্ত্র, বুধ থাকিলে জ্বরাদি, বৃহস্পতি থাকিলে ত্রিদোষোৎপন্ন রোগ, শুক্র থাকিলে

ক্ষুধা (অরুচি) এবং শনি থাকিলে তৃষ্ণা মনুষ্যের মৃত্যুর প্রধান হেতু হইয়া থাকে। (অষ্টমাধিপতি হইতেও উক্ত রূপ বিচার করিতে হয়) উক্ত নিধন স্থান চর রাশি হইলে বিদেশে, স্থির রাশি হইলে গৃহে এবং দ্বিস্বভাব রাশি হইলে পথিমধ্যে মৃত্যু হয় ॥ ৩৬।৩৭ ॥

কেন্দ্রে কোণেঽষ্টমাধীশে তুঙ্গাদি পদগে তদা।
দীর্ঘায়ু রুদিতং পূর্ব্বৈর্ব্যত্যয়ে হীনমঙ্গিনাং ॥ ৩৮ ॥

অষ্টমেশ কেন্দ্রে কোণে, তুঙ্গস্থানে বা স্বক্ষেত্রাদিতে স্থিত হইলে জাতক দীর্ঘায়ুঃ হয়। তাহার বিপরীত হইলে অর্থাৎ কেন্দ্র কোণ ব্যতীত অন্য রাশিগত হইলে, নীচ রাশিতে বা শত্রু গৃহে থাকিলে কিম্বা অস্তগত হইলে মনুষ্য অল্পায়ুঃ হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

অথ ধর্ম্মভাব বিচারঃ।

লগ্নাদিন্দোর্নবমভবনং ভাগ্যমার্য্যৈঃ প্রদিষ্টং
ভাগ্যং তস্মাৎ প্রথম মস্তুতঃ সংবিচিন্ত্যং প্রযত্নাৎ।
যুক্তং দৃষ্টং জননসময়ে স্বামিনা সৌম্য খেটৈঃ
র্জন্তোর্ভাগ্যং প্রসরতি বিধোরেব শৌক্লীকলেব ॥ ৩৯ ॥

লগ্ন হইতে নবম স্থান এবং চন্দ্র হইতে নবম স্থান, এই স্থানদ্বয়কে আর্য্যগণ ভাগ্যস্থান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। উক্ত উভয় স্থান হইতে যত্নপূর্ব্বক মনুষ্যের ভাগ্য বিচার করিতে হয়। জন্ম সময়ে উক্ত স্থানদ্বয় স্বামীগ্রহ এবং শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় মনুষ্যের সৌভাগ্য দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে ॥ ৩৯ ॥

সহোত্থ পুত্রাঙ্গগতো গ্রহশ্চেদ্
ভাগ্যং প্রপশ্যদ্ যদি বা সবীর্য্যঃ।
হিরণ্যমালী খলু ভাগ্যশালী
প্রসূতিকালে যদি যস্য জন্তোঃ ॥ ৪০ ॥

জন্মকালে লগ্ন, তৃতীয় কিম্বা পঞ্চম ভাবগত কোন বলশালী গ্রহ ভাগ্যস্থানকে নিরীক্ষণ করিলে জাতক সুবর্ণ হার ধারণ করে এবং ভাগ্যবান্ হয়। এই শ্লোকে দৃষ্টির কথার উল্লেখ থাকায় গ্রহগণের পূর্ণদৃষ্টি বলিয়াই অনুমান হয় ॥ ৪০ ॥

নিজোচ্চভে পুণ্যগৃহে ন ভোগো
বলির্যদা তিষ্ঠতি জন্মকালে।
স পুণ্যশালী নব রত্নমালী
ধরাধিপো রাজকুল প্রসূতঃ ॥ ৪১ ॥

জন্মকালে কোন বলশালী উচ্চরাশিস্থ গ্রহ নবমস্থানগত হইলে, জাতক পুণ্যবান হইবে এবং নব রত্নের মালা ধারণ করিবে। জাতক রাজকুলপ্রসূত হইলে রাজত্ব লাভ করিবে ॥ ৪১ ॥

জীবজ্ঞ শুক্রা নবমে বলিষ্ঠাঃ
সুতেশ দৃষ্টা যদি জন্মকালে।
সপুণ্য কর্ত্তা নৃপতেরমাত্যো
নৃপাল জাতো নরপালবর্য্যঃ ॥ ৪২ ॥

বুধ বৃহস্পতি এবং শুক্র এই গ্রহত্রয় বলশালী এবং পঞ্চমাধিপতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া নবম ভাবগত হইলে জাতক পুণ্যকর্ত্তা এবং নৃপতির অমাত্য হইবে। জাতক রাজবংশ জাত হইলে রাজাগ্রগণ্য হইবে ॥ ৪২ ॥

ভাগ্য ভাবাধিপো নীচে রবি লুপ্ত করে সতি।
অরি গেহং গতো বাপি ভাগ্যহীনো নরোভবেৎ ॥ ৪৩ ॥

নবমেশ্বর, নীচস্থ, অস্তগত কিম্বা শত্রু গৃহ গত হইলে মনুষ্য ভাগ্যহীন হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

লগ্নেশে নীচ রাশিস্থে চন্দ্রে নীচ সমন্বিতে।
ভাগ্যস্থান গতে মন্দে ভিক্ষাশী চ নরোভবেৎ ॥ ৪৪ ॥

লগ্নেশ্বর এবং চন্দ্র উভযেই নীচ রাশিগত এবং শনি ভাগ্যস্থানগত হইলে মনুষ্য ভিক্ষান্নে জীবিকা নির্ব্বাহ করে ॥ ৪৪ ॥

অথ কর্ম্মভাববিচারঃ।

কর্ম্মভাবাধিপো নীচে ষড়াদিত্রয়গোঽপিচেৎ।
করোতি কর্ম্মবৈকল্যং স্বোচ্চ স্বক্ষ পদং বিনা ॥ ৪৫ ॥

কর্ম্মভাবাধিপতি নীচস্থ কিম্বা জন্মলগ্ন হইতে ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশ ভাবগত হইলে মনুষ্যের কার্য্যহানি করিয়া থাকেন। উক্ত ষষ্ঠাদি স্থানত্রয় কর্ম্মাধিপের উচ্চস্থান বা স্বক্ষেত্র হইলে কর্ম্মবৈকল্য ঘটে না ॥ ৪৫ ॥

কর্ম্মাধিপে কেন্দ্র নবাত্মজক্ষে
বুধেজ্যদৃষ্টে সবলে নরাণাং।
তুরঙ্গ মাতঙ্গ নবাম্বরানি
ভবন্তি নানা ধন সংবৃতানি ॥ ৪৬ ॥

বুধ বা বৃহস্পতি দৃষ্ট বলবান্ কর্ম্মাধিপতি, জন্ম লগ্ন হইতে কেন্দ্র বা কোণ গত হইলে মনুষ্যকে অশ্ব, হস্তী, নূতন বস্ত্র, এবং নানাবিধ ধন সমন্বিত করেন ॥ ৪৬ ॥

কর্ম্মপঃ কেন্দ্রকোণস্থো জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞকৃৎ ।
কূপায়তন কর্ত্তা চ দেবতাতিথিপূজকঃ ॥ ৪৭ ॥

কর্ম্মনাথ কেন্দ্রস্থ বা কোণস্থ হইলে জাতক জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ করিবে। কূপ, ধর্ম্মশালা, মঠ মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিবে এবং দেবতা ও অতিথির পূজা করিবে ॥ ৪৭ ॥

লগ্নাদিন্দো র্দশম ভবনে জন্মকালে নরাণা
মাদিত্যাদ্যৈঃ ক্রমত উদিতা জীবিকা খেচরেন্দ্রৈঃ ।
তাতান্মাতু র্নিজরিপুকুলান্মিত্র পক্ষাৎ সহোত্থাৎ
পত্ন্যাঃ পুত্রাদপি বুধবরৈ র্জাতকজ্ঞৈ র্বিশেষাৎ ॥ ৪৮ ॥

জাতকশাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন যে, জন্মকালে লগ্ন ও চন্দ্র এই উভয়ের মধ্যে যে বলবান, তাহা হইতে দশম স্থানে যে গ্রহ অবস্থান করিবে, সেই গ্রহানুসারে পিত্রাদি (বা পিত্রাদি সম্বন্ধীয় কর্ম্ম) হইতে মনুষ্যের জীবনোপায় নির্ণয় করিতে হইবে। দশমে কোন গ্রহ না থাকিলে দশমেশ হইতে জীবিকা নির্দ্ধারণ করিবে। মহর্ষি পরাশরও বলিয়াছেন, "অর্থাপ্তিং কথয়েৎ বিলগ্ন শশিনঃ প্রাবল্যতঃ খেচরৈঃ র্মানস্থৈঃ"। দশমে রবি থাকিলে পিতা বা পিতৃ সম্বন্ধীয় কোন কার্য্য হইতে জাতকের জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে। সেইরূপ চন্দ্র থাকিলে মাতা, মঙ্গল থাকিলে শত্রুকুল বুধ থাকিলে মিত্রকুল, বৃহস্পতি থাকিলে ভ্রাতৃপক্ষ, শুক্র থাকিলে পত্নী, এবং শনি থাকিলে পুত্র হইতে বা তত্তৎ ব্যক্তি সম্বন্ধীয় কোন কর্ম্ম হইতে জীবনোপায় হইবে ॥ ৪৮ ॥

রবি শীতকরাঙ্গ কর্ম্মগানাং
পতিবৃত্ত্যাভিহিতা নরস্য বৃত্তিঃ।
কনকোর্ণ তৃণৌষধৈ র্দিনেশে
কৃষিদারাম্বু সমাশ্রয়াচ্চ চন্দ্রে ॥ ৪৯ ॥

অথ সাহস বহ্নি ধাতু শস্ত্রৈঃ
ক্ষিতিজে কাব্যকলা কলাপতো জ্ঞে।
লবণ দ্বিজ, কাঞ্চনেভ দেবৈ র্মণিগো
রৌপ্য চয়ৈঃ ক্রমাচ্চ গুর্ব্বোঃ ॥ ৫০ ॥
রবিজে শ্রমভার নীচতঃ
স্যাদিহকর্ম্মেশ নবাংশ নাথ বৃত্তিঃ।
হিতবৈরি নিজর্ক্ষ তুঙ্গসংস্থৈ
র্হিতবৈরি স্ববশাৎ ধনাপ্তি রুচ্চৈঃ ॥ ৫১ ॥

এক্ষণে অন্য প্রকারে মনুষ্যের জীবিকা নির্দ্ধারিত হইতেছে। সূর্য্য, শীতকর (চন্দ্র) এবং লগ্ন এই তিনের মধ্যে যে বলবান্, তাহার দশম স্থানের অধিপতি হইতে মনুষ্যের জীবিকা নির্ণয় করিবে। উক্ত দশম পতি যে গ্রহের নবাংশে অবস্থিত, সেই গ্রহ হইতেই জীবিকার নিশ্চয়তা হয়। যথা—"দিননাথ লগ্ন শশিনাং মধ্যে বলীয়স্তস্ততঃ কর্ম্মেশস্থ নবাংশ রাশিপ-বশাৎ বৃত্তিং জগু স্তদ্‌বিদঃ" ইতি পরাশরঃ। অর্থাৎ রবি লগ্ন এবং চন্দ্র ইহাদের মধ্যে যে বলবান্, তাহার দশমেশ্বরের নবাংশপতি হইতে জাতকজ্ঞগণ বৃত্তি নির্ণয় করিবেন। উপরোক্ত ৫১ সংখ্যক শ্লোকেও "কর্ম্মেশ নবাংশ নাথ বৃত্তিঃ" লিখিত আছে। এক্ষণে কোন্ গ্রহ হইতে কি কি উপায়ে জীবিকা হইবে, তাহা লিখিত হইতেছে। যথা—

রবি হইতে কনক, ঊর্ণা, তৃণ, ঔষধি, মুক্তা, মণি, প্রভৃতি।

চন্দ্র হইতে কৃষিকার্য্য, অঙ্গনাসংস্পৃষ্ট কার্য্য, জলজ দ্রব্যের এবং বসনাদির ক্রয় বিক্রয় প্রভৃতি।

মঙ্গল হইতে যুদ্ধ প্রভৃতি সাহসিক কর্ম্ম, অগ্নি ও ধাতু সম্বন্ধীয় কর্ম্ম, শস্ত্রাদি নির্ম্মাণ ও তদ্ব্যবসা, বিবাদ, চৌর্য্য প্রভৃতি।

বুধ হইতে কাব্য, শিল্প, গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসা প্রভৃতি।

বৃহস্পতি হইতে যজনাদি ব্রা ণ বৃত্তি, লবণ, কাঞ্চন, মাণিক্য গো, গজ অশ্বাদির ক্রয় বিক্রয় প্রভৃতি।

শুক্র হইতে মণি, গব্যদ্রব্য, রৌপ্য, গুড়, স্ত্রী-প্রলোভন প্রভৃতি।

শনি হইতে শ্রম, ভারবহন, কাষ্ঠাদি, হিংসাবৃত্তি, কুকার্য্য প্রভৃতি।

উক্ত জীবিকাদাতা গ্রহ তুঙ্গী হইলে অকস্মাৎ কোন বড়লোক হইতে, স্বক্ষেত্রস্থ হইলে স্বীয় পরাক্রমে, মিত্র ক্ষেত্রস্থ হইলে মিত্রপক্ষ হইতে এবং শত্রু ক্ষেত্রস্থ হইলে শত্রুপক্ষ হইতে, ধন প্রাপ্তি বুঝিতে হইবে॥ ৫১ ॥

অথায় ভাব বিচারঃ।

লাভেশো যদি কেন্দ্রস্থো লাভাধিক্যং প্রজায়তে।
ষড়াদি ত্রয়গে নীচে লাভবাধা নৃণাং সদা॥ ৫২ ॥

লাভাধিপতি কেন্দ্রস্থ হইলেই লাভের আধিক্য হইয়া থাকে। লাভাধিপতি দুঃস্থানগত কিম্বা নীচস্থ হইলে মনুষ্যের লাভ বিষয়ে বিশেষ ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। একাদশাধিপতি ত্রিকোণস্থ কিম্বা উচ্চস্থ হইলেও লাভাধিক্য ঘটে, ইহা উপলক্ষণে বুঝিতে হইবে॥ ৫২ ॥

লাভেশ্বরে ধনস্থে চ ধনেশে কণ্টকং গতে।
শুভগ্রহেণ সংদৃষ্টে গুরুলাভং বিনির্দ্দিশেৎ॥ ৫৩ ॥

লাভাধিপতি ধনস্থানে এবং ধনেশ্বর লগ্নাদি কোন কেন্দ্রগত হইলে মনুষ্য লাভবান্ হইবে। বিশেষতঃ, উক্ত যোগে আয়ভাব, লাভেশ্বর কিম্বা ধনাধিপতির প্রতি কোন শুভগ্রহের দৃষ্টি বা যোগ থাকিলে বিশিষ্টরূপ লাভ হইবে॥ ৫৩ ॥

ধনেশে লাভভাবস্থে লাভেশে ধন রাশিগে।
বিবাহাত্ পরতশ্চৈব ভাগ্যবান্ জায়তে নরঃ॥ ৫৪ ॥

ধনেশ্বর লাভস্থানে এবং লাভেশ্বর ধনস্থানে থাকিলে, বিবাহের পর জাতক মহা ভাগ্যবান্ হইবে॥ ৫৪ ॥

আদিত্যেন যুতেক্ষিতে নৃপকুলাল্লাভালয়ে চৌরতো
'লাভোনিত্যমথেন্দুনা গজ জল প্রোদ্ভূত বামাজনৈঃ।
ভূপুত্রেণ বিচিত্র যানমণিভূঃ স্বর্ণ প্রবালাদিভি
র্জন্তো শ্চন্দ্রসুতেন শিল্প লিখন ব্যাপার যোগৈরলং ॥ ৫৫ ॥
জীবেনাপি নরেশ যজ্ঞ গজ ভূ জ্ঞান ক্রিয়াভিঃ সিতে
নালং বারবধূগমাগম গুণব্যাখ্যান মুক্তাফলৈঃ।
মন্দেনাপি গজব্রজব্যসন ভূ নীলেন্দ্র লোহব্রজৈ
রিখং তত্র বহু গ্রহৈরভিহিতো নানার্থ লাভো বুধৈঃ ॥ ৫৬ ॥

এক্ষণে কোন্ গ্রহ হইতে কি উপায়ে জাতকের অর্থাদি লাভ হইবে, তাহারই বিবরণ কহা যাইতেছে। লাভস্থান এবং লাভাধিপতির উপর যে যে, গ্রহের দৃষ্টি বা যোগ থাকে, সেই সেই গ্রহ হইতে লাভোপায় চিন্তা করা যায়। সূর্য্যের দৃষ্টি বা যোগ থাকিলে (অর্থাৎ লাভস্থান বা লাভেশ্বর সূর্য্যযুক্ত বা সূর্য্যদৃষ্ট হইলে) প্রতিদিন রাজা বা চৌর হইতে লাভ হয়। চন্দ্রের দৃষ্টি বা যোগ থাকিলে হস্তী, জলসম্বন্ধীয় ব্যবসা কিম্বা স্ত্রীগণ হইতে লাভ হয়। মঙ্গলের দৃষ্টি বা যোগ থাকিলে যান, বাহন, রত্ন, ভূমি, স্বর্ণ, প্রবাল প্রভৃতি হইতে লাভ হয়। বুধের দৃষ্টি বা যোগ থাকিলে, নানাবিধ শিল্প কার্য্য কিম্বা লিখন ব্যাপারাদি হইতে লাভ হয়। বৃহস্পতির দৃষ্টি বা যোগ থাকিলে, নৃপতির কার্য্য, যজ্ঞাদি কার্য্য,হস্তী, ভূমি, কিম্বা জ্ঞান ক্রিয়ায় (শিক্ষা বা ব্যবস্থা দান) মনুষ্য লাভবান্ হয়। শুক্রের দৃষ্টি বা যোগ থাকিলে, বারবনিতাগমাগম (ব্যভিচার সম্বন্ধীয় নানাবিধ কার্য্য) গুণ ব্যাখ্যান (স্তবাদি পাঠ, বড়লোকের খোষামুদী, মোশাহেবী প্রভৃতি) মুক্তার ব্যবসা প্রভৃতি হইতে মনুষ্যের লাভ হয়। এবং শনির দৃষ্টি বা যোগ থাকিলে হস্তীর কার্য্য, গোষ্ঠ (ব্রজ, গোচারণাদি) দ্যূতক্রিয়াদি, (ব্যসন) ভূমি, নীলা, লোহ প্রভৃতি হইতে মনুষ্য লাভবান্ হয়। যদি লাভস্থান ও লাভেশ্বরের প্রতি বহু গ্রহের

দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে তত্তৎ গ্রহ সম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন বিষয় হইতে চিন্তা করিয়া মনুষ্যের লাভস্থান নির্দ্দেশ করিতে হইবে ॥ ৫৫ । ৫৬ ॥

অথ ব্যয়ভাব বিচারঃ।

শুভগ্রহাঃ প্রযচ্ছন্তি ব্যয়স্থা বিপুলং ধনং।

বিপরীতং খলা জন্তো র্জন্মকালে বিশেষতঃ ॥ ৫৭ ॥

জন্মকালে ব্যয়স্থানে শুভগ্রহের যোগ বা দৃষ্টি থাকিলে জাতক বিপুল ধন প্রাপ্ত হয়। উক্ত স্থানে পাপগ্রহের দৃষ্টি বা যোগে উহার বিপরীত ফল ঘটে অর্থাৎ মনুষ্য কিছুই সংগ্রহ করিতে পারে না ॥ ৫৭ ॥

ক্ষীণেন্দু রন্ত্যগো যস্য রবিণা সহিতো যদি।

তস্য বিত্তং হরেদ্রাজা কুজেনাপি যুতেক্ষিতঃ ॥ ৫৮ ॥

যাহার জন্মকুণ্ডলীতে ক্ষীণ চন্দ্র, রবি সহ সংযুক্ত হইয়া ব্যয়স্থানে অবস্থান করেন, রাজা তাহার ধন অপহরণ করেন। উক্ত দ্বাদশস্থ ক্ষীণচন্দ্র, মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইলেও উক্ত ফল ঘটিয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥

পিতৃস্থানেশ্বরেণাপি দৃষ্টে যুতে ব্যয়াধিপে।

তৎকারক গ্রহেণাপি পিতৃ হেতো ধন ক্ষয়ঃ ॥ ৫৯ ॥

ব্যয়স্থানের অধিপতি যদি পিতৃভাবাধিপতি কিম্বা পিতৃকারক গ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত থাকেন, তাহা হইলে পিতার জন্য ধনক্ষয় হইবে। এইরূপ ব্যয়েশ্বর মাতৃ, ভ্রাতৃ, পত্নী প্রভৃতি যে ভাবাধিপতি বা ভাবকারক গ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত থাকিবেন, সেই সেই ব্যক্তির জন্য ধন ব্যয় হইবে, ইহাই বুঝিতে হইবে ॥ ৫৯ ॥

পূর্ণেন্দু সৌম্যেজ্যসিতা ব্যয়স্থাঃ

কুর্ব্বন্তি সংস্থাঃ ধনসঞ্চয়ন্তু।

প্রান্তস্থিতে সূর্য্যসুতে কুজেন

যুতেক্ষিতে বিত্তবিনাশনং স্যাৎ ॥ ৬০ ॥

দ্বাদশ স্থানে পূর্ণচন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি কিম্বা শুক্র থাকিলে মনুষ্য সঞ্চয়-শালী হয়। মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইয়া শনি দ্বাদশস্থ হইলে মনুষ্যের ধননাশ হয় ॥ ৬০ ॥

অথ বিংশোত্তরী দশাফলাধ্যায় শ্চতুর্দ্দশঃ।

রসা আশাঃ শৈলা বসুবিধুমিতা ভূপতিমিতা
নবেলাঃ শৈলেলা নগরপরিমিতা বিংশতিমিতাঃ।
রবাবিন্দাবারে তমসিচ গুরৌ ভানুতনয়ে
বুধে কেতৌ শুক্রে ক্রমত উদিতাঃ পাকশরদঃ ॥ ১ ॥

রবি, ইন্দু, আর (মঙ্গল) তমঃ (রাহু) গুরু, শনি, বুধ, কেতু এবং শুক্র ক্রমান্বয়ে এই কয় গ্রহের রস (৬), আশা (১০), শৈল (৭), বসু বিধু (বিধু ১, বসু ৮=১৮), ভূপতি (১৬), নবেলা (ইলা ১ নব ৯=১৯), শৈলেলা (ইলা ১ শৈল ৭=১৭), নগা (৭) এবং বিংশতি (২০) পরিমিত পাক শরৎ (দশা বৎসর)। বিংশোত্তরী মতে রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, রাহু, বৃহস্পতি, শনি, বুধ, কেতু এবং শুক্র পর পর দশাপতি হইবে। এবং উপরিলিখিত রসাদি সংখ্যক বৎসর তাঁহাদের দশা ভোগের বৎসর সংখ্যা। সমস্ত গ্রহের দশা বর্ষ একত্র করিলে ১২০ বর্ষ হয়। ইহাই পূর্ণায়ুর পরিমাণ ॥ ১ ॥

কৃত্তিকাত স্ত্রিরাবৃত্তা দশা বিংশোত্তরী মতা।
অষ্টোত্তরী ন সংগ্রাহ্যা মারকার্থং বিচক্ষণৈঃ ॥ ২ ॥

কৃত্তিকা নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া আবৃত্তিত্রয়ে বিংশোত্তরী দশা হইবে। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ মারক (মৃত্যু) এবং কারক (ভাগ্য) বিচারে অষ্টোত্তরী দশা গ্রাহ্য করিবেন না। কৃত্তিকা নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বফল্গুনী পর্য্যন্ত নয় নক্ষত্রে যথাক্রমে, উপরোক্ত ক্রমানুসারে রব্যাদি নবগ্রহের দশা হইবে। তৎপরে উত্তরফল্গুনী হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বাষাঢ়া পর্য্যন্ত নয় নক্ষত্রে এবং

উত্তরাষাঢ়া হইতে আরম্ভ করিয়া ভরণী পর্য্যন্ত নয় নক্ষত্রে যথাক্রমে 'উক্ত নবগ্রহের দশা হইবে। যথা কৃত্তিকা, উত্তরফল্গুনী এবং উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে রবির দশা। রোহিণী, হস্তা এবং শ্রবণা নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে চন্দ্রের দশা ইত্যাদি। কোন্ নক্ষত্রে জন্ম হইলে কোন্ গ্রহের কত বৎসর দশা হইবে, তাহা নিম্নে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া লিখিত হইল।

দশা নির্ণয়

নক্ষত্র	নক্ষত্র	নক্ষত্র	গ্রহ	বৎসর
৩ কৃত্তিকা	১২ উত্তর ফল্গুনী	২১ উত্তরাষাঢ়া	রবি	৬
৪ রোহিণী	১৩ হস্তা	২২ শ্রবণা	চন্দ্র	১০
৫ মৃগশিরা	১৪ চিত্রা	২৩ ধনিষ্ঠা	মঙ্গল	৭
৬ আর্দ্রা	১৫ স্বাতি	২৪ শতভিষা	রাহু	১৮
৭ পুনর্ব্বসু	১৬ বিশাখা	২৫ পূর্ব্বভাদ্রপদ	গুরু	১৬
৮ পুষ্যা	১৭ অনুরাধা	২৬ উত্তরভাদ্রপদ	শনি	১৯
৯ অশ্লেষা	১৮ জ্যেষ্ঠা	২৭ রেবতী	বুধ	১৭
১০ মঘা	১৯ মূলা	১ অশ্বিনী	কেতু	৭
১১ পূর্ব্বফল্গুনী	২০ পূর্ব্বাষাঢ়া	২ ভরণী	শুক্র	২০

কোন এক নক্ষত্রে জন্ম হইলেই যে জাতক তন্নক্ষত্রজনিত পূর্ণ দশাবর্ষ প্রাপ্ত হইবে, তাহা নহে। যে নক্ষত্রে জন্ম হইবে, প্রথমতঃ সেই নক্ষত্রের মান অর্থাৎ স্থিতি কাল, যত দণ্ড পলাদি, তাহা নির্ণয় করিয়া, তাহার ভুক্ত এবং ভোগ্য স্থির করিবে। কোন নক্ষত্রের যত দণ্ডাদি অতীত হইলে জন্ম হয়, তাহাকে ভুক্তদণ্ড এবং জন্মের পরে সেই নক্ষত্রের যত দণ্ডাদি অবশিষ্ট থাকে,

তাহাকেই ভোগ্যদণ্ড কহে। ভুক্ত ও ভোগ্য দণ্ডের সমষ্টিই নক্ষত্রের মান অর্থাৎ পূর্ণভোগ্য সময়। এই ভুক্ত ও ভোগ্য দণ্ডের অনুপাতে দশা বর্ষ নির্ণয় করিতে হয় ॥ ২ ॥

গতর্ক্ষনাড়ী নিহতা দশাব্দৈ
র্ভভোগ নাড্যা বিহৃতা ফলং যৎ।
বর্ষাদিকং ভুক্ত মিহ প্রবীণৈ
র্ভোগ্যং দশাব্দান্তরিতং নিরুক্তং ॥ ৩ ॥

গতর্ক্ষনাড়ী অর্থাৎ যে নক্ষত্রে জন্ম হইবে, সেই নক্ষত্রের ভুক্ত দণ্ডাদিকে দশাব্দ দ্বারা গুণ করিয়া ভভোগ নাড়ী অর্থাৎ নক্ষত্র মান দ্বারা ভাগ দিলে, বর্ষ মাসাদি যে ফল বাহির হইবে, প্রবীণ ব্যক্তিগণ তাহাকেই দশার ভুক্ত বর্ষ কহেন। দশাবর্ষ হইতে উক্ত বর্ষাদি বাদ দিলে দশার কত বর্ষাদি ভোগ্য তাহা স্থিরীকৃত হইবে ॥ ৩ ॥

উদাহরণ।—এই পুস্তকের ৬ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত জন্মকুণ্ডলীতে জাতক ১৬ বিশাখা নক্ষত্রের দং ১৭।৪২।১১ গতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; ইহাই ভুক্ত দণ্ড। জন্মের পর দং ৪৫।৪২।৪৯ বিশাখার অবশিষ্ট ছিল, ইহাই ভোগ্য। বিশাখার মান দং ৬৩।২৮।০ মাত্র। বিশাখা নক্ষত্রে জন্ম হইলে বৃহস্পতির দশা হয়। বৃহস্পতির দশা পরিমাণ ১৬ বৎসর মাত্র। ভুক্ত দং ১৭।৪২।১১ কে দশামান ১৬ দিয়া গুণ করিলে দং ২৮৩।১৪।৫৬ হয়। এই গুণফলকে নক্ষত্রমান দং ৬৩।২৮।০ দিয়া ভাগ দিলে ভাগফল বর্ষ ৪।৫।১৬।৪০ চারি বৎসর পাঁচ মাস ষোল দিন চল্লিশ দণ্ড হয়। ইহাই দশার অতীত বর্ষ। দশা মান ১৬ বর্ষ হইতে উক্ত ভুক্ত বর্ষাদি ৪।৫।১৬।৪০ বাদ দিলে অবশিষ্ট বর্ষাদি ১১।৬।১৩।২০ বৃহস্পতির ভোগ্য বর্ষ। ইহার পর, পর পর দশা যোগ করিতে হইবে।

জন্ম নক্ষত্রের ভোগ্য দণ্ডাদিকে দশার পরিমাণ দ্বারা গুণ করিয়া তাহাকে নক্ষত্রমান দ্বারা ভাগ দিলে, একেবারেই ভোগ্য বর্ষাদি বাহির হয়, এবং এই প্রক্রিয়ানুসারেই কার্য্য করা সুবিধা ॥ ৪ ॥

দশা দশাহতা কার্য্যা বিহৃতা পরমায়ুসা।
অন্তর্দ্দশা ক্রমাদেবং বিশাপ্যনুপাততঃ ॥ ৪ ॥

এক্ষণে কি প্রকারে অন্তর্দ্দশা ও প্রত্যন্তর্দ্দশা (বিদশা) আনয়ন করিতে হয়, তাহাই লিখিত হইতেছে। যে গ্রহের দশায় যাহার অন্তর্দ্দশা বাহির করিতে হইবে, সেই উভয় গ্রহের দশা বর্ষকে পরস্পর গুণ করিয়া গুণফলকে পরমায়ুঃ অর্থাৎ ১২০ দ্বারা ভাগ দিলে অন্তর্দ্দশা বর্ষাদি নির্ণীত হইবে, যেমন রবির দশা ৬ বর্ষ এবং চন্দ্রের দশা ১০ বৎসর। ৬ কে ১০ দিয়া গুণ করিলে ৬০ হয়। ৬০ কে ১২০ দিয়া ভাগ দিলে অন্তর্দ্দশা বর্ষাদি বাহির হইবে। ৬০ কে ১২০ দিয়া ভাগ দেওয়া যায় না, এজন্য উহাকে ১২ দিয়া গুণ করতঃ মাস করিয়া তাহাকে ১২০ দিয়া ভাগ দিলে ৬ মাস উত্তর হইল। অতএব রবির দশায় চন্দ্রের অন্তর এবং চন্দ্রের দশায় রবির অন্তর ৬ মাস মাত্র। উক্তরূপে ত্রৈরাশিক করিয়া বিদশাও বাহির করিতে হয়

এক্ষণে গ্রহগণের অন্তর্দ্দশাদি আনয়নের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার না দেখাইয়া প্রত্যেক গ্রহের দশান্তর্দ্দশাদি বিভাগ করিয়া পরে খণ্ডা দেওয়া গেল। তদ্দৃষ্টে দশান্তর্দ্দশাদি সহজে স্থিরীকৃত হইবে। উক্ত খণ্ডাগুলির প্রথম ও দ্বিতীয় গৃহে কোন্ কোন্ নক্ষত্রে জন্ম হইলে কাহার দশা হয় এবং তাহার পরিমাণ কত তাহা লেখা হইয়াছে। তৎপরে অন্তর্দ্দশা বিভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক অন্তর্দ্দশার নিম্নে নয়টি স্তম্ভে গ্রহের নামাক্ষর যুক্ত প্রত্যন্তর্দ্দশা আছে। এই প্রত্যন্তর্দ্দশার নিম্ন এবং উপর শ্রেণীতে প্রত্যন্তর্দ্দশার যোগাঙ্ক আছে। কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিলেই সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। ইহাতে অন্তর্দ্দশা এবং যোগাঙ্কগুলি বর্ষাদি অর্থাৎ বৎসর মাস দিন ইত্যাদি ক্রমে এবং প্রত্যন্তর্দ্দশা বর্ষ সংখ্যা মাসাদি অর্থাৎ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া মাস দিন, দণ্ড ইত্যাদি ক্রমে লিখিত হইয়াছে।

রবির মহাদশা (৩ কৃত্তিকা ১২ উত্তরফল্গুনী এবং ২১ উত্তরাষাঢ়া) ৬ বৎসর।

র ০।৩।১৮	চ ০।৬।০	ম ০।৪।৬	রা ০।১০।২৪	বৃ ০।৯।১৮	শ ০।১১।১২	বু ০।১০।৬	কে ০।৪।৬	শু ১।০।০
যোগাঙ্ক	০।৩।১৮।০	০।৯।১৮।০	১।১।২৪।০	২।০।১৮।০	২।১০।৬।০	৩।৯।১৮।০	৪।৭।২৪।০	৫।০।০।০
র ০।৫।২৪	চ ০।১৫।০	ম ০।৭।২১	রা ১।১৮।৩৬	বৃ ১।৮।২৪	শ ১।২৪।৯	বু ১।১৩।২১	কে ০।৭।২১	শু ২।০।০
চ ০।৯।০	ম ০।১০।৩০	রা ০।১৮।৫৪	বৃ ১।১৩।১২	শ ১।১৫।৩৬	বু ১।১৮।২৭	কে ০।১৭।৫১	শু ০।২১।০	র ০।১৮।০
ম ০।৬।১৮	রা ০।২৭।০	বৃ ০।১৬।৪৮	শ ১।২১।১৮	বু ১।১০।৪৮	কে ০।১৯।৫৭	শু ১।২১।০	র ০।৬।১৮	চ ১।০।০
রা ০।১৬।১২	বৃ ০।২৪।০	শ ০।১৯।৫৭	বু ১।১৫।৫৪	কে ০।১৬।৪৮	শু ১।২৭।০	র ০।১৫।১৮	চ ০।১০।৩০	ম ০।২১।০
বৃ ০।১৪।২৪	শ ০।২৮।৩০	বু ০।১৭।৫১	কে ০।১৮।৫৪	শু ১।১৮।০	র ০।১৭।৬	চ ০।২৫।৩০	ম ০।৭।২১	রা ১।২৪।০
শ ০।১৭।৬	বু ০।২৫।৩০	কে ০।৭।২১	শু ১।২৪।০	র ০।১৪।২৪	চ ০।২৮।৩০	ম ০।১৭।৫১	রা ০।১৮।৫৪	বৃ ১।১৮।০
বু ০।১৫।১৮	কে ০।১০।৩০	শু ০।২১।০	র ০।১৬।১২	চ ০।২৪।০	ম ০।১৯।৫৭	রা ১।১৫।৫৪	বৃ ০।১৬।৪৮	শ ১।২৭।০
কে ০।৬।১৮	শু ১।০।০	র ০।৬।১৮	চ ০।২১।০	ম ০।১৬।৪৮	রা ১।২১।১৮	বৃ ১।১০।৪৮	শ ০।১৯।৫৭	বু ১।২১।০
শু ০।১৮।০	র ০।৯।০	চ ০।১০।৩০	ম ০।১৮।৪৫	রা ১।১৩।১২	বৃ ১।১৫।৩৬	শ ১।১৮।২৭	বু ০।১৭।৫১	কে ০।২১।০
০।৩।১৮।০	০।৯।১৮।০	১।১।২৪।০	২।০।১৮।০	২।১০।৬।০	৩।৯।১৮।০	৪।৭।২৪।০	৫।০।০।০	৬।০।০।০

চন্দ্রের মহাদশা (৪ রোহিণী ১৩ হস্তা এবং ২২ শ্রবণা) ১০ বৎসর।

চ ০।১০।০	ম ০।৭।০	রা ১।৬।০	বৃ ১।৪।০	শ ১।৭।০	বু ১।৫।০	কে ০।৭।০	শু ১।৮।০	র ০।৬।০
যোগাঙ্ক	০।১০।০।০	১।৫।০।০	২।১১।০।০	৪।৩।০।০	৫।১০।০।০	৭।৩।০।০	৭।১০।০।০	৯।৬।০।০
চ ০।২৫।০	ম ০।১২।১৫	রা ২।২১।০	বৃ ২।৪।০	শ ৩।০।১৫	বু ২।১২।১৫	কে ০।১২।১৫	শু ৩।১০।০	র ০।৯।০
ম ০।১৭।৩০	রা ১।১।৩০	বৃ ২।১২।০	শ ২।১৬।০	বু ২।২০।৪৫	কে ০।২৯।৪৫	শু ১।৫।০	র ১।০।০	চ ০।১৫।০
রা ১।১৫।০	বৃ ০।২৮।০	শ ২।২৫।৩০	বু ২।৮।০	কে ১।৩।১৫	শু ২।২৫।০	র ০।১০।৩০	চ ১।২০।০	ম ০।১০।৩০
বৃ ১।১০।০	শ ১।৩।১৫	বু ২।১৬।৩০	কে ০।২৮।০	শু ৩।৫।০	র ০।২৫।৩০	চ ০।১৭।৩০	ম ১।৫।০	রা ০।২৭।০
শ ১।১৭।৩০	বু ০।২৯।৪৫	কে ১।১।৩০	শু ২।২০।০	র ০।২৮।৩০	চ ১।১২।৩০	ম ০।১২।১৫	রা ৩।০।০	বৃ ০।২৪।০
বু ১।১২।৩০	কে ০।১২।১৫	শু ৩।০।০	র ০।২৪।০	চ ১।১৭।৩০	ম ০।২৯।৪৫	রা ১।১।৩০	বৃ ২।২০।০	শ ০।২৮।৩০
কে ০।১৭।৩০	শু ১।৫।০	র ০।২৭।০	চ ১।০।০	ম ১।৩।১৫	রা ২।১৬।৩০	বৃ ০।২৮।০	শ ৩।৫।০	বু ০।২৫।৩০
শু ১।২০।০	র ০।১০।৩০	চ ১।১৩।০	ম ০।২৮।০	রা ২।২৫।৩০	বৃ ২।৮।০	শ ১।৩।১৫	বু ২।২৫।০	কে ০।১০।৩০
র ০।১৫।০	চ ০।১৭।৩০	ম ১।১।৩০	রা ২।১২।০	বৃ ২।১৬।০	শ ২।২০।৪৫	বু ০।২৯।৪৫	কে ১।৫।০	শু ১।০।০
০।১০।০।০	১।৫।০।০	২।১১।০।০	৪।৩।০।০	৫।১০।০।০	৭।৩।০।০	৭।১০।০।০	৯।৬।০।০	১০।০।০।০

মঙ্গলের মহাদশা (৫ মৃগশিরা ১৪ চিত্রা এবং ২৩ ধনিষ্ঠা) ৭ বৎসর ।

ম ০।৪।২৭	রা ১।০।১৮	বৃ ০।১১।৬	শ ১।১।৯	বু ০।১০।২৭	কে ০।৪।২৭	শু ১।২।০	র ০।৪।৬	চ ০।৭।০
যোগাঙ্ক	০।৪।২৭।০	১।৫।১৫।০	২।৪।২১।০	৩।৬।০।০	৪।৫।২৭।০	৪।১০।২৪।০	৬।০।২৪।০	৬।৫।০।০
ম ০।৮।৩৪	রা ১।২৬।৪২	বৃ ১।১৪।৪৮	শ ২।৩।১১	বু ১।২০।৩৪	কে ০।৮।৩৪	শু ২।১০।০	র ০।৬।১৮	চ ০।১৭।৩০
রা ০।২২।৩	বৃ ১।২০।২৪	শ ১।২৩।১২	বু ১।২৬।৩২	কে ০।২০।৫০	শু ০।২৪।৩০	র ০।২১।০	চ ০।১০।৩০	ম ০।১২।১৫
বৃ ০।১৯।৩৬	শ ১।২৯।৫১	বু ১।১৭।৩৬	কে ০।২৩।১৬	শু ১।২৯।৩০	র ০।৭।২১	চ ১।৫।০	ম ০।৭।২১	রা ১।১।৩০
শ ০।২৩।১৭	বু ১।২৩।৩৩	কে ০।১৯।৩৬	শু ২।৬।৩০	র ০।১৭।৫১	চ ০।১২।১৫	ম ০।২৪।৩০	রা ০।১৮।৫৪	বৃ ০।২৮।০
বু ০।২০।৫০	কে ০।২২।৩	শু ১।২৬।০	র ০।১৯।৫৭	চ ০।২৯।৪৫	ম ০।৮।৩৪	রা ২।৩।০	বৃ ০।১৬।৪৮	শ ১।৩।১৫
কে ০।৮।৩৩	শু ২।৩।০	র ০।১৬।৪৮	চ ১।৩।১৫	ম ০।২০।৫০	রা ০।২২।৩	বৃ ১।২৬।০	শ ০।১৯।৫৭	বু ০।২৯।৪৫
শু ০।২৪।৩০	র ০।১৮।৫৪	চ ০।২৮।০	ম ০।২৩।১৬	রা ১।২৩।৩৩	বৃ ০।১৯।৩৬	শ ২।৬।৩০	বু ০।১৭।৫১	কে ০।১২।১৫
র ০।৭।২১	চ ১।১।৩০	ম ০।১৯।৩৬	রা ১।২৯।৫১	বৃ ১।১৭।৩৬	শ ০।২৩।১৭	বু ১।২৯।৩০	কে ০।৭।২১	শু ১।৫।০
চ ০।১২।১৫	ম ০।২২।৩	রা ১।২০।২৪	বৃ ১।২৩।১২	শ ১।২৬।৩১	বু ০।২০।৫০	কে ০।২৪।৩০	শু ০।২১।০	র ০।১০।৩০
০।৪।২৭।০	১।৫।১৫।০	২।৪।২১।০	৩।৬।০।০	৪।৫।২৭।০	৪।১০।২৪।০	৬।০।২৪।০	৬।৫।০।০	৭।০।০।০

রাহুর মহাদশা (৬ আর্দ্রা ১৫ স্বাতি এবং ২৪ শতভিষা:) ১৮ বৎসর ।

রা ২।৮।১২	বৃ ২।৪।২৪	শ ২।১০।৬	বু ২।৬।১৮	কে ১।০।১৮	শু ৩।০।০	র ০।১০।২৪	চ ১।৬।০	ম ১।০।১৮
যোগাঙ্ক	২।৮।১২।০	৫।১।৬।০	৭।১১।১২।০	১০।৬।০।০	১১।৬।১৮।০	১৪।৬।১৮।০	১৫।৫।১২	১৬।১১।১২।০
রা ৪।২৫।৪৮	বৃ ৩।২৫।১২	শ ৫।১২।২৭	বু ৪।১০।৩	কে ০।২২।৩	শু ৬।০।০	র ০।১৬।১২	চ ১।১৫।০	ম ০।২২।৩
বৃ ৪।৯।১৬	শ ৪।১৬।৪৮	বু ৪।২৫।২১	কে ১।২৩।৩৩	শু ২।৩।০	র ১।২৪।০	চ ০।২৭।০	ম ১।১।৩০	রা ১।২৬।৪২
শ ৫।৩।৫৪	বু ৪।২।২৪	কে ১।২৯।৫১	শু ৫।৩।০	র ০।১৮।৫৪	চ ৩।০।০	ম ০।১৮।৫৪	রা ২।২১।০	বৃ ১।২০।২৪
বু ৪।১৭।১২	কে ১।২০।২৪	শু ৫।২১।০	র ১।১৫।৫৪	চ ১।১।৩০	ম ২।৩।০	রা ১।১৮।৩৬	বৃ ২।১২।০	শ ১।২৯।৫১
কে ১।২৬।৪২	শু ৫।২৪।০	র ১।২১।১৮	চ ২।১৬।৩০	ম ০।২২।৩	রা ৫।১২।০	বৃ ১।১৩।১২	শ ২।২৫।৩০	বু ১।২৩।৩৩
শু ৫।১২।০	র ১।১৩।১২	চ ২।২৫।৩০	ম ১।২৩।৩৩	রা ১।২৬।৪২	বৃ ৪।২৪।০	শ ১।২১।১৮	বু ২।১৬।৩০	কে ০।২২।৩
র ১।১৮।৩৬	চ ২।১২।০	ম ১।২৯।৫১	রা ৪।১৭।৪২	বৃ ১।২০।২৪	শ ৫।২১।০	বু ১।১৫।৫৪	কে ১।১।৩০	শু ২।৩।০
চ ২।২১।০	ম ১।২০।২৪	রা ৫।৩।৫৪	বৃ ৪।২।২৪	শ ১।২৯।৫১	বু ৫।৩।০	কে ০।১৮।৫৪	শু ৩।০।০	র ০।১৮।৫৪
ম ১।২৬।৪২	রা ৪।৯।৩৬	বৃ ৪।১৬।৪৮	শ ৫।২৫।২১	বু ১।২৩।৩৩	কে ২।৩।০	শু ১।২৪।০	র ০।২৭।০	চ ১।১।৩০
২।৮।১২।০	৫।১।৬।০	৭।১১।১২।০	১০।৬।০।০	১১।৬।১৮।০	১৪।৬।১৮।০	১৫।৫।১২।০	১৬।১১।১২।০	১৮।০।০।০

বৃহ র দশা পুনর্ব্বসু ১৬ বিশাখা এবং ২৫ পূর্ব্বভাদ্রপদ ১৬ বৎসর

বৃ ২।১।১৮	শ ২।৬।১২	বু ২।৩।৬	কে ০।১১।৬	শু ২।৮।০	র ০।৯।১৮	চ ১।৪।০	ম ০।১১।৬	রা ২।৪।২৪
যোগাঙ্ক	২।১১।৮।০	৪।৮।০।০	৬।১১।৬।০	৭।১০।১২।০	১০।২।১২।০	১১।৪।০।০	১২।৮।০।০	১৩।৭।৬।০
বৃ ৩।১২।২৪	শ ৪।২৪।২৪	বৃ ৩।২৫।৩৬	কে ০।১৯।৩৬	শু ৫।১০।০	র ০।১৪।২৪	চ ১।১০।০	ম ০।১৯।৩৬	রা ৪।৯।৩৬
শ ৫।১।৩৬	বু ৪।৯।১২	কে ১।১৭।৩৬	শু ১।২৬।০	র ১।১৮।০	চ ০।২৪।০	ম ০।২৮।০	রা ১।২০।২৪	বৃ ৩।২৫।১২
বু ৩।১৮।৪৮	কে ১।২৩।১২	শু ৪।১৬।০	র ০।১৬।৪৮	চ ২।২০।০	ম ০।১৬।৪৮	রা ২।১২।০	বৃ ১।১৪।৪৮	শ ৫।১৬।৪৮
কে ১।১৪।৪৮	শু ৫।২।০	র ১।১০।৪৮	চ ০।২৮।০	ম ১।২৬।০	রা ১।১৩।১২	বৃ ২।৪।০	শ ১।২৩।১২	বু ৪।২।২৪
শু ৪।৮।০	র ১।১৫।৩৬	চ ২।৮।০	ম ০।১৯।৩৬	রা ৪।২৪।০	বৃ ১।৮।২৪	শ ২।১৬।০	বু ১।১৭।৩৬	কে ১।২০।২৪
র ১।৮।২৪	চ ২।১৬।০	ম ১।১৭।৩৬	রা ১।২০।২৪	বৃ ৪।৮।০	শ ১।১৫।৩৬	বু ২।৮।০	কে ০।১৯।৩৬	শু ৪।২৪।০
চ ২।৪।০	ম ১।২৩।১২	রা ৪।২।২৪	বৃ ১।১৪।৪৮	শ ৫।০।০	বু ১।১০।৪৮	কে ০।২৮।০	শু ১।২৬।০	র ১।১৩।১২
ম ১।১৪।৪৮	রা ৪।১৬।৪৮	বৃ ৩।১৮।৪৮	শ ১।২৩।১২	বু ৪।১৬।০	কে ০।১৬।৪৮	শু ২।২০।০	র ০।১৬।৪৮	চ ২।১২।০
রা ৩।২৫।১২	বৃ ৪।১।৩৬	শ ৪।৯।১২	বু ১।১৭।৩৬	কে ১।২৬।০	শু ১।১৮।০	র ০।২৪।০	চ ০।২৮।০	ম ১।২০।২৪
২।১।১৮।০	৪।৮।০।০	৬।১১।৬।০	৭।১০।১২।০	১০।৬।১২।০	১১।৪।০।০	১২।৮।০।০	১৩।৭।৬।০	১৬।০।০।০

শনির মহাদশা (৮ পুষ্যা ১৭ অনুরাধা এবং ২৬ উত্তরভাদ্রপদ) ১৯ বৎসর।

শ ৩।০।৩	বৃ ২।৮।৯	কে ১।১।৯	শু ৩।২।০	র ০।১১।১২	চ ১।৭।০	ম ১।১।৯	রা ২।১০।৬	বৃ ২।৬।১২
যোগাঙ্ক	৩।০।৩।০	৫।৮।১২।০	৬।৯।২১।০	৯।১১।২১।০	১০।১১।৩।০	১২।৬।৩।০	১৩।৭।১২।০	১৬।৫।১৮।০
শ ৫।২১।২৮	বৃ ৪।১৭।১৬	কে ০।২৩।১৬	শু ৬।১০।০	র ০।১৭।৬	চ ১।১৭।৩০	ম ০।২৩।১৬	রা ৫।৩।৫৪	বৃ ৪।১।৩৬
বৃ ৫।৩।২৫	কে ১।২৬।৩২	শু ২।৬।৩০	র ১।২৭।০	চ ০।২৮।৩০	ম ১।৩।১৫	রা ১।২৯।৫১	বৃ ৪।১৬।৪৮	শ ৪।২৪।২৪
কে ২।৩।১১	শু ৫।১১।৩০	র ০।১৯।৫৭	চ ৩।৫।০	ম ০।১৯।৫৭	রা ২।২৫।৩০	বৃ ১।২৩।১২	শ ৫।১২।২৭	বৃ ৪।৯।১২
শু ৬।০।৩০	র ১।১৮।২৭	চ ১।৩।১৫	ম ২।৬।৩০	রা ১।২১।১৮	বৃ ২।১৬।০	শ ২।৩।১১	বৃ ৪।২৫।২১	কে ১।২৩।১২
র ১।২৪।৯	চ ২।২০।৪৫	ম ০।২৩।১৬	রা ৫।২১।০	বৃ ১।১৫।৩৬	শ ৩।০।১৫	বৃ ১।২৬।৩২	কে ১।২৯।৫১	শু ৫।২।০
চ ৩।০।১৫	ম ১।২৬।৩২	রা ১।২৯।৫১	বৃ ৫।২।০	শ ১।২৫।৯	বৃ ২।২০।৪৫	কে ০।২৩।১৬	শু ৫।২১।০	র ১।১৫।৩৬
ম ২।৩।১১	রা ৪।২৫।২১	বৃ ১।২৩।১২	শ ৬।০।৩০	বৃ ১।১৮।২৭	কে ১।৩।১৫	শু ২।৬।৩০	র ১।২১।১৮	চ ২।১৬।০
রা ৫।১২।২৭	বৃ ৪।৯।১২	শ ২।৩।১১	বৃ ৫।১১।৩০	কে ০।১৯।৫৭	শু ৩।৫।০	র ০।১৯।৫৭	চ ২।২৫।৩০	ম ১।২৩।১২
বৃ ৪।২৪।২৪	শ ৫।৩।২৫	বৃ ১।২৬।৩২	কে ২।৬।৩০	শু ১।২৭।০	র ০।২৮।৩০	চ ১।৩।১৫	ম ১।২৯।৫১	রা ৪।১৬।৪৮
৩।০।৩।০	৫।৮।১২।০	৬।৯।২১।০	৯।১১।২১।০	১০।১১।৩।০	১২।৬।৩।০	১৩।৭।১২।০	১৬।৫।১৮।০	১৯।০।০।০

বুধের মহাদশা (৯ অশ্লেষা ১৮ জ্যেষ্ঠা এবং ২৭ রেবতী) ১৭ বৎসর।

বু ২।৪।২৭	কে ০।১১।২৭	শু ২।১০।০	র ০।১০।৬	চ ১।৫।০	ম ০।১১।২৭	রা ২।৬।১৮	বৃ ২।৩।৬	শ ২।৮।৯
যোগাঙ্ক	২।৪।২৭।০	৩।৪।২৪।০	৬।২।২৪।০	৭।১।০ ০	৮।৬।০।০	৯।৫।২৭।০	১২।০।১৫।০	১৪।৩।২১।০
বু ৪।২।৪৯	কে ০।২০।৪৯	শু ৫।২০।০	র ০।১৫।১৮	চ ১।১২।৩০	ম ০।২০।৫০	রা ৪।১৭।৪২	বৃ ৩।১৮।৪৮	শ ৫।৩।২৬
কে ১।২০।৩৫	শু ১।২৯।৩০	র ১।২১।০	চ ০।২৫।৩০	ম ০।২৯।৪৫	রা ১।২৩।৩৩	বৃ ৪।২।২৪	শ ৪।৯।১২	বু ৪।১৭।১৭
শু ৪।২৪।৩০	র ০।১৭।৫১	চ ২।২৫।০	ম ০।১৭।৫১	রা ২।১৬।৩০	বৃ ১।১৭।৩৬	শ ৪।২৫।২১	বু ৩।২৫।৩৬	কে ১।২৬।৩১
র ১।১৩।২১	চ ০।২৯।৪৫	ম ১।২৯।৩০	রা ১।১৫।৫৪	বৃ ২।৮।০	শ ১।২৬।৩১	বু ৪।১০।৩	কে ১।১৭।৩৬	শু ৫।১১।৩০
চ ২।১২।১৫	ম ০।২০।৪৯	রা ৫।৩।০	বৃ ১।১০।৪৮	শ ২।২০।৪৫	বু ১।২০।৩৪	কে ১।২৩।৩৩	শু ৪।১৬।০	র ১।১৮।২৭
ম ১।২০।৩৫	রা ১।২৩।৩৩	বৃ ৪।১৬।০	শ ১।১৮।২৭	বু ২।১২।১৫	কে ০।২০।৫০	শু ৫।৩।০	র ১।১০।৪৮	চ ২।২০।৪৫
রা ৪।১০।৩	বৃ ১।১৭।৩৬	শ ৫।১১।৩০	বু ১।১৩।২১	কে ০।২৯।৪৫	শু ১।২৯।৩০	র ১।১৫।৫৪	চ ২।৮।০	ম ১।২৬।৩১
বৃ ৩।২৫।৩৬	শ ১।২৬।৩২	বু ৪।২৪।৩০	কে ০।১৭।৫১	শু ২।২৫।০	র ০।১৭।৫১	চ ২।১৬।৩০	ম ১।১৭।৩৬	রা ৪।২৫।২১
শ ৪।১৭।১৬	বু ১।২০।৩৫	কে ১।২৯।৩০	শু ১।২১।০	র ০।২৫।৩০	চ ০।২৯।৪৫	ম ১।২৩।৩৩	রা ৪।২।২৪	বৃ ৪।৯।১২
২।৪।২৭।০	৩।৪।২৪।০	৬।২।২৪।০	৭।১।০।০	৮।৬।০।০	৯।৫।২৭।০	১২।০।১৫।০	১৪।৩।২১।০	১৭।০।০।০

কেতুর মহাদশা (১০ মঘা ১৯ মূলা এবং ১ অশ্বিনী) ৭ বৎসর।

কে ০।৪।২৭	শু ১।২।০	র ০।৪।৬	চ ০।৭।০	ম ০।৪।২৭	রা ১।০।১৮	বৃ ০।১১।৬	শ ১।১।৯	বু ০।১১।২৭
যোগাঙ্ক	০।৪।২৭।০	১।৬।২৭।০	১।১১।৩।০	২।৬।৩।০	২।১১।০।০	৩।১১।১৮।০	৪।১০।২৪।০	৬।০।৩।০
কে ০।৮।৩৪	শু ২।১০।০	র ০।৬।১৮	চ ০।১৭।৩০	ম ০।৮।৩৫	রা ১।২৬।৪২	বৃ ১।১৪।৪৮	শ ২।৩।১১	বু ১।২০।৩৪
শু ০।২৪।৩০	র ০।২১।০	চ ০।১০।৩০	ম ০।১২।১২	রা ০।২২।৩	বৃ ১।২০।২৪	শ ১।২৩।১২	বু ১।২৬।৩২	কে ০।২০।৫০
র ০।৭।২১	চ ১।৫।০	ম ০।৭।২১	রা ১।১।৩০	বৃ ০।১৯।৩৬	শ ১।২৯।৫১	বু ১।১৭।৩৬	কে ০।২৭।১৬	শু ১।২৯।৩০
চ ০।১২।১৫	ম ০।২৪।৩০	রা ০।১৮।৫৪	বৃ ০।২৮।০	শ ০।২৩।১৬	বু ১।২৩।৩৩	কে ০।১৯।৩৬	শু ২।৬।৩০	র ০।১৭।৫১
ম ০।৮।৩৪	রা ২।৩।০	বৃ ০।১৬।৪৮	শ ১।৩।১৫	বু ০।২০।২৯	কে ০।২২।৩	শু ১।২৬।০	র ০।১৯।৫৭	চ ০।২৯।৪৫
রা ০।২২।৩	বৃ ১।২৬।০	শ ০।১৯।৫৭	বু ০।২৯।৪৫	কে ০।৮।৩৫	শু ২।৩।০	র ০।১৬।৪৮	চ ১।৩।১৫	ম ০।২০।৫০
বৃ ০।১৯।৩৬	শ ২।৬।৩০	বু ০।১৭।৫১	কে ০।১২।১৫	শু ০।২৪।৩০	র ০।১৮।৫৪	চ ০।২৮।০	ম ০।২৩।১৬	রা ১।২৩।৩৩
শ ০।২৩।১৭	বু ১।২৯।৩০	কে ০।৭।২১	শু ১।৫।০	র ০।৭।২১	চ ১।১।৩০	ম ০।১৯।৩৬	রা ১।২৯।৫১	বৃ ১।১৭।৩৬
বু ০।২০।৫০	কে ০।২৪।৩০	শু ০।২১।০	র ০।১০।৩০	চ ০।১২।১৫	ম ০।২২।৩	রা ১।২০।২৪	বৃ ১।২৩।১২	শ ১।২৬।৩১
০।৪।২৭।০	১।৬।২৭।০	১।১১।৩।০	২।৬।৩।০	২।১১।০।০	৩।১১।১৮।০	৪।১০।২৫।০	৬।০।৩।০	৭।০।০।০

শুক্রের মহাদশা (১১ পূর্ব্বফল্গুনী ২০ পূর্ব্বাষাঢ়া এবং ২ ভরণী) ২০ বৎসর।

শু ৩।৪।০	র ১।০।০	চ ১।৮।০	ম ১।২।০	রা ৩।০।০	বৃ ২।৮।০	শ ৩।২।০	বু ২।১০।০	কে ১।২।০
যোগাঙ্ক	৩।৪।০।০	৪।৪।০।০	৬।০।০।০	৭।২।০।০	১০।২।০।০	১২।১০।০।০	১৬।০।০।০	১৮।১০।০।০
শু ৬।২০।০	র ০।১৮।০	চ ১।২০।০	ম ০।২৪।৩০	রা ৫।১২।০	বৃ ৪ ৮।০	শ ৬ ০।৩০	বু ৪।২৪।৩০	কে ০।২৪।৩০
র ২।০।০	চ ১।০।০	ম ১।৫।০	রা ২।৩।০	বৃ ৪ ২৪।০	শ ৫।২।০	বু ৫।১১।৩০	কে ১।২৯।৩০	শু ২।১০।০
চ ৩।১০।০	ম ০।২১।০	রা ৩।০।০	বৃ ১।২৬।০	শ ৫।২১।০	বু ৪।১৬।০	কে ২।৬।৩০	শু ৫।২০।০	র ০।২১।০
ম ২।১০।০	রা ১।২৪।০	বৃ ২।২০।০	শ ২।৬।৩০	বু ৫।৩ ০	কে ১।২৬।০	শু ৬।১০ ০	র ১।২১।০	চ ১।৫।০
রা ৬।০।০	বৃ ১।১৮।০	শ ৩।৫।০	বু ১।২৯ ৩০	কে ২।৩।০	শু ৫।১০।০	র ১।২৭।০	চ ২।২৫।০	ম ০।২৪।৩০
বৃ ৫।১০ ০	শ ১।২৭ ০	বু ২।২৫।০	কে ০।২৪।৩০	শু ৬।০।০	র ১।১৮।০	চ ৩ ৫।০	ম ১।২৯।৩০	রা ২।৩।০
শ ৬।১০।০	বু ১।২১।০	কে ১।৫।০	শু ২।১০।০	র ১।২৪।০	চ ২।২০।০	ম ২।৬।৩০	রা ৫ ৩।০	বৃ ১।২৬।০
বু ৫।২০।০	কে ০।২১।০	শু ৩।১০।০	র ০।২১।০	চ ৩।০ ০	ম ১।২৬।০	রা ৫।২১।০	বৃ ৪ ১৬।০	শ ২।৬।৩০
কে ২।১০।০	শু ২।০।০	র ১।০।০	চ ১।৫।০	ম ২ ৩ ০	রা ৪।২৪।০	বৃ ৫।২।০	শ ৫।১১ ৩০	বু ১।২৯।৩০
৩।৪।০।০	৪।৪।০।০	৬।০।০।০	৭।২।০।০	১০।২।০ ০	১২।১০।০।০	১৬।০।০।০	১৮।১০।০।০	২০।০।০।০

রবিদশা ফলং।

উদ্বেগতা হৃদি ততা পরিতো লতাবদ্
দায়াদ বাদ উত বিত্ত বিয়োগযোগাঃ।
চিন্তা ভয়ং নরপতেরপি পাক কালে
রোগাগমো ভবতি ভানু দ 1 প্রবেশে ॥ ৫ ॥

রবিদশা ফল।-লতা যেরূপ বৃক্ষের চারিপার্শ্বে বিস্তৃত হয়, সেইরূপ রবির দশাকালে উদ্বেগ ও অস্থিরতা মনুষ্যের হৃদয়ে পরিব্যাপ্ত হয়। দায়াদ বর্গের সহিত বিবাদ উপস্থিত হয়। নানাবিষয়ে ধন ক্ষয় ঘটে। মন সর্ব্বদা চিন্তিত থাকে। নরপতি হইতেও ভয় জন্মে। রবিদশার প্রারম্ভে শরীরে রোগের সমাগম হয় ॥ ৫ ॥

চন্দ্র দশা ফলং।

সদা পাকে রাকেশিতু রধিকৃতি ভূপতি কৃতা
সতাং সঙ্গো রঙ্গোৎসব সবকৃতি প্রীতি রতুলা।
অলঙ্কারাগারো রিপুকুল মলঙ্গারজসুখং
কলাবত্যা রত্যাগম ইভরথারাম রমণং ॥ ৬ ॥

চন্দ্রদশা ফল।--চন্দ্রের দশাকালে মনুষ্য, ভূপতি হইতে অধিকার, সাধুলোকের সহ সঙ্গতি, গীত নাট্যাদি রঙ্গোৎসবজনিত অতুল প্রীতি, বস্ত্রালঙ্কারাদি পরিপূর্ণ গৃহ, শত্রুকুল ক্ষয় হেতু অপার আনন্দ, কলাবতী কামিনী-গণ সহ সমাগম, হস্তী রথাদি বাহন এবং মনোহর উদ্যানাদি প্রাপ্ত হয় ॥ ৬ ॥

কুজদশা ফলং।

অনল গরলভীতিঃ শস্ত্রঘাতো নরাণা
মরিগণ নৃপচৌর ব্যাল শঙ্কাকুলত্বং।

ক্ষিতিসুত পরিপাকে কামিনী পুত্র কষ্টং
ভবতি বমন মাধি ব্যাধিরর্থ ক্ষতিশ্চ ॥ ৭ ॥

মঙ্গলের দশা ফল।—মঙ্গলের দশা উপস্থিত হইলে অনল এবং গরল হইতে মনুষ্যের ভয় উপস্থিত হয়। শরীরে শস্ত্রাঘাত হয়। শত্রু, রাজা, চৌর এবং সর্প হইতে সে ব্যক্তি সর্ব্বদা শঙ্কাকুল থাকে। স্ত্রী পুত্রের কষ্ট, বমনাদি রোগ এবং অর্থ ক্ষতি উপস্থিত হয় ॥ ৭ ॥

রাহু দশা ফলং।

রাকেশারাতি পাকে নৃপকুল বশতো দ্রব্যনাশোবিনাশো
মানস্যাতীব রোগাগমনমপি নৃণাং তাতকষ্টং বিশেষাৎ।
কান্তাপত্যাকুলত্বং হিতজনখলতাহরাতি রায়াতি সদ্ম
ব্যামোহাগার মন্তঃ পরিত উততা তঙ্কতা রঙ্কতা বা ॥ ৮ ॥

রাহুদশা ফল।—রাকেশারাতি রাহুর পাকে (দশায়) নৃপকুল হইতে মনুষ্যের দ্রব্য নাশ এবং মানের বিনাশ হয়। শরীরে রোগের আগমন বিশেষতঃ পিতার অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হয়। স্ত্রীপুত্রের জন্য মন অত্যন্ত ব্যাকুল থাকে। আত্মীয়জনও প্রতারণা করে, শত্রুগণ গৃহ পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। চতুর্দ্দিক হইতে চিত্তে মোহ এবং উদ্বেগ উৎপন্ন হয় এবং আতঙ্ক ও দারিদ্র (রঙ্কতা) বিস্তৃত হইয়া পড়ে ॥ ৮ ॥

গুরুদশা ফলং।

উর্ব্বী গুর্ব্বী সমায়াত্যবনি পতি কুলাম্নায়কত্বং জনানাং
কান্তাদন্তাবলার্থাগম ইহ কমলালঙ্কৃতা বাসশালা।
মৈত্রী সদ্ভির্মহদ্ভি গুরুজনগরিমা কালিমারাতিকান্তে
হৃদ্যা বিদ্যা নবদ্যা ভবতি চ বচসামীশিতুঃ পাককালে ॥ ৯ ॥

বচসাম্পতি বৃহস্পতির পাককালে মনুষ্য অবনিপতি কুল হইতে সুবিস্তৃত ভূসম্পত্তি এবং বহুলোকের অধিনায়কত্ব প্রাপ্ত হয়। সুরূপা কামিনী, হস্তীযুথ এবং অর্থের সমাগম হয়। লক্ষ্মীশ্রী সমলঙ্কৃত বাসগৃহ নির্ম্মিত হয়। সাধু এবং মহাত্মাগণের সহিত মিত্রতা, এবং গুরুজন হইতে গৌরব লাভ ঘটে। শত্রুর মুখ কলঙ্কিত হয়। এবং অতি রমণীয় এবং নির্ম্মল বিদ্যা লাভ হয়॥ ৯॥

শনি দশা ফলং।

মিথ্যা বাদেন তাপো নরজন কৃততাতঙ্কতা রঙ্কতা বা
কৃত্যা গুপ্তা প্রতপ্তো মতিরপি কুজনৈ রর্থনাশো জনানাং।
কান্তাপত্যাদিরোগো জনক কনক গো বাজি দন্তাবলানাং
বিচ্ছেদো মিত্রভেদো দিনপ সুতদশায়া মনর্থো বিশেষাৎ॥ ১০॥

শনিদশা ফল।—শনির দশা উপস্থিত হইলে মনুষ্যকে মিথ্যা কলঙ্কে মনস্তাপ পাইতে হয়। দুষ্টজন কৃত অত্যাচারে সে ব্যক্তি সশঙ্কিত, ভীত ও দৈন্যগ্রস্ত হয়। তাহার বুদ্ধিভ্রংশ এবং অর্থনাশ উপস্থিত হয়। গুপ্ত কার্য্যে সে ব্যক্তি পরিতাপিত হয়। এই দশায় স্ত্রী পুত্রাদির পীড়া, পিতা, স্বর্ণ, গো, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতির বিনাশ, বন্ধুগণ সহ মনান্তর এবং বিবিধ প্রকার বিপদ্ উপস্থিত হয়॥ ১০॥

বুধদশা ফলং।

দিব্যাহার বিহার যান জনতা পত্যার্থমানাম্বর
শ্রেণী গ্রাম নবালয়েন্দু বদনা লাভং বিশেষাদিহ।
সদ্ভিঃ সঙ্গ মনঙ্গ রঙ্গ মতুলং প্রোত্তুঙ্গ মাতঙ্গজং
সৌখ্যং সন্তনুতে দশা সুখযশো বৃদ্ধিং চ সিদ্ধিং বিদঃ॥ ১১॥

বুধদশা ফল।—বুধের দশাকালে মনুষ্যের দিব্য আহার, বিহার, যান, লোকবল, অপত্য, অর্থ, মান, বস্ত্রালঙ্কারাদি, গ্রাম, নূতন আবাস গৃহ, বিশেষতঃ

ইন্দুবদনা স্ত্রী লাভ হয়। উক্ত দশায় সাধু লোকের সহ সঙ্গতি, অতুলনীয় অনঙ্গ বিল্লাস, তুঙ্গ মাতঙ্গ জনিত আনন্দ, সুখ ও যশের বৃদ্ধি এবং সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধিলাভ হয়॥ ১১॥

কেতুদশা ফলং।

মনস্তাপং তাপং নিজ জন বিবাদং খল কৃতং
সদা চন্দ্রারাতে রুদর ভবরোগং বিতনুতে।
দশা পুংসা মারাদনুগতি মপায়ং নিজমতেঃ
কৃশত্বং বিত্তানা মবনিপতি কোপেন পরিতঃ॥ ১২॥

কেতুদশা ফল।—কেতুর দশায় মনুষ্যের মনস্তাপ, জ্বর, আত্মীয়গণের সহ বিবাদ দুষ্টজন কৃত অনিষ্ট এবং উদর সম্বন্ধীয় রোগের উৎপত্তি হয়। তাহার দূরদেশে ভ্রমণ হয়, বুদ্ধির অপায় উপস্থিত হয় এবং রাজ-কোপ বশতঃ ধন ক্ষয় হয়॥ ১২॥

শুক্রদশা ফলং।

তুল্যত্বং ধরণীধবেন মহতা মিত্রাজ্জয়ো জন্মিনা
মারোল্লাস বিকাশ এব কমলালাবণ্য যুক্তং গৃহং।
দিব্যারাম সুধাম সামবহুলা ব্যাখ্যান গান ধ্বনিঃ
প্রজ্ঞা সৌখ্যমতীব পাকসময়ে শালা বিশালা করেঃ॥ ১৩॥

শুক্রদশা ফল —শুক্রের দশায় মনুষ্য, অতি প্রতাপান্বিত ধরণীপতির সমকক্ষতা, মিত্র বর্গ হইতে জয়, এবং অনঙ্গ ক্রীড়ায় অতুল আনন্দ লাভ করে। তাহার গৃহ কমলা (লক্ষ্মী) এবং লাবণ্যবতী ললনায় পরিপূর্ণ থাকে। দিব্য আরাম (উদ্যান) মনোহর অট্টালিকা, প্রখর বুদ্ধি, অত্যন্ত সৌখ্য, বিশাল বাসশালা, এবং গৃহে সামবেদ ব্যাখ্যা ও সামগান শুক্র দশার ফল॥ ১৩॥

তুঙ্গীগ্রহ দশাফলং।

নিজোচ্চ গামিনো যদা তদা ততা যশোলতা
নবাম্বরাদি ভূষণৈঃ সুখং বরাঙ্গনাগমঃ।
উপেন্দ্র তুল্যতা গজেন্দ্র বাজি রাজিকা রথো
বৃষশ্চ বৈরিণঃ কৃশা বশা দশা যদা ভবেৎ॥ ১৪॥

তুঙ্গীগ্রহ দশাফল।—তুঙ্গীগ্রহের দশায় মনুষ্যের যশোলতা দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হয়। সে ব্যক্তি নূতন বস্ত্রালঙ্কারাদি জনিত সুখ, বরাঙ্গনা সমাগম এবং নরপতির তুল্যতা লাভ করে। হস্তী, অশ্ব, রথ এবং বৃষাদিতে তাহার গৃহ পূর্ণ হয়। তাহার শত্রু-কুল দুর্ব্বল এবং বশীভূত হয়॥ ১৪॥

স্বক্ষেত্রী গ্রহ দশা ফলং।

দশা নিজাগার গতস্য যস্য
নবাম্বরাগার বিহার সৌখ্যং।
নবীন যোষা বহু ভূমি ভূষা
যশো বিশেষাদরি বর্গ হানিঃ॥ ১৫॥

স্বক্ষেত্রী গ্রহদশাফল।—কোন স্বক্ষেত্রী গ্রহের দশা উপস্থিত হইলে মনুষ্য, নূতন বস্ত্র, বাসশালা, বিহার সুখ, নবীনা নারী, ভূসম্পত্তি, অলঙ্কার এবং যশঃ প্রাপ্ত হয়। তাহার অরাতিনিকর বিনষ্ট হয়॥১৫॥

মিত্র ক্ষেত্রস্থ গ্রহ দশা ফলং।

কলত্র পুত্রৈ রপি মিত্র পুত্রৈ
রতীব সৌখ্যং স্থিত রাশিগস্য।
দশা বিপাকে বসনং নৃপালাদ্
বিশেষতো মান বিবর্দ্ধনং স্যাৎ॥ ১৬॥

মিত্রক্ষেত্রস্থ গ্রহদশা ফলং।—কোন মিত্র ক্ষেত্রগত গ্রহের দশাকালে মনুষ্য স্বকীয় স্ত্রী পুত্রাদি ও আত্মীযবর্গের পুত্রাদি হইতে অত্যন্ত সৌখ্য এবং নৃপতির নিকট হইতে বসনাদি প্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ তাহার সম্মানের বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

রিপু ক্ষেত্রস্থ গ্রহ দশাফলং।

মনোজ বেগো রিপুবর্গভীতিঃ
কৃশত্ব মর্থ ক্ষতি রাপ্তি বাধা।
দশা যদারাতি গৃহস্থিতস্য
তদা নরস্য প্রকৃতি শ্চলা স্যাৎ ॥ ১৭ ॥

শক্রক্ষেত্রস্থ গ্রহদশা ফল।—শত্রু ক্ষেত্রগত কোন গ্রহের দশা উপস্থিত হইলে মনুষ্যের অত্যন্ত কন্দর্প বেগ ও শত্রুভীতি উপস্থিত হয়। তাহার শরীর কৃশ হয়, অর্থের ক্ষতি ও উপার্জ্জনে বিঘ্ন হয় এবং প্রকৃতি চঞ্চলা হয অর্থাৎ বুদ্ধির স্থিরতা থাকে না ॥ ১৭ ॥

অস্তগত গ্রহদশা ফলং।

দশাধীশে বাস্তং গতবতি বিরোধো বলবতা
সদা রোগাগারং হৃদয় কুহরে বাথ জঠরে।
অরে রাধি ব্যাধি ব্যসন মৃত মান ক্ষতি রথো
বিরামো বিত্তানা মবনিপতি কোপেন ভবিনাং ॥ ১৮ ॥

অস্তগত গ্রহদশাফল।—দশাপতি জন্মকালে অস্তগত থাকিলে, আপনা হইতে বলবান্ লোকের সহিত জাতকের বিবাদ হইয়া থাকে। তাহার জঠর এবং হৃদয় নানা রোগের আবাস স্থান হয়। শত্রু বর্গ হইতে চিন্তা, পীড়া, বিপদ্, মানহানি এবং রাজ-কোপে ধনক্ষয় প্রভৃতি অস্তগত গ্রহ দশার ফল ॥ ১৮ ॥

ষষ্ঠেশ দশা ফলং।

রোগাধীশ দশাবলা জনকলিং রোগাগমং জন্মিনা
মাধিব্যাধি মরিব্রজব্রণগণাতঙ্কং কলঙ্কং খলাৎ।
মানধ্বংস মতিক্ষয়ং কলয়তি জ্ঞানার্থনাশং তথা
চিত্তব্যাকুলতাচ পাপবশতো ধাতুক্ষয়ং প্রায়শঃ॥ ১৯॥

ষষ্ঠেশ দশাফল।—ষষ্ঠাধিপতি দুর্ব্বল হইলে তদ্দশায় মনুষ্যের সহিত কলহ, নানারোগের সমাগম, মানসী চিন্তা, শত্রু বৃদ্ধি, ব্রণাদি হইতে কষ্ট এবং দুষ্টজন কৃত মিথ্যা কলঙ্ক উৎপন্ন হয়। উক্ত দশায় মানের ধ্বংস, মতিক্ষয়, জ্ঞান ও অর্থের নাশ চিত্তব্যাকুলতা এবং পাপাসক্তি বশতঃ জাতকের ধাতুক্ষয় হইয়া থাকে॥ ১৯॥

সপ্তমেশ দশা ফলং।

জায়াপতি পরিপাকে রোগ জ্বালা হৃদিস্থিতা ভবতি।
রিপুজনজনিতা বাধা বিত্ত বিনাশো নরেশ ভীতিশ্চ॥ ২০॥

সপ্তমেশ দশাফল —সপ্তম ভাবপতির দশায় হৃদয়ে সর্ব্বদা রোগের জ্বালা বর্ত্তমান থাকে। শত্রু জন হইতে বিপদ্, বিত্তক্ষয় এবং রাজভয় সপ্তমেশ দশার ফল॥ ২০॥

অষ্টমেশ দশা ফলং।

নিধনভাবপতে রবনীপতে
রতিভয়ং গদজালভয়ং দশা।
কলয়তি স্বজনস্য বিনাশনং
নিধনতা মপি বা ভবিনামিহ॥ ২১॥

অষ্টমেশ দশাফল।—অষ্টমেশ্বরের দশায় মনুষ্যের রাজ ভয়, নানাবিধ রোগ ভয়, আত্মীয় বিনাশ এবং স্বকীয় মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে॥ ২১॥

দ্বাদশেশ দশা ফলং।

বিত্ত ক্ষতি রবনীশা দাধিব্যাধি র্ব্যয়েশ পরিপাকে।
কষ্টং মৃত্যুসমানং ভবতি কুযানং কুসঙ্গ সংযোগঃ॥ ২২॥

দ্বাদশেশ দশাফল। দ্বাদশ ভাবপতির দশাকালে নরপতি হইতে মনুষ্যের ধনক্ষয় হয়। মানসিক চিন্তা, রোগ এবং মৃত্যুতুল্য কষ্ট উপস্থিত হয়। নিন্দিত যানে আরোহণ এবং কুসঙ্গ সঙ্গতি দ্বাদশেশ দশার ফল॥ ২২॥

দশা সামান্য ফলং।

দশা প্রবেশে সবলে শশাঙ্কে
দশাফলং শস্তমতীব জন্তো।
রতোহন্যথা চেদ্ বিপরীত মার্য্যৈ
রুদীরিতং চন্দ্র বলানুপাতাৎ॥ ২৩॥

কোন গ্রহের দশার প্রারম্ভ সময়ে শশাঙ্ক বলবান্ থাকিলে জাতক সম্বন্ধে সেই গ্রহের দশাফল অতি প্রশস্ত হয়। চন্দ্র দুর্ব্বল হইলে বিপরীত ফল ঘটে। আর্য্যগণ বলিয়াছেন যে, কোন দশার প্রারম্ভকালে চন্দ্রের বলানুসারেই দশা ফল অনুমান করিয়া লইবে, অর্থাৎ যে সময়ে কোন গ্রহের দশা আরম্ভ হইবে, সেই সময়ের লগ্ন এবং গ্রহ স্থিতি নিরূপণ করিলে যদি দেখা যায় যে, চন্দ্র উক্ত লগ্ন সম্বন্ধে বলবান্ এবং শুভ ফলদাতা, তাহা হইলে সেই গ্রহের দশা শুভ বলিয়া জানিবে। চন্দ্র দুর্ব্বল এবং অশুভ হইলে গ্রহের দশাকাল কষ্টে অতিবাহিত হইবে॥ ২৩॥

বলবন্তো দশাধীশা দিশন্তি সকলং ফলং।
নির্ব্বলা নৈব কুর্ব্বন্তি মধ্যং মধ্যবলা নৃণাং॥ ২৪॥

দশাপতি বলশালী হইলে সমস্ত ফল নিঃশেষে প্রদান করিয়া থাকেন। গ্রহ মধ্যবলী হইলে মধ্যম ফল এবং দুর্ব্বল হইলে স্বল্প ফল মাত্র প্রদান করেন। বলের অনুপাত অনুসারেই গ্রহগণ স্ব স্ব দেয় ফল প্রদান করেন॥ ২৪॥

লগ্নেশস্য দশাফলং বহুধনং বিত্তেশিতুঃ পঞ্চতাং

কষ্টং বেত্তি সহোদরালয়পতেঃ পাপং ফলং প্রায়শঃ ।

তুর্য্যস্বামিন আলয়ং কিল সুতাধীশস্য বিদ্যাঽখং

রোগাগারপতে ররাতিজভয়ং জায়াপতেঃ শোকতাং ॥ ২৫ ॥

মৃত্যুং মৃত্যুপতেঃ করোতি নিয়তং ধর্ম্মেশিতুঃ সুক্রিয়াং

বিত্তং রাজ্যপতে নৃর্পাশ্রয় মথো লাভং হি লাভেশিতুঃ ।

রোগং দ্রব্য বিনাশনং চ বহুধা কষ্টং ব্যয়েশস্য বৈ

পূর্ব্বৈ রঙ্গভৃতা মুদীরিতমিদং তন্বাদি ভাবেশজং ॥ ২৬ ॥

এক্ষণে সংক্ষেপে দ্বাদশ ভাবপতির দশাফল লিখিত হইতেছে। লগ্নপতির দশায় ধনবৃদ্ধি, ধনস্বামীর দশায় মৃত্যু বা তত্তুল্য কষ্ট, সহজাধীশ দশায় প্রায়ই অনিষ্ট, চতুর্থেশের দশায় গৃহসুখ, পঞ্চমেশ দশায় বিদ্যাজনিত সুখ, রোগেশ দশায় অরাতিজনিত ভয় এবং জায়াপতির দশায় শোক উৎপন্ন হয় ॥২৫॥

নিধন পতির দশায় প্রায়ই মৃত্যু, ধর্ম্মনাথের দশায় ধর্ম্ম কার্য্যাদি, রাজ্য পতির দশায় ধন এবং রাজা কিম্বা বড়লোকের আশ্রয় প্রাপ্তি, লাভেশ্বরের দশায় লাভ এবং ব্যয়পতির দশায় রোগ, দ্রব্যনাশ এবং বহুবিধ কষ্ট উপস্থিত হয়। পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ তন্বাদি দ্বাদশ ভাবপতির দশাফল এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন ॥২৬ ॥

ভাবাধিপো বল যুতো নিজ গেহ গামী

তুঙ্গ ত্রিকোণ শুভ বর্গ গতোঽপি পূর্ণং ।

জন্তো ফর্লং কিল করোতি যদারিনীচ-

স্থান স্থিতোঽশুভফলং বিবলো বিশেষাৎ ॥ ২৭ ॥

ভাবাধিপতি বলশালী, স্বক্ষেত্রগত, তুঙ্গী, ত্রিকোণস্থ কিম্বা শুভ গ্রহের বর্গগত হইলে তদ্দশোক্ত ফল সম্পূর্ণরূপে প্রদান করেন ; কিন্তু ভাবাধিপতি নীচস্থ কিম্বা দুর্ব্বল (উপলক্ষণে শত্রু গৃহগত শত্রু বর্গস্থ) হইলে অশুভ ফল প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

চতুর্দ্দশাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ

অথ গ্রহাণাং শয়নাদ্যবস্থা বিচারাধ্যায়ঃ পঞ্চদশঃ।

প্রথমং শয়নং জ্ঞেয়ং দ্বিতীয় মুপবেশনং
নেত্রপাণিঃ প্রকাশশ্চ গমনাগমনে ততঃ ॥ ১ ॥
সভাবস্থা ততো জ্ঞেয়া চাগমো ভোজনং তথা
নৃত্য লিপ্সা কৌতুকঞ্চ নিদ্রাবস্থা নভঃসদাং ॥ ২ ॥

১ শয়ন, ২ উপবেশন, ৩ নেত্রপাণি, ৪ প্রকাশ, ৫ গমন, ৬ আগমন. ৭ সভা, ৮ আগম, ৯ ভোজন, ১০ নৃত্যলিপ্সা, ১১ কৌতুক এবং ১২ নিদ্রা গ্রহগণের এই দ্বাদশটি অবস্থা আছে ॥ ১ । ২ ॥

গ্রহর্ক্ষ সংখ্যা খগমান নিঘ্নী
খেটাংশ সংখ্যা গুণিতা গ্রহাণাং।
নিজেষ্ট জন্মর্ক্ষ তনুপ্রমাণৈ
র্যুতার্কতষ্টা শয়নাদ্যবস্থা ॥ ৩ ॥

এক্ষণে গ্রহগণের শয়নাদি অবস্থা নির্ণয় করিবার প্রণালী লিখিত হইতেছে।— জন্মকুণ্ডলীতে গ্রহগণ যে নক্ষত্রে অবস্থিত, সেই নক্ষত্র সংখ্যা, গ্রহ সংখ্যা এবং গ্রহস্ফুটের বর্ত্তমান অংশ সংখ্যা. এই তিনটি সংখ্যা পরস্পর গুণ করিবে। গুণফলে ইষ্ট দণ্ড, জন্ম নক্ষত্র এবং লগ্ন সংখ্যা, যোগ করিয়া যোগফলকে ১২ দ্বারা ভাগ দিবে। ভাগশেষ অঙ্কে (অর্থাৎ ১ থাকিলে শয়ন, ২ থাকিলে উপবেশন ইত্যাদি ক্রমে) শয়নাদি অবস্থা নির্ণীত হইবে। বৃহৎ পারাশরীতেও লিখিত আছে—

যস্মিনৃক্ষে ভবেৎ খেট স্তেন তং পরিপূরয়েৎ।
পুনরংশেন সংপূর্য্য স্বনক্ষত্রং নিযোজয়েৎ ॥
জাতদণ্ডং তথা লগ্ন মেকীকৃত্য সদা বুধঃ।
রবিণা হরতে ভাগং শেষং কার্য্যে নিযোজয়েৎ ॥

মূল শ্লোকের সহিত এই শ্লোকদ্বয়ের অর্থের কোন পার্থক্য নাই। গ্রহ সংখ্যাস্থলে রবি চন্দ্র প্রভৃতি নব গ্রহের যথাক্রমে ১, ২ ইত্যাদি ক্রমে অঙ্ক

গ্রহণ করিতে হয়। যথা রবি হইলে ১, বুধ হইলে ৪, শনি হইলে ৭ ইত্যাদি। কোন গ্রহ ৮ অংশ ২০ কলায় অবস্থিত আছে ; সুতরাং ৯ তাহার বর্ত্তমান অংশ সংখ্যা। কারণ গ্রহ ৮ অংশ স্থান উত্তীর্ণ হইয়া নবম অংশে অবস্থিত। ইষ্ট দণ্ড স্থলেও উক্তরূপে বর্ত্তমান দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়। কেহ কেহ অংশ শব্দে নবাংশ কল্পনা করেন, কিন্তু সে অর্থ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না॥ ৩॥

শেষং শেষহতং স্বরাঙ্ক সহিতং তষ্টং পুনর্ভানুনা
সংক্ষেপং গুণশেষিতং খলু ভবেদ্ দৃষ্ট্যাদ্যবস্থা ত্রিধা।
পঞ্চ দ্বি দ্বি গুণাক্ষরাম গুণবেদাঃ ক্ষেপকাঙ্কা রবেঃ
প্রাচীনৈ র্যবনাদিভিঃ সমুদিতা স্তেহমী নিবদ্ধা ময়া॥ ৪॥

এক্ষণে গ্রহগণের দৃষ্টি, চেষ্টা এবং বিচেষ্টা এই অবস্থাত্রয় কথিত হইতেছে। শয়নাদি অবস্থা নির্ণয় করিবার সময় ১২ দিয়া ভাগ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, সেই অবশিষ্ট অঙ্ককে বর্গ করিয়া তাহাতে স্বরাঙ্ক যোগ দিবে। উক্ত যোগ ফলকে ১২ দিয়া ভাগ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার সহিত গ্রহগণের ক্ষেপাঙ্ক যোগ করিয়া ৩ দিয়া ভাগ দিবে। ভাগাবশেষ ১ হইলে দৃষ্টি, ২ হইলে চেষ্টা এবং ৩ অর্থাৎ ০ হইলে বিচেষ্টা বুঝিতে হইবে। পঞ্চ (৫) দ্বি (২) দ্বি (২) গুণ (৩) অক্ষ (৫) রাম (৩) গুণ (৩) এবং বেদ (৪) যথাক্রমে এই আট অঙ্ক রবি প্রভৃতি আট গ্রহের ক্ষেপাঙ্ক। প্রাচীন মুনিগণ এবং যবনাচার্য্যগণ যে ক্ষেপাঙ্ক উল্লেখ করিয়াছেন, আমি তাহাই এস্থলে নিবদ্ধ করিলাম॥ ৪॥

মূল শ্লোকে কেতুর ক্ষেপাঙ্কের উল্লেখ নাই। রাহুর ক্ষেপাঙ্ক ৪ লিখিত আছে, তদনুসারে কেতুর ক্ষেপাঙ্কও ৪ বুঝিতে হইবে। নিম্নে গ্রহগণের ক্ষেপাঙ্ক চক্র লিখিত হইল।—

গ্রহাণাং ক্ষেপাঙ্ক চক্রং

গ্রহাঃ	রবি	চন্দ্র	মঙ্গল	বুধ	গুরু	শুক্র	শনি	রাহু	কেতু
ক্ষেপাঙ্ক	৫	২	২	৩	৫	৩	৩	৪	৪

বর্ত্তমান গ্রন্থে স্বরাঙ্কের কোন উল্লেখ না থাকায় স্বর শাস্ত্র মতে এস্থলে তদ্বিষয় বিবৃত হইতেছে। অ ১, ই ২, উ ৩, এ ৪ এবং ও ৫ এই পাঁচটি স্বর। ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে ঙ, ঞ এবং ণ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট ক হইতে হ পর্য্যন্ত ৩০টি অক্ষরকে যথাক্রমে উক্ত পাঁচটি স্বরের নিম্নে লিখিতে হইবে। সহজে বুঝিবার জন্য পার্শ্বে একটি স্বরাঙ্ক চক্র সন্নিবেশিত হইল।

স্বরাঙ্ক চক্রং

১	২	৩	৪	৫
অ	ই	উ	এ	ও
ক	খ	গ	ঘ	চ
ছ	জ	ঝ	ট	ঠ
ড	ঢ	ত	থ	দ
ধ	ন	প	ফ	ব
ভ	ম	য	র	ল
ব	শ	ষ	স	হ

যাহার কোষ্ঠীতে গ্রহগণের অবস্থাত্রয় নির্ণয় করিতে হইবে, তাহার নামের আদিতে যে বর্ণ থাকিবে, উক্ত স্বরাঙ্ক চক্রে সেই বর্ণ যে সংখ্যার নিম্নস্থ সেই সংখ্যাই তাহার স্বরাঙ্ক জানিবে। যেমন র অক্ষর ৪ সংখ্যার নিম্নে থাকায় রামদাস নামের স্বরাঙ্ক ৪। নারায়ণ নামের স্বরাঙ্ক ২। চক্রস্থ অক্ষর মালার স্বরবর্ণের হ্রস্ব দীর্ঘাদি কোন প্রভেদ নাই।

নামাক্ষর গ্রহণ স্থলে, রাশ্যাশ্রিত বা নক্ষত্রাশ্রিত নামের কোন প্রয়োজন নাই। যে নামে নিদ্রিত ব্যক্তি জাগরিত হয় (ডাক নাম) সেই নামই প্রশস্ত। পারাশরীর টীকাকারও উক্ত স্থলে বলিয়াছেন যে, "যেন নাম্না সুপ্তো বুধ্যতি তস্যাদ্যক্ষরবর্ণস্বরসংখ্যাং সংযোজয়েৎ" ইতি। পারাশরী হোরায় এই দৃষ্ট্যাদি অবস্থাত্রয়ের নিম্নলিখিত ফল লিখিত আছে যে—

"দৃষ্টৌ স্বল্পং ফলং জ্ঞেয়ং চেষ্টায়াং বিপুলং ফলং।
বিচেষ্টায়াং ফলং ন স্যাদেবং দৃষ্টি ফলং বিদুঃ॥"

গ্রহগণ দৃষ্টি অবস্থায় স্বল্প ফল, চেষ্টাবস্থায় বিপুল ফল এবং বিচেষ্টাবস্থায় থাকিলে শূন্য ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

এক্ষণে উদাহরণ স্বরূপ পূর্ব্বোক্ত জন্ম কুণ্ডলী হইতে গ্রহগণের শয়নাদি ও দৃষ্ট্যাদি অবস্থা নির্ণয় করা যাইতেছে।

গ্রহাণাং শয়নাদ্যবস্থা নির্ণয় চক্রং।

গ্রহাঃ	রবি	চ	ম	বু	বৃ	শু	শ	রা	কে
গ্রহ সংখ্যা	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
নক্ষত্র সংখ্যা	৮	১৬	৯	৮	১৭	৬	১৪	২৫	১২
স্থিত্যংশ সংখ্যা	১৫	২৪	১৯	১৩	৪	১৯	১৭	৪	৪
গুণ ফল	১২০	৭৬৮	৫১৩	৪১৬	৩৪০	৬৮৪	২৮৫৬	৮০০	৪৩২
ইষ্ট দণ্ড	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯
জাত নক্ষত্র	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬
লগ্ন সংখ্যা	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫
যোগ ফল	১৫০	৭৯৮	৫৪৩	৪৪৬	৩৭০	৭১৪	২৮৮৬	৮৩০	৪৬২
রবিতষ্ট শেষ	৬	৬	৩	২	১০	৬	৬	২	৬
শয়নাদ্যবস্থা	আ	আ	নে	উ	নৃ	আ	আ	উ	আ
শেষাঙ্ক বর্গ	৩৬	৩৬	৯	৪	১০০	৩৬	৩৬	৪	৩৬
স্বর সংখ্যা	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
যোগফল	৪০	৪০	১৩	৮	১০৪	৪০	৪০	৮	৪০
রবিতষ্ট শেষ	৪	৪	১	৮	৮	৪	৪	৮	৪
ক্ষেপাঙ্ক	৫	২	২	৩	৫	৩	৩	৪	৪
যোগ ফল	৯	৬	৩	১১	১৩	৭	৭	১২	৮
গুণতষ্ট শেষ	৩	৩	৩	২	১	১	১	৩	২
দৃষ্ট্যাদ্যবস্থা	বি	বি	বি	চে	দৃ	দৃ	দৃ	বি	চে

অথ সর্ব্বভাব ফলং।

শয়নাদ্যেষু ভাবেষু যস্য তিষ্ঠন্তি সদ্‌গ্রহাঃ।
নিত্যং তস্য শুভজ্ঞানং নির্ব্বিশঙ্কং প্রকল্পয়েৎ॥ ৫॥

এক্ষণে গ্রহগণের সাধারণ অবস্থা ফল লিখিত হইতেছে। শুভ গ্রহগণ জন্মকুণ্ডলীতে শয়নাদি যে কোন অবস্থাতেই থাকুক না কেন, নির্ব্বিশঙ্ক চিত্তে নিত্য তাহার (জাতকের) শুভ ফল কল্পনা করিবে॥ ৫॥

ভোজনাদ্যেষু ভাবেষু পাপাস্তিষ্ঠন্তি সর্ব্বথা।
তদা সর্ব্ব বিনাশোহপি নাত্র কার্য্যাবিচারণা॥ ৬॥

পাপ গ্রহগণ ভোজনাদি অবস্থা চতুষ্টয়ে অবস্থিতি করিলে জাতকের সর্ব্ব প্রকারে অনিষ্ট চিন্তা করিবে। এ বিষয়ে অন্য কোন বিচারের প্রয়োজন নাই॥ ৬॥

নিদ্রায়াং চ যদা পাপো জায়া স্থানে শুভং বদেৎ।
যদি পাপগ্রহৈ দৃষ্টৌ ন শুভং চ কদাচন॥ ৭॥

পূর্ব্ব শ্লোকে নিদ্রাবস্থাগত পাপগ্রহের অনিষ্ট ফল দাতৃত্ব প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু এক্ষণে কয়েকটি তাহার প্রতি প্রসব লিখিত হইতেছে। নিদ্রিত পাপ গ্রহ জায়া স্থানে থাকিলে শুভ ফল প্রদান করেন। উক্ত জায়াস্থানগত নিদ্রিত পাপ গ্রহের প্রতি অন্য কোন পাপ গ্রহের দৃষ্টি (বা যোগ) থাকিলে কদাপি শুভ হয় না॥ ৭॥

সুতস্থানে স্থিতঃ পাপো নিদ্রায়াং শয়নেহপি বা।
তদা শুভং ভবেৎ তস্য নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৮॥

পাপ গ্রহগণ নিদ্রাবস্থায় কিম্বা শয়নাবস্থায় সুতস্থানে থাকিলে শুভ ফল প্রদান করেন। এ বিষয়ে অন্য বিচারের আর প্রয়োজন নাই॥ ৮॥

মৃত্যু স্থান স্থিতঃ পাপো নিদ্রায়াং শয়নেহপি বা।
তদা তস্যাপমৃত্যুঃ স্যাৎ রাজতঃ পরত স্তথা॥ ৯॥

শুভ গ্রহৈ র্যদাযুক্তঃ শুভৈর্বা যদি বীক্ষিতঃ।
তদা চ মরণং তস্য গঙ্গায়াং চ বিশেষতঃ ॥ ১০ ॥

নিদ্রা কিম্বা শয়নাবস্থাগত কোন পাপগ্রহ মৃত্যু স্থানে অবস্থান করিলে নৃপতি কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তি হইতে জাতকের অপমৃত্যু হইবে; কিন্তু উক্ত মৃত্যু স্থানগত গ্রহের প্রতি কোন শুভগ্রহের দৃষ্টি বা যোগ থাকিলে মৃত্যু হইবে বটে, তবে গঙ্গা জলে মৃত্যু হইবে এই মাত্র বিশেষ ॥ ৯। ১০ ॥

কর্ম্ম স্থানে যদা পাপঃ শয়নে ভোজনেঽপি বা।
তদা কর্ম্ম বিপাকঃ স্যা ন্নানা দুঃখ প্রদায়কঃ ॥ ১১ ॥

শয়ন কিম্বা ভোজনাবস্থায় অবস্থিত কোন পাপ গ্রহ কর্ম্মস্থান গত হইলে কর্ম্ম বৈকল্য এবং নানা দুঃখ উপস্থিত হয় ॥ ১১ ॥

দশমস্থো নিশানাথো কৌতুকে বা প্রকাশনে।
তদৈব রাজযোগঃ স্যা ন্নির্ব্বিশঙ্কং দ্বিজোত্তম ॥ ১২ ॥
বলাবল বিচারেণ জ্ঞায়তে চ শুভাশুভং।
এবং ক্রমেণ বোদ্ধব্যং সর্ব্বভাবং সুবুদ্ধিনা ॥ ১৩ ॥

কৌতুক বা প্রকাশাবস্থাগত নিশানাথ দশমস্থ হইলে নির্ব্বিশঙ্ক চিত্তে রাজযোগ কীর্ত্তন করিবে। এই প্রকারে গ্রহের বলাবল বিচার করিয়াই সর্ব্বভাবগত শুভাশুভ নির্ণয় করিতে হয় ॥ ১২। ১৩ ॥

ত্রিকোণং বা কর্ম্মণ্যপি নয়ন পাণৌ দিনমণেঃ
ফলং শস্তং জ্ঞেয়ং মদন সদনে নন্দন পদে।
প্রকাশে মার্ত্তণ্ডে মৃতিপদমপত্যং জনিমতাং
তথা জায়া যাতি ব্যয় মদন মানে চ জননে ॥ ১৪ ॥

পুণ্য বাধাকরঃ পুণ্যভে ভোজনে,

কৌতুকে বৈরিভে বৈরিহন্তা রবিঃ।

সপ্তমে পঞ্চমে তত্রগো বা

ভবেদঙ্গনাপুত্রহা লিঙ্গ রোগপ্রদঃ ॥ ১৫ ॥

জন্মকালে সূর্য্য নেত্রপাণি অবস্থায়, জন্মলগ্ন হইতে কর্ম্মে (১০ম) বা ত্রিকোণে (৯মা৫ম) অবস্থিতি করিলে শুভ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। প্রকাশাবস্থায় মদন (৭ম) বা নন্দন (৫ম) স্থানে অবস্থিতি করিলে পুত্র মৃত্যুপথ প্রাপ্ত হয়। রবি উক্ত প্রকাশাবস্থায় দ্বাদশে, সপ্তমে বা দশমে থাকিলে পত্নী বিয়োগ ঘটে ॥ ১৪ ॥

সূর্য্য ভোজনাবস্থায় পুণ্যক্ষেত্রে অর্থাৎ জন্ম লগ্ন হইতে নবমস্থানে থাকিলে পুণ্যকার্য্যে বাধা প্রদান করেন। রবি কৌতুকাবস্থায় বৈরি গৃহে (ষষ্ঠে) থাকিলে শত্রু বিনাশ এবং সপ্তম কিম্বা পঞ্চম ভাবে থাকিলে স্ত্রী পুত্রহানি ও লিঙ্গ-রোগের উৎপত্তি হয় ॥ ১৫ ॥

চন্দ্রস্য দ্বাদশাবস্থাফলং শুক্লদলে শুভং।

অশুভং কৃষ্ণপক্ষে তু বিজ্ঞেয়ং গণকোত্তমৈঃ ॥ ১৬ ॥

গণকোত্তমগণ পরিজ্ঞাত হইবেন যে, চন্দ্রের শয়নাদি দ্বাদশাবস্থা ফল শুক্লপক্ষে শুভ এবং কৃষ্ণপক্ষে অশুভ। চন্দ্র শুক্লপক্ষে বলবান্ এবং কৃষ্ণ পক্ষে দুর্ব্বল হন। সুতরাং ক্ষীণ চন্দ্রই সর্ব্বত্র অশুভ। কৃষ্ণাষ্টমী হইতে শুক্লাষ্টমী পর্য্যন্ত চন্দ্র ক্ষীণ এবং শুক্লাষ্টমী হইতে কৃষ্ণাষ্টমী পর্য্যন্ত চন্দ্রকে অক্ষীণ কহা যায়। সুতরাং এস্থলে শুক্লদলস্থ চন্দ্র শব্দে অক্ষীণ চন্দ্রকেই উল্লেখ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে, কেবল শুক্লপক্ষায় নহে ॥ ১৬ ॥

মদন নন্দনগোঽবনিনন্দনঃ

শয়নগশ্চ কলত্র সুত ক্ষয়ং।

প্রথমতঃ কুরুতে রিপুণেক্ষিতো

রিপুগৃহে করভঙ্গমনঙ্গতঃ ॥ ১৭ ॥

যদি যুতঃ শনিনাপি চ রাহুণা
শিরসি রোগকরো ধরণীসুতঃ।
তনুগতঃ শয়নে নয়নে গদং
বিতনুতে নিতরাং ক্ষতমঙ্গিনাম্ ॥ ১৮ ॥

অঙ্গারকোঽঙ্গে যদি নেত্রপাণৌ
করোত্যনঙ্গাতিশয়েন ভঙ্গং
ভুজঙ্গ দন্ত ক্ষত পাবকাম্বু
ভয়ং নগে হানি মিহাঙ্গনায়াঃ ॥ ১৯ ॥

প্রকাশনে পঞ্চম সপ্তমস্থঃ সুতং নিহন্ত্যাশু নিহন্তি বামাং।
পাপান্বিতঃ পাপখগান্তরালে কুকর্ম্মিণাং কেতুবরং করোতি ॥ ২০॥

শয়নাবস্থাগত মঙ্গল মদন (৭ম) ভাবস্থ হইলে কলত্রহানি এবং পুত্র ভাবস্থ হইলে পুত্রহানি করিযা থাকেন। মঙ্গল শত্রু দৃষ্ট হইয়া উক্ত অবস্থায় শত্রুস্থান গত হইলে, লাম্পট্য দোষে জাতকের করভঙ্গ হয় ॥ ১৭ ॥

শয়নাবস্থায় মঙ্গল লগ্নস্থ হইলে জাতকের নয়নে রোগ এবং শরীরে ক্ষত উৎপন্ন হয়। উক্ত অবস্থায রাহু কিম্বা শনিসহ যুক্ত হইয়া (যে কোন স্থানে থাকিলে) মঙ্গল শিরোরোগ প্রদান করেন ॥ ১৮ ॥

মঙ্গল নয়নপাণি অবস্থায় লগ্নস্থ হইলে কামজ বিপদে জাতকের অঙ্গ ভঙ্গ হয়, সর্পদংশন, দন্তাঘাত, অগ্নিদাহন জলনিমজ্জনাদি জন্য তাহাকে ভীত হইতে হয়। উক্ত মঙ্গল নগ অর্থাৎ সপ্তম ভাবগত হইলে তাহার অঙ্গনাহানি করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

মঙ্গল প্রকাশনাবস্থায় পঞ্চমস্থ হইলে পুত্রহানি এবং সপ্তমস্থ হইলে পত্নী-হানি করিয়া থাকেন। উক্ত অবস্থাপন্ন মঙ্গল, কোন পাপগ্রহ সহ সংযুক্ত অথবা পাপ গ্রহের মধ্যবর্ত্তী হইলে জাতক কুকর্ম্মান্বিত ব্যক্তিগণের অগ্রগণ্য হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

নেত্রপাণৌ সুতে সৌম্যে পুত্রহানিঃ সুতাগমঃ।

সভায়ামেব কন্যানা মাধিক্যং মদনে সুতে ॥ ২১ ॥

চন্দ্রনন্দন বুধ নেত্রপাণি অবস্থায় সুতস্থ (৫ম) হইলে পুত্রহানি করিয়া থাকেন; কিন্তু সভাবস্থায় পুত্রস্থ হইলে জাতক পুত্রবান্ হয়। বুধ (যে কোন অবস্থাতে হউক না কেন) পঞ্চমস্থ কিম্বা সপ্তমস্থ হইলে অনেক কন্যা জন্মে, পুত্র সংখ্যা স্বল্প হয় ॥ ২১ ॥

ভবতি দেবগুরৌ যদি ভোজনে

তনুগতে মনুজোহি ধনুর্দ্ধরঃ।

নবমপঞ্চমভে ধনবর্জ্জিতো

ভবতি পাপযুতো বিসুতো নরঃ ॥ ২২ ॥

দেবগুরু বৃহস্পতি ভোজনাবস্থায় লগ্নগত হইলে মনুষ্য ধনুর্দ্ধর হয়। উক্ত অবস্থায় নবম কিম্বা পঞ্চমস্থ হইলে বৃহস্পতি মনুষ্যকে ধনবিহীন করেন। উক্ত বৃহস্পতি পাপ যুক্ত হইলে মনুষ্য পুত্রবর্জ্জিত হয় ॥ ২২ ॥

তনুগৃহে মদনে দশমে সিতো নয়নপাণিগতো যদি জন্মনি।

শুভমতীব ফলং তনুতে বলং দশনভঙ্গ মনঙ্গবিবর্দ্ধনং ॥ ২৩ ॥

জন্মকালে শুক্র নয়ন পাণি অবস্থায় লগ্ন সপ্তম কিম্বা দশম ভাবস্থ হইলে জাতক অতীব শুভফল প্রাপ্ত হয় এবং বলশালী হয়; কিন্তু তাহার দন্ত ভগ্ন হয়, এবং কামাসক্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

যত্র কুত্রস্থিতো মন্দো জন্মকালে বিশেষতঃ।

অবস্থা-নাম সদৃশং বিতনোতি শুভাশুভং ॥ ২৪ ॥

শনি জন্মকালে যে ভাবেই অবস্থান করুন না কেন, শয়নাদি অবস্থার নামানুযায়ী তত্তৎ ভাব ঘটিত শুভাশুভ ফল বিশেষরূপে প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

নবমে মদনে বাপি রাহু রাহু রিহাঙ্গিনাং।

মহাস্তো নিদ্রিতোহবশ্যং পুণ্যক্ষেত্র নিবাসিতাং ॥ ২৫ ॥

দ্বিতীয়ে দ্বাদশে বাপি লাভে বা সিংহিকা সুতে।

বসুধাং ভ্রমতে মর্ত্ত্যো বিধনঃ শয়নে ভবেৎ ॥ ২৬ ॥

নিজ ক্ষেত্রে তুঙ্গে কবি বুধ গৃহে মিত্র ভবনে

স্ববর্গে সদ্বর্গে তমসি শয়নে জন্ম সময়ে।

ফলং পূর্ণং প্রাহুঃ কথিত ভবনাদন্য ভবনে

তদা দুষ্টপ্রাঞ্চ স্তদিহ শিখিনো রাহুবদিদং ॥ ২৭ ॥

মহাত্মাগণ বলিয়াছেন যে, রাহু নিদ্রিতাবস্থায় নবম কিম্বা সপ্তম ভাবস্থ হইলে মনুষ্যের অবশ্যই পুণ্যক্ষেত্রে বসতি হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

সিংহিকানন্দন রাহু শয়নাবস্থায় লগ্ন হইতে দ্বিতীয়ে দ্বাদশে কিম্বা লাভে (১১শ) অবস্থিত থাকিলে মনুষ্য নির্ধন হইয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করে ॥ ২৬ ॥

রাহু জন্মকালে শয়নাবস্থায় স্বক্ষেত্রে, স্বীয় উচ্চরাশিতে, শুক্রের ক্ষেত্রে, বুধের ক্ষেত্রে অথবা কোন মিত্র গ্রহের ক্ষেত্রে থাকিলে কিম্বা দৃকাণাদি স্বীয় বর্গে কিম্বা মিত্রগ্রহের বর্গে থাকিলে পূর্ণফল প্রদান করিয়া থাকেন। রাহু, কথিত স্থান ব্যতীত অন্য স্থানে শয়ান থাকিলে জাতক দুষ্টের অগ্রগণ্য হয়। কেতুর ফল রাহুর ন্যায় জানিবে ॥ ২৭ ॥

যদি নিদ্রাগতঃ পাপঃ সপ্তমে পাপপীড়িতঃ।

তদা জায়া বিনাশঃস্যাৎ শুভযোগেক্ষণা ন্নহি ॥ ২৮ ॥

নিদ্রিতো রিপুগেহস্থো রিপুযুক্তেক্ষিতো মদে।

ভার্য্যা বিনশ্যতি ক্ষিপ্রং বিধিনা রক্ষিতাপি চেৎ ॥ ২৯ ॥

শুভ যোগেক্ষণাদেকা বিনশ্যতি পরা নহি।

শুভাশুভ দৃশা ভার্য্যা কষ্টযুক্তা নৃণাং ভবেৎ ॥ ৩০ ॥

যদি কোন পাপগ্রহ পাপপীড়িত (পাপ গ্রহের দীপ্তাংশ মধ্যগত) অথবা পাপগ্রহের পূর্ণদৃষ্টিবিশিষ্ট হইয়া সপ্তম ভাবস্থ হন, তাহা হইলে জাতকের জায়াবিনাশ হইবে। কিন্তু উক্ত সপ্তম ভাবে শুভ গ্রহের দৃষ্টি বা যোগ থাকিলে জায়া বিনাশ হইবে না। (কষ্টে পত্নীর জীবন রক্ষা হইবে)॥ ২৮॥

কোন নিদ্রিত গ্রহ স্বকীয় কোন শত্রুগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইয়া সপ্তম ভাবস্থ হইলে অথবা ঐ সপ্তম গৃহ তাহার শত্রু গৃহ হইলে জাতকের ভার্য্যা শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে। বিধাতাও তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। কিন্তু শুভগ্রহের দৃষ্টি বা যোগ থাকিলে জাতকের একটিমাত্র পত্নী বিনষ্ট হইবে মাত্র—অপরা নহে। শুভ এবং অশুভ উভয় প্রকার গ্রহের দৃষ্টি যোগে ভার্য্যা বিশেষ কষ্টভোগ করিবে; কিন্তু প্রাণে মরিবে না॥ ২৯। ৩০॥

অপত্যভাবে যদি তুঙ্গগেহে
নিজালয়ে পাপ যুতেক্ষিতশ্চেৎ।
নিদ্রাগতোঽপত্যবিনাশকারী
শুভেক্ষিতশ্চৈক সুতস্য হন্তা॥ ৩১॥

কোন নিদ্রাগত গ্রহ, উচ্চস্থ কিম্বা স্বক্ষেত্রস্থ হইয়াও কোন পাপগ্রহ সহ যুক্ত কিম্বা পাপদৃষ্ট হইয়া পঞ্চমস্থ হইলে জাতকের পুত্র বিনাশ করেন। কিন্তু শুভগ্রহের দৃষ্টি বা যোগ থাকিলে একটি মাত্র পুত্র বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩১॥

রাহুণা সহিতৌ যস্য নিধনস্থৌ কুজার্কজৌ।
অপমৃত্যু র্ভবেত্তস্য শস্ত্রাঘাতান্ন সংশয়ঃ॥ ৩২॥

নিধনেঽপি শুভো যস্য পাপারিগ্রহ বীক্ষিতঃ।
তদা মৃত্যুং বিজনীয়া দাহবে শস্ত্রপীড়নাৎ॥ ৩৩॥

শনি এবং মঙ্গল রাহুসহ যুক্ত হইয়া নিধনস্থ হইলে শস্ত্রাঘাতে জাতকের অপমৃত্যু ঘটিবে, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। শুভগ্রহও কোন পাপগ্রহ কিম্বা

শত্রুগ্রহ কর্ত্তৃক বীক্ষিত হইয়া নিধনস্থ হইলে যুদ্ধে শস্ত্রাঘাতে জাতকের মৃত্যু হইবে জানিবে। এই দুই অপমৃত্যু যোগে গ্রহগণের শয়নাদি কোন অবস্থার উল্লেখ না থাকিলেও উপলক্ষণে, প্রতিযোগে অন্ততঃ একটি গ্রহও শয়নাবস্থায় অবস্থিত, ইহা বুঝিতে হইবে॥ ৩২। ৩৩॥

যদা নিদ্রাযুক্তো নিধন ভবনে পাপ মিলিতঃ
শয়ানো বা মৃত্যুং ব্রজতি রিপু কোপেন মনুজঃ।
শুভৈর্দৃষ্টো যুক্তো নিজ পতিযুতো বান্ত সময়ে
নরো গঙ্গামেত্য ব্রজতি হরি সাযুজ্য পদবীং॥ ৩৪॥

কোন গ্রহ পাপযুক্ত হইয়া নিধন স্থানে নিদ্রিত কিম্বা শয়ান থাকিলে রিপু কোপে মনুষ্যের মৃত্যু হইবে। কিন্তু উক্ত অষ্টম স্থান, স্বামীগ্রহ যুক্ত হইলে কিম্বা তৎস্থানে শুভগ্রহের দৃষ্টি বা যোগ থাকিলে মনুষ্য মৃত্যুকালে গঙ্গানীরে প্রাণত্যাগ করিয়া বিষ্ণু সাযুজ্য প্রাপ্ত হইবে॥ ৩৪॥

যদা পশ্যেদঙ্গং তনু ভবন নাথোঽষ্টমপতি
মূর্ত্তিং ধর্ম্মাধীশৌ জনুষি চ তপঃস্থান মথবা।
শুভাভ্যামাক্রান্তং নবম ভবনং পাপরহিতং
বরক্ষেত্রং প্রাপ্য ব্রজতি মনুজো মোক্ষ পদবীং॥ ৩৫॥

জন্ম সময়ে লগ্নে লগ্নপতির, অষ্টমে অষ্টমাধীশের এবং নবমে নবমেশ্বরের দৃষ্টি থাকিলে, কিম্বা পাপগ্রহের দৃষ্টিযোগশূন্য নবমস্থান তিনটি শুভগ্রহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, মনুষ্য পুণ্যক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিয়া মোক্ষপদ লাভ করে॥ ৩৫॥

পঞ্চদশাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

অথ শয়নাদ্যবস্থা ফল কথনাধ্যায়ঃ ষোড়শঃ।

তত্রাদৌ সূর্য্যস্য।

মন্দাগ্নিরোগো বহুধা নরাণাং স্থূলত্বমঙ্ঘ্রেবপি পিত্তকোপঃ।
ব্রণংগুদে শূল মুরঃপ্রদেশে যদোষ্ণভানৌ শয়নং প্রয়াতে॥ ১॥

সূর্য্য শয়নাবস্থায় থাকিলে মনুষ্যের মন্দাগ্নিরোগ হয়, পাদদ্বয় স্থূল হয়, পিত্ত ধাতুর প্রাবল্য ঘটে, মলদ্বারে ব্রণ জন্মে এবং বক্ষঃস্থলে শূলের উৎপত্তি হয়॥ ১॥

দরিদ্রতা ভারবিহারশালী বিবাদ বিদ্যাভিরতো নরস্যাৎ।
কঠোরচিত্তঃ খলু নষ্টবিত্তঃ সূর্য্যো যদা চেদুপবেশনস্থে॥ ২॥

জন্মকালে সূর্য্য উপবেশনাবস্থায় থাকিলে জাতক দরিদ্র হয়, এবং অপরের ভার বহন করে। সে ব্যক্তি কলহবিদ্যায় দক্ষ, কঠিন হৃদয় এবং নষ্টবিত্ত হয়॥ ২॥

নরঃ সদানন্দধরো বিবেকী পরোপকারী বলবিত্তযুক্তঃ।
মহাসুখী রাজকৃপাভিমানী দিবাধিনাথে যদি নেত্রপাণৌ॥ ৩॥

দিবাধিনাথ নেত্রপাণি অবস্থায় থাকিলে জাতক সর্ব্বদা আনন্দযুক্ত থাকে সে ব্যক্তি বিচারশক্তিসম্পন্ন, পরোপকারী, বলবান, ধনশালী, মহাসুখী এবং রাজকৃপা প্রাপ্ত হইয়া অভিমানবিশিষ্ট হয়॥ ৩॥

উদারচিত্তঃ পরিপূর্ণবিত্তঃ সভাসু বক্তা বহুপুণ্যকর্ত্তা।
মহাবলী সুন্দররূপশালী প্রকাশনে জন্মনি পদ্মিনীশে॥ ৪॥

জন্মকালে পদ্মিনীপতি প্রকাশাবস্থায় থাকিলে জাতক উদারচেতাঃ, ধন সমৃদ্ধিসম্পন্ন, লোক-সমাজে সুবক্তা, নানাবিধ পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠাতা, মহাবলশালী এবং বিশেষ সুশ্রী হইবে॥ ৪॥

প্রবাসশালী কিল দুঃখমালী মদালসো ধী-ধনবর্জ্জিতশ্চ।
ভয়াতুরঃ কোপপরো বিশেষাদ্দিবাধিনাথে গমনে মনুষ্যঃ॥ ৫॥

জন্মকালে দিবাধিনাথ গমনাবস্থায় থাকিলে মনুষ্যকে নিয়ত: প্রবাসে বাস করিতে হয়। সে ব্যক্তি উদ্যমবিহীন, বুদ্ধিহীন, নির্ধন, ভয়াতুর এবং বিশেষরূপ কোপনস্বভাব হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

পরদার রতো জনতা রহিতো
বহুধা গমনে গমনাভিরুচিঃ।
কৃপণঃ খলতা কুশলো মলিনো
দিবসাধিপতৌ মনুজঃ কুমতিঃ ॥ ৬ ॥

জন্মকালে দিবাকর আগমন অবস্থায় থাকিলে জাতক পরদারনিরত, জনতারহিত (বন্ধুবিহীন), দেশ ভ্রমণে অনুরক্ত, কৃপণস্বভাব, খলতাকুশল কুমতি এবং মলিন হইবে ॥ ৬ ॥

সভাগতেহিতেনরঃ পরোপকার তৎপরঃ
সদার্থরত্নপূরিতো দিবাকরে গুণাকরঃ।
বসুন্ধরা নবাম্বরা লয়ান্বিতো মহাবলী
বিচিত্র মিত্র বৎসলঃ কৃপাকলাধরঃ পরঃ ॥ ৭ ॥

জন্মকালে দিবাকর সভাগত থাকিলে জাতক পরোপকারে তৎপর হয়, সর্ব্বদা ধনরত্নে পরিপূর্ণ থাকে। সে ব্যক্তি, ভূসম্পত্তি নববাস এবং প্রাসাদ সমন্বিত, গুণাকর মহাবলশালী মিত্র বৎসল ও কৃপালুহৃদয় হয় ॥ ৭ ॥

ক্ষোভিতো রিপুগণৈঃ সদানরশ্চঞ্চলঃ খলমতি কৃশস্তথা।
ধর্ম্মকর্ম্মরহিতো মদোদ্ধত শ্চাগমে দিনপতৌ যদা তদা ॥ ৮ ॥

জন্মকালে দিনপতি আগমাবস্থায় থাকিলে জাতক শত্রুগণ কর্ত্তৃক ক্ষোভিত এবং তজ্জন্য সর্ব্বদা চঞ্চল থাকে। সে ব্যক্তি খলচেতাঃ কৃশ দেহ, ধর্ম্ম কর্ম্ম রহিত এবং মদোদ্ধত হয় ॥ ৮ ॥

সদাঙ্গসন্ধি বেদনা পরাঙ্গনা ধনক্ষয়ো
বলক্ষয়ঃ পদে পদে যদা তদাহি ভোজনে।
অসৎপথা শিরোব্যথা তথা বৃথান্নভোজনং
রবাবসৎ কথারতিঃ কুমার্গ গামিনী মতিঃ ॥ ৯ ॥

জন্মকালে রবি ভোজনাবস্থায় থাকিলে জাতক সর্ব্বদা অঙ্গসন্ধিতে বেদনা অনুভব করিবে। পরাঙ্গনা গমনহেতু পদে পদে তাহার ধন এবং বলের ক্ষয় হইবে। অসৎপথে অবস্থিতি বশতঃ শিরোরোগ, বৃথান্ন ভোজন, অসৎ কথায় আনুরক্তি এবং কুমার্গগামিনী মতি, ভোজনাবস্থাগত রবিগ্রহের ফল॥ ৯ ॥

বিজ্ঞ লোকৈঃ সদা মণ্ডিতঃ পণ্ডিতঃ
কাব্যবিদ্যানবদ্য-প্রলাপান্বিতঃ।
রাজপূজ্যো ধরামণ্ডলে সর্ব্বদা
নৃত্যলিপ্সাগতে পদ্মিনী নায়কে ॥১০॥

পদ্মিনী নাযক জন্মকালে নৃত্যলিপ্সাগত হইলে জাতক বিজ্ঞলোকে পরিবেষ্টিত থাকিবে। সে ব্যক্তি পণ্ডিত, কাব্যবিদ্যাবিশারদত্ব হেতু বিশেষ সদ্বক্তা, সুতরাং ধরামণ্ডলে নৃপতিবর্গের পূজনীয হইবে॥ ১০ ॥

সর্ব্বদানন্দধর্ত্তা জনো জ্ঞানবান্
যজ্ঞকর্ত্তা ধরাধীশ সদ্মস্থিতঃ।
পদ্মবন্ধা বরাতীভপঞ্চাননঃ
কাব্যবিদ্যাপ্রলাপী:মুদা কৌতুকে ॥ ১১ ॥

পদ্মবন্ধু সূর্য্য কৌতুকাবস্থায় থাকিলে জাতক সর্ব্বদা আনন্দময়, জ্ঞানবান্ এবং যজ্ঞকর্ত্তা হইবে। নৃপনিকেতনে অবস্থান করিবে। শত্রুরূপী হস্তী মধ্যে সে ব্যক্তি সিংহ (পঞ্চানন) স্বরূপ প্রতাপশালী, কাব্যবিদ্যাবিশারদ এবং সদ্বক্তা হইবে॥ ১১ ॥

নিদ্রাভরা রক্তনিভে ভবেতাং নিদ্রাগতে লোচনপদ্মযুগ্মে।
রবৌ বিদেশে বসতি র্জনস্য কলত্রহানিঃ কতিধার্থনাশঃ॥ ১২॥

রবি জন্মকালে নিদ্রাগত থাকিলে জাতকের লোচনদ্বয় নিদ্রাভারাক্রান্ত এবং রক্তবর্ণ হইবে। তাহার বিদেশে অবস্থান, কলত্রহানি এবং কয়েক বার অর্থনাশ ঘটিবে॥ ১২॥

অথ চন্দ্রস্য।

জনুঃকালে ক্ষপানাথে শয়নং চেদুপাগতে।
মানী শীত-প্রধানীচ কামী বিত্ত-বিনাশকঃ॥ ১॥

জন্মকালে ক্ষপানাথ চন্দ্র শয়নাবস্থায় থাকিলে মনুষ্য সম্ভ্রমবিশিষ্ট, শীত কাতর ও কামাসক্ত হয়। সে ব্যক্তি (ব্যসনাদি নিবন্ধন) আপনার ধনক্ষয় করিয়া থাকে॥ ১॥

রোগার্দ্দিতো মন্দমতি র্বিশেষাদ্
বিত্তেন হীনো মনুজঃ কঠোরঃ।
অকার্য্যকারী পরবিত্তহারী
ক্ষপাকরে চেদুপবেশনস্থে॥ ২॥

ক্ষপাকর চন্দ্র জন্মকালে উপবেশনাবস্থায় থাকিলে জাতক রোগ পীড়িত, জড়বুদ্ধি, বিশেষতঃ ধনহীন এবং কঠোর স্বভাব হইবে। সে ব্যক্তি পরধনাপহারী এবং অকার্য্যকারী হইবে। (অকার্য্যকারীস্থলে অপায়কারী পাঠে—আপনার বিপদ্ আপনি আনয়ন করিবে এইরূপ অর্থ হইবে)॥ ২॥

নেত্রপাণৌ ক্ষপানাথে মহারোগী নরোভবেৎ।

অনল্প-জল্পকো ধূর্ত্তঃ কুকর্ম্মনিরতঃ সদা ॥ ৩ ॥

জন্মকালে নিশানাথ নেত্রপাণি অবস্থায় থাকিলে মনুষ্য (কুষ্ঠ যক্ষ্মাদি) মহারোগে আক্রান্ত হইবে। সে ব্যক্তি অত্যন্ত বাচাল ও ধূর্ত্ত হইবে এবং সর্ব্বদা কুকর্ম্মে আসক্ত থাকিবে ॥ ৩ ॥

যদা রাকানাথে গতবতি বিকাশং চ জননে

বিকাশঃ সংসারে বিমলগুণরাশে রবনিপাৎ।

নবা শালা মালা করিতুরগলক্ষ্ম্যা পরিবৃতা

বিভূষা যোষাভিঃ সুখমনুদিনং তীর্থগমনং ॥ ৪ ॥

রাকানাথ জন্মকালে বিকাশাবস্থায় থাকিলে সংসারে মনুষ্যের গুণরাশি বিকাশিত হইয়া থাকে। নৃপতি হইতে সে ব্যক্তি নূতন বাসগৃহ, রত্নমালা, অশ্ব, তুরঙ্গ ও ধনসমন্বিত ভূষণ এবং স্ত্রীগণ হইতে নিরন্তর সুখপ্রাপ্ত হয়। তাহার তীর্থগমন ঘটে ॥ ৪ ॥

সিতেতরে পাপরতোঽথচন্দ্রে

বিশেষতঃ ক্রূরতরো নরোভবেৎ।

সদাক্ষিরোগৈঃ পরিপীড্যমানো

বলক্ষপক্ষে গমনে ভয়াতুরঃ ॥ ৫ ॥

গমনাবস্থাপন্ন চন্দ্র কৃষ্ণপক্ষে মনুষ্যকে ক্রূর এবং পাপরত করিয়া থাকেন। সেব্যক্তি সর্ব্বদা চক্ষুরোগে পীড়িত হইয়া থাকে। চন্দ্র শুক্লপক্ষে গমনাবস্থায় থাকিলে, মনুষ্য অত্যন্ত ভয়াতুর হয় ॥ ৫ ॥

বিধবাগমনে মানী পাদরোগী নরো ভবেৎ।

গুপ্ত-পাপ-রতো দীনো মতিতোষবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৬ ॥

বিধু আগমন অবস্থায় থাকিলে মনুষ্য মানী, পাদরোগী, গুপ্তপাপনিরত, দীন এবং বুদ্ধি ও সন্তোষ বিবর্জ্জিত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

সকলজনবদান্যো রাজরাজেন্দ্রমান্যো
রতিপতিসমকান্তিঃ শান্তিকৃৎ কামিনীনাং।
সপদি সদসি যাতে চারুবিম্বে শশাঙ্কে
ভবতি পরম রীতি প্রীতি বিজ্ঞো গুণজ্ঞঃ ॥ ৭ ॥

জন্মকালে অক্ষীণ (চারুবিম্ব) চন্দ্র সভাবস্থাগত হইলে মনুষ্য লোক-সমাজে বদান্য, রাজেন্দ্রগণ কর্তৃক সম্মানপ্রাপ্ত, কন্দর্পতুল্য কান্তিবিশিষ্ট, কাম ক্রীড়ায় যুবতী জনের প্রীতিপ্রদ, প্রেমপটু এবং গুণগ্রাহী হইবে। চন্দ্র ক্ষীণ হইলে এই সমস্ত ফলের পূর্ণ বিকাশ হয় না ॥ ৭ ॥

বিধবাগমনে মর্ত্ত্যো বাচালো ধর্ম্মপূরিতঃ।
কৃষ্ণপক্ষে দ্বিভার্য্যঃ স্যাদ্রোগী দুষ্টতরো হঠী ॥ ৮ ॥

বিধু আগমন অবস্থায় থাকিলে মনুষ্য বাচাল, কিন্তু ধর্ম্মপূরিত হইবে। ইহা শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রের ফল। ক্ষীণ চন্দ্র আগমনাবস্থায় থাকিলে মনুষ্য দ্বিপত্নীক, রোগী, দুষ্ট এবং অবিমৃষ্যকারী (হঠী) হয় ॥ ৮ ॥

ভোজনে জনুষি পূর্ণচন্দ্রমা মান-যান-জনতা-সুখং নৃণাং।
আতনোতি বনিতাসুতাসুখং সর্ব্বমেব ন সিতেতরে শুভং ॥ ৯ ॥

জন্মকালে পূর্ণচন্দ্র ভোজনাবস্থায় থাকিলে মনুষ্যকে মান, যান, লোকবল এবং স্ত্রীপুত্রাদিজনিত সুখ প্রদান করেন। উক্ত ভোজনাবস্থাগত চন্দ্র কৃষ্ণপক্ষে শুভপ্রদ নহেন ॥ ৯ ॥

নৃত্যলিপ্সা গতে চন্দ্রে সবলে বলবান্ নরঃ।
গীতজ্ঞো হি রসজ্ঞশ্চ কৃষ্ণে পাপকরো ভবেৎ ॥ ১০ ॥

বল্কবান্ অর্থাৎ শুক্লপক্ষীয় চন্দ্র নৃত্যলিপ্সা গত থাকিলে মনুষ্য বলশালী, সঙ্গীতজ্ঞ এবং সুরসিক হইবে। কৃষ্ণপক্ষীয় চন্দ্র অশুভফলপ্রদ ॥ ১০ ॥

কৌতুক ভবনং গতবতি চন্দ্রে ভবতি নৃপত্বং বা ধনপত্বং।
কামকলাসু সদা কুশলত্বং বারবধূরতি রমণ পটুত্বং ॥১১॥

জন্মকালে চন্দ্র কৌতুকী থাকিলে মনুষ্য নরপতি বা বহু ধনের অধিপতি হইবে। সে ব্যক্তি সর্ব্বদা কাম কলায় কৌশল-সম্পন্ন এবং বারবনিতা সঙ্গমে সুদক্ষ হইবে ॥ ১১ ॥

নিদ্রাগতে জন্মনি মানবানাং কলাধরে জীব যুতে মহত্ত্বং।
যদাগুণা সঞ্চিত বিত্তনাশঃ শিবালয়ে রৌতি বিচিত্র মুচ্চৈঃ ॥১২॥

জন্মকালে কলাধর চন্দ্র বৃহস্পতি সহ সংযুক্ত হইয়া নিদ্রাগত থাকিলে মনুষ্যকে মহত্ত্ব প্রদান করেন। উক্ত চন্দ্র রাহু (অগু) সহ সংযুক্ত থাকিলে মনুষ্যের সঞ্চিত অর্থও বিনষ্ট হয়, সে ব্যক্তি শিব মন্দিরে তারস্বরে বিচিত্র ভাবে রোদন করে ॥ ১২ ॥

অথ ভৌমস্য।

শয়নে বসুধা পুত্রে জনুবঙ্গে জনো ভবেৎ।
বহুনা কণ্ডুনা যুক্তো দদ্রুণা চ বিশেষতঃ ॥ ১ ॥

জন্মকালে মঙ্গল শয়নাবস্থায় থাকিলে মনুষ্য নানাবিধ কণ্ডুরোগে বিশেষতঃ দদ্রু রোগে আক্রান্ত হয়। মঙ্গল উক্ত অবস্থায় লগ্নস্থ হইলেই সমধিক ফল প্রদান করেন ॥ ১ ॥

বলী সদা পাপ রতো নরস্যা দসত্যবাদী নিতরাং প্রগল্ভঃ।
ধনেন পূর্ণো নিজধর্ম্মহীনো ধরাসুতে চেদুপবেশনস্থে ॥ ২ ॥

জন্মকালে মঙ্গল উপবেশনাবস্থায় থাকিলে মনুষ্য বলবান্, পাপকর্ম্মনিরত, অসত্যবাদী, অত্যন্ত প্রগল্‌ভ, ধনপরিপূর্ণ, এবং স্বধর্ম্মবিহীন হইবে ॥ ২ ॥

যদা ভূমিসুতে লগ্নে নেত্রপাণি মুপাগতে।
দরিদ্রতা সদা পুংসা মন্যভে নগরেশতা ॥ ৩ ॥

নেত্রপাণি অবস্থায় মঙ্গল লগ্নস্থ হইলে মনুষ্য দরিদ্র হয়। লগ্ন ভিন্ন অন্য ভাবস্থ হইলে জাতক নগরপালত্ব (মণ্ডলত্ব) প্রাপ্ত হয় ॥ ৩ ॥

প্রকাশো গুণস্যাপি বাসঃ প্রবাসে,
ধরাধীশ ভর্ত্তুঃ সদা মানবৃদ্ধিঃ।
সুতে ভূসুতে পুত্রকান্তাবিয়োগো,
যুতে রাহুণা দারুণা বা নিপাতঃ ॥ ৪ ॥

মঙ্গলের প্রকাশাবস্থায় গুণের প্রকাশ এবং প্রবাসে বাস হইয়া থাকে। মনুষ্য ধরাধীশ হইতে সর্ব্বদা সম্মান প্রাপ্ত হয়। উক্ত প্রকাশাবস্থায় মঙ্গল পঞ্চমস্থ হইলে স্ত্রীপুত্র বিয়োগ হয়। উক্ত মঙ্গল রাহুযুক্ত হইলে কাষ্ঠাদির আঘাতে মনুষ্যের প্রাণবিনষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

গমনে গমনং কুরুতেঽনুদিনং,
ব্রণজাল ভয়ং বণিতাকলহং।
বহুদক্রক কণ্ডুভয়ং বহুধা,
বসুধা তনয়ো বসুহানি মরেঃ ॥ ৫ ॥

বসুধাতনয় মঙ্গল গমনাবস্থায় থাকিলে মনুষ্য প্রতিদিন (কার্য্য বশতঃ নানা স্থানে) গমনাগমন করিয়া থাকে। তাহার ব্রণাদি ভয় এবং পত্নীসহ কলহ হয়। শরীরে দদ্রুকণ্ডু প্রভৃতি বহু প্রকার চর্ম্মরোগ জন্মে। শত্রু হইতে তাহার ধনহানি হয় ॥ ৫ ॥

আগমনে গুণশালী না মণিমালী করাল করবালী।
গজগমন্তা রিপুহন্তা পরিজন সন্তাপ হারকো ভৌমে ॥ ৬ ॥

জন্মকালে ভৌম আগমনাবস্থায় থাকিলে মনুষ্য (না) গুণশালী হইবে। তাহার গলদেশে মণিমালা বিরাজ করিবে। সে ব্যক্তি তীক্ষ্ণ তরবারি ধারণ করিবে, হস্তী পৃষ্ঠে গমন করিবে, শত্রু সমূহ বিনাশ করিবে, এবং পরিজন বর্গের সন্তাপ হরণ করিবে ॥ ৬ ॥

তুঙ্গে যুদ্ধকলা কলাপ কুশলো ধর্ম্মধ্বজো বিত্তপঃ
কোণে ভূমিসুতে সভামুপগতে বিদ্যাবিহীনঃ পুমান্।
অস্তেঽপত্য কলত্রমিত্র রহিতঃ প্রোক্তেতর স্থানগেহ
বশ্যং রাজসভাবুধো বহুধনী মানী চ দানী জনঃ ॥ ৭ ॥

সভাবস্থাগত মঙ্গল তুঙ্গস্থ হইলে জাতক যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ, ধর্ম্মাত্মা, এবং ধনেশ্বর হইবে। (মঙ্গল কেন্দ্রস্থ বা মূল ত্রিকোণস্থ হইলেও প্রায় উক্ত রূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়)। উক্ত মঙ্গল কোণস্থ অর্থাৎ লগ্ন হইতে পঞ্চম কিম্বা নবম রাশি গত হইলে মনুষ্য মূর্খ হয় এবং (অস্ত) ব্যয়ভাবগত হইলে স্ত্রী, পুত্র ও বন্ধুবিরহিত হইয়া থাকে। উপরোক্ত কয়েক স্থান ব্যতীত সভাগত মঙ্গল অন্য স্থানস্থিত হইলে জাতক অবশ্যই নৃপতির সভাপণ্ডিত, বহুধনের অধিপতি, সম্মানযুক্ত এবং দাতা হইবে ॥ ৭ ॥

আগমে ভবতি ভূমিজে জনো ধর্ম্মকর্ম্ম রহিতো গদাতুরঃ।
কর্ণমূল গুরুশূল রোগ-বানেব কাতর মতিঃ কুসঙ্গমী ॥ ৮ ॥

ভূমিজ মঙ্গল আগমনাবস্থায় থাকিলে মনুষ্য ধর্ম্মকর্ম্মরহিত এবং রোগ-পীড়িত হয়। তাহার কর্ণমূলে গুরুতর শূল রোগ জন্মে। সে ব্যক্তি কাতর-মতি এবং কুসঙ্গাসক্ত হয় ॥ ৮ ॥

ভোজনে মিষ্ট ভোজী চ জননে সবলে কুজে।
নীচ কর্ম্ম করো নিত্যং মনুজো মান বর্জ্জিতঃ ॥ ৯ ॥

বলবান্ মঙ্গল জন্মকালে ভোজনাবস্থায় থাকিলে মনুষ্য মিষ্টান্ন ভোক্তা হয়। (দুর্ব্বল মঙ্গল মনুষ্যকে নীচকর্ম্মনিরত এবং মানবর্জ্জিত করিয়া রাখেন ॥ ৯ ॥

নৃত্যলিপ্সাগতে ভূসুতে জন্মিনা,
মিন্দিরা রাশি রায়াতি ভূমেঃ পতেঃ।
স্বর্ণ রত্ন প্রবালৈঃ সদা মণ্ডিতা,
বাসশালা বিশালা নরাণাং ভবেৎ ॥ ১০ ॥

জন্মকালে মঙ্গল নৃত্যলিপ্সা গত হইলে মনুষ্য রাজ্যেশ্বর হইতে ইন্দিরা বাশি (ধনসম্পত্তি প্রাপ্ত হয়। তাহার বাসগৃহ অতি বিস্তীর্ণ এবং স্বর্ণ রত্ন প্রবালাদিতে বিমণ্ডিত হয় ॥ ১০ ॥

কৌতুকী ভবতি কৌতুকে কুজে,
মিত্র পুত্র পরিপূরিতো জনঃ।
উচ্চগে নৃপতিগেহ পণ্ডিতো,
মণ্ডিতো বুধবরৈ গুর্ণাকরৈঃ। ১১ ॥

মঙ্গল কৌতুকাবস্থায় থাকিলে মনুষ্য পুত্রমিত্র পরিপূর্ণ এবং কৌতুকপ্রিয় হয়। উক্ত মঙ্গল উচ্চস্থ হইলে জাতক নরপতির সভাপণ্ডিত হয় এবং অনেকানেক গুণগ্রামপরিপূর্ণ পণ্ডিতবর্গে পরিবেষ্টিত থাকে ॥ ১১ ॥

নিদ্রাবস্থাগতে ভৌমে ক্রোধী ধীধনবর্জ্জিতঃ।
ধূর্ত্তো ধর্ম্ম পরিভ্রষ্টো মনুষ্যো গদ পীড়িতঃ ॥ ১২ ॥

জন্মকালে মঙ্গল নিদ্রিত থাকিলে মনুষ্য কোপন স্বভাব হয়। সে ব্যক্তি বুদ্ধিহীন, নির্ধন, ধূর্ত্ত, ধর্ম্মভ্রষ্ট এবং রোগপীড়িত হয় ॥ ১২ ॥

অথ বুধস্য।

ক্ষুধাতুরো ভবেদঙ্গে খঞ্জো গুঞ্জানিভেক্ষণঃ।
অন্যভে লম্পটো ধূর্ত্তো মনুজঃ শয়নে বুধে ॥ ১ ॥

বুধ শয়নাবস্থায় লগ্নস্থ হইলে মনুষ্য ক্ষুধাকাতর, খঞ্জ এবং গুঞ্জাসদৃশ লোহিত লোচন বিশিষ্ট হয়। অন্য ক্ষেত্রস্থ হইলে লম্পট এবং ধূর্ত্ত হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

শশাঙ্কপুত্রে জনুরঙ্গগেহে যদোপবেশে গুণরাশিপূর্ণঃ।
পাপেক্ষিতে পাপযুতে দরিদ্রো হিতোচ্চভে বিত্তসুখী মনুষ্যঃ ॥ ২ ॥

শশাঙ্কপুত্র বুধ জন্মকালে উপবেশনাবস্থায় লগ্নস্থ হইলে মনুষ্য নানাবিধ গুণে পরিপূর্ণ হয়। কিন্তু সেই লগ্নে পাপ গ্রহের যোগ বা দৃষ্টি থাকিলে দরিদ্র হইয়া থাকে। বুধ শয়নাবস্থায় উচ্চস্থ কিম্বা মিত্র গৃহস্থ হইলে মনুষ্য বিত্তসুখে সুখী হয় ॥ ২ ॥

বিদ্যা বিবেক রহিতো হিত তোষহীনো
মানী জনো ভবতি চন্দ্রসুতেঽক্ষিপাণৌ।
পুত্রালয়ে সুত কলত্র সুখেন হীনঃ
কন্যাপ্রজো নৃপতি গেহবুধো বরার্ঘ্যঃ ॥ ৩ ॥

বুধ জন্মকালে নেত্রপাণি অবস্থায় থাকিলে মনুষ্য বিদ্যাবিহীন, বিবেক-বর্জ্জিত, লোকের অহিতকারী, অসন্তুষ্ট চিত্ত এবং গর্ব্বোদ্ধত হয়। বুধ, পুত্র-স্থানে শয়ান থাকিলে জাতক স্ত্রীপুত্র জনিত সুখ প্রাপ্ত হয় না। তাহার অনেক কন্যা জন্মে। সে ব্যক্তি নৃপতির সভাপণ্ডিত হয় এবং শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে ॥ ৩ ॥

দাতা দয়ালুঃ খলু পুণ্যকর্ত্তা বিকাশনে চন্দ্রসুতে মনুষ্যঃ।
অনেক বিদ্যার্ণব পারগন্তা বিবেক পূর্ণঃ খলগর্ব্ব হন্তা ॥ ৪ ॥

বুধ জন্মকালে বিকাশাবস্থায় থাকিলে মনুষ্য, উদার প্রকৃতি, দয়ালু স্বভাব, পুণ্যকর্ম্মকারী, বিদ্যারূপ সাগরের পারগামী, সদসদ্বিবেচনা পরিপূর্ণ, এবং ক্রূর জনের গর্ব্বনিসূদন হয় ॥ ৪ ॥

গমনাগমনে ভবতোগমনে বহুধা বসুধা বসুধাধিপতঃ ।
ভবনে চ বিচিত্র মলং রময়া বিদি সুশ্চ জনুঃ সময়ে নিতরাং ॥ ৫ ॥

বুধ জন্মকালে গমনাবস্থায় থাকিলে মনুষ্যের নানাস্থানে সর্ব্বদা গমনাগমন হয়। বসুধাপতি হইতে সে ব্যক্তি বহু ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হয়। তাহার গৃহে বিচিত্র শোভা এবং লক্ষ্মী সর্ব্বদা বিরাজ করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

সপদি বিদি জনানা মুচ্চভে জন্মকালে
সদসি ধন সমৃদ্ধিঃ সর্ব্বদা পুণ্যবৃদ্ধিঃ ।
ধনপতি সমতা বা ভূপতা মন্ত্রিতা বা
হরিহরপদ ভক্তিঃ সাত্বিকী মুক্তি রদ্ধাঃ ॥ ৭ ॥

বুধ জন্মকালে সভাবস্থা গত হইয়া উচ্চক্ষেত্র গত হইলে মনুষ্য সর্ব্বদা ধন সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ থাকে। তাহার উত্তরোত্তর পুণ্যবৃদ্ধি হয়। সে ব্যক্তি ধনে কুবের তুল্য হয় অথবা রাজত্ব কিম্বা সচিবত্ব প্রাপ্ত হয়। হরিহর পদে ভক্তিবশতঃ তাহার সাত্বিকী মুক্তি হয় ॥ ৭ ॥

আগমে জনুষি জন্মিনাং যদা চন্দ্রজে ভবতি হীন সেবয়া ।
অর্থ সিদ্ধিরপি পুত্র যুগ্মতা বালিকা ভবতি মান দায়িকা ॥ ৮ ॥

জন্মকালে চন্দ্রপুত্র বুধ আগমাবস্থায় থাকিলে হীন লোকের সেবায় মনুষ্যের কার্য্যসিদ্ধি হয়। তাহার দুইটী পুত্র এবং মানদায়িকা একটি কন্যা হয় ॥ ৮ ॥

ভোজনে চন্দ্রজে জন্মকালে যদা
জন্মিনামর্থ হানিঃ সদা বাদতঃ ।
রাজভীত্যা কৃশত্বং চলত্বং মতে
রঙ্গসঙ্গো ন জায়া ন মায়া সুখং ॥ ৯ ॥

চন্দ্রজ জন্মকালে ভোজনাবস্থায় থাকিলে কলহাদি হেতু মনুষ্যের অর্থহানি হইয়া থাকে। রাজ ভয়ে সে ব্যক্তি কৃশ হয়, তাহার মতির স্থিরতা থাকে না এবং সে ব্যক্তি ধন-সুখ বা পত্নী-সুখ প্রাপ্ত হয় না॥ ৯॥

নৃত্যলিপ্সা গতে চন্দ্রজে মানবো
মানযান প্রবালব্রজৈঃ সংযুতঃ।
মিত্র পুত্র প্রতাপৈঃ সভাপণ্ডিতঃ
পাপভে বারবামারতে লম্পটঃ॥ ১০॥

চন্দ্রজ জন্মকালে নৃত্য লিপ্সাগত হইলে মনুষ্য সম্মান, যান প্রবালাদি রত্ন সমূহ, পুত্র, মিত্র প্রভৃতিতে সংযুক্ত থাকে এবং সভাজেতা পণ্ডিত হয়। উক্ত বুধ পাপক্ষেত্র (এস্থলে নীচ ও শত্রু ক্ষেত্রও বুঝিতে হইবে) গত হইলে জাতক বারাঙ্গনা সহবাসে বিশেষ আসক্ত হইয়া পড়ে॥ ১০॥

কৌতুকে চন্দ্রজে জন্মকালে নৃণা
মঙ্গভে গীতবিদ্যানবদ্যাভবেৎ।
সপ্তমে নৈধনে বারবধ্বারতিঃ
পুণ্যভে পুণ্যযুক্তা মতিঃ সদ্‌গতিঃ॥ ১১॥

চন্দ্রজ জন্মকালে কৌতুকাবস্থা গত হইয়া লগ্নস্থ হইলে জাতক গীতবিদ্যা-বিশারদ হইবে, সপ্তম কিম্বা অষ্টম ভাবস্থ হইলে বারবিলাসিনীতে আসক্ত হইবে এবং পুণ্য অর্থাৎ নবম ভাবস্থ হইলে, পুণ্য কার্য্যে অনুরক্ত হইয়া সদ্‌গতি লাভ করিবে॥ ১১॥

নিদ্রাশ্রিতং চন্দ্রসুতেন মুদ্রাসুখংসদা ব্যাধি সমাধিযোগঃ।
সহোত্থবৈকল্য মনস্তাপো নির্জ্জন বাদো ধনমাননাশঃ॥ ১২॥

চন্দ্রসুত জন্মকালে নিদ্রাশ্রিত হইলে মনুষ্য ধন সমৃদ্ধিজনিত সুখলাভ করে বটে, কিন্তু সর্ব্বদা রোগ শোক ও দুঃখে কাতর থাকে। সহোদর হইতে সে ব্যক্তি মনের বিকলতা এবং সন্তাপ প্রাপ্ত হয়, আত্মীয়জনসহ বাদ-বিসম্বাদ ঘটে এবং ধনমান বিনষ্ট হয়॥ ১২॥

অথ বৃহস্পতেঃ।

বচসামধিপে তু জনুঃ সময়ে শয়নে বলবানপি হীনরবঃ।

অতিগৌরতনুঃ খলুদীর্ঘহনুঃ সুতরামতি ভীতিযুতো মনুজঃ॥ ১॥

জন্মকালে বাক্‌পতি বৃহস্পতি শয়নাবস্থায় থাকিলে মনুষ্য বলবান্ হইলেও হীনরব অর্থাৎ অনুচ্চ স্বরবিশিষ্ট হইবে। তাহার দেহ অতি গৌরবর্ণ এবং হনু দীর্ঘ হইবে। সে ব্যক্তি সর্ব্বদা শত্রুভয়ে ভীত থাকিবে॥ ১॥

উপবেশংগতবতি যদি জীবে বাচালো বহুগর্ব্ব পরীতঃ।

ক্ষৌণীপতিরিপুজন পরিতপ্তঃ পদজঙ্ঘাস্যকরব্রণযুক্তঃ॥ ২॥

বৃহস্পতি উপবেশনাশ্রিত হইলে মনুষ্য অত্যন্ত বাচাল এবং গর্ব্বপরিপূর্ণ হয়। সে ব্যক্তি নৃপতি এবং শত্রু হইতে পরিতপ্ত হয়, এবং তাহার পদ, জঙ্ঘা আস্য এবং কর ব্রণযুক্ত হয়॥ ২॥

নেত্রপাণিংগতে দেবরাজার্চ্চিতে

রোগযুক্তো বিযুক্তো বরার্থশ্রিয়া।

গীত নৃত্যপ্রিয়ঃ কামুকঃ সর্ব্বদা

গৌরবর্ণো বিবর্ণোদ্ভবপ্রীতিযুক্॥ ৩॥

দেবরাজ পূজ্য বৃহস্পতি নেত্রপাণি অবস্থাগত হইলে মনুষ্য রোগযুক্ত এবং ধন ও শ্রীভ্রষ্ট হয়। সে ব্যক্তি নৃত্যগীতপ্রিয়, সর্ব্বদা কামাসক্ত, গৌরবর্ণ এবং বর্ণেতর (বিজাতীয়) লোকের সহ প্রণয়াসক্ত হয়॥ ৩॥

গুণানামানন্দং বিমলসুখকন্দং বিতনুতে

সদাতেজঃপুঞ্জং ব্রজপতি নিকুঞ্জং প্রতিগমং।

প্রকাশং চেদুচ্চৈ দ্রু‍তমুপগতো বাসবগুরু

গুরুত্বং লোকানাং ধনপতি সমত্বং তনুভৃতাং॥ ৪॥

বাসব-গুরু বৃহস্পতি প্রকাশাবস্থাশ্রিত হইয়া উচ্চস্থানগত হইলে মনুষ্যকে অবিলম্বে সদ্গুণজনিত আনন্দ এবং বিমল সুখকন্দ, প্রদান করিয়া থাকেন।

বৃহস্পতির উক্ত অবস্থায় মনুষ্য ভক্তিহেতু তেজঃপুঞ্জ শ্রীকৃষ্ণের নিকুঞ্জবন অর্থাৎ বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। সে ব্যক্তি লোক মধ্যে শ্রেষ্ঠতা এবং ধনে কুবেরত্ব লাভ করে। ইহা গুরুব তুঙ্গস্থানের ফল। অন্তক্ষেত্রে গ্রহের বলানুসারে ফল বুঝিতে হইবে ॥ ৪ ॥

সাহসী ভবতি মানবঃ সদা মিত্রপুত্রসুখপূরিতো মুদা।

পণ্ডিতো বিবিধবিত্ত মণ্ডিতো বেদবিদ্ যদি গুরৌগমংগতে ॥ ৫ ॥

গুরু গমনাবস্থাগত হইলে মনুষ্য সাহসী, পুত্রমিত্রজনিত সুখাদিতে পরিপূর্ণ, বেদবিৎ পণ্ডিত এবং বিবিধ বিত্তে বিমণ্ডিত থাকে ॥ ৫ ॥

আগমনে জনতা বরজায়া যস্য জনুঃসময়ে হরিমায়া।

মুঞ্চতিনালমিহালয়মদ্ধা দেবগুরৌ পরিতঃ পরিবদ্ধা ॥ ৬ ॥

জন্মকালে দেবগুরু আগমনাবস্থায় থাকিলে মনুষ্য লোকবল (জনতা) এবং সুন্দরী স্ত্রীপ্রাপ্ত হয়। হরিমায়া লক্ষ্মী নানাপ্রকারে পবিবদ্ধ হইয়াই যেন তাহার গৃহে অবস্থান করেন, কখনই পরিত্যাগ করেন না ॥ ৬ ॥

সুবগুরুসমবক্তা শুভ্রমুক্তাফলাঢ্যঃ

সদসি সপদিপূর্ণো বিত্তমাণিক্য যানৈঃ।

গজতুরগ রথাঢ্যো দেবতাধীশ পূজ্যে

জনুষি বিবিধবিদ্যাগর্ব্বিতো মানবঃ স্যাৎ ॥ ৭ ॥

দেবতাধীশ পূজ্য বৃহস্পতি জন্মকালে সভাগত হইলে মনুষ্য বৃহস্পতির সমান শাস্ত্রবক্তা, শুভ্রমুক্তারাজিতে বিভূষিত, ধন, মাণিক্য, যান প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ এবং হস্তী, অশ্ব, রথাদিতে পরিবেষ্টিত থাকে। সে ব্যক্তি নানাবিধ বিদ্যায় বিমণ্ডিত হয় ॥ ৭ ॥

নানাবাহন মানযান পটলীসৌখ্যং গুরাবাগমে

ভৃত্যাপত্য কলত্রমিত্রজ সুখং বিদ্যানবদ্যাভবেৎ

ক্ষৌণীপাল সমানতা নবরতং চাতীব হৃদ্যামতিঃ

কাব্যানন্দরতিঃ সদা হিতগতিঃ সর্ব্বত্র মানোন্নতিঃ ॥ ৮ ॥

সুরগুরু আগমাবস্থাগত হইলে মনুষ্য নানাবিধ বাহন, মান, ও যানসমূহ জনিত এবং ভৃত্য, অপত্য কলত্র ও মিত্রাদিজনিত সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ বিদ্যা লাভ করে এবং ঐশ্বর্য্যে সর্ব্বদা ধরণীপতির সমকক্ষ থাকে। তাহার বুদ্ধি অতি রমণীয় হয় এবং কাব্যরসাস্বাদনে ও পরহিতে সর্ব্বদাই তাহার আনন্দ জন্মে। সর্ব্বত্রই তাহার সম্মানের উন্নতি হয়॥ ৮॥

ভোজনে ভবতি দেবতাগুরৌ যস্যতস্য সততং সুভোজনং।

নৈবমুঞ্চতি রমালয়ংতদা বাজিবারণরথৈশ্চমণ্ডিতং॥ ৯॥

দেবগুরু ভোজনাবস্থাগত হইলে মনুষ্য সতত সুভোজনে প্রীতিলাভ করে। লক্ষ্মী তাহার হস্তী অশ্ব রথাদি পরিশোভিত আবাস স্থান কখনই পরিত্যাগ করেন না॥ ৯॥

নৃত্যলিপ্সাগতে রাজমানী ধনী

দেবতাধীশবন্দ্যে সদা ধর্ম্মবিৎ।

তন্ত্রবিজ্ঞো বুধৈর্মণ্ডিতঃ পণ্ডিতঃ

শব্দবিদ্যানবদ্যো হি সদ্ভোজনঃ॥ ১০॥

বৃহস্পতি জন্মকালে নৃত্যলিপ্সাগত হইলে জাতক নরপতির নিকট সম্মান প্রাপ্ত হয়। সে ব্যক্তি ধনশালী, তন্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত জন পরিবেষ্টিত, স্বয়ং সুপণ্ডিত, শব্দ শাস্ত্রে সুনিপুণ এবং প্রত্যুৎপন্নমতি (সদ্য) হয়॥ ১০॥

কুতূহলী সকৌতুকে মহাধনীজনঃ সদা

নিজান্বয়াব্জভাস্করঃ কৃপাকলাধরঃ সুখী।

নিলিম্পরাজ পূজিতে সুতেন ভু-নয়েন বা

যুতো মহাবলী ধরাধিপেন্দ্রসদ্মপণ্ডিতঃ॥ ১১॥

দেব (নিলিম্প) রাজপূজিত বৃহস্পতি কৌতুকাবস্থায় থাকিলে মনুষ্য কৌতুকপ্রিয়, মহাধনবান এবং সূর্য্য সদৃশ স্বীয় বংশপদ্ম প্রকাশক (স্ববংশোজ্জলকারী) হইবে। সে ব্যক্তি কৃপাময়, সুখী, পুত্র ভূমি ও বিনয়যুক্ত, মহাবলশালী এবং নরপতি গৃহে সভাপণ্ডিত হইবে॥ ১১॥

গুরৌ নিদ্রাগতে যস্য মূর্খতা সর্ব্বকর্ম্মণি।

দরিদ্রতা পরিক্রান্তং ভবনং পুণ্যবর্জ্জিতম্ ॥ ১২ ॥

যাহার জন্মকালে গুরু নিদ্রাগত থাকেন, তাহার সকল কর্ম্মেই মূর্খতা প্রকাশ পায়। তাহার গৃহ ধনহীনতায় পরিক্রান্ত এবং পুণ্যকর্ম্ম বিবর্জ্জিত হয় ॥ ১২ ॥

অথ শুক্রস্য

জনোবলীয়ানপি দন্তরোগী ভৃগৌ মহারোষসমন্বিতঃস্যাৎ।

ধনেনহীনঃ শয়নংপ্রয়াতে বারাঙ্গনাসঙ্গম লম্পটশ্চ ॥ ১ ॥

জন্মকালে শুক্র শয়নাবস্থাশ্রিত হইলে জাতক বলশালী, দন্তরোগগ্রস্ত, ক্রোধপরিপূর্ণ এবং নির্ধন হইবে। সে ব্যক্তি অত্যন্ত বারবিলাসিনীসহবাসাসক্ত হইবে ॥ ১ ॥

যদি ভবেদুশনা উপবেশনে নবমণিব্রজকাঞ্চন ভূষণৈঃ।

সুখমজস্রমরিক্ষয় আদরা দবনিপাদপি মান সমুন্নতিঃ ॥ ২ ॥

উশনা (শুক্র) উপবেশনাবস্থায় থাকিলে মনুষ্য, নূতন মণিরাজিবিমণ্ডিত কাঞ্চনভূষণজনিত সুখলাভ করে। তাহার অজস্র শত্রুক্ষয় হইয়া থাকে। অবনিপতি হইতে প্রাপ্ত আদরে তাহার সম্মানের সবিশেষ উন্নতি হয় ॥ ২ ॥

নেত্রপাণিংগতে লগ্নগেহে কবৌ

সপ্তমে মানভে যস্য তস্য ধ্রুবং

নেত্রপাতো নিপাতো ধনানামলং

চান্যভে বাসশালা বিশালা ভবেৎ ॥ ৩ ॥

জন্মকালে শুক্র নেত্রপাণি অবস্থাগত হইয়া লগ্নস্থ, সপ্তমস্থ কিম্বা দশমস্থ হইলে মনুষ্যের নেত্রপাত (দুঃখ হেতু অশ্রুবর্ষণ) এবং অর্থ নাশ হয়। শুক্র উক্ত অবস্থায় অন্য ভাবস্থ হইলে জাতকের বাসগৃহ অতি বিস্তীর্ণ হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

স্বালয়ে তুঙ্গভে মিত্রভে ভার্গবে
তুঙ্গমাতঙ্গলীলাকলাপীজনঃ।
ভূপতেস্তুল্যএব প্রকাশং গতে
কাব্যবিদ্যাকলা কৌতুকী গীতবিৎ ॥ ৪ ॥

শুক্র, স্বক্ষেত্রে, স্বতুঙ্গে, কিম্বা মিত্রক্ষেত্রে প্রকাশ অবস্থাগত হইলে জাতক তুঙ্গ মাতঙ্গ ক্রীড়ায় আমোদ প্রাপ্ত হয়। সে ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যে নৃপতির সমান, কাব্যশাস্ত্ররসপ্রিয় এবং সঙ্গীত-বিদ্যাবিশারদ হয় ॥ ৪ ॥

গমনে জননে শুক্রে তস্য মাতা ন জীবতি।
অধিযোগো বিয়োগশ্চ জনানামরিভীতিতঃ ॥ ৫ ॥

জন্মকালে শুক্র গমনাবস্থাগত হইলে তাহার মাতা জীবিত থাকে না। শত্রুভয়ে সে ব্যক্তি কখন আত্মীয়বর্গ সহ সংযুক্ত কখন বা তাহাদিগের হইতে বিযুক্ত হইয়া পড়ে ॥ ৫ ॥

আগমনং ভৃগুপুত্রে গতবতি বিত্তেশ্বরো মনুজঃ।
সত্তীর্থভ্রমশালী নিত্যোৎসাহী করাঙ্ঘ্রিরোগী চ ॥ ৬ ॥

ভৃগুপুত্র শুক্র জন্মকালে আগমনাবস্থায় থাকিলে মনুষ্য বিত্তপতি হয়। সে ব্যক্তি সত্তীর্থস্থানে ভ্রমণকারী এবং নিত্যোৎসাহী হয়। তাহার হস্ত পদে রোগ জন্মে ॥ ৬ ॥

অনায়াসেনালং সপদি মহসা যাতি সহসা
প্রগল্ভত্বং রাজ্ঞঃ সদসি গুণবিজ্ঞঃ কিলকবৌ।
সভায়ামায়াতে রিপুনিবহহন্তা ধনপতেঃ
সমত্বং বা দন্তাবল তুরগগন্তা নরবরঃ ॥ ৭ ॥

বলবান শুক্র জন্মকালে সভাবস্থাগত থাকিলে মনুষ্য সহসা রাজসভায় বাক্‌চাতুর্য্য (প্রগল্‌ভত্ব) প্রাপ্ত হইবে। সে ব্যক্তি গুণবিজ্ঞ, অরিকুলনিসূদন, ধনেকুবের-সদৃশ হস্ত্যশ্বগামী এবং নরশ্রেষ্ঠ হইবে ॥ ৭ ॥

আগমে ভার্গবে নাগমো জন্মিনা
' মর্থরাশেররাতে রতীবক্ষতিঃ।
পুত্রপাতো নিপাতোজনানামপি
ব্যাধিভীতিঃ প্রিয়াভোগহানির্ভবেৎ ॥ ৮ ॥

জন্মকালে শুক্র আগমাবস্থাগত হইলে মনুষ্যের অর্থের সমাগম হয় না, অর্থাৎ সে ব্যক্তি দারিদ্রভোগ করে। শত্রু হইতে তাহার অনিষ্ট হয়। পুত্র হানি, আত্মীয়জন বিনাশ, ব্যাধিভীতি এবং প্রিয়াভোগ রাহিত্য আগমাবস্থা-গত ভার্গবের ফল ॥ ৮ ॥

ক্ষুধাতুরো ব্যাধিনিপীড়িত স্যাদনেকধারাতি ভয়ার্দ্দিতশ্চ।
কবৌ যদা ভোজনগে যুবত্যাং মহাধনী পণ্ডিত মণ্ডিতশ্চ ॥ ৯ ॥

শুক্র ভোজনাবস্থায় যুবতী (কন্যারাশি) গত হইলে মনুষ্য ক্ষুধাতুর (ক্ষুধা সহ্য করিতে অক্ষম), নানাবিধ ব্যাধিতে আক্রান্ত ও শত্রু ভয় নিপীড়িত হয়। অন্য রাশি গত হইলে জাতক ধনবান্ হয় এবং পণ্ডিতমণ্ডলী পরিবেষ্টিত থাকে ॥ ৯ ॥

কাব্য বিদ্যানবদ্যা চ হৃদ্যামতিঃ
সর্ব্বদা নৃত্যলিপ্সা গতে ভার্গবে।
শঙ্খবীণা মৃদঙ্গাদি গানধ্বনি-
ব্রাতনৈপুণ্য মেতস্য বিত্তোন্নতিঃ ॥ ১০ ॥

ভার্গব জন্মকালে নৃত্যলিপ্সা গত থাকিলে মনুষ্যের মন কাব্যবিদ্যায় কুতুহলী এবং রমণীয় হয়। শঙ্খবীণা মৃদঙ্গাদি বাদ্য যন্ত্রে এবং সঙ্গীত বিদ্যায় তাহার বিশেষ নৈপুণ্য জন্মে। সে ব্যক্তি যথেষ্ট ধনোপার্জ্জন করে ॥ ১০ ॥

কৌতুক ভবনং গতবতি শুক্রে শক্রেশত্বং সদসি মহত্বং।
হৃদ্যা বিদ্যা ভবতি চ পুংসঃ পদ্মা নিবসতি সদ্মনি সততং ॥ ১১ ॥

শুক্র জন্মকালে কৌতুক ভবনে গমন করিলে মনুষ্য ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতায় ইন্দ্রতুল্য হইবে। সভাস্থলে মহত্ব লাভ করিবে। তাহার বিদ্যা অতি রমণীয় হইবে। পদ্মালয়া তাহার সদনে সর্ব্বদা অবস্থান করিবেন ॥ ১১ ॥

পরসেবারতো নিত্যং নিদ্রামুগতে কবৌ।

পরনিন্দাপরো বীরো বাচালো ভ্রমতে মহীং ॥ ১২ ॥

জন্মকালে শুক্র নিদ্রিত থাকিলে মনুষ্য পর সেবায় রত এবং পরের নিন্দা করিতে তৎপর হয়। সে ব্যক্তি বলবান্ ও বাচাল হয় এবং নানাদেশ (মহী) ভ্রমণ করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥

অথ শনেঃ

ক্ষুৎ পিপাসা পরিক্রান্তো বিশ্রান্তঃ শয়নে শনৌ।

বয়সি প্রথমে রোগী ততো ভাগ্যবতাং বরঃ ॥ ১ ॥

জন্মকালে শনি শয়নাবস্থাগত হইলে মনুষ্য ক্ষুৎপিপাসায় পরিক্রান্ত এবং বিশ্রান্ত হয় অর্থাৎ ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করিতে পারে না এবং অল্প পরিশ্রমেই কাতর হইয়া পড়ে। জাতক প্রথম বয়সে রোগ ভোগ করে, কিন্তু শেষ বয়সে বিশেষ ভাগ্যবান্ হয় ॥ ১ ॥

ভানোঃ সুতে চেদুপবেশনস্থে

করালকারাতি জনানুতপ্তঃ।

অপায় শালী কিল দদ্রুমালী

নরোঽভিমানী নৃপদণ্ডযুক্তঃ ॥ ২ ॥

ভানুপুত্র শনি উপবেশনাবস্থাস্থিত হইলে মনুষ্য প্রচণ্ড শত্রু হইতে সর্ব্বদা অনুতপ্ত থাকে। এবং (সকল কর্ম্মেই) নানাবিধ বিঘ্ন বাধা প্রাপ্ত হয়। তাহার সর্ব্বশরীর দদ্রুরোগে আচ্ছন্ন হয়। সে ব্যক্তি অভিমানী হয় এবং বারম্বার রাজদণ্ড ভোগ করে ॥ ২ ॥

নয়নপাণি গতে রবিনন্দনে
পরময়া পরয়া রময়া যুতঃ।
নৃপতিতো হিততো মতিতোষ কৃৎ
বহুকলা কলিতো বিমলোক্তিকৃৎ ॥ ৩ ॥

রবিনন্দন নয়নপাণি গত হইলে মনুষ্য পরমাসুন্দরী পরকীয়া রমণীতে আসক্ত হইবে, নরপতির প্রসন্নতালাভ করিবে, নানা কলায় (বিদ্যায়) পরিপক্ক হইবে এবং নির্ম্মল বাক্য কহিতে সক্ষম হইবে ॥ ৩ ॥

নানাগুণ গ্রামধনাধিশালী, সদা নরো বুদ্ধি বিনোদ মালী।
প্রকাশনে ভানুসুতে সুভানুঃ কৃপানুরক্তো হরপাদ ভক্তঃ ॥ ৪ ॥

ভানুনন্দন প্রকাশাবস্থায় থাকিলে মনুষ্য নানাবিধ গুণ, ভূসম্পত্তি এবং ধনের অধিকারী হইবে। সে ব্যক্তি অতি বুদ্ধিমান্ সন্তুষ্টচিত্ত, সুশ্রী, দয়ালু-হৃদয় এবং মহাদেবের চরণানুরক্ত হইবে ॥ ৪ ॥

মহাধনী নন্দন নন্দিত স্যাদপায় কারী রিপু ভূমিহারী।
গমে শনৌ পণ্ডিতরাজভাবং ধরাপতে রায়তনে প্রয়াতি ॥ ৫ ॥

জন্মকালে শনি গমনাবস্থাগত হইলে মনুষ্য ধনবান্ হয় এবং পুত্র হইতে বিশেষ আনন্দলাভ করে। স্বকর্ম্ম দোষজনিত বিপদে তাহার ধন ব্যয় হয়। সে ব্যক্তি শত্রুর সম্পত্তি হরণ করে, পণ্ডিত সমাজে শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হয় এবং নৃপতি ভবনে গতায়াত করে ॥ ৫ ॥

আগমনে পদগদভয় যুক্তঃ পুত্র কলত্র সুখেন বিমুক্তঃ।
ভানুসুতে ভ্রমতি চ ভুবি নিত্যং দীনমনা বিজনাশ্রয় ভাবং ॥ ৬ ॥

ভানুসুত আগমনাবস্থাগত হইলে মনুষ্য পদরোগভয়ে কাতর এবং স্ত্রী পুত্রসুখে বঞ্চিত হয়। সে ব্যক্তি নিত্য স্থানে স্থানে ভ্রমণ করে এবং দীন ভাবাপন্ন হইয়া বিজনাশ্রয়ে বাস করে ॥ ৬ ॥

রত্নাবলী কাঞ্চন মৌক্তিকানাং
ব্রাতেন নিত্যং ব্রজতি প্রমোদং।
সভাগতে ভানুসুতে নিতান্তং
নয়েন পূর্ণো মনুজো মহৌজাঃ ॥ ৭ ॥

ভানুনন্দন শনি জন্মকালে সভাস্থ থাকিলে মনুষ্য রত্নাবলী কাঞ্চন মুক্তা সমূহে সর্ব্বদা আনন্দিত থাকে। সে ব্যক্তি, বিনয়াদি গুণে পরিপূর্ণ এবং মহাতেজস্বী হয় ॥ ৭ ॥

আগমে গদ সমাগমো নৃণা মব্জবন্ধুতনয়ে যদা তদা।
মন্দমেব গমনং ধরাতলে যাচনা বিরহিতা মতিঃ সদা ॥ ৮ ॥

অব্জবন্ধু তনয় শনি জন্মকালে আগমাবস্থাগত হইলে মনুষ্যের শরীরে সর্ব্বদা রোগের সমাগম হয়। সে ব্যক্তি ধরাতলে ধীরভাবে চলিয়া থাকে। তাহার মন যাচনা (যাচ্ঞা) বিরহিত হয় ॥ ৮ ॥

সঙ্গতে জনুষি ভানুনন্দনে ভোজনে ভবতি ভোজনং রসৈঃ।
সংযুতং নয়ন মন্দতা ততা মোহতাপ পরিতাপিতা মতিঃ ॥ ৯ ॥

শনি জন্মকালে ভোজনাবস্থাগত হইলে মনুষ্য ষড়রস সংযুক্ত ভোজন প্রাপ্ত হয়। দৃষ্টির ক্ষীণতা জন্মে এবং মোহজনিত সন্তাপে তাহার চিত্ত সর্ব্বদা পরিতাপিত থাকে। মূলে “ততা” স্থানে গ্রন্থান্তরে অজ্ঞতা পাঠ দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ৯ ॥

নৃত্যলিপ্সা গতে মন্দে ধর্ম্মাত্মা বিত্ত পূরিতঃ।
রাজপূজ্যো নরো ধীরো মহাবীরো রণাঙ্গণে ॥ ১০ ॥

জন্মকালে শনি নৃত্যলিপ্সা গত হইলে জাতক ধর্ম্মাত্মা এবং ধন সমৃদ্ধি পরিপূর্ণ হইবে। সে ব্যক্তি রাজপূজ্য, সুধীর এবং রণাঙ্গণে মহাবীর বলিয়া গণ্য হইবে ॥ ১০ ॥

ভবতি কৌতুকভাব মুপাগতে রবিসুতে বসুধাবসুপূরিতঃ।
অতি সুখী সুমুখী সুখ পূরিতঃ কবিতয়া মলয়া কলয়া নরঃ ॥ ১১ ॥

জন্মকালে রবি সুত কৌতুক ভাবগত থাকিলে জাতক ভূসম্পত্তি ও ধন রত্নে পরিপূর্ণ এবং অত্যন্ত সুখী হইবে। সে ব্যক্তি সুমুখী স্ত্রীজন জনিত সুখ লাভ করিবে এবং নির্ম্মল কবিতা রসজ্ঞ ও কলাভিজ্ঞ হইবে। ১১॥

নিদ্রাগতে বাসরনাথ পুত্রে ধনী সদা চারুগুণৈ রুপেতঃ।

পরাক্রমী চণ্ডবিপক্ষহন্তা সুবারকান্তারতিরীতিবিজ্ঞঃ॥ ১২॥

বাসরনাথ পুত্র শনি জন্মকালে নিদ্রাবস্থাগত থাকিলে মনুষ্য ধনবান্ এবং সদা সুচারুগুণ সমূহে সংযুক্ত থাকে। সে ব্যক্তি পরাক্রান্ত, দুর্দ্দান্ত শত্রু নিসূদন এবং সুরূপা বারনারীগণ সহ রতিক্রীড়ায় বিশেষ অভিজ্ঞ হয়॥ ১২॥

অথ রাহোঃ।

গদাগমো জন্মনি যস্য রাহৌ

ক্লেশাধিকত্বং শয়নং প্রয়াতে।

বৃষেঽথ যুগ্মেঽপি চ কন্যকায়া

মজে সমাজো ধন ধান্য রাশেঃ॥ ১॥

জন্মকালে রাহু শয়নাবস্থাগত হইলে নানাবিধ রোগের উপস্থিতি এবং ক্লেশের আধিক্য হয়। কিন্তু উক্ত শয়নাবস্থাগত রাহু বৃষ, মিথুন, কন্যা, কিম্বা মেষ রাশিগত হইলে জাতক ধনধান্যে পরিপূর্ণ হয়॥ ১॥

উপবেশন মিহ গতবতি রাহৌ দদ্রুগণেন জনঃ পরিতপ্তঃ।

রাজসমাজযুতো বহুমানী বিত্ত সুখেন সদা রহিতঃ স্যাৎ॥ ২॥

জন্মকালে রাহু উপবেশনাবস্থাগত হইলে মনুষ্য নানাবিধ দদ্রুরোগে সর্ব্বদা সন্তপ্ত থাকে। সে ব্যক্তি রাজসভায় উপবেশন করে, বহু সম্মান-ভাজন হয়, কিন্তু কোন কালেই ধনসুখে সুখী হয় না॥ ২॥

নেত্র পাণাবগৌ নেত্রে ভবতো রোগ পীড়িতে।

দুষ্ট ব্যালারি চৌরাণাং ভয়ং তস্য ধন ক্ষয়ঃ॥ ৩॥

জন্মকালে রাহু (অশু) নেত্রপাণি অবস্থায় থাকিলে নেত্রদ্বয় রোগ পীড়িত হয়। দুর্জ্জন, সর্প, শত্রু ও চৌর হইতে ভয়ের উপস্থিতি এবং ধনক্ষয় হয়॥ ৩॥

প্রকাশনে শুভাসনে স্থিতিঃ কৃতিঃ শুভা নৃণাং

ধনোন্নতি গু ণোন্নতিঃ সদা বিদামগাবিহ।

ধরাধিপাধিকারিতা যশোলতা ততা ভবেন্

নবীন নীরদাকৃতির্বিদেশতো মহোন্নতিঃ॥ ৪॥

রাহু জন্মকালে প্রকাশাবস্থাগত থাকিলে মনুষ্যের শুভাসনে উপবেশন, শুভকার্য্য সম্পাদন, এবং সর্ব্বদা ধন, গুণ ও জ্ঞানের উন্নতি হয়। তাহার রাজাধিকারলাভ হয়, যশোলতা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয এবং নবীন নীরদ তুল্য আকৃতি হয়। সে ব্যক্তি বিদেশ হইতে বিশেষ উন্নতিলাভ করে॥ ৪॥

গমনে চ যদা রাহৌ বহু সন্তানবান্ নরঃ।

পণ্ডিতো ধনবান্ দাতা রাজ পূজ্যো নরো ভবেৎ॥ ৫॥

জন্মকালে রাহু গমনাবস্থাগত হইলে মনুষ্যের বহু পুত্র হইয়া থাকে। সে ব্যক্তি পণ্ডিত, ধনবান, দাতা এবং রাজপূজ্য হয়॥ ৫॥

রাহাবাগমনে ক্রোধী সদা ধীধনবর্জ্জিতঃ।

কুটিলঃ কৃপণঃ কামী নরো ভবতি সর্ব্বথা॥ ৬॥

জন্মকালে রাহু আগমনাবস্থায় থাকিলে জাতক ক্রোধনস্বভাব, বিকলবুদ্ধি, এবং ধনহীন হইবে। সে ব্যক্তি অত্যন্ত কুটিল এবং সর্ব্বথা কামাসক্ত হইবে॥ ৬॥

সভাগতে যদা রাহৌ পণ্ডিতঃ কৃপণো নরঃ।

নানাগুণ পরিক্রান্তো বিত্তসৌখ্যসমন্বিতঃ॥ ৭॥

রাহু জন্মকালে সভাগত থাকিলে জাতক পণ্ডিত এবং কৃপণ হয়। সে ব্যক্তি নানাগুণে সুশোভিত, এবং বিত্তজনিত সুখসমন্বিত হয॥ ৭॥

চেদগাবাগমং যস্য যাতে তদা,

ব্যাকুলত্বং সদারাতি ভীত্যা মহৎ।

বন্ধুবাদী জনানাং নিপাতো ভবেদ্,

বিত্তহানিঃ শঠত্বং কৃশত্বং তথা॥ ৮॥

রাহু জন্মকালে আগমাবস্থাগত থাকিলে মনুষ্য শত্রু ভয়ে সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকে। বন্ধুগণের সহিত তাহার বিবাদ হয়। আত্মীয স্বজন বিনষ্ট হয়, এবং ধনহানি হয়। সে ব্যক্তি শঠ এবং কৃশকায় হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

ভোজনে ভোজনে নালং বিকলো মনুজো ভবেৎ।
মন্দ বুদ্ধিঃ ক্রিয়া ভীরুঃ স্ত্রীপুত্র সুখ বর্জ্জিতঃ ॥ ৯ ॥

যাহার জন্মকালে রাহু ভোজনাবস্থায় থাকেন, সে ব্যক্তি ভোজন বিষয়ে বিফল হয় অর্থাৎ অতি কষ্টে তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। তাহার বুদ্ধির প্রখরতা থাকে না, সে ব্যক্তি (ক্রিযাভীরু) সাহস করিয়া কোন কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতে পারে না এবং স্ত্রী পুত্র সুখে বঞ্চিত হয় ॥ ৯ ॥

নৃত্যলিপ্সা গতে রাহৌ মহাব্যাধি বিবর্দ্ধনং।
নেত্র রোগং রিপো ভীতি র্ধনধর্ম্মক্ষয়ো নৃণাং ॥ ১০ ॥

রাহু জন্মকালে নৃত্যলিপ্সা অবস্থাগত হইলে মনুষ্য মহাব্যাধিতে পীড়িত হয়, নেত্র রোগে কাতর হয়, এবং শত্রু হইতে ভয়প্রাপ্ত হয। তাহার ধন ও ধর্ম্ম ক্ষয প্রাপ্ত হয় ॥ ১০ ॥

কৌতুকে তু যদা রাহৌ স্থান হীনো নরো ভবেৎ।
পরদার রতো নিত্যং পরবিত্তাপহারকঃ। ১১ ॥

রাহু জন্মকালে কৌতুকাবস্থাগত হইলে মনুষ্য স্থানহীন অর্থাৎ গৃহ ভূমি হইতে বঞ্চিত হয়। সে ব্যক্তি পরদারাসক্ত হয এবং পরধন অপহরণ করে ॥ ১১ ॥

নিদ্রাবস্থাগতে রাহৌ গুণ গ্রাম যুতোনরঃ।
কান্তাসন্তানবান্ ধীরো গর্ব্বিতো বহুবিত্তবান্ ॥ ১২ ॥

রাহু জন্মকালে নিদ্রিত থাকিলে মনুষ্য নানাবিধ গুণগ্রামে সুশোভিত হয়। সে ব্যক্তি পত্নীযুক্ত, সন্তানযুক্ত, ধীর, গর্ব্বিত, এবং ধনসম্পন্ন হয় ॥ ১২ ॥

অথ কেতোঃ।

মেষে বৃষেঽথ বা যুগ্মে কন্যায়াং শয়নং গতে।
কেতৌ ধন সমৃদ্ধিঃ স্যাদন্যভে রোগ বর্দ্ধনং ॥ ১ ॥

জন্মকালে শয়নাবস্থাগত কেতু, মেষ, বৃষ, মিথুন অথবা কন্যা রাশিস্থ হইলে মনুষ্য ধন সমৃদ্ধি সম্পন্ন হয়। উক্ত রাশি চতুষ্টয় ব্যতীত অন্য রাশিগত হইলে কেতু কেবল রোগের বৃদ্ধি করেন ॥ ১ ॥

উপবেশংগতে কেতৌ দদ্রুরোগ বিবর্দ্ধনং
অরিব্রাতনৃপব্যাল চৌরশঙ্কা সমন্ততঃ ॥ ২ ॥

কেতু জন্মকালে উপবেশনাবস্থাগত হইলে, দদ্রুরোগের উৎপত্তি হয় এবং শত্রুভয়, রাজভয়, সর্পভয়, এবং চৌরভয় উপস্থিত হয় ॥ ২ ॥

নেত্রপাণিং গতে কেতৌ নেত্র রোগঃ প্রজায়তে।
দুষ্টসর্পাদি ভীতিশ্চ রিপুরাজকুলাদপি।
বিত্তং বিনাশমায়াতি মতিশ্চ চপলা ভবেৎ ॥ ৩ ॥

কেতু জন্মকালে নেত্রপাণি অবস্থাগত হইলে, নেত্র রোগের উৎপত্তি হয়। দুর্জ্জন লোক, সর্প, শত্রু এবং রাজকুল হইতে ভীতি উপস্থিত হয়. ধন বিনষ্ট হয় এবং মতি চঞ্চল হয় ॥ ৩ ॥

প্রকাশনংগতে কেতৌ ধনধান্য সমুন্নতিঃ।
রাজমানং যশোলাভং বিদেশে সৌখ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪ ॥

যাহার জন্মকালে কেতু প্রকাশাবস্থায় থাকেন, তাহার ধন-ধান্যের সমুন্নতি হয়। সে ব্যক্তি রাজসম্মান এবং যশোলাভ করে। বিদেশ হইতেই তাহার অধিক সুখলাভ ঘটে ॥ ৪ ॥

গমনে তু যদা কেতৌ পুত্রসম্পত্তিমান্নরঃ।
পণ্ডিতো রাজমানী চ ধনেনপরিপূরিতঃ ॥ ৫ ॥

কেতু গমনাবস্থায় থাকিলে মনুষ্য পুত্র এবং সম্পত্তিপ্রাপ্ত হয়। সে ব্যক্তি পণ্ডিত, রাজমানী, এবং অত্যন্ত ধনবান্ হয় ॥ ৫ ॥

কেতাবাগমনে দুষ্টমতিঃ স্ত্রীরহিতঃ পুমান্।

কামী ধী-ধর্ম্মহীনশ্চ জায়তে ক্রোধনঃ শঠঃ ॥ ৬ ॥

কেতু জন্মকালে আগমনাবস্থাগত হইলে পুরুষ দুষ্টমতি এবং পত্নীবিরহিত হয়। সে ব্যক্তি কামুক, সদ্বুদ্ধিহীন ধর্ম্মবর্জ্জিত, ক্রোধনস্বভাব এবং প্রতারক হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

সভাবস্থাগতে কেতৌ বাচালো বহুগর্ব্বিতঃ।

কৃপণো লম্পটশ্চৈব ধূর্ত্তবিদ্যা বিশারদঃ ॥ ৭ ॥

কেতু জন্মকালে সভাবস্থায় থাকিলে মনুষ্য অত্যন্ত বাচাল এবং গর্ব্বিত স্বভাব হয়। সে ব্যক্তি কৃপণ, লম্পট, এবং ধূর্ত্ততাবিদ্যায় পারদর্শী হয় ॥ ৭ ॥

যদাগমে ভবেৎকেতুঃ কেতুঃ স্যাৎপাপকর্ম্মণাং।

বন্ধুবাদরতো দুষ্টো রিপুরোগ নিপীড়িতঃ ॥ ৮ ॥

কেতু জন্মকালে আগমাবস্থাগত হইলে মনুষ্য পাপকর্ম্মা জনগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। সে ব্যক্তি বন্ধুগণ সহ বিবাদশীল, দুর্জ্জন, শত্রু কর্ত্তৃক নিপীড়িত ও রোগ সন্তপ্ত হয় ॥ ৮ ॥

ভোজনে তু জনো নিত্যং ক্ষুধয়া পরিপীড়িতঃ।

দরিদ্রো রোগসন্তপ্তঃ কেতৌ ভ্রমতি মেদিনীং ॥ ৯ ॥

জন্মকালে কেতু ভোজনাবস্থাগত থাকিলে মনুষ্য, ক্ষুধায় পরিপীড়িত, দরিদ্র ও রোগ সন্তপ্ত হয় এবং নানা স্থান পরিভ্রমণ করে ॥ ৯ ॥

নৃত্যলিপ্সাগতে কেতৌ ব্যাধিনা বিকলো ভবেৎ।

বুদ্বুদাক্ষী দুরাধর্ষো ধূর্ত্তোঽনর্থ করো নরঃ ॥ ১০ ॥

কেতু নৃত্যলিপ্সা গত হইলে মনুষ্য রোগে সর্ব্বদা বিকল থাকে। সে ব্যক্তি বুদ্বুদ লোচন (মিট মিট করিয়া তাকায়), দুর্দ্দমনীয় ও ধূর্ত্ত হয় এবং নানা অনর্থ উপস্থিত করে ॥ ১০ ॥

কৌতুকী কৌতুকে কেতৌ নটবামারতিপ্রিয়ঃ।

স্থানভ্রষ্টো দুরাচারো দরিদ্রো ভ্রমতে মহীং ॥ ১১ ॥

কেতু কৌতুকাবস্থাগত হইলে মনুষ্য কৌতুকপ্রিয় এবং নটীদিগের সহ রতিক্রীড়ায় আসক্ত হয়। সে ব্যক্তি স্থানভ্রষ্ট, দুরাচার রত, ও দরিদ্র হয় এবং নানা দেশ পরিভ্রমণ করে॥ ১১॥

নিদ্রাবস্থাগতে কেতৌ ধনধান্য সুখং মহৎ।

নানাগুণ বিনোদেন কালোগচ্ছতি জন্মিনাং॥ ১২॥

কেতু জন্মকালে নিদ্রিত থাকিলে, মনুষ্য ধনসুখ ও ধান্যসুখ প্রাপ্ত হয়। সে ব্যক্তি নানবিধ গুণজনিত আনন্দে কাল অতিবাহিত করে॥ ১২॥

ষোড়শাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

অথ গ্রহাণাং বালদীপ্তাদ্যবস্থাধ্যায়ঃ সপ্তদশঃ।

বালাদ্যবস্থা

বালো রসাংশৈ রসমে প্রদিষ্ট,

স্ততঃ কুমারোহি যুবাথ বৃদ্ধঃ।

মৃতঃ ক্রমাদুৎক্রমতঃ সমর্ক্ষে,

বালাদ্যবস্থাঃ কথিতা গ্রহাণাং॥ ১॥

ফলংতু কিঞ্চিদ্বিতনোতি বাল,

শ্চার্দ্ধং কুমারঃ প্রযতেন পুংসাং।

যুবা সমগ্রং খচরোঽথ বৃদ্ধো,

ফলং চ দুষ্টং মরণং মৃতাখ্যঃ॥ ২॥

এক্ষণে গ্রহগণের বালাদি অবস্থা কথিত হইতেছে। ১ বাল, ২ কুমার, ৩ যুবা, ৪ বৃদ্ধ, ৫ মৃত; গ্রহগণের এই পাঁচ অবস্থা আছে। রাশিকে সমান পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিলে ছয় অংশে এক এক ভাগ হয়। উক্ত পাঁচ ভাগের এক এক ভাগে এক এক অবস্থা হয়। তন্মধ্যে অসম রাশিতে ক্রমগণনা

এবং সম রাশিতে ব্যুৎক্রম গণনা করিতে হইবে। বালক গ্রহ কিঞ্চিৎমাত্র ফল প্রদান করেন, কুমার গ্রহ অর্দ্ধ ফল দান করেন। যুবক গ্রহ হইতে সমস্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৃদ্ধ গ্রহ অনিষ্ট ফলের এবং মৃতগ্রহ মরণের হেতু॥ নিম্নে বালাদি চক্র সন্নিবেশিত হইল॥

অথ গ্রহাণাং বালাদ্যবস্থা চক্রং।

রাশি	১—৬	৭—১২	১৩—১৮	১৯—২৪	২৫—৩০
ওজরাশি	বাল	কুমার	যুবা	বৃদ্ধ	মৃত
যুগ্মরাশি	মৃত	বৃদ্ধ	যুবা	কুমার	বাল

এই চক্র দৃষ্টে বুঝিতে হইবে যে, ওজ রাশিতে ১ হইতে ৬ অংশ পর্য্যন্ত গ্রহগণের বালাবস্থা এবং যুগ্মরাশিতে মৃতাবস্থা। অন্য স্তম্ভ চতুষ্টয়েও এই রূপ॥ ১২॥

দীপ্তাদ্যবস্থা

উচ্চে দীপ্তঃ স্বভে স্বস্থো মিত্রভে হর্ষিতো ভবেৎ।
শান্তঃ শোভন বর্গস্থোঽতিশস্তো দীপ্তদীধিতিঃ॥ ৩॥
লুপ্তোঽস্তে নীচভে দীনঃ পীড়িতঃ পাপ শত্রুভে।
এবমষ্টো নভোগানাং ভাবা দীপ্তাদি ভেদতঃ॥ ৪॥

দীপ্তাদি ভেদে গ্রহগণের অষ্ট প্রকার অবস্থা বা ভাব আছে। যথা ১ দীপ্ত, ২ স্বস্থ, ৩ হর্ষিত, ৪ শান্ত, ৫ শস্ত, ৬ লুপ্ত, ৭ দীন, এবং ৮ পীড়িত। কোন গ্রহ উচ্চস্থ হইলেই তাহাকে (১) দীপ্ত কহা যায়। গ্রহ মূল ত্রিকোণস্থ হইলেও তাহাকে দীপ্ত মধ্যে গণ্য করা রীতি। স্বক্ষেত্রস্থ গ্রহকে (২য়) স্বস্থ এবং মিত্র ক্ষেত্রস্থিত গ্রহকে (৩য়) হর্ষিত কহে॥ ক্ষেত্র হোরাদি দশ বর্গে যে গ্রহ শোভন বর্গস্থ তাহাকে (৪র্থ) শান্ত কহে। গ্রহ কোন পাপ বর্গস্থ কিম্বা অরিবর্গস্থ না হইয়া স্ববর্গে বা মিত্রবর্গে কিম্বা শুভগ্রহের বর্গে স্থিত হইলেই শান্ত নামে অভিহিত। স্ববর্গ, মিত্রবর্গ এবং শুভগ্রহের

বর্গকেই শোভন বর্গ কহা যায়। দীপ্ত দীধিতি, অর্থাৎ উদিতাবস্থায় থাকিলে গ্রহকে (৫) শস্ত কহে। অস্তগত গ্রহকে (৬) লুপ্ত, নীচস্থ গ্রহকে (৭) দীন এবং পাপ ও শত্রু গ্রহের ক্ষেত্রস্থ গ্রহকে (৮) পীড়িত কহে ॥ ৩।৪ ॥

দীপ্তে মদোন্মত্ত গজেন্দ্র গন্তা সদারিহন্তা বরতীর্থ গন্তা।
কান্তো মনস্বী নিতরাং যশস্বী প্রদীপ্তবেষো মনুজো মহীপঃ ॥ ৫ ॥

গ্রহ দীপ্তাবস্থায় থাকিলে মনুষ্য মদোন্মত্ত গজেন্দ্রবাহনে গমন করে, সর্ব্বদা অরিকুল নির্ম্মূল করে, ও তীর্থ স্থানে পরিভ্রমণ করে। তদ্দশায় মনুষ্য সুরূপ, সুবুদ্ধি, অত্যন্ত যশস্বী এবং প্রদীপ্ত খ্যাতিবিশিষ্ট মহীপতি হয় ॥ ৫ ॥

স্বস্থে গুণাগার জবালয়ানা
মুপার্জ্জকো বৈরি বিনাশ কর্ত্তা।
নরোহপ্যুদারো নৃপ পূজিতঃ স্যাদ্
বিশাল কীর্ত্তিঃ কমনীয় মূর্ত্তিঃ ॥ ৬ ॥

গ্রহ স্বস্থাবস্থায় থাকিলে মনুষ্য নানাবিধ গুণে সুশোভিত হয় এবং গৃহ বাহনাদি (স্বয়ং) উপার্জ্জন করিয়া থাকে। সে ব্যক্তি বৈরিকুলের বিনাশক, উদার স্বভাব, রাজ-পূজিত, এবং বিশাল কীর্ত্তিবিশিষ্ট হয়। তাহার মূর্ত্তি বিশেষ কমনীয় হয় ॥ ৬ ॥

হর্ষিতে ভবতি হর্ষিতঃ সদা মিত্রপুত্র পরিপূরিতো মুদা।
ধর্ম্ম কৃন্মণিগণেন মণ্ডিতঃ পরম দৈববিপাক বিজ্জনঃ ॥ ৭ ॥

গ্রহ হর্ষিত থাকিলে মনুষ্য সর্ব্বদা হর্ষিত এবং মিত্র ও পুত্রগণে পরিবৃত থাকিয়া আনন্দে কালযাপন করে। সে ব্যক্তি ধর্ম্ম কার্য্য করে, মণিগণে বিভূষিত থাকে এবং দৈব-বিপাক বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ হয় ॥ ৭ ॥

শান্তেঽতি শান্তো যুবরাজরাজো জনো মহৌজা জনতা সমেতঃ।
অনেক বিদ্যামল গদ্যপদ্যাভ্যাসানুরক্তঃ খলুবিত্ত যুক্তঃ ॥ ৮ ॥

গ্রহ শান্তাবস্থায় থাকিলে মনুষ্য অতি শান্ত স্বভাব, যুবরাজের ন্যায় শোভমান এবং মহা তেজস্বী হইবে। বহু লোক তাহার অনুচর হইবে।

সে ব্যক্তি নানাবিধ গদ্য পদ্যময় নির্ম্মল বিদ্যাভ্যাসে অনুরক্ত এবং বিশেষ ধনসম্পন্ন হইবে॥ ৮॥

শস্তে বিশেষাদ্ বিদুষাং প্রশস্তঃ প্রশস্তবেশো গতরোগসঙ্ঘঃ।
বিশালমালালসিতোঽমলোক্ত্যা নরো নরাণামধিপপ্রধানঃ॥ ৯॥

গ্রহ শস্তাবস্থায় থাকিলে মনুষ্য বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের মধ্যে বিশেষ প্রশংসনীয় এবং সর্ব্বদা সুবেশধারী হয়। তাহার শরীর রোগহীন এবং বিশাল মালায় সুশোভিত থাকে। সে ব্যক্তি বাক্যের মিষ্টতায় নৃপতিগণেরও প্রধান হয়॥ ৯॥

লুপ্তে চ লুপ্তো গুণধর্ম্মভাবৈঃ প্রপীড়িতোঽরাতিকুলেন মর্ত্ত্যঃ।
ভবেদ্ বিরক্তো গদজালযুক্তঃ প্রমাদশালী খলু পাপমালী॥ ১০॥

গ্রহ লুপ্তাবস্থায় থাকিলে মনুষ্যের গুণ এবং ধর্ম্ম ভাব লুপ্ত হয়, অর্থাৎ জাতক নির্গুণ এবং বিধর্ম্মী হইয়া থাকে। সে ব্যক্তি অরাতিগণ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত, পরিবার বর্গ হইতে সর্ব্বদা বিরক্ত এবং নানাবিধ রোগে সমাচ্ছন্ন ও নানাবিধ প্রমাদে পতিত হয় এবং পাপের মালা ধারণ করে (পাপ কর্ম্মে আসক্ত হয়)॥ ১০॥

দীনেতি দীনো মতিতোষহীনো জনো জনেশাদি নিপীড়িতশ্চ।
গুণেন হীনঃ পরদারলীনঃ পরার্থহারী চ কু ভূমি চারী॥ ১১॥

গ্রহ দীনাবস্থায় থাকিলে মনুষ্য অত্যন্ত দীন (দরিদ্র) বুদ্ধিহীন, সন্তোষরহিত, নৃপ প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রপীড়িত, নির্গুণ ও পরদারপরায়ণ হয়। সে ব্যক্তি পরধন অপহরণ এবং কদর্য্য স্থানে বিচরণ করে॥ ১১॥

পীড়িতে গদ নিপীড়িতঃ সদা, চিন্তয়া চ পরয়া সমন্বিতঃ।
ব্যগ্রিতো বহুমদোদ্ধতঃ পুমানাধিরোগ সহিতো বিশেষতঃ॥ ১২॥

পীড়িত গ্রহাবস্থায় মনুষ্য সর্ব্বদা রোগ পীড়িত, ভীষণ চিন্তায় চিন্তিত, অবকাশবিহীন, এবং মদোদ্ধত হয়। সে ব্যক্তি বিশেষতঃ মানসিক রোগে রুগ্ন থাকে॥ ১২॥

সপ্তদশাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

অথ গ্রহাণাং গর্ব্বিতাদ্যবস্থাধ্যায়োঽষ্টাদশঃ ।

কোণে তুঙ্গ গৃহে গতো নিগদিতঃ খেটস্তদা গর্ব্বিতো
মিত্রর্ক্ষে গুরু সংযুক্তোঽপি মুদিতো মিত্রেণ যুক্তেক্ষিতঃ ।
পুত্রস্থান গতোঽগু ভৌম রবিজার্কৈঃ সংযুতো লজ্জিতঃ
পাপারিগ্রহ বীক্ষিতো হি রবিণা সংক্ষোভিতঃ কীর্ত্তিতঃ ॥ ১ ॥

যো মন্দারি যুতেক্ষিতোঽরিগতঃ খেটঃ ক্ষুধা পীড়িতো
যঃ পাপারি যুতেক্ষিতো ন চ শুভৈ দৃষ্ট স্তৃষার্ত্তোঽম্বুভে ।
গর্ব্বাঢ্যো মুদিতোঽথ লজ্জিত ইতি প্রক্ষোভিতঃ কীর্ত্তিতে
বিদ্ভিঃ সংক্ষুধিত স্তৃষার্ত্ত ইহ ষড়্ভাযা গ্রহাণামমী ॥ ২ ॥

জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ কীর্ত্তন করিয়াছেন যে, জন্মকুণ্ডলীতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থিতি এবং ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের দৃষ্টি ও সংযোগ বশতঃ গ্রহগণের ১ম গর্ব্বিত, ২য় মুদিত, ৩য় লজ্জিত, ৪র্থ ক্ষোভিত, ৫ম ক্ষুধিত, এবং ৬ষ্ঠ তৃষ্ণার্ত্ত এই ছয়টী ভাব বা অবস্থা হয়। অবস্থার ভিন্নতাহেতু গ্রহগণের ফলেরও ভিন্নতা হইয়া থাকে । এক্ষণে গ্রহগণের অবস্থা বিচার লিখিত হইতেছে ॥

১ম। গর্ব্বিত—কোন গ্রহ তুঙ্গস্থান গত হইয়া জন্মলগ্ন হইতে ত্রিকোণস্থ হইলে তাহাকে গর্ব্বিত গ্রহ কহে । যথা—"তুঙ্গস্থান গতোবাপি ত্রিকোণেঽপি ভবেৎ পুনঃ। গর্ব্বিতঃ সোঽপি গদিতো নির্ব্বিশঙ্কং দ্বিজোত্তমঃ" ॥ ইতি পরাশর। কোন গ্রহ মুল ত্রিকোণস্থ হইয়া জন্মলগ্ন হইতে কোণগত হইলেও তাহাকে গর্ব্বিত গ্রহমধ্যে গণ্য করা যায় ।

২য়। মুদিত—বৃহস্পতিসহ সংযুক্ত কোন গ্রহ, মিত্র ক্ষেত্রস্থ হইয়া মিত্র-যুক্ত বা মিত্র দৃষ্ট হইলে তাহাকে মুদিত কহে ।

৩য়। লজ্জিত—কোন গ্রহ লগ্নের পঞ্চমস্থ হইয়া রাহু (বা কেতু), মঙ্গল, রবি কিম্বা শনিসহ সংযুক্ত থাকিলে লজ্জিত হন্ ।

৪র্থ। ক্ষোভিত—কোন গ্রহ রবিসহ এক রাশিস্থ হইয়া পুনঃ কোন পাপ বা শত্রুগ্রহ কর্ত্তৃক সংদৃষ্ট হইলে তাঁহাকে ক্ষোভিত কহা যায়।

৫ম। ক্ষুধিত—শত্রু গৃহস্থ কোন গ্রহ শত্রুসংদৃষ্ট বা শত্রুযুক্ত হইলে তাঁহাকে ক্ষুধিত কহে। শনিসহ সংযুক্ত গ্রহ শত্রুক্ষেত্রগত না হইলেও ক্ষুধিত শব্দের বাচ্য। যথা—শত্রুগেহী শত্রুযুক্তো রিপুদৃষ্টো ভবেদ্যদি। ক্ষুধিতঃ স চ বিজ্ঞেয়ঃ শনিযুক্তো যথা তথা। ইতি পরাশর।

৬ষ্ঠ। তৃষিত—শুভগ্রহের দৃষ্টি বিবর্জ্জিত কেবল পাপযুক্ত বা পাপ দৃষ্ট হইয়া জলরাশি গত হইলে তাঁহাকে তৃষিত কহে। কর্কট, বৃশ্চিক এবং মীন রাশিকে জল রাশি কহে। (সংজ্ঞাধ্যায় ৩৩ পৃষ্ঠা) ॥ ১।২ ॥

ক্ষুধিতঃ ক্ষোভিতো বাপি যত্র তিষ্ঠতি তং বলাৎ ॥
বিনাশয়তি পুষ্ণাতি মুদিতো গর্ব্বিতো গ্রহঃ ॥ ৩ ॥
এবং ক্রমেণ বোদ্ধব্যং সর্ব্বভাবেষু পণ্ডিতৈঃ।
বলবান বিচারেণ বক্তব্যঃ ফলনির্ণয়ঃ ॥ ৪ ॥

ক্ষুধিত এবং ক্ষোভিত গ্রহ যে ভাবে অবস্থান করেন, সেই ভাব জনিত ফলের বিনাশ করিয়া থাকেন। গর্ব্বিত ও মুদিত গ্রহ আপনার অধিষ্ঠিত ভাবের পুষ্টি সাধন করেন ॥ ৩ ॥

এই প্রকারে পণ্ডিতবর্গ পিতৃ ভ্রাত্রাদি প্রত্যেক ভাবগত গ্রহের অবস্থা বিবেচনা করতঃ তত্তৎ ব্যক্তির শুভাশুভ ফল বিচার করিয়া বলিবেন। ফল নির্ণয় কালে গ্রহগণের বলাবল বিশেষরূপ বিচার করিয়াই ফল বলা কর্ত্তব্য ॥ ৪ ॥

কর্ম্মভাব গতো যস্য লজ্জিত স্তৃষিতোঽথবা।
ক্ষুধিতঃ ক্ষোভিতো বাপি স দরিদ্রো নরো ভবেৎ ॥ ৫ ॥

যাহার জন্ম কুণ্ডলীর দশম গৃহে লজ্জিত, তৃষিত, ক্ষুধিত অথবা ক্ষোভিত গ্রহ অবস্থান করেন, সে ব্যক্তি দরিদ্র হইবে ॥ ৫ ॥

লজ্জিতঃ পুত্র ভাবস্থঃ পুত্রনাশ করো মতঃ।
ক্ষোভিত স্তৃষিতো যস্য সপ্তমে স্ত্রী ন জীবতি ॥ ৬ ॥

লজ্জিত গ্রহ পুত্রভাবে অবস্থিত থাকিলে পুত্র নাশ করেন, ক্ষোভিত বা তৃষিত গ্রহ সপ্তম ভাবগত হইলে মনুষ্যের পত্নী জীবিত রহে না॥ ৬॥

নবালয়ারাম সুখং নৃপত্বং কলাপটুত্বং বিদধাতি পুংসাং।
সদার্থ লাভং ব্যবহার বৃদ্ধিং দশা বিশেষাদিহ গর্ব্বিতস্য॥ ৭॥

গর্ব্বিত গ্রহের দশায় মনুষ্য নূতন গৃহ এবং উদ্যান (আরাম) জনিত সুখ এবং নৃপতির তুল্য সম্মান ও ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। সে ব্যক্তি সঙ্গীতাদি (৬৪ কলা) নানাবিদ্যায় পটু হয় এবং সর্ব্বদা অর্থ লাভ করে তাহার ব্যবহার (টাকার সুদ) বৃদ্ধি হয়॥ ৭॥

ভবতি মুদিত পাকে বাস শালা বিশালা
বিমল বসন ভূষা ভূমি যোষাসু সৌখ্যং।
স্বজন জন বিলাসো ভূমিপাগারে বাসো
রিপু নিবহ বিনাশো বুদ্ধি বিদ্যা বিকাশঃ॥ ৮॥

মুদিত গ্রহের পাক (দশা) কালে বৃহৎ বৃহৎ বাস গৃহের নির্ম্মাণ, বিমল বসন, ভূষণ, ভূসম্পত্তি এবং স্ত্রী জনিত সুখের উৎপত্তি, আত্মীয় সাধারণ ব্যক্তির নিকট হইতে সম্মান ও আনন্দ লাভ হয়। নৃপালয়ে বাস, শত্রুকুলের বিনাশ এবং বুদ্ধি বিদ্যার প্রকাশ মুদিত গ্রহদশার ফল॥ ৮॥

দিশতি লজ্জিত খেট দশাবশা রতিবিরাম মতীব মতি ক্ষয়ং।
সুতগদাগমনং গমনং বৃথা কলি কথাভিরুচিং ন রুচিং শুভে॥ ৯॥

লজ্জিত গ্রহের দশা বশে মনুষ্যের রতি ক্রীড়ায় বিরাম ঘটে, বুদ্ধির ক্ষয় হয়, পুত্রের পীড়া হয়, বাণিজ্যে লাভ হয় না পরনিন্দা কলহাদি পাপ কথায় আনন্দ জন্মে এবং শুভ কথাদিতে অরুচি হয়॥ ৯॥

সংক্ষোভিতস্যাপি দশা বিশেষাৎ দারিদ্রজাতং কুমতিং চ কষ্টং।
করোতি বিত্তক্ষয় মঙ্ঘ্রি বাধাং ধনাপ্তি বাধা মবনীশ কোপাৎ॥ ১০॥

ক্ষোভিত গ্রহের দশাকালে মনুষ্যের দারিদ্র্য ঘটে এবং তজ্জনিত বুদ্ধিনাশ ও কষ্ট উপস্থিত হয়। সে ব্যক্তির ধন ক্ষয় হয়, পায়ে পীড়া হয় এবং রাজকোপে ধনাগম হয় না॥ ৯ ॥

ক্ষুধিত গ্রহ দশায়াং শোক মোহাদি তাপঃ
পরিজন পরিতাপাদাধিভীত্যা কৃশত্বং।
কলিরপি রিপুলোকৈ রর্থ বাধা নরাণা
মখিল বল নিরোধো বুদ্ধি বোধো বিশেষাৎ॥ ১০ ॥

ক্ষুধিত গ্রহ-দশায় শোক মোহাদি জনিত সন্তাপ উপস্থিত হয়। পরিজন-বর্গের কষ্টে এবং মানসিক দুঃখে শরীর কৃশ হয়। পরিজন সহ কলহ হয়, অর্থাগম বন্ধ হয় এবং সর্ব্ব প্রকারে বলহীনতা ও বিশেষতঃ বুদ্ধিভ্রংশ উপস্থিত হয়। ১০ ॥

তৃষিত খগ দশায়া মঙ্গিনামঙ্গ মধ্যে
ভবতি গদ বিকারো দুষ্টকার্য্যাধিকারঃ।
নিজ জন পরিবাদাদর্থ হানিঃ কৃশত্বং
খলকৃত পরিতাপো মানহানিঃ সদৈব॥ ১১ ॥

তৃষিত গ্রহের দশাকালে মনুষ্যের শরীর মধ্যে নানাবিধ রোগবিকার উপস্থিত হয়। দুষ্ট কার্য্যে অধিকার জন্মে, (কুকার্য্যে আসক্তি হয়) আত্মীয় জনের নিন্দা বশতঃ অর্থ ক্ষয় হয়। শরীর কৃশ হয় এবং দুষ্টজন-কৃত কার্য্যে পরিতাপ ও সর্ব্বদা মানহানি ঘটে॥ ১২ ॥

আসীৎ শ্রী করুণাকরো বুধবরো বেদাঙ্গ বিদ্যাকর,
স্তৎসূনুঃ ক্ষিতিপালবন্দিতপদঃ শ্রীশম্ভুনাথঃ কৃতী।
বিজ্ঞব্রাত কৃতাদরো গণিত বিজ্জ্যোতির্ব্বিদাং প্রীতয়ে
চক্রে ভাব কুতূহলং লঘুতরং শ্রীজীবনাথঃ সুধী॥ ১২ ॥

(মিথিলা প্রদেশে) বেদ-বেদাঙ্গবিৎ পণ্ডিতাগ্রগণ্য একজন (জ্যোতিষী) ছিলেন। ক্ষিতিপাল বন্দিত পদ এবং কৃতী শ্রীশম্ভুনাথ তাঁহার পুত্র। গণিত শাস্ত্রজ্ঞ বিজ্ঞব্রাত (সমূহ) কৃতাদর সুবুদ্ধিসম্পন্ন (তৎপুত্র) শ্রীজীবনাথ কর্ত্তৃক লঘুতর আকারে এই ভাবকুতূহল নামক (জ্যোতিষ গ্রন্থ) বিরচিত হইল॥ ১৩॥

অষ্টাদশাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

সর্ব্বাদ্যা সর্ব্বভূতা শবশিবনিলয়া যাঽম্বিকা তৎপ্রসাদাৎ
চক্রেঽহং চানুবাদং সুললিতবচসা রামগোপাল শর্ম্মা।
লব্ধজ্যোতির্ব্বিনোদোঽনঘসুবিমলধী পার্ব্বতী রায়পুত্রঃ
জ্যোতিগ্রর্ন্থস্য বিদ্বজ্জনগণ সুখদং ভাবকৌতূহলস্য॥

বহ্নিন্দু বসুভূমানে শাকে কীটক্ষ'গে রবৌ।
কৃতোঽয়ং প্রীতয়ে ভূয়াৎ ভবানী বিশ্বনাথয়োঃ॥

ইতি শ্রীরামগোপাল জ্যোতির্ব্বিনোদ বিরচিত সুবোধিনী ভাষা টীকা সমেতো জীবনাথ কৃতো ভাবকুতূহল নাম জ্যোতিগ্রর্ন্থঃ সমাপ্তঃ।

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ।

Opinions on Astrology by the Westerns

——o——

Of all the superstitous beliefs, belief in Astrology is perhaps, the most, reasonable.—Proctor.

In the days of Kepler we know that astrology was more thought of than astronomy, for though on behalf of the world he worked at the latter, for his own daily bread he was in the employ of the former, making almanacks and drawing horoscopes that he might live.—'Astronomical Myths' based on Flammarion's "History of the Heavens" by John F. Blake. London. Macmillan & Co., 1877.

So great is the ignorance which confounds a science requiring the highest education, with that of the ordinary gypsy fortune-teller.—Max Muller.

"Astrology was received into Europe through Claudius Ptolemy, the learned geographer and mathematician of Alexandria, so much held in esteem by the Greeks for his great learning, and by them called "the most wise" Under Adrian he wrote his immortal "Tetrabiblos," or four books upon judicial astrology. Since then the subject has been amplified and illustrated by many writers, suah as Guido Bonatus, the author of the *Centiloquia*, Placidus de Titus, the writer of the *Primum Mobile*, and others

"But centuries before Ptolemy saw the light of day, astrology in the East had reached a degree of perfection which, if we may trust the records within our reach, is certainly not yet attained to in the Western world

"Guido Bonatus, the Italian astrologer already mentioned, predicted that the Earl of Monserrat would gain a victory on the field at a certain hour upon a fixed day, but that the nobleman would receive a wound in the knee The event came off, and Guido, who trusted his science, carried the bandages to dress the knee that was to be wounded. The victory was won as predicted, and the bandages were brought from the field on the Earl's wounded knee' Valentine Naibod, an astrologer whose works are still in repute, among European students, predicted that at a certain time he would die by violence, to avoid which, during the period of evil, he shut himself up with sufficient food, and barricaded the gates, doors and windows of his house, and resolved so to

continue until the evil period had passed. Some passing thieves, seeing the house so carefully guarded, imagined some great treasure to be there, and resolved to break in. They did so, and meeting Naibod, they barbarously killed him. Thus his predictions were realized even against his precautions. Michael Scot, who was patronised by Emperor Frederick II., predicted that his patron would die at Florence, which accordingly happened. He also said that he himself would die by the fall of a stone, and his prophecy was fulfilled, for being one day at his devotions in church, a stone from the roof fell upon him and mortally wounded him.

"The predictions of the poet Dryden, relative to his own child Charles, gives yet another proof of the survival and modern excellence of the science. He predicted that at the ages of 8 and 23, his son Charles would be in danger of death, and that he would assuredly die in his 34th year. At 8 years he was buried under a wall knocked down by the hounds which were following a stag; at 23 years he fell from an old tower in the Vatican at Rome; and at 33 he died by drowning at Windsor.

"It is remarkable that from the days of the conquest down to the time of Lord Bacon, almost every man of note as a mathematician was an astrologer, which shows how universal was the belief in the science at that age. There was Oliver of Malmesbury, 1060, who is the oldest known writer on mathematics; then comes Herbert of Lorraine, 1095, and Roger Bacon, born in 1214. In 1256 died the celebrated John of Halifax, whose true name was Holy-wood, and who, before Newton, was one of the ablest men of England—he too was a writer on astrology. From the middle of the 13th century we will pass by a host of noted men who believed in the truth of planetary influence, and come down to King Richard I, 1392, who wrote "something on astrology." The poet Geoffry Chaucer wrote a treatise on the astrolabe, an instrument used at that period for making stellar observations for astrological purposes. The Duke of Gloucester, in 1440, composed astrological tables to aid in the computing of "directions." Robert Recorde, the founder of the school of English writers, the first man who wrote on Arithmetic in English the first writer, in English on Geometry, and who introduced Algebra into England, was also a believer in astrology."—W. R. Old's Lectures on Astrology.

প্রকাশকের নিবেদন

আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিগণ জ্যোতিষ শাস্ত্রকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সেই অমূল্য জ্ঞান-দুরূহ সংস্কৃত ভাষায় আবদ্ধ থাকায় সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তি এই শাস্ত্রের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। এই অভাব দূরীকরণের জন্য মদীয় পিতৃদেব ৺রামগোপাল রায় জ্যোতির্বিনোদ তন্ত্রভূষণ বিখ্যাত জ্যোতিষ-গ্রন্থগুলি প্রাঞ্জল বাঙ্গলা ভাষায় সঙ্কলিত করেন। বাঙ্গলা ভাষায় 'উড়ুদায প্রদীপম', 'ভাবকুতূহলম্', 'জাতকালঙ্কারঃ' এবং 'জৈমিনীয় সূত্রম্' তিনিই প্রথম প্রকাশ করেন এবং এগুলি সঙ্কলনে তাঁহার যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্বজ্জন সমাজে এই সকল গ্রন্থ যথেষ্ট সমাদৃত।

শ্রীজীবনাথ বিরচিত 'ভাবকুতূহলম্' এই শাস্ত্রমধ্যে একখানি উত্তম গ্রন্থ। ভাব-বিচারের জন্য ইহার ন্যায় সংক্ষিপ্ত অথচ গভীরতাপূর্ণ পুস্তক আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ৺পিতৃদেব সঙ্কলিত এই পুস্তকখানি বহুদিন হইতেই দুষ্প্রাপ্য ছিল। যাহা হউক, জগদীশ্বরের কৃপায় ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল, এক্ষণে জ্যোতিষানুরাগী সমাজে ইহার উপযুক্ত সমাদর হইলেই কৃতার্থ হইব।

এই গ্রন্থের প্রকাশকল্পে এবং মুদ্রণশুদ্ধি বিষয়ে জ্যোতিষানুরাগী প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয় যথেষ্ট সহায়তা করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। ইতি—১লা ফাল্গুন সন ১৩৩২ সাল।

৭২ কালীঘাট রোড,
কলিকাতা।

শ্রীরামরঞ্জন রায়।